আন্ডারস্ট্যান্ডিং মোহাম্মদ

আলী সিনা

আল্লাহর রসুলের মানব জীবন ও কর্ম

নির্ভীক ও প্রকৃত সত্য সৃষ্ট সাহসী রচনা

ভূমিকা

আলী সিনা জন্ম নিয়েছিলেন ইরানে। বেশিরভাগ শিক্ষিত ইরানীয় দের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ইসলাম একটি মানবতাবাদী ধর্ম যা মানব অধিকার কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। কিন্তু আলী সিনা র ছিল এক অনিসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী মন যা প্রশ্ন করেছিল, জবাব খুঁজেছিল ও প্রমাণ জোগাড় করেছিল কোনো দ্বিধা ছাড়াই। আস্তে আস্তে তিনি ইসলাম সম্পর্কে যা আবিষ্কার করলেন সেসব তথ্য তার ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও বিবেক বুদ্ধি কে নাড়িয়ে দিল। ২০০১ সালের ১১ই সে্প্টেম্বর এর মর্মান্তিক ঘটনার অনেক আগে তিনি বুঝেছিলেন যে যদি কেও ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্ন না তোলে ও প্রতিবাদ না জানায় তাহলে শুধুমাত্র পশ্চিমী দেশগুলো ই নয়, ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর মানব সভ্যতার বিনাশতার কারণ হতে দাঁড়াবে। যে মুহূর্তে আলী সিনা ইসলামের মানব বিনাশকারী শক্তি ও বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ও ইসলাম এর অগ্রহণযোগ্য দিক গুলি মানুষের সামনে উন্মুক্ত করার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তার ***website Faith freedom international*** *।*

পশ্চিমী সভ্যতার সুরক্ষার জন্য আলী সিনার মতো আরো যুক্তিবাদী প্রয়োজন। যেভাবে পশ্চিমী সভ্যতা কে বাঁচানো হয়েছে সাম্যবাদ এর কবল থেকে। সেভাবে ইসলাম এর মারণাত্বক গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে গেলে মানুষের আরো সচেতনতার প্রয়োজন।

আমি আমার গ্রন্থ leaving Islam এ উল্লেখ করেছি যে ইসলাম ও সাম্যবাদ এর মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। যেমন ম্যাক্সিম রোডিসন এবং বার্ট্রান্ড রাসেল উল্লেখ করেছেন যে ঊনবিশ শতকে সাম্যবাদী মানসিকতা ও ইসলামিক মূল্যবোধ অনেকটা একইরকম ছিল। বিশেষত ১৯৩০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে। রাসেল বলেছেন " ধর্ম গুলিকে তুলনা করলে বলশেভিক বা সাম্যবাদ এর সাথে মোহাম্মদ প্রবর্তিত ইসলামের বেশী সাদৃশ্য দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের তুলনায়। খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম মানবতাবাদী ব্যক্তি ধর্ম যেখানে প্রেম ভাবনা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গুরুত্ব বেশি।

অপরদিকে ইসলাম বা মোহাম্মদবাদ এবং সাম্যবাদ ব্যবহারিক, সামাজিক, নির্জীব, এবং এই ধর্ম দুটির একমাত্র উদেশ্য পৃথিবী জয় করা। যেকোনো উপায়ে ধর্ম সাম্রাজ্য সৃষ্টি করা। ১৯৯০ সাল থেকেই এই দুটি প্রভাবশালী ধর্ম প্রসার মানব জীবন শৈলী ও মূল্যবোধ কে আহত করেছে। কষ্টল্যার বলেছেন " তোমরা আমাদের কান্না ও প্রতিবাদ এর প্রতিবাদ করতে থাকো, ঘৃণা করো, কিন্তু আমরা, এক্স কমিউনিষ্ট রাই তোমাদের দিকে থাকা একমাত্র লোক যারা আসল ব্যাপার গুলো জানে"। ক্রসমান তার বই এর ভূমিকা তে লিখেছিলেন " সিলনে(এক্স কমিউনিষ্ট) একদিন মজা করে টগ্লিয়াত্তি কে বলেছিলেন যে , শেষ এর আসল যুদ্ধ হবে সাম্যবাদী আর অসম্যবাদি দের মধ্যে। কিন্তু যারাই সাম্যবাদ এর দার্শনিক ও রাজনৈতিক রূপ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছেন তারাই বুঝবেন পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের আসল মূল্য। শয়তান নরকে থাকে , যারা তাকে কোনোদিনও দেখেনি তারা দেবদূত দেখেও চিনতে পারবে না কখনোই।"

মানবজাতি সাম্যবাদকে হারিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে, কিন্তু ইসলামবাদকে এখনও হারাতে পারেনি। এবং হয়তো শেষ যুদ্ধ টা হবে ইসলাম আর গণতন্ত্রের মধ্যে। এবং Koestler এর কথা অনুসরণ করে বলা যায় যে যারা আগে মুসলমান ছিল তারাই **একমাত্র জানে ইসলাম ধর্মের আঁটঘাট, এবং তাদের আর্ত ক্রন্দন এ সাড়া দেওয়াটাই হবে আমাদের আবশ্যক কর্তব্য।**

আমরা যারা অতি আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের বাসিন্দা, যারা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিজ্ঞানের অবদান উপভোগ করি প্রতিনিয়ত তাদের ইসলাম এর দিকে আরেকটু যুক্তিগ্রাহ্য উপায়ে তাকানো উচিত, কোরানিক সমালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। একমাত্র কোরানিক সমালোচনার মাধ্যমে , তাদের পূণ্য ধর্ম গ্রন্থের পঠনের মাধ্যমে আমরা ইসলাম কে জানতে পারবো সঠিকভাবে। যুবক মুসলিম দের কে কোরআনের অসহিষ্ণু পথে যেতে বাধা দিয়ে পারবো। পাশ্চাত্যে বসবাসকারী সকল স্বাধীন নাগরিকদেরই ইসলাম ধর্ম ও তার আচারবিচার সম্পর্কে অবহিত হাওয়াটা দরকার। কিন্তু তারা যদি শুধুমাত্র বাজার চলতি সাধারণ বই পত্র পড়েন তাহলে তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি কেবলমাত্র সহানুভুতিশীল হয়ে পড়বেন। আলী সিনা ও তার দল এর অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে যে আসল দিক পরিবর্তনকারী কাজকর্ম করেছেন ও বই লিখেছেন সেগুলো পড়লে তবেই আসল ইসলাম ও তদের আসল উদ্যেশ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভ করা যাবে। দায়িত্ববান নাগরিক যারা এখনো পর্যন্ত ইসলামের আসল রূপ জানতে পারেননি ও সাময়িক ভ্রান্তির মধ্যে আসছেন তাদের জন্য আলী সিনার এই বই একটি

অবশ্যপাঠ্য। আলী সিনার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যারা দায়িত্ব নিয়ে এই চক্ষু উন্মেলনকারী কাজগুলো করছেন তাদের কে স্বাধীন বিবেকবান মানবসভ্যতার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

(ইবন ওয়ারাক হলেন " leaving Islam, what the Koran really says", "the quest for the historical Muhammad", "the origin of the Koran" এবং "why I am not a Muslim anymore" এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা যিনি অনেক নব্য মুসলিম কে তাদের ধর্ম বিশ্বাস এর উপর প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন।)

১) সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সার্বজনীন শান্তি অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয় যখন এখনো পৃথিবী ব্যাপী কিছু কিছু চিন্তাধারা প্রত্যেকদিন ধর্মের নামে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। মানুষ সাধারণত হিংস্র নয়। তাদের কিছু চিন্তাধারার বদলের ফলে তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। ভালো কিছু মানুষ তখনই হিংসা ছড়ায় যখন তারা অন্যায় দেখে। বেশিরভাগ সময় তাদের এই অন্যায় উপলব্ধি কল্পিত হতে থাকে। হাজার হাজার মানুষ কে ধর্মের নামে এটা বিশ্বাস করানো যেতে পারে যে তারা নানাভাবে অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ দ্বারা অন্যায়ের শিকার। তাদের এই বিশ্বাসের কারণে তারা ঘৃণা পোষণ করে, প্রতিশোধ নিতে চায়, এবং নিজেদের কে বঞ্চিত মনে করে সেটি সংশোধন করতে চেয়ে নানা অন্যায় কাজকর্ম করে থাকে ও ক্রমাগত মানব বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত হতে থাকে। ধর্মের নামে

সকল নৃশংসতায় অন্তর্ভূক্ত হয়। ইসলাম তেমনি একটি ধর্ম বিশ্বাস, যা মানুষকে অন্যায়ের প্রলোভন দেখায়।

সারা পৃথিবী জুড়ে 2001 সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে 13 হাজারেরও বেশি আতঙ্কবাদী হামলা হয়েছে। এই সমস্ত আতঙ্কবাদী হামলা তে হাজার হাজার নির্দোষ সব নাগরিকের রক্তপাত হয়েছে এবং অসংখ্য লোকজন মারা গিয়েছে। কোনরকম দৈত্য দানব কিন্তু এই নির্বিচারে রক্তপাতের জন্য দায়ী নয় দায়ী হলো মুসলমান। এই মুসলমান যারা নিজের ধর্ম পালনের জন্য হাজার হাজার মানুষকে এক নিমিষে শেষ করে দিতেও পিছপা হয়না। এরকম পাক্কা মুসলমান পৃথিবীতে লাখ লাখ আছে এবং ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না।

কিন্তু আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে মুসলিম আতঙ্কবাদ পৃথিবীতে এই প্রথমবার বা নতুন তাহলে আবার বিচার করে দেখুন। ইসলাম ধর্মের সফলতা এবং ব্যাপকতা দাঁড়িয়ে আছে আতঙ্কবাদী নরসংহার এর উপর। হযরত মুহাম্মদ যেদিন থেকে মদিনাতে পা রেখেছিলেন সেদিন থেকেই তার আতঙ্কবাদী নরহত্যার ইতিহাস শুরু হয়েছে। তারপর থেকে তার অনুগামীরা তার সেই প্রথম প্রদর্শিত পথ মেনে চলে একই কাজ করে যাচ্ছে ,ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য।

ইসলাম একটি অসহিষ্ণু, শ্রেষ্ঠতাবাদী স্বেচ্ছাচারী অরাজক এবং হিংসক ধর্ম। যদি এদের কথা কেউ সোজাসুজি না শোনে বা

এদের কোনো প্রস্তাবনা কে কেউ যদি যথাযথ সম্মান না দেয় সঙ্গে সঙ্গে এরা রাগে ফেটে পড়ে। যদিও এরা অন্যান্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ করে এবং তাদের ধর্মাচরণের যথাসম্ভব বাধা দেয়।

মুসলমান ধর্মকে বুঝতে গেলে এবং ওদের স্বভাব পরিচয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে গেলে আগে আমাদের জানতে হবে ওদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সম্পর্কে। হযরত মুহাম্মদ কে মুসলিমরা ইবাদত এবং অনুসরণ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম ধর্ম টি মোহাম্মদ- বাদ অনুসরণ করে। মোহাম্মদকে বুঝতে পারলেই ইসলাম ধর্ম টি পুরোপুরি বুঝতে এবং জানতে পারা যাবে।

আন্ডারস্ট্যান্ডিং মোহাম্মদ বইটি হযরত মুহাম্মদের মানবজীবন এবং কর্মের উপর ভিত্তি করে রচিত। মোহাম্মদ নামক ইসলামী যে শক্তি ,তার আসল রহস্য সমাধান করা হয়েছে এই বইটিতে। ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন যে মোহাম্মদ পথেঘাটে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, ঘন্টার পর ঘন্টা নিজের মত চলে বেড়াতেন এবং নিজের চিন্তা ভাবনা সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন। উনি ঘন্টার আওয়াজ শুনে ভয় পেতেন এবং ভূত-প্রেত নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখতেন। যতদিন না ওনার স্ত্রী খাদিজা বেগম ওনাকে বোঝালেন যে উনি আল্লাহর পয়গম্বর , ততদিনে ভাবতেন যে উনার উপর শয়তানের আত্মা ভর করেছে। কিন্তু যখনই মোহাম্মদ বুঝতে পারলেন যে উনি একজন পায়গম্বার , তাঁর স্বভাব- চরিত্র বদলে গেল। যারাই ওনার ক্ষমতাকে অস্বীকার করার সাহস দেখালো তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। যারাই উনার প্রতিবাদ করলেন

তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে দিলেন। উনি গ্রামের পর গ্রাম লুটপাট চালিয়ে নির্মম হত্যাকান্ড চালাতে লাগলেন। হাজার হাজার মানুষের হত্যা হলো। হাজার হাজার মানুষকে ক্রীতদাস বানানো হলো। এবং নিজেই সৈন্যদেরকে নিয়ে বিনাদ্বিধায় লুটপাট এবং ধর্ষণকাণ্ড চালানোর অনুমতি দিয়ে দিলেন।

প্রশংসাকারী মোসাহেবদের মহম্মদ উদারতার চোখে দেখতেন কিন্তু কোন জনগোষ্ঠী যদি ওনার প্রতি অসম্মতি প্রকাশ করত তাহলে উনি প্রতিশোধ ভাবনা মনে পোষণ করে রাখতেন। উনি নিজেকে মানব শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী বলে মনে করতেন। মোহাম্মদ কোন সাধারন মানুষ ছিলেন না। উনি একজন আত্ম মুগ্ধ প্রতিশোধ পরায়ন মানুষ ছিলেন।

এই বইতে আমরা কোন গল্প নয় বরং নথিভূক্ত তথ্যের উপর আলোচনা করব। মোহাম্মদের জীবনের আসল ঘটনা গুলি নিয়ে বইটি রচিত। এই বইটিতে "কি হয়েছিল" তার বাদলে "কেন হয়েছিল" তারপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ ,যিনি মানব ইতিহাসের প্রভাবশালী শক্তিমান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম তার জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা এই বইটিতে করা হয়েছে।

মোহাম্মদ তার নিজের সৃষ্ট লক্ষ্য পূরণে বদ্ধপরিকর ছিলেন । তিনি নিজে আল্লাহর হয়ে আল্লাহর বাণী শোনাতেন এবং আশা করতেন যে তার ধর্মের এবং তার অনুগামী সমস্ত লোক তার কথায় ভরসা করবে এবং তার কথা মেনে চলবে। মোহাম্মদ প্রচন্ড ক্রোধে আল্লাহকে দিয়ে বলেছিলেন "আল্লাহর রসূল যা দেখে ,যা শুনে তোমরা তার বিবাদ করতে চাও?" এটি তার মন বিকৃতির অন্যতম লক্ষণ। মোহাম্মদ যা দেখেছিলেন বা

শুনেছিলেন তারপরও কি সবার ভরসা করাটা ঠিক ছিল ? আল্লাহর রসূল হিসেবে এটা কি মোহাম্মদের দায়িত্ব ছিলো না যে তিনি যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলে সেটা তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন ? একমাত্র একজন আত্ম মুগ্ধ অতি অহংকারী ব্যক্তিই আশা করতে পারে যে উনি যা বলবেন লোকে সেটা কোন রকম বিচার বিবেচনা না করে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করবে।

মোহাম্মদ অনাথ ছিলেন এবং উনার বাল্যকাল অত্যন্ত কঠিনভাবে কেটেছিল। একদম অল্প বয়সেই উনার মা তাকে মারধর করে, ধিক্কার জানিয়ে একজন সরাইখানার মালিকের কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানে বালক মুহাম্মাদকে সেই বাড়িওয়ালার চাচা এবং দাদা দুই বয়স্ক ভদ্রলোককে দেখাশোনার জন্য রাখা হয়েছিল। অনাথ বালকটির উপর দয়াপরবশ হয়ে দাদা এবং চাচা তার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ ভালোবাসা দেখাতে লাগলেন। প্রায় কিশোর মহম্মদ অতিরিক্ত স্নেহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলেন। একদম অল্পবয়সে যখন মোহাম্মদের বাৎসল্য প্রেমের দরকার ছিল তখন সে সেটা পায়নি। কিশোর বয়সের সম্মানজনক অনুশাসন তাকে কখনো কেউ শেখায় নি। তাই হঠাৎ করে যখন তাকে অতিরিক্ত স্নেহ-ভালোবাসা দেওয়া হল তখন সে আত্ম অহংকারী এবং অভব্য হয়ে উঠলো। এই মনোবিকৃতি তাকে অসীম ক্ষমতা লোভী ও প্রতিহিংসাপরায়ন করে তুলল। তিনি নিজেকে বিশিষ্ট মানব মনে করতে লাগলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন যে বাকিরাও তাকে অনুসরণ করবে এবং তার কথা মেনে চলবে। তিনি অন্যান্য মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিতেন এবং অসৎ ব্যবহার করতেন তবুও তার মনে হতো যে লোকেরা তাকে হিংসা করছে। তাকে কেউ অস্বীকার বা অবমাননা করলে

তিনি, আহত হতেন ও রেগে যেতেন। কেউ ওনাকে অমান্য করলে পাওনা দল ছেড়ে চলে গেলে তাকে হত্যা করত তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন ,মানুষকে ঠকাতেন এবং এই সমস্ত অসৎ কাজ করাকে নিজের অধিকার বলে মনে করতেন। এই সমস্ত অন্যায় ব্যবহার "নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার" এর লক্ষণ। এটি তার মনোবৃত্তি এবং আত্ম অহংকার এর মূল কারণ ছিল বলে মনে করা হয়।

আরো একটি মানসিক রোগ "টেম্পোরাল লোব ইপিলেপ্সি"। কারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ইসলামের পয়গম্বর মানসিক মতিভ্রম ছিল। তার এ অতি কল্পনাকে তিনি রহস্যবাদী আর ষড়যন্ত্রের প্রেরণা হিসেবে প্রকাশ করতেন। যখন উনি দাবি করতেন যে উনি দৈবিক আওয়াজ শুনেছেন অথবা আল্লার পৃথিবীতে আগমন দেখেছেন, তখন মিথ্যাচার করতেন না , প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিকৃত মন বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে সমর্থ ছিল না। মোহাম্মদ "অবসেসিভ পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে" আক্রান্ত ছিলেন। যে কারণে তিনি সংখ্যা বুঝতে পারতেন না দৈনন্দিন কঠিন কাজে তাকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হতো। এটা থেকে বোঝা যায় যে মোহাম্মদ কেন এত কঠিন জীবনযাপন করতেন এবং তার ধর্ম কেন এত অদ্ভুত নিয়ম কানুন এ ভর্তি। সেই বয়সে মোহাম্মদ স্থূলতা বা অতিকায়তা রোগের কবলে পড়েছিলেন। কিছু হরমোনের অধিক ক্ষরনের ফলে এই রোগ মানুষের হয়। এতে মানব শরীরের হাড় অত্যাধিক বড় হয়ে যায়, হাত পা রুক্ষ হয়ে যায়, দেহের তুলনায় বড় হয় ও ফুলে যায়। এই রোগে ঠোঁট ,নাক ও জিভ অসামান্য রূপে বড় হয়ে গিয়ে ঝুলতে থাকে মানুষ কুশ্রী কূরূপ হয়ে যায়। 40 এর উপর বয়সী মানুষের

সাধারণত এই রোগ হয়ে থাকে এবং 60 বছর বয়স হতে হতেই সে মারা পড়ে। এই রোগে ইরেকটাইল ডিসফাংশন দেখা দেয় যা নপুংসকতা সৃষ্টি করে কিন্তু অপরদিকে টেম্পোরারি লোব ডিজঅর্ডারের কারণে রোগীর কামলিপ্সা বাড়তে থাকে।

এই সমস্ত রোগ থাকার কারণেই শেষ বয়সে মুহাম্মাদের কামলিপ্সা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। উনি একই রাতে তার নয়জন স্ত্রীর সাথেই সহবাস এর চেষ্টা করতেন, কিন্তু সন্তুষ্টি পেতেন না কোনোমতেই। তার নপুংসকতা এবং মানসিক উন্মাদনা তাকে তার স্ত্রীদের প্রতি বিমুখ করে দিয়েছিল। যাতে তার যুবতী স্ত্রীদের উপর অন্য কারোর নজির না পরে তাই তিনি তাদের কে পর্দার অন্তরালে থাকার আদেশ দিলেন ও জনসমক্ষে মুখ দেখাতে বারণ করে দিলেন। এবং আজকের বিশ্ব জুড়ে লাখ লাখ মুসলিম মহিলাকে পর্দার অন্তরালে ,বোরখা পরে থাকতে হয় শুধুমাত্র মোহাম্মদ এর নপুংশকতা ও অনিরাপত্তার কারণে। মোহাম্মদ এর এইসমস্ত মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক রোগই ইসলাম ধর্মের সমস্ত উদ্ভট নিয়ম কানুন এর মূল কারণ।

এইসমস্ত অসুখ ও অসামান্য মুখাকৃতি তার এমন পরিস্থিতি বানিয়ে দিয়েছিল যে উনি সাধারন মানুষের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন । তিনি তার অনুগামী দেরকে বোঝাতেন যে পয়গম্ব হাওয়ার কারণেই তার স্বভাব এত বিচিত্র এবং এটি তার অসাধারণ মানুষ হওয়ার লক্ষণ। অন্য ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের লোকদের থেকেও নিজের ধর্মকে আগে নিয়ে যাওয়ার ও ধর্মের ব্যপাকতা বাড়ানোর জন্য মোহাম্মাদ সর্বদা তৎপর থাকতেন।

মৃত্যুর দূত হয়ে অন্যের গলা কেটে এবং অন্য ধর্মের লোককে জোর করে ধর্মান্তরিত করে ইসলাম আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মে পরিণত হয়েছে। এবং সেই ইসলাম ই আজকের পৃথিবীতে বিশ্ব শান্তি এবং মানব সভ্যতার সবথেকে বড় ক্ষতির ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোহাম্মদ এ জীবনে চরিত্র সম্পর্কে জানা এত জরুরি কেন ? কারণ আজ পৃথিবীতে কোটি কোটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী তার মতো হওয়ার চেষ্টা করছে, তিনি যেরকম কাজ করে গিয়েছেন সেই রকম কাজ করার চেষ্টা করছে। মোহাম্মদ কে অনুসরণ করার পরিণামে তার উন্মাদনা আজ তার কোটি কোটি অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে মারণ রোগের মত। মোহাম্মদকে ভালোভাবে জানতে এবং তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেই আমরা ভবিষ্যতে সমস্ত অপ্রত্যাশিত ইসলাম ধর্মালম্বী লোকেদের হাত থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে পারবো। আমরা এখন অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিস্থিতিতে বাস করছি। সম্পূর্ণ জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ এখন উন্মাদের সাথে মোকাবেলা করছে। আত্মঘাতী বোমা হামলার সাথে যেন জনণাশ করছে এবং ভাবছে যে হত্যাই পৃথিবীতে সবথেকে পুন্যের কাজ। পৃথিবীটা আজ একটি বিপজ্জনক স্থানে পরিণত হয়েছে। যখন এই মানুষগুলোর কাছে পারমাণবিক হাতিয়ার থাকবে সেই দিন পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ইসলাম একটি ধর্ম নয় এটি একটি মানব সম্প্রদায়। এখনো সময় আছে ,আমাদের জেগে ওঠা উচিত এবং বোঝা উচিত যে এই সম্প্রদায়টি মানবজাতির জীবনের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক; মুসলিম জাতির সাথে সমগ্র সভ্য মানব সম্প্রদায়ের একত্রবাস করা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। যতক্ষণ মুসলমান জাতি

মোহাম্মদের অনুগামী থাকবে এবং মোহাম্মদের প্রদর্শিত পথে বিশ্বাস করবে ততদিন ওরা নিজেদের জন্য এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য বিপদের কারণ হয়ে থাকবে।

মুসলমানদের হয় ইসলাম ছেড়ে দিয়ে বাকি পৃথিবীর সংস্কৃতিবান সভ্য মানব জাতির সাথে সহাবস্থান করা উচিত, অথবা মোহাম্মদ অনুসরণকারী মুসলমানদেরকে সমাজ থেকে বের করে দিয়ে ইসলাম ধর্মে প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে দেওয়া উচিত। অন্যান্য দেশ গুলিতে নিজেদের দেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, যে দেশ গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং বাকি পৃথিবীর সভ্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অস্বীকার করে।

ইসলাম ধর্ম গনতন্ত্রের বিরোধী। মুসলমান এমন একটি লড়াকু জাতি যা গনতন্ত্রকে সমাপ্ত করে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে ও সারা বিশ্বব্যাপী তানাশাহী রাজত্ব চালাতে প্রয়োগ করে। বর্বরতা এবং সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করতে এবং একই সাথে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতে গেলে ইসলামকে মানবজাতি থেকে বাদ দিতে হবে, এটাই একমাত্র উপায়। মানব জাতিকে একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী উপহার দিতে গেলে মুসলমান জাতি থেকে ইসলাম নামক এই জীবাণু দূর করা অতি আবশ্যক।

মুসলমান ধর্মালম্বী এবং অমুসলমান ধর্মালম্বী দু'পক্ষকেই মোহাম্মদ এর জীবন চরিত্র সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। এই বই সেই দুস্তর কাজটি অনেক সহজ উপায় মেলে ধরেছে।

অধ্যায় এক

কে ছিল মোহাম্মদ ?

" তোমার আল্লাহ কখনো তোমাকে ছেড়ে যায়নি,না কখনো রাগ করেছে ঘৃণা করেছে। তোমার ভবিষ্যৎ সবসময় অতীতের থেকে ভালো, অনেক ভালো। শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এত কিছু দেবেন যে তুমি তৃপ্ত হয়ে যাবে। যখন তুমি অনাথ ছিলে আল্লাহ তোমাকে আশ্রয় দেয়নি? যখন দিশা হারিয়ে ছিলে তখন কি আল্লাহ তোমাকে রাস্তা দেখায় নি? আল্লাহ কি তোমাকে ধনদৌলত দেয়নি?"

আসুন আমরা হযরত মুহাম্মদের কাহিনী টা জানি। তার জীবনযাত্রা টি কেমন ছিল সেটা একটু উঁকি মেরে দেখি। আমরা এমন একটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে ও ধরন সম্পর্কে দেখব যাকে কোটি কোটি

মানুষের দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। ইসলাম সম্প্রদায়টি আর কিছুই না ,কেবল মোহাম্মদবাদ। মুসলমানরা দাবী করে যে তার একমাত্র আল্লাহর পুজো করে। কারণ আল্লাহ আর কিছুই না, মোহাম্মদের মস্তিষ্ক সৃষ্ট অহংকারী কল্পনা এবং মোহাম্মদের ই অদৃশ্য কৃত্রিম প্রতিরূপ। তাই প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা হযরত মুহাম্মদের এই পুজো করেন। ইসলাম ধর্ম হযরত মুহাম্মদেরই ব্যক্তি পূজা। আমরা মোহাম্মদ এর সেই শব্দগুলো পড়বো যেগুলো তিনি কোরআনের লিখে গিয়েছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে সেগুলি আল্লাহর বাণী।

আমরা মোহাম্মদ কে ওর বন্ধু এবং স্ত্রী দের নজর দিয়েও দেখব। আমরা এটাও জানব যে কিভাবে মহম্মদ মাহফুজের পরিত্যক্ত নাগরিক থেকে বাস্তবিকভাবে আরবের আসল শাসক হয়ে উঠল। আমরা জানবো কি করে মোঃ ক্ষমতালোভী হয়ে লোকেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন, এবং উনার বিচারের সহমত পোষণ না করা লোকেদের বিরুদ্ধে কিভাবে বিদ্রোহ বাঁধিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন, কিভাবে উনি মানুষের মধ্যে ক্রোধ এবং ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমরা এটাও দেখব যে বিরোধীদের দমন করার জন্য ও তাদের মনে ভয় সৃষ্টি করার জন্য মোহাম্মদ কিভাবে নির্বিচারে লুটপাট, ধর্ষণ ,শারিরীক যন্ত্রণা এবং হত্যা চালিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা মোহাম্মদের দ্বারা সৃষ্ট অসংখ্য নরসংহার এবং তার ঠক, দুনম্বরী ,চালবাজি রাজনৈতিক প্রবৃত্তি সম্পর্কে জানব। আজকের আতঙ্কবাদী মুসলমান গোষ্ঠী মোহাম্মদের সেই দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতি অবলম্বন করে। মোহাম্মদ কে জানার পর আপনারা বুঝতে পারবেন যে মুসলমান আতংক বাদীরা সেই কাজই করে যা তাদের রসূল বা পয়গম্বর করে গিয়েছিল।

মোহাম্মদের জন্ম এবং বাল্যকাল

আরবের মক্কায় 570 সালে আমেনা নামক এক বিধবা যুবতী মহিলা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিল। আমেনা তার পুত্রের নাম রাখল মোহাম্মদ। একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমেনা লালন-পালনের জন্য মোহাম্মদকে মরুভূমির এক দম্পতির কাছে সঁপে দিয়ে আসলো। মোহাম্মদ এর বয়স ছিল মাত্র 6 মাস।

আরবের ধনী মহিলারা মাঝেমাঝেই নবজাতক শিশুর দেখাশোনার জন্য আয়া বা পরিচারিকা নিযুক্ত করত পয়সার বিনিময়ে। এরফলে তাদের বাচ্চা দেখাশোনা করার হাত থেকে ফুরসত মিলে যেত ও তারা আবার গর্ভধারনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকত। অধিক সন্তান-সন্ততি সমাজে তাদের স্থান এবং প্রতিপত্তির পরিচয় ছিল। কিন্তু আমেনার সাথে এসব কিছুই হয়নি। আমেনা বিধবা ছিল। তাকে কেবল একটা সন্তানেরই লালন-পালন করতে হতো কিন্তু আমনা ধনী ছিল না। মোহাম্মদ জন্মানোর আগেই তার পিতা আব্দুল্লাহ পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন। তাছাড়াও নবজাতক শিশুকে অন্যের ঘরে ছেড়ে দিয়ে আসাটা খুব একটা স্বাভাবিক কাজ ছিল না। মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা বেগম মক্কার সবথেকে ধনী মহিলা ছিলেন। খাদিজা তার পূর্ব দুই বিবাহ থেকে তিন সন্তানের জননী ছিলেন। মোহাম্মদ কে বিয়ে করার পর তারা আরও 6 টি সন্তান হয়। খাদিজা বেগম তার নিজের সমস্ত সন্তানকে নিজেই পালন করে বড় করেছিলেন।

তাহলে আমেনা তার একমাত্র সন্তানকে পালন করার বাদলে কেন অন্যকে দিয়ে দিয়েছিল? মোহাম্মদের মা আমেনা সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানতে পারি। তাই তার এই নির্ণয় সম্পর্কে বুঝতে পারা খুবই কঠিন।

আমেনা ও মোহাম্মদের সম্পর্কের ব্যাপারে খুব বেশি জানা গেলেও এটা জানা যায় যে আমেনা কখনোই মোহাম্মদকে নিজের স্তন্য পান করাননি। জন্মের পরেই মোহাম্মদ এর দেখাশোনার জন্য আমেনা তাকে তার চাচা অবু লহব এর চাকরানী সুয়েরবার কাছে তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আবু লাহাব হল সেই ব্যক্তি যার স্ত্রীকে মোহাম্মদ সূরা 111 তে লানত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না যে কেন আমেনা মোহাম্মদকে নিজে বড় করেননি। আমরা এ সম্পর্কে কেবল অনুমান করতে পারি।

উনি কি অবসন্ন ছিলেন যে উনি এত অল্প বয়সে বিধবা হয়ে গিয়েছেন? অথবা উনি কি এটা ভেবেছিলেন যে এই বাচ্চাটি তার পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

পরিবারে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু মানসিক এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী, যা মানুষকে অবসাদগ্রস্ত করে তুলতে পারে। নির্জনতা, বাচ্চা নিয়ে সমস্যা, বিবাহিত জীবনে কলহ, টাকা-পয়সার সমস্যা অথবা কম বয়সে মা হয়ে যাওয়া কারণে কোন মহিলা অবসাদগ্রস্ত হয়ে যেতে পারেন। আমেনা সদ্য নিজের স্বামী হারিয়ে ছিলেন। তিনি অল্পবয়েসী, একলা এবং গরীব ছিলেন। তবু এটা জানা মুশকিল যে কোন অবসাদের কারণে তিনি

তার গর্ভজাত নবজাতক শিশুকে নিজে থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। গর্ভবতী অবস্থায় কোন মহিলা যদি অবসাদগ্রস্থ হয় তাহলে এটাও সম্ভাবনা থেকে যায় যে শিশু জন্মের পর অনেক সময় ধরে তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছেন। যা তার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত কঠিন সময়। গবেষকেরা বলেন যে কোনো গর্ভবতী মহিলা যদি অবসাদগ্রস্থ হন তা তার গর্ভজাত শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে জন্মানো কোন বাচ্চা বেশিরভাগ সময়ে অত্যন্ত অলস এবং রুক্ষ মেজাজি' হয়ে যেতে পারে। এতে বাচ্চার শিখন ক্ষমতা কমে যেতে থাকে এবং সে অত্যন্ত রুক্ষ ব্যবহারকারী, কল্পনাপ্রবণ মানুষে পরিনত হতে পারে।

মোহাম্মদ অপরিচিত লোকেদের মধ্যে বড় হয়েছিলেন। একটু বড় হওয়ার পর তিনি জানতে পারেন যে, যে পরিবারের সাথে তিনি থাকেন সেটা তার নিজের পরিবার নয়। এই প্রশ্নটা ও তার মনে অবশ্যই এসে থাকবে যে কেন তার নিজের মা তাকে নিজের কাছে রাখতে চাননি। মোহাম্মদ বছরে দুবার তার নিজের মায়ের সাথে দেখাও করতে যেতেন নিয়মিত।

বহু বছর বাদে হলিমা এটাও বলেছিলেন যে উনি প্রথম প্রথম মোহাম্মদকে নিতে চাননি কারণ সে গরীব পরিবারের বাচ্চা ছিল এবং তার কাছে কিছুই ছিল না। কিন্তু যেহেতু উনি কোন ধনী পরিবারের বাচ্চা পাননি ,সেই কারণে বাধ্য হয়ে মোহাম্মদ কে নিজের কাছে রাখতে হয়েছিল তাকে, কারণ তার পরিবারের টাকা-পয়সার দরকার ছিল। যদিও মোহাম্মাদের দেখাশোনা করে ওরা বেশি টাকা-পয়সা পাননি। এটা থেকেই কি জানা যায় না যে হালিমা মোহাম্মদের আদেশও খেয়াল রাখতেন কিনা তা সন্দেহজনক ?

যে বয়সে একটা বাচ্চার চরিত্র গড়ে ওঠার কথা সেই বয়সে মোহাম্মদ কি আদৌ কোন পরিবার ও পারিবারিক ভালোবাসা পেয়েছিলেন?

হালিমা জানিয়েছিলেন যে মোঃ চুপচাপ এককোণে একা বসে থাকা বাচ্চা ছিল। ও নিজের মনেমনে ,সবসময় নিজের মাথার মধ্যে হারিয়ে থাকতো। বন্ধুদের সাথে ও চুপি চুপি কথা বলতো যাতে ওকে অন্য কেউ দেখে না ফেলে। এটাই কি সেই বাচ্চার প্রতিক্রিয়া ছিল ,যে বাস্তব পৃথিবীতে কখনো ভালোবাসা পায়নি ,এইজন্যে সে নিজের কাল্পনিক মনগড়া পৃথিবীতে বাস করত এবং সেখানে নিজের নির্জনতা দূর করে ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টায় ছিল ?

মোহাম্মদের মানসিক দশা হালিমার চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে লাগলো। যখন মোহাম্মদের পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেল হালিমা তাকে তার নিজের মা আমিনার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলো। আমিনা তখনও আরেকজন স্বামী খুঁজে পাননি এবং তিনি মোহাম্মদকে ফেরত নিতে চাইছিলেন না।

হালিমা যখন আমিনাকে মোহাম্মদের অদ্ভুত ব্যবহার এবং কল্পনাপ্রবন মানসিকতার কথা জানালেন তখনই আমিনা নিজের কাছে রাখতে তৈরি হলেন। হালিমা এই কথাটি ইসনে-ইসহাক এইভাবে লিখেছেন : তার (হালিমা নিজের ছেলে) বাবা আমাকে বলল 'আমার মনে হয় এই বাচ্চার কোনো দোষ আছে। অবস্থা খারাপ হওয়ার আগেই বাচ্চাকে তার নিজের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা যাক।..... সে (মোহাম্মদের মা) বারবার জিজ্ঞাসাবাদ

করতে লাগল এবং ততক্ষণ শান্ত হলো না যতক্ষণ আমি তাকে পুরো কথাটা না বললাম। যখন উনি জিজ্ঞেস করলেন যে, এই বাচ্চার উপর কি শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে তখন আমি জানালাম যে 'হ্যাঁ' "

ছোট বাচ্চাদের সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকা অথবা নিজের কাল্পনিক বন্ধুদের সাথে সারাদিন কথা বলা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু মোহাম্মদের ক্ষেত্রে এটি একটি সাবধান বানী ছিল। হালিমার স্বামী জানিয়েছেন যে "আমার মনে হয় এই বাচ্চার উপর শয়তানের দৃষ্টি পড়ে" । এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুবছর বাদে মহম্মদ তার বাল্যকালের এই অদ্ভুত ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন; " সাদা পোশাক পড়ে দুজন অপরিচিত লোক আসলেন, তাদের হাতে সোনার পেয়ালা ছিল, যাতে বরফ ভরা ছিল। ওরা আমাকে নিয়ে গেলেন এবং আমার শরীর টা খুলে ফেললেন ,শরীরের মধ্যে থেকে আমার কলিজা বের করলেন, এবং সেটাও খুলে ফেললেন; তার ভিতর থেকে একটা কালো রংয়ের অস্পষ্ট চাক বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এবং তারপর আমার হৃদয় ও সমগ্র শরীর সেই বরফ দিয়ে ততক্ষণ পরিষ্কার করতে থাকলেন যতক্ষণ না পুরো শরীর সাদা স্পষ্ট হয়ে যায়। "

এই কথাটা তো সত্যি যে মনের বিকার হৃদয়ের মধ্যে কোন কালো রংয়ের চাক হিসেবে থাকে না। এটাও সত্যি যে শিশুরা পাপমুক্ত হয়। পাপ কোন ছুরি দিয়ে যেমন মেরে ফেলা যায় না এমন বরফ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে তুলে ফেলা যায় না। তাই বলা যায় যে এই পুরো গল্পটি একটি কল্পনাগাথা অথবা মিথ্যাচার।

মোহাম্মদ তারপর তার মার কাছে বসবাস করতে লাগলো কিন্তু তার কপালে এই সুখ বেশিদিন সহ্য হলো না। মাত্র এক বছর পরই আমিনারও মৃত্যু হয়ে গেল। বালক মোহাম্মদ আমিনার সাথে বেশি কথাবার্তা বলতেন না। আমিনার মৃত্যুর 50 বছর বাদে যখন মোহাম্মদ মক্কার উপর শাসন জারি করলেন, তখন মক্কা ও মদিনার মাঝখানে অবস্থিত অব্বা নামক স্থানে ,যেখানে তার মায়ের কবর ছিল সেখানে গিয়ে তিনি কেঁদেছিলেন। মোহাম্মদ তার বন্ধুদের পরে বলেছিলেন :

"ওটা আমার মায়ের কবর ছিল। আল্লাহ আমাকে সেই কবরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি আল্লার কাছে মায়ের জন্য দোয়া করতে চেয়েছিলাম ,কিন্তু আল্লাহ মানা করে দিয়েছিলেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেন নি ;তাই আমি মায়ের কথা বেশি মনে পড়ায় মায়ের কবরে গেলাম এবং সেখানে গিয়ে স্মৃতিতে ভেসে গেলাম এবং কাঁদতে লাগলাম। "

আল্লাহ কেন কেউ যদি তার মায়ের জন্য দোয়া করতে চায়, তা মঞ্জুর করবেন না? তার মা কি এমন কাজ করেছিল যা ক্ষমার যোগ্য ছিল না? তাহলে তো আল্লাহ ও অন্যায় করেছে !এই করা যায় তাহলে এর মানে বোঝা এবং হজম করা মুশকিল। আসলে আল্লাহর সাথে এর কিছুই যায় আসে না। মোহাম্মদ নিজেই তার মায়ের মৃত্যুর 50 বছর বাদে তাকে ক্ষমা করতে পারেননি। হয়তো মোহাম্মদ এর মনে এক প্রেমহীন রুক্ষ মহিলা হিসেবে তার মা অঙ্কিত ছিলেন এবং পরিণত বয়সে পৌঁছেও মায়ের উপর

ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি। হয়তো মোহাম্মদ এর মনে গভীর ক্ষত ছিল যা কখনো সারেনি।

আমিনার মরে যাওয়ার পর দু'বছর ধরে মোহাম্মদ নিজের দাদা আবদুল মোতালেব এর কাছে গিয়ে থাকতেন। দাদা আবদুল জানতেন যে মোহাম্মদ এতদিন পর্যন্ত এক প্রকার অনাথের জীবন কাটিয়েছে, তাই তিনি তার একমাত্র ছেলে আব্দুল্লাহর এই শেষ সন্তানের উপর বেশি বেশি করে স্নেহ ভালোবাসা এবং ধনদৌলত খরচ লাগলেন। এটা পরিষ্কার যে আব্দুল মোতালেব তার এই নাতির উপর এতো ভালোবাসা এবং স্নেহ দেখিয়েছিলেন যা তিনি তার নিজের ছেলেদের উপর দেখাননি। মোহাম্মদ জীবন বৃত্তে মীর লিখছেন, "এই বালকটিকে তার দাদা অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসা দিয়েছিলেন। কাবার ছায়াতে গালিচা বিছানো হতো এবং তারপর রোদ থেকে বাঁচার জন্য এই বৃদ্ধ বসে আরাম করতেন গালিচায়। গালিচায় চারিদিকে দূরে দূরে তার ছেলেরা বসে থাকত এবং বালক মহম্মদ দৌড়ে আসত এবং গালিচার উপরে উঠে তার দাদার কোলের উপর বসে পড়তো। মুখিয়ার ছেলেরা মোহাম্মদকে তার কোল থেকে উঠানোর চেষ্টা করলে তিনি বলতেন যে "আমার বাচ্চাকে একা ছেড়ে দাও" তারপর তিনি বালক মোহাম্মদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তার বালকসুলভ ব্যবহারে আনন্দ পেতেন। বরাকা নামে এক আয়ার তত্ত্বাবধানে থাকতেন বালক মোহাম্মদ। কিন্তু তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে বালক তার দাদার ঘরের মধ্যে ঢুকে যেত এবং সেখানে রাতের বেলাও তার দাদার কাছেই রাত কাটাতো।"

পরে মোহাম্মদ প্রায়শই তাঁর দাদা আবদুল মোতালেবের স্নেহ-ভালোবাসার কথা মনে করতেন। তারপর তিনি তার কল্পনায় রং চড়িয়ে বলতেন যে দাদা ওনাকে নাকি বলেছিলেন ;যে" ওকে একা ছেড়ে দাও ও বড় ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, ও এক বড়ো সাম্রাজের মালিক হবে।" বারাকা কে বলতেন "দেখবে, খেয়াল রাখবে যাতে এই বালক ইহুদী-খ্রিস্টানদের হাতে না পড়ে, তারা হাতে পেলে এর ক্ষতি করে দেবে।"

যদিও এই কথা সত্যি কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না , মোহাম্মদ চাচা সিংড়ায় হামজা ও এটি সত্যি কিনা তা স্বীকার করতে রাজি হননি। হামজা মোহাম্মদ এর মিত্র ছিলেন না। পরে যখন মোহাম্মদ মক্কা তে আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি আব্বাস এর সাথে মিলে তাকে বাধা দিয়েছিল।

কিন্তু মোহাম্মদের দুঃখের জীবন তখনো শেষ হয়নি। এখানে এসে দু বছর থাকতে না থাকতেই 82 বছর বয়সে অবস্থা খারাপ হয়ে মোহাম্মদের দাদাও মৃত্যুবরণ করলেন। মোহাম্মদ তখন চলে আসলেন তার চাচা আবু তালিবের সংরক্ষনে। তার দাদার মৃত্যু তাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। কবরস্থানে জানাজা করার সময় প্রচুর কান্নাকাটি করেছিলেন এবং তার পরেও অনেক বছর ধরে তার দাদার স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো। চাচা আবু তালিব তার ভাগের কাজটুকু করেছিলেন। মীর লিখছেন যে "আবু তালিব ও তাকে একইরকম স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছিলেন যা তার বাবা দিয়েছিলেন। তিনি এই বালকটিকে ঘুম পাড়াতেন, পাশে বসে খাবার খাওয়াতেন, ওকে

বাইরে প্রায়শই ঘুরতে নিয়ে যেতেন। এই সমস্ত ততক্ষণ চলতে থাকল যতক্ষণ মহম্মদ শৈশব ছেড়ে কৈশোরে পা দিলেন ও তার মনের দুঃখ কমলো" সাদা বখরী লিখেছেন "যদিও আবু তালেব ধনী ছিলেন না তবু তিনি মোহাম্মদকে নিজের সন্তানদের থেকেও বেশি স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছিলেন"

শৈশব থেকেই এই সমস্ত মানসিক ও শারীরিক টানাপোড়েনের কারণে মোহাম্মদ আবার যাতে একা না হয়ে যান তার ভয় পেতেন। মোহাম্মদ এর 12 বছর বয়সে এই ঘটনা স্পষ্ট হয়। একদিন আবু তালেব যখন ব্যবসার কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলেন, তখন উটে ওঠার সময় মোহাম্মদ এসে হাজির হলেন ,তাঁর মনে হয়েছিল যে আবু তালেব তাকে ছেড়ে অনেক দিনের জন্য দূরে চলে যাচ্ছেন। এটা ভেবে মোহাম্মদ তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। আবু তালিব তার ভাইপোর চোখের জল সহ্য করতে পারলেন না এবং তাকে সাথে করেই ব্যবসার কাজে গেলেন।

মোহাম্মদের চাচার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এটাই নিশ্চিত করে যে বারবার আপনজনকে মৃত্যুর কাছে হারাতে হারাতে মোহাম্মদের মনে একটি ভয় জন্মেছিল। কিন্তু যে চাচা মোহাম্মদকে নিজের সন্তানের থেকেও বেশী ভালবাসত তার প্রতি শেষ পর্যন্ত অকৃতজ্ঞতা দেখেছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে মোহাম্মদ তাকে দেখতে গেলেন। আবু তালেব এর সমস্ত ভাইয়েরা সেখানে উপস্থিত ছিল। সবসময় মোহাম্মদের শুভাকাঙ্ক্ষী আবু তালিব মৃত্যুশয্যাতে ও তার আপন ভাইদেরকে অনুরোধ করেছিলেন তারা যেন মোহাম্মদের খেয়াল

রাখে। যদিও তখন মোহাম্মদের বয়স ছিল 53 বছর। সবাই আবু তালেবকে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তারা সবাই মোহাম্মদকে রক্ষা করবেন। এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাইদের মধ্যে আবু লাহাব ও ছিলেন, যাকে মহম্মদ পরবর্তীকালে ভেট পাঠিয়েছিলেন। এরপর মোহাম্মদ মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকা তার আপন চাচা আবু তালেবকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বললেন।

মোহাম্মদ সবসময় এটা ভেবে দুশ্চিন্তা করতেন যে তার অনুসারীরা বেশিরভাগেই দুর্বল এবং নিচু খানদনের লোক। নিজের প্রতিপত্তি ও ইসলাম ধর্মের প্রসারতা বাড়ানোর জন্য মহম্মদের ধনী ও উচ্চবংশীয় লোকেদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানোর প্রয়োজন ছিল। মক্কা চারিদিকে থাকত কুরোশ জনজাতি এবং তারা কাবা শহরের সংরক্ষক ছিল। তাই যদি আবু তালেব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ সেই সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়ে যেতেন যা উনি চাইছিলেন। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় থাকা আবু তালেব মৃদু হেসে তাঁকে জানালেন যে তার পূর্বপুরুষের ধর্মতে তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং মরার সময়েও তিনি সেই ধর্মে থাকতে পছন্দ করবেন। এই উত্তর শুনে মোহাম্মদ ক্ষুব্দ হলেন তার সমস্ত পরিবার-পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। " আমি ওকে ক্ষমা করে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ আমাকে আবারো ক্ষমা করতে বাধা দিলেন"

এটা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন যে, যে মানুষটি মোহাম্মদ কে ছোট থেকে বড় করেছিলেন ,স্নেহ-ভালবাসা দিয়েছিলেন ,সারা জীবন তাকে আগলে রেখেছিলেন, আল্লাহ তার নিজের রসূলকে সেই মহান

মানুষটির শেষ জীবনে তাকে দুয়া দিতে বাধা দেবেন। তাহলে তো আল্লাহ এত নিচে নেমে যাবেন যে তিনি আর ইবাদত পাওয়ার যোগ্যই থাকবেন না। আবু তালিব এবং তার পরিবার মোহাম্মদকে বড় করার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। আবু তালেব যদিও তিনি মোহাম্মদের ধর্ম ইসলামে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতেন না তবুও যখনই ধর্মবিরোধীদের সামনাসামনি হতেন মোহাম্মদ তখনই তিনি তার সামনে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য পাথরের মত দাঁড়াতেন। টানা 34 বছর ধরে তিনি মোহাম্মদের কট্টর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় যখন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে তালেব অস্বীকার করলেন তখন মহম্মদ এতটা রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তার শেষ যাত্রাতে প্রার্থনা পর্যন্ত করতে তিনি যাননি।

বুখারী লিখছেন যে: আবু- সাদ- অল এর সুত্রী তে লেখা আছে যে যখনই কেও মোহাম্মদ এর সামনে তার চাচা আবু তালেব এর নাম নিতেন তখন তিনি বলতেন যে " হয়তো শেষের দিনে আমার উপস্থিতিতে তিনি উপকৃত হবেন। যখন আগুনের সমুদ্রে তার হাঁটু পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে ও তার মাথার ঘিলু ফুটতে থাকবে তখন আমি উনাকে হয়তো বাঁচাবো"

যৌবনে মোহাম্মদের জীবনযাত্রা ঘটনাবিহীন ছিল; সেই কারণে এমন কিছু ঘটেনি যা তার জীবনীতে উল্লেখ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত। উনি লাজুক গুমসুম হয়ে থাকতেন এবং জগত-দুনিয়ার খোঁজখবর থেকে দূরে থাকা মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন। যদিও তার চাচা তাকে স্নেহ ভালোবাসা কম দেননি বরং বেশি ছাড় দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন তবু মোহাম্মদের সেই বাল্যকালের অনাথ পরিস্থিতির প্রতি

সংবেদনশীলতা বেশি ছিল। নির্জন ভালোবাসাহীন জীবনের স্মৃতি তাকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়িয়েছিল। বছর কেটে গেল। মোহাম্মদ একা একা নিজের জগতে পড়ে থাকলেন সকলের থেকে দূরে ,সমাজের থেকে বাইরে।

বুখারী তে বলা হয়েছে যে" মোহাম্মদ এক লজ্জাবতী কুমারী এর থেকেও বেশি লাজুক ছিলেন।" শুধুমাত্র ছেলে বেলাতেই নয় ,সারা জীবন ওরকমই ভীতু ও অসামাজিক ছিলেন মোহাম্মদ। পরবর্তী কালে তিনি নিজেকে নানা শারীরিক কসরতের মাধ্যমে বড়োসড়ো করার চেষ্টা করলেও অনেকদিন পর্যন্ত তার সামাজিক মেলামেশার ভীতি কাটেনি।

মোহাম্মদ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজে কখনোই যোগদান করতেন না। মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু কাজএ নিযুক্ত হতেন যেগুলো ঠিক ছেলেদের উপযুক্ত ছিল না ও আরব সমাজের পুরুষরা সেটি সমর্থন করতেন না।

খাদিজা র সাথে বিবাহ :

অবশেষে ২৫ বছর বয়সে আবু তালিব মোহাম্মদ কে একজন ধনী মহিলার তালুকদার হিসাবে কাজ পাইয়ে দিলেন। সেই মহিলা ছিলেন তাদের আত্মীয় ,বছর চল্লিশের ধনী সফল ব্যবসায়ী খাদিজা। খাদিজা আগেও দুবার বিবাহ করেছিলেন এবং স্বামী হারিয়েছিলেন। মোহাম্মদ হিসাব বোঝাতে মাত্র একবার তার সিরিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন , ব্যবসা সূত্রে, এবং যা কেনাকাটা করার দরকার ছিল করে দিয়ে এসেছিলেন। তার ফিরে আসার

পর খাদিজা তার প্রেমে পড়েন এবং নিজ পরিচারিকা কে দিয়ে তার কাছে বিবাহ প্রস্তাব পাঠান।

মোহাম্মদ লোভী, স্নেহকাতর ব্যক্তি ছিলেন, উভয়ত আর্থিক ও মানসিক ভাবে। খাদীজা র সাথে এই বিবাহ তার কাছে আশীর্বাদ তুল্য ছিল। খাদিজার মধ্যে তিনি যেমন আর্থিক আশ্রয় পেতেন , তেমনি শিশু কালে যে মাকে তিনি হারিয়েছিলেন, তার স্নেহ ও ভালোবাসাও পেতে পারতেন। আর্থিক নিরাপত্তা খুবই ভাল ভাবে পেতেন, যার ফলে তাকে আর কোনোদিনও কাজ করে খেতে হতো না।

খাদিজাও তার অল্পবয়সি যুবক স্বামীর খেয়াল রাখতে খুবই উৎসুক ছিলেন। তার নিজের নানাজাতিয় মানসিক সমস্যা ছিল। তিনি তার যুবক স্বামীর দেখাশোনা, পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে ও আত্মত্যাগ এর মাধ্যমে মানসিক শান্তি পেতেন।

মোহাম্মদ খুব একটা সামাজিক মানুষ ছিলেন না, কাজকর্ম করতে পছন্দ করতেন না। তিনি সমাজের সবার থেকে দূরে থেকে নিজ খেয়ালে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন। এমনকি ছেলেবেলাতে ও তিনি তার বয়সি বাচ্চাদের কে পছন্দ করতেন না , তাদের সাথে কোনোদিনও খেলতেও যেতেন না। সবসময়ই একা একা মুখ গোমড়া করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত তাকে। কখনোই হাসাহাসি করতেন না, করলেও মুখ ঢেকে। সেই কারণেই মোহাম্মদ পরবর্তীকালে ধর্ম নিয়ম পালন করা কালীন জোরে হাসতে বরণ করতেন, সেটিকে অশালীনতা বলে মনে করতেন।

স্বকামী অহংকারী ব্যক্তিরা নিজেদেরকে সমসময় মহানতার আলোতে সমুজ্জ্বল দেখতে চায়, সেই সমস্ত লোকেদের সাথেই মেলামেশার করে যারা তার স্বকাম মানসিকতা কে সমর্থন করে। যদি সেটা না হয়, তাহলে তারা নিজেদের সমাজ থেকে দূরে গুটিয়ে নেয় ও একা একা থাকা শুরু করে। তারা সমবয়সি লোকদের মধ্যে থাকা পছন্দ করে না, তারা সবসময় ভক্ত ও সমর্থক দের মধ্যে থাকতে চায়, বেশি লোকজন পছন্দ করেন না।

তার কল্পিত জগতে মোহাম্মদ নিরীহ, চুপচাপ বালক ছিলেন না যাকে সবাই তার নির্বাকতার কারণে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন স্নেহপ্রাপ্ত, সম্মানিত, প্রশংসিত, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ভীতি উদ্রেককারী। যখনই প্রকৃত জীবনের সম্মুখীন তাকে হতে হতো, তখনই তিনি তার কল্পিত জগতে পালতেন শান্তি খোজার জন্য। এই সুন্দর জগতে তিনি যত খুশি সেটা হতে পারতেন, তিনি সফল ও গন্যমান্য ছিলেন। তিনি হয়ত এই ব্যাপার টি অতি অল্পবয়সেই আবিষ্কার করেছিলেন, যখন তিনি তার অন্য পরিবার এর সাথে থাকেন ও স্নেহকাতর ছিলেন, ও দিনের অনেকটুকু সময় মরুভূমি তে ঘুরে ঘুরে কাটাতেন। এই কল্পনা তার কাছে বাস্তব এর সমান হতে উঠেছিল, বাস্তবের থেকেই মধুর হতে উঠেছিল। বাড়িতে তার স্ত্রীর কাছে নয়টি সন্তান ফেলে রেখে তিনি মক্কার আশেপাশের গুহা তে দিন কাটাতেন, দিনে সপ্ন দেখতেন জগৎ জয় করার, সেখান মরুভূমির ধুধু প্রান্তরে মানসিক শান্তির সন্ধানে সময় কাটত তার।

আধ্যাত্বিক অভিজ্ঞতা :

তার যখন বয়স প্রায় চল্লিশ, সেইসময় টানা অনেকদিন মক্কার গুহাতে কাটানোর পর মোহাম্মদ এর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। তিনি পেটে ক্রমাগত প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করেন , যেন কেউ তার পেটের মধ্যে ঢুকে তাকে মোচড় দিচ্ছে ।তার ব্যথার অনুভূতি বাড়তে থাকে, একই সাথে মাথা ঘোরাতে থেকে, গলা ঠোঁট শুকিয়ে যায়, ঘাম হয় মারাত্মক ভাবে, হৃদ স্পন্দন বাড়তে থাকে। এমন সময় সেই শারীরিক অসুবিধার মধ্যে তিনি নানারকম গলার অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পান, ও তার ভূত্‌দর্শন হয়।

তিনি কাঁপতে কাঁপতে, ঘেমে একাকার হয় বাড়ি পৌঁছান, " আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে বাঁচাও" তার স্ত্রীকে তিনি চিৎকার করে ডেকে বলতে থাকেন, " ও খাদীজা !! আমার একি হলো! " বলে কাঁপতে থাকেন, স্ত্রীকে সব খুলে বলেন এবং বলতে থাকেন যে " আমার ভয় আমার সাথে এবার কিছু মারাত্মক ঘটনা ঘটবে" তার মনে হলেছিল, যে তাকে আবার ভুতে ধরেছে , যেমনটি ছোটবেলায় হয়েছিলো । খাদিজা তাকে সামলান ও বলেন যে এমন কিছুই হবে না , ভুত নয় তার এবারে দেবদূত দর্শন হয়েছে। তিনি নিশ্চই কোনো পবিত্র মাসিহা রূপ দর্শন করেছেন ও তাকে তারা দেখা দিয়েছেন মোহাম্মদ এর পূণ্য কর্মের ফলে।

খাদিজা হানিফ ধর্মালম্বি ছিলেন, হানিফ হলো আরবের বিখ্যাত এক ঈশ্বর বাদী ধর্ম যা কুলপতি আব্রাহাম এর দর্শনের উপর

ভিত্তি করে বানানো হয়েছিল। খাদিজার কথা মোহাম্মদ এর ভালো লাগলো ও তিনি যে মসিহা সেটা তিনি নিজে নিজে বিশ্বাস করা শুরু করে দিলেন। তার লোভী মন এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতায় খুশি হলো ও তিনি মসীহ হিসেবে বাণী প্রচার ও শুরু করে দিলেন।

কি ছিল তার এই বাণী ? তার বাণী ছিল এটাই যে তিনি দেব প্রদত্ত বার্তাবহ। এবং সেই অনুযায়ী লোকজন তাকে ভালোবাসতে, সম্মান করতে ও অনুসরণ করতে শুরু করে দিলো। প্রায় ২৩ বছরের ক্রমাগত ধর্মপ্রচারের পর ও মোহাম্মদ এর ধর্মের মূল বার্তা কিন্তু একি থেকে গিয়েছিল। ইসলাম এর মূল বাণী হলো এটিই, যে মোহাম্মদ আল্লাহ/ভগবান এর দূত। এছাড়া আর কোনো বাণী ধর্মে পাওয়া যায় না। তাকে দূত হিসাবে না মানলে অথবা পুজো না করলে অনুগামী কে শাস্তিপ্রাপ্ত হতে হবে। এমনকি ইসলাম এর যে মূল ভাব, এক ঈশ্বর বাদ সেটিও তর্কের উর্ধে নয়।

কিছু কিছু দুর্বল, পাগলাটে কুলি মজুর, ক্রীতদাস ধরনের লোকজন ছাড়া বাকি মক্কাবাসী কেউই মোহাম্মদ এর পাগলামি তে কান দেয়নি প্রথমে। মক্কা তে জনতা যেটা চাইতো সেটাই বিশ্বাস করতে পারতো। মোহাম্মদ তাদের মনোযোগ চাইতেন, কিন্তু পেতেন না, তাই তিনি তাদের নিজেদের ধর্ম কে অপমান করতে শুরু করলেন। তারা প্রথমে তাকে সতর্ক করলেন ,তারপর তাকে মক্কা বাজার থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। তিনি তার অল্পসংখ্যক অনুগামী দের কে আদেশ দিলেন Abyssinia তে যাওয়ার।

এইভাবে যখন তার ধর্ম পালনে আর কোনো মানুষ এগিয়ে আসছিল না তখন তিনি আপস করে নরম সুরে ধর্ম প্রচার করা শুরু করলেন। ইবন সদ লিখেছেন " একদিন কাবার প্রান্তরে আমাদের মসীহ সূরা আন নাজম থেকে পড়ে তার সাথী দের শোনাচ্ছিলেন। যখন তিনি ১৯-২০ শ্লোকের আসলেন তখন তিনি বললেন ' তোমার কি কখনো নেশা করার কথা ভেবে দেখেছো ? উজা আর মানাট? ' তারপর মোহাম্মদ এর মুখে শয়তান বলে বসলেন ' নেশা সুন্দর ! অনেককিছু তাদের মধ্যস্থতায় সম্ভব হয় !'

কোরাইশী এই কথায় খুশি হলেন। তারা নিজেদের প্রার্থনা কালীন এই কথাটি পড়ছিলেন। এসবের পর তারা আবিসিনিয়া ছেড়ে ফিরে আসলেন মক্কা তে।

কিন্তু তার এই ফন্দি বেশিদিন টীকল না। এবং কেউই ইসলাম ধর্ম মেনে নিতে রাজি হলো না। মোহাম্মদ তখন উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহ এর মেয়েদের দূত হিসাবে পদক্ষেপ নিয়ে তিনি ভুল করে ফেলছেন। তাকে এমন ভাবে ধর্ম প্রচার করতে হবে যাতে, তার আর আল্লাহর মাঝখানে কেউ না থাকে। তিনি নতুন ভাবে প্রচার করতে লাগলেন যেখানে। তিনি সয়ং সরাসরি আল্লাহর দূত হিসাবে নিজেকে মেলে ধরলেন। তিনি বললেন যে আল্লাহর কন্যা দ্বারা প্রচারিত ওই দুটি শ্লোক তিনি নিজে বলেননি, বা সেটি গাব্রিল মাসিহা দ্বারা ও প্রচারিত নয়, শয়তান এসে এটিই তার মুখে বসিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো নারকিয় শ্লোক, যা মানুষ এর যেকোনো উপাইয়েই হোক এড়িয়ে চলা উচিত। তিনি বুঝতে পারেননি, যতক্ষণ না দেবদূত নিজে এসে

তাকে জানালেন, "তুমি এ কি করেছ মোহাম্মদ ? আমি তোমাকে। এটা বলতে বলিনি কখনোই! তাকে বলেছিলেন এটা বলতে " কি তোমার জন্য পুরুষ ও আল্লাহ এর জন্য নারী ! এটি অন্যায় বিভাজন !"

কোয়ারিশরা এর পর মোহাম্মদ কে আরো অস্বীকার করতে লাগলো। বলতে লাগলো " মোহাম্মদ যা বলেছিল তা নিয়ে এখন অনুতাপ করছে। আসল কথা বলতে গিয়ে নিজেই নিজের আল্লাহ কে অপমান করেছে ", নিজের কথার মান রাখতে গিয়ে মোহাম্মদ শয়তান এর অবতারণা করেছেন। শ্লোক ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছেন " আল্লাহ কখনো ভুল হতে পারেন না, তিনি যদি আমাকে বলে থাকেন এটা শয়তান এর কাজ, তো আমাকে সেটা মানতে হবে। এটাই তার ইচ্ছে। "

নবীদের শয়তান এর ছলনা তে পা দেওয়ার কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। এমনকি বাইবেলেও আছে কে জব এর জেসাস শয়তান দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ছিলেন কিন্তু কখনোই তার ছলা কলা তে পা দেননি। মোহাম্মদ ছিলেন প্রথম নকল নবী যেখানে তিনি শয়তান এর ছলনায় ভুলেছেন। শেষ শ্লোক এ মোহাম্মদের আল্লাহ ভুল কথা বলে ফেলে ছিলেন যা মোহাম্মদ শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন।

১৩ বছরের ধর্ম প্রচারের পর মোহাম্মদ মাত্র ১০০-১২০ জন কে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিলেন। তার স্ত্রী , যে তাকে অন্ধ ভাবে ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন , ছিলেন প্রথম ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে আবু বকর, ওঠমন ও উমর ও ইসলাম অনুসরণ

করতে শুরু করেছিল। এইকজন ছাড়া মোহাম্মদ এর বাকি অনুগামীরা ছিল সব দিনমজুর, ক্রীতদাস ও মানসিক ভরসাম্যহীন কিছু মানুষ।

নিপীড়ণ এর লোকগাঁথা :

মোহাম্মদের মক্কাতে ধর্ম প্রচারে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। মক্কাবাসী তারা এখনকার যুগের অমুসলিম ধর্মাবলম্বী দের মতই সহিষ্ণু ধর্ম বিশিষ্ট ছিল। সাধারণত বহু ঈশ্বর বাদী ধর্ম সহিষ্ণু ধর্ম প্রচারে বিশ্বাসী হয়ে থাকে। মহম্মদ যখন তাদের ভগবান কে অপমান করতো অবশ্যই তারা রেগে যেত, প্রতিবাদ করতো। কিন্তু মোহাম্মদ এর কোনো দৈহিক ক্ষতি তারা কোনোদিনও করার চেষ্টা করেননি। ইসলাম কে তারা পাশ কাটিয়ে, এড়িয়ে চলত, খানিকটা এখনকার সভ্য সমাজের লোকেদের মত। কিন্তু তাদের কোনো নিপীড়ন করেনি তারা।

ইবন ইশা জানিয়েছেন যে " যখনই তারা নামাজ পড়তে যেতে চাইতো তারা মক্কার বাইরে গিয়ে পড়ত, যেখানে তাদেরকে কেউ দেখতে পাবে না। এমনি একদিন যখন তারা নামাজ পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল, সেই সময়, কয়েকজন বহু ঈশ্বরবাদী লোকেরা তাদের কে বাধা দেয়। তারা তাদের কে দোষারোপ করতে থাকে, তাদের যুক্তিহীন ধর্ম পালনের জন্য ও তাদের কে রাগিয়ে দেয়।সেই সময় ইবন সাদ একজন প্রতিবাদীর চোয়ালে উটের হাড় দিয়ে আঘাত করে। এটিই ইসলাম ধর্মের প্রথম রক্তপাত।"

এটা মনে রাখা দরকার যে কোয়াশিরা মুসলিমদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হেনেছিল ,তারপর তারা তাদের আর কোন ক্ষতি করতে

চায়নি, আহত ও অপমানিত হয়ে তারা ফিরে গেছিলো নিজের কাজে। মুসলিম রা অন্য ধর্ম এর চিন্তাধারা কে অপমান করলে সেটা ঠিক !! আর তাদের ধর্ম বিচারকে যদি কেউ উল্টে অপমান করে সেটা তারা কখনো মেনে নেয়না !! বরং রক্তপাতে সামিল হয়।

ইবন ইশা আরো বলেন যে " যখনি অমুসলিম জনতা তাদের আল্লাহ কে মেনে নিত না তারা তার বিরুদ্ধে দৈহিক আঘাত করার চেষ্টা করেছিল। আমি যতদূর শুনেছি, তাদের ধর্ম অনুসরণ না করলেই তারা হিংস্রতা অবলম্বন করতে চাইতো ও সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে শত্রু হিসাবে পদক্ষেপও নিত।"

মক্কা তে যে মুসলিমরা অমুসলিম মানুষের উপর নিপীড়িত ধর্ম প্রচার চালাচ্ছিল তা প্রমাণ করার জন্য এই কথা গুলি ই যথেষ্ঠ। কেউ কোনো ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাস এ আঘাত করলে সেটাতে ক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এটাও গ্রহনযোগ্য যখন তারা সমালোচনার উত্তর পাল্টা সমালোচনার মাধ্যমে দেয়। কিন্তু, মুসলিমরা কখনোই সমালোচনা সহ্য করার মতো সহিষ্ণু ও বুদ্ধিমান ছিল না। খ্রিষ্টান, ইহুদী, হানিফ দের মত অন্যন্য ধর্ম ও ছিল যারা এক ও অবিনশ্বর ভগবান এ বিশ্বাসী ছিল। যারা কোয়ারীশ দের ধর্ম বিশ্বাস করতো না। কিন্তু তারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের ধর্ম পালন ও প্রচার করতে পারতো। মুসলিমরাই একমাত্র হিংসার পথ বেছে নিয়েছিল ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে এবং তাদের ধর্ম পালন না করলেই তারা দৈহিক ক্ষতির ভয় দেখাতো।

অবশেষে মোহাম্মদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মক্কার অধিবাসী জনতা আবু তালিবের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন কোনোভাবে মোহাম্মদের পাগলামি বন্ধ করানোর জন্য। " আবু তালিব, মহম্মদ শুধুমাত্র আমাদের দেবতাদেরই অপমান করছে না, সে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস, জীবনচর্চা তেও আঘাত হানছে। হয় তুমি তাকে কোনোভাবে থামাও, অথবা আমাদের অনুমতি দাও, আমরা তার হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য তাকে মারার ব্যবস্থা করে নেবো।"

এটি কোনো নিপীড়নের ভাষা হতে পারে না।এটি ছিল বয়জ্যেষ্ঠ হিসাব আবু তালিব এর কাছে একটি প্রার্থণা। যাতে মোহাম্মদ তার নৃশংস উপায় বন্ধ করে। মুসলিম দের জননাশকারী কার্যকলাপের তুলনায় এটি একটি পরিহাস মাত্র। মুসলিমরা শত শত মানুষ কে উচ্ছেদ ও হত্যা করা শুরু করছিল, ১৩ বছর ধরে মক্কার কোয়াশী জনতা মোহাম্মদের রোষের শিকার হিয়েছিল, তারা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। নিপীড়নকারী সবর্দা চুপচাপ থাকেলই বেশি অত্যাচার করে।

দ্বিতীয় বার যখন জনতা আবু তালিব এর কাছে অনুরোধ জানাতে গেলো, তখন আবু তালিব তার ভাইপো কে ডাকলেন ও তাকে পর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হতে বলেন। তিনি বললেন " তোমার লোকেরা অনেক লোক হানিকর কাজকর্ম করেছে ও বলেছে। নিজেকে সামলাও ও আমাকে এই বয়সে সামান্য শান্তি দাও। আমি যা করতে পারি আমাকে তার থেকে বেশি করতে বাধ্য করোনা।"

যেহেতু তার চাচা তাকে বারণ করছে তাই মোহাম্মদ আবার ছলনা করতে লাগলো, তিনি বললেন , " তারা যদি আপনার ডান হতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দিয়ে বলে যে আমাকে তার বদলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা ছাড়তে হবে, তবুও আমি সেটা কোনোদিনও ত্যাগ করতে পারবো না।" তারপর সেই ৫০ বছর বয়সী লোকটি উঠে , পেছন ফিরে, হাউহাউ করে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো এই ছলনা কাজ করলো। মোহাম্মদ জানত কিভাবে তার চাচা কে বশ করতে হয়। নরম হৃদয় আবু তালিব মোহাম্মদ কে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, " কাছে এসো বাছা, যাও তোমার ধর্ম প্রচার এর জন্য আল্লাহ এর তরফ থেকে যা যা বলার দরকার সব বলো। আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যাব না।" আমরা পরের অধ্যায়তেই দেখবো যে মোহাম্মদ মানসিক বুদ্ধি তার বালক বয়স্ থেকে আর বাড়েনি।

কোয়ারিশরা মোহাম্মদকে থামাতে পারেনি ও আর কোনো রকম শারিরীক ক্ষতিও করতে করেনি। সেটা তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল। এই নয় যে তারা মোহাম্মদ কে ভয় পেত , তারা আবু তালিব কে শ্রদ্ধা করতো ও সেইজনই বেশিদূর এগোয়নি। অবশ্যই ওদের দলের একজন মারা গেলে মোহাম্মদ অখুশি হতো, কিন্তু মাত্র একদল লোক পুরো শহরের কি ক্ষতি করতে পারে ? সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে মোহাম্মদ কে তারা ছেড়ে দিয়েছিল। তারা এই দয়ার পরিণাম শীঘ্রই পেলো ও তাদের মধ্যে নিজেই মুসলিম দের হতে নিজেদের প্রান হারলো। অবশেষে মক্কা শহর ধ্বংশ হলো তাদের ধর্ম একেবারে মুছে গেল। তাদেরকে হয়তো একাধারে বিলীন করে দেওয়া হয়েছিল। যারা বেঁচে ছিল তারা ছিল মুসলিম দের কোনো নিকট

আত্মীয়। এভাবে পরবর্তী সময় থেকে ইসলাম অন্য অনেক ধর্ম বিশ্বাসকারী মানুষ ও জনগোষ্ঠীর প্রাণ নিয়েছে, শহরের পর শহর মুছে দিয়েছে, কারণ সেই সমস্ত সহিষ্ণু মানুষ ইসলামের মত এক অত্যাচারী ও অসহিষ্ণু ধর্মকে সহ্য করেছিল ও তাদেরকে বিপদকালে আশ্রয় দিয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষী আছে, ইসলাম কখনোই অন্য ধর্ম কে মেনে নেয়নি এবং যথাসম্ভব অত্যাচার, লুটপাট চালিয়ে তবেই জন বহুলতা লাভ করেছে।

এমনকি আবু তালিব এর মৃত্যুর পরেও মক্কা বাসি মোহাম্মদ এর কোনো দৈহিক ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। কিন্তু মোহাম্মদ তাদের শারিরীক ক্ষতি করা কোনোদিনও বন্ধ করেনি, দিনের পর দিন তার ও তার অনুগামীদের অত্যাচার বেড়েই চলেছিল। যদি কোয়াড়িশ জনতা আরেকটু ভালো ভাবে তাকে সামাল দিত, তারা ইসলাম কে সমুলে উৎপাত করে দিতে পারতো। কিন্তু তাদের নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই মুসলিম ছিল, তারা তাদের কোনরকম অনিষ্ট করতে চায়নি। মুসলিম দের এরকম কোনো সহানুভুতি কোনোদিনও ছিল না। তাদের ধর্ম মত কেও মেনে না নিলে তারা তাকে রেহাই দিত না, সে আত্মীয় হোক বা পরজন। তারা নিজেদের পরিবারের আপন লোককে মেরে লুটপাট করে ধর্ম বৃদ্ধি করে চলেছিল।

এই অমানবিক নির্যাতনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো আবু হুধাইফা র তার নিজের বাবার সাথে প্রকাশ্য কুস্তি লড়াই এর আহ্বান ,যেত বদর এর যুদ্ধ নামে পরিচিত। তার বোন (আবু সুফিয়ান এর স্ত্রী) তাকে তার নিজের বাবার সাথে লড়াই করার জন্য তর্ক বিতর্কে তপ্ত করেছিল। যার

ফল স্বরূপ কোয়াশি রা ইসলাম বার্তাবহ দের প্রতি তাদের অপার ঘৃণা প্রকাশ করেছিল।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন এর কথা অনুযায়ী ,

" একদিন আমরা সবাই মক্কার হিজর এ জমা হইছিলাম, সেখানে কথাই কথাই হঠাত করেই প্রচারক দের কথা উঠলো। সেখানে জমাতে মুসলিম র মক্কার জনসাধারণ এর ধর্মের বিরুদ্ধে নানা মত প্রকাশ করতে লাগলো, তাদের জীবন যাত্রা, ধর্ম বিচার, খাবার দাবার, পোশাক পরার ধরন, তাদের ভগবান কে কুকথা বলতো। তাদের পূর্বপুরুষ এর অকথ্য অপমান করত, তাদের জন্ম সূত্রে পাওয়া অধিকারের অপমান করত। তারপর সেই প্রচারক সেখান থেকে উঠে গিয়ে অন্য এক কোয়ারিস এর পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে তাকেও অপমান করেছিল। প্রতিবাদ করলে তারা বলেছিল" হে কোয়াসি আমার আল্লাহ হতেই তোমার বিনাশ লেখা আছে।" কোয়াসী র তাদেরকে জানিয়েছিল " ভগবান কখনো মারার আদেশ দিতে পারেননা " । মোহাম্মদ কে ডেকে তারা দাবি করলেন" তুমি ই কি সেই যে আমাদের ধর্ম বিচার অপনাম করেছে?" মোহাম্মদ স্বীকার করলো। ফল স্বরূপ কয়েখন মিলে সেই প্রচারক ও মোহাম্মদ এর জামাকাপড় খুলে তাদেরকে মারতে উদ্যত হলো।

তখন আবু বকর কেঁদে ফেলে বলে উঠলেন " কেবলমাত্র আল্লাহ কে নিজের দেবতা বলে স্বীকার করেছে বলে তুমি নরহত্যা করবে ?"

তাদের কাতর আবেদনে কোয়াষী র তাদেরকে ছেড়ে দিল। এটাই আমার দেখা মুসলিম দের প্রতি কোয়াষি দ্বারা আরোপিত সর্বাধিক অত্যাচার"

একজন মাত্র লোক মোহাম্মদ এর জামাকাপড় কেরে নিয়েছিল।যে লোক তাদেরকে সমুলে নিপাত করার হুমকি দিয়েছিল কোয়েশি রা তার এই সামান্য ক্ষতি টুকু করেছিলেন।

মোহাম্মদ হিংসাত্মক ও অবমাননাকর ইতর ব্যক্তি ছিলেন, তবুও কোয়াশিরা তাদেরকে মারার চেষ্টা করলে তারা প্রতারণা মূলক কান্না কাটি করে তাদেরকে বশ এ অনার চেষ্টা চালিয়েছিল, মোহাম্মদ ও তার অনুগামিরা। তারা তাদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এই বলে যে তারা তাদেরকে মারতে চাইছে আল্লাহ র পুজো করার কারণে। কিন্তু আসল ঘটনা হলো কোয়েশী র মোহাম্মদ কে মারতে চেয়েছিল কারণ তারা তাদের ধর্মীয় জীবন যাত্রা কে অকথ্য ভাষায় অপমান করেছিলেন তাই।

শেষপর্যন্ত কুরাইশী রা মোহাম্মদ ও তার ইতর অনুগামীদের বয়কট করলো। তাদের মক্কার বাজারে ঢোকা বন্ধ করে দিল, তাদের সাথে মালপত্র আদান প্রদান করা বন্ধ করে দিল, তাদের দোকান পাট উঠিয়ে দিল। তাদের এই বর্জন মাত্র ২ বছর টিকেছিল, কিন্তু কোনোদিনও তদেরকে দৈহিক ক্ষতি করার বা মেরে ফেলার চিন্তা তারা করেনি। অপরদিকে মুসলিম রা চিরকাল এ অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছিল। হাজার হাজার ইরানি বাহাইস দেরকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল, এমনকি আজকের দিনেও করে চলেছে, যদিও বাহাইস রা কখনোই তাদের আল্লাহ বা ধর্ম চর্চার অপমান

করেননি৷ তাদের একমাত্র অন্যায় ছিল তারা নিজের ধর্ম ছেড়ে কখনোই ইসলাম এর বর্বারীক মত কে মেনে নেই নি,তাদেরকে এই কাজের দাম দিয়ে হয়েছে প্রাণ দিয়ে৷

অত্যাচার এমন একটি অন্য যা মানুষ এর জীবনহানি ঘটাই, তাদের জীবনযাত্রা র ব্যাঘাত ঘটায়, মানুষ এর সাধারণ অধিকার কে বাধা দেই । অপরদিকে কাওকে একঘরে করা মানে তার সাথে সামাজিক অসহযোগিতা করা, যেটি সমাজ জীবন এ কেও কারোর অপমান করলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক৷

ইবন ইশা জানিয়েছেন, " যারা যারা আমাদের নবী কে অনুসরণ করতো তাদের সাথেই কুরাহসি রা বাজে ব্যবহার করতো৷ মক্কা তে একজন মুসলিম কালো ক্রীতদাস তার মালিক এর ধর্মের অপমান করলে তাকে টানা তিনদিন মক্কার জ্বলন্ত রোদে খালি গায়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, অত্যাচার করা হলো৷ পরে আবু বকর অন্য এক ক্রীতদাস মালিক কে দিয়ে তার বদলে সেই দাস কে কিনে নেন। আবু বকর এইভাবে সাতজন মুসলিম ক্রীতদাস কে কিনে রেখেছিলেন৷ "

কিন্তু এই শাস্তি গুলোকে কি ঠিক নির্বিচারে নরহত্যার সাথে তুলনা করা যাই ? ইসলাম কখনোই যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি ছিল না, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত অন্ধ বিশ্বাস এর উপরে৷ তাদের কথা কেও গ্রহণ না করলেই তারা তাদেরকে হত্যা করার অধিকারী বলে নিজদের কে মনে করতো৷ আবার অপরদিকে তারা নিজেরাই আবার তাদের কালো

ক্রীতদাস কে সঠিক দাম পেলে বেঁচে দিত। আবার এটাও ঠিক যে কোনো টাকা দিয়ে কেনা ক্রীতদাস দের অপমান তাদের ধনী মালিক র কখনোই মেনে নেবে না। তাই তারা যদি অত্যাচার করেও থাকে সেটি যুক্তিপূর্ণ ছিল। তার সাথে জন সংহার এর কোনোমতেই তুলনা চলে না।

ইবন ইশা আরো জানিয়েছেন " সমস্ত জনগোষ্ঠী মুসলিম দের উপর আঘাত হেনেছিল।" এই মুসলিম র ছিল তাদের নিজেদের সন্তান যারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে ইসলাম মত গ্রহণ করেছিল। মানুষ সবসময়ই তার নিজ সন্তানের ভালো চাই, তারাও ছেয়েছিলেন যাতে তদের সন্তান এই ইতর ধর্ম ত্যাগ করে নিজ ধর্মে ফিরে আসে। এখনকার আধুনিক দিনেও মধ্য এশিয়ান সভ্যতাতে এটিকে বাবা মা এদের অধিকার বলে মানা হয়।

ইবন ইশা আরো একটি কাহিনী জানিয়েছেন যেখানে কয়েখন মক্কা বাসি যুবক কিছু মুসলিম অত্যাচারী দের কে বন্দী করে রেখে তাদের উপর পাল্টা অত্যাচার করার কথা ভেবেছিলেন। তাদের গুরুজন তাদেরকে জানিয়েছিলেন যে " এদের বন্দী করছি করো। কিন্তু কোনোভাবেই যেনো এদের কেও মারা না যায়। যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে আমি তোমাদের বিনাশ নিশ্চিত করবো। নরহত্যা আমাদের বিশ্বাস এর অতীত।" যুবক রা সেই কথা মেনে মুসলিম দের কে বন্দী করে রাখলো।

মোহাম্মদ ও তার অনুগামীদের থেকে নিজের বাচ্চাদের বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছিল মক্কা বাসিরা। তারা বাড়ি থেকে

সন্তানদের বেরোতে দিত না, তাদের কাজের লোকদের আটকে রাখতে চেষ্টা করতো। কিন্তু এতকিছু করেও শেষ রক্ষা হইনি এবং তারা কোনোদিনও মোহাম্মদ এর কোনো ক্ষতি ও অপরদিকে করতে চাইনি। মহম্মদ ও ইসলাম এর অত্যাচারের এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে পরবর্তী ১৪০০ বছর ধরে, আজও তার থেকে মুক্তি জনসাধারণ পায়নি।

এমনকি আজকের দিনেও , যখনই তাদের হিংসক ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করা হয়, তদের অন্যায় দাবি না মানা হয়, তখনি তারা নিজেদেরকে নিপীড়িত, অন্যায়ে র স্বীকার ও অত্যাচারিত বলে দাবি করতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে দেখা যায় যে পালেস্থান থেকে কাশ্মীর, ফিলিপিন থেকে চেনুয়া, সোয়ামলিয়া থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত পৃথীজুড়েই, এমনকি অতি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা তে ও মুসলিম রায় আসল অপ্য ব্যবহার কারী আগ্রসক।

একজন হাদিথ জানিয়েছেন যে উমর তার বোন কে বেঁধে মেরেছিলেন ইসলাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য। তার পরিচারিকাকে ও বর্বর ভাবে। পেটানোর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে তিনি এ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম পরিবর্তন এর আগে ও পরে , সব সময় এ উমর একজন বর্বর অসভ্য মানুষ ছিলেন।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মধ্য এশিয়া তে বরাবর ই একটি পরকিয় ধারণা। একটি স্বতন্ত্র মানুষ কি ভাবছে এবং কি করছে সে ব্যাপারে সবাই নাক গলাতে চাই, কথা বলতে চাই। এই আধুনিক যুগেও মেয়েরা সেখানে স্বাধীন

নয়। তাদের নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। মুসলিম মেয়েদের "সম্মানের সাথে মৃত্যু"র শাস্তি দেওয়া হই যদি তারা ঠিকমতো পোশাক না পরে অথবা, বাড়ির পুরুষ দের অনুমতি ছাড়া নিজে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয়।

মুসলিম ধর্ম আটকানোর আরো একটি প্রমাণ পাওয়া যখন যাই মক্কা বাসি হাকাম তার ভাগ্নে কে বন্দী করে বলেন " তোমার বাপ দাদার আসল ধর্মের চেয়ে তোমার এই নতুন ধর্ম বেশি ভালো লাগে ? আমি তোমাকে ততক্ষণ বন্দী করে রাখবো যতক্ষণ না তুমি এই অশালীন ধর্ম ত্যাগ করে নিজের ধর্মে ফিরে আসো" অথমান বলেছিল" আমার প্রভুর দিব্যি ! আমি কখনো এই ধর্ম ত্যাগ করবো না !" যখন হাকাম দেখলেন তার ভাগ্নে নিজ ধর্ম বিষয়ে বদ্ধপরিকর, তখন তিনি তাকে মুক্তি দিলেন। এটাকে কি ঠিক মুসলিম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলা চলে ?

যদিও কিছু ক্ষেত্রে এমন ও দেখা গেছে যে পরিবারের সন্তান ইসলাম গ্রহণ করলেও পরবর্তী তে বাড়ির লোকেদের জোর জারিতে ছেড়ে দিয়ে নিজ পারিবারিক ধর্মে ফিরে গেছে। এই জাতীয় ঘটনা একাধিক বার ঘটাতে মোহাম্মদ ভয় পেতে যান ও তার অনুগামী দের মক্কা ছাড়ার নির্দেশ দেন আবার। ৮৩ জন অনুগামী Abyssinia তে রওনা দেন বাকিরা পরিবার ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন। Abyssinia র রাজা নেগুস তাদেরকে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলে তারা যেতে রাজি হই না।

রাজার দুজন প্রতিনিধি এব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে একজন বলে " কাল আমি রাজা নিগুস কে এমন কথা বলবি তাতে মুসলিম র সবাই এখান থেকে চিরকালের মত চলে যাবে।" আরেকজন তার জবাবে বলেন " এটা করো না। এখানে এদেরকে আটকে রাখলে আমরা এদের বিরুদ্ধে এদের কে দিয়ে কাজ করতে পারবো " এটা থেকেই প্রমাণ হয় যে মুসলিম দেরকে উৎখাত করার সঠিক চেষ্টা কেও e কোনোদিনও করে উঠতে পারেনি। সবাই তাদেরকে ভালো মানুষ হিসাবে যথেষ্ঠ দোয়া দেখিয়েছিল, তাদেরকে বাঁচার উপায় করে দিয়েছিল। কিন্তু অবশেষে এই দয়ার দাম মিটিয়েছিল রক্তে বন্যায়। মক্কাবাসী কেবল তাদের সন্তান দের ফেরত চাইতো। তারা নাগুস এর কাছে মোহাম্মদ এর নামে নালিশ করেনি কারণ নগুস খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনি যদি জানতে পারেন যে মুসলিম রা যীশু খ্রীষ্ট কে অপমান করছে নিয়নিত ও তাকে মানুষ এর দাস বলছে তিনি রেগে গিয়ে তাদের ক্ষতি করতে পারতেন। তাই এবারেও তারা মুসলিম দেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আরেকটি গল্পঃ আছে সুমাইয়া নামক এক কালো ক্রীতদাসী র। বলা হই যে সুমাইয়া , তার স্বামী, ও ছেলে কে তপ্ত রোদে তখখন বেঁধে রাখা হয় যতক্ষণ না তারা ধর্ম পরিবর্তন এ রাজি হই। অবশেষে তারা সবাই মারা যায়।

এই কথা ইবন সাদ এর কানে গেলে তিনি বলেন " সুমাইয়া মক্কার প্রথম মুসলিম পালন কারীদের মধ্যে একজন ছিল। ক্রীতদাসী হিসাবে তাকে সর্বদাই অত্যাচারের স্বীকার হতে হতো। যতক্ষণ না সে ইসলাম

ত্যাগ না করছে তার উপর অত্যাচার চালানো হতো। তারপর একদিন আবু জাহাল তার বুকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলে সেই ক্ষত তার মৃত্যু র কারণ হয়। সেই দুঃখী দরিদ্র মহিলাই ইসলাম এর প্রথম শহীদ।"

কিন্তু যদি ঠিকঠাক বিচার করা হই তাহলে দেখা যেতে পরে যে এটা কখনোই ইচ্ছাকৃত হত্যা নয়। সমাইয়া হইতো ইসলাম উচু করতে গিয়ে তার মালিক এর ধর্মের সরাসরি অপমান করে। ফলে তাকে মারা হই। কিন্তু সেটি ধর্মের কারণে মৃত্যু হতে পারে না। যদি তাই হতো তাহলে তার স্বামী ও ছেলে , তারাও মুসলিম ছিল। তাদেরকে কেনো মারা হইনি। একজন কে মেরে কি লাভ ! তাই এটিকে ধর্মের কারণে প্রাণ দান বলা যায় না কোনমতেই।

মহামিদ তার অনুগামী দের কে শিখিয়েছিলেন অন্য ধর্মের ক্রমাগত অপমান করতে। তার এই বর্বর মানসিকতা মক্কার সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করছিল। কারণ তিনি তার অনুগামীদের মধ্যে জীবন্ত মসিহ ছিলেন। কিন্তু এতকিছু করার পরেও মক্কা বাসীদের হতে মুসলিমরা কোনোদিন সরাসরি নিগৃহীত হয়নি।

বহু ঈশ্বর বাদী রা অন্য ধর্মের লোকজন কি করছে না করছে ত নিয়ে মাথা ঘামাই না। তারা সব ধর্ম কে সম্মান দিতে জানে। কাবা র মন্দিরে তাদের ৩৬০ টি দেবতার মূর্তি পুজো করা হতো। একেক দেবতা একেক টি জনগোষ্ঠীর প্রতীক। আরবীয় ধর্মবিশ্বাস এ ইহুদী, খ্রিষ্টান, জরাথ্রিশ্চান , হানিফ সকল প্রকার ধর্মের স্থান ছিল। সবাই সবার ধর্ম বিশ্বাস করে , প্রচার করে জীবন অতিবাহিত করতো। আরব এ প্রথম ধর্ম সংঘাত শুরু হয় ইসলাম

ধর্ম দিয়ে। মুসলিম রাই ছিল প্রথম যারা অন্য ধর্ম অবলম্বন কারীদের বিশ্বাস দেবতা ও জীবনযাত্রা নিয়ে অসম্মান মূলক কথা বলতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, নির্বিচারে অন্য ধর্ম এর অনুগামীদের নির্বিচারে নিপিড়নের ও হত্যা করতে শুরু করে।

মক্কা তে মুসলিম রা কোরাইশী দের ধর্ম অনুষ্ঠান এ যোগদান করতো ও সেখানে কোরআনের বাণী ও মন্ত্রী আওড়াতে থাকতো। এটা যদি মুসলিমদের সাথে করা হয় তাহলে , তাদের প্রতিক্রিয়া টি কেমন হবে ? আজকের সৌদি আরবে কোনো ব্যক্তি নিজের ঘর এ বসে পর্যন্ত বাইবেল বা অন্য ধর্ম গ্রন্থ পড়তে পরে না, এব্যাপারে কথা ও বলতে পারে না ।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে জুড়ে মুসলিম র মসজিদ ও মিনারত বানিয়ে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর সব জায়গাতেই আযান এর ধ্বনি বাতাস দূষিত করছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই। অন্য ধর্ম নাশ ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম এর প্রসার। তারা যেভাবে পোশাক পরে, দাড়ি রাখে, রাস্তার মাঝখানে নামাজ পড়ার ভান করে যান চলাচল এর ব্যাঘাত ঘটায়, সব ই করে মানুষ কে উত্যক্ত ও প্ররোচিত করার জন্য।

মক্কা তে মুসলিম দের বিরুদ্ধে শোষণ - নিপিড়নের কোনো প্রমাণ প্রত্যক্ষ এ পাওয়া যাইনা। তবুও , মুসলিম রা প্রত্যক্ষ নিপিড়নের দাবি করে কারণ, মোহাম্মদ তাদেরকে এটা বলতে বাধ্য

করেছিলেন। আশ্চর্য জনক ভাবে কিছু কিছু অমুসলিম ঐতিহাসিক রাও তাদের এই সর্বেব মিথ্যার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন ও এই ব্যাপারে সরব হয়েছেন।

সারা পৃথিবীতে মুসলিম রাই হলো সেই সম্প্রদায় যারা মানব হত্যা, নিপিড়নের ও অত্যাচারের জন্য ক্রমাগত দায়ী। তবুও বারংবার তারাই দাবি করতে তাকে যে তারা নিপিড়নের ও অত্যাচারের স্বীকার। তাদের এই অদ্ভুত ব্যবহার বুঝতে গেলে সর্বপ্রথম মোহাম্মদ এর বিকৃত মানসিকতা আমাদের বুঝতে হবে।

মক্কা থাকাকালীন এ মোহাম্মদ অসহিষ্ণুতার প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলেন। মুসলিম দের প্রায় দেখা যায় তারা সূরা ১০৯ থেকে প্রমাণ দিচ্ছেন যে মোহাম্মদ শান্তির দূত ছিলেন। এই মেক্কান সুরার বাণী হলো

"বলো: *তুমি, যারা বিশ্বাস কে অস্বীকার কর*

আমি যার পূজা করি, তুমি টা করো না

যদিও দেখা যায় যে মওদুদী, কুতব, ও অন্যান্য মুসলিম শিক্ষা বিদরা এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তারা এটিকে মুসলিম বা মোহাম্মদ এর সহিষ্ণুতা র বাণী বলে মনে করছেন না। মওদুদী তার কোরআনের ব্যাখ্যায় লিখেছেন

" সূরা কে যদি তার লেখনী র আলেখ্য পরে মূল্যায়ণ করা হই তাহলে দেখা যায় যে সেটি কিন্তু একেবারেই সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করছে না, যেটি বেশির ভাগ পাঠক পরে ভেবে থাকেন। এটি তে মুসলিম র যাতে তাদের নিজের ধর্ম পালন করতে পারে, নিজের প্রভু কে সম্মান করতে করে ও একই সাথে অন্য ধর্মের ভুল ত্রুটি বুঝে সেই ধর্মকে চরম ভাবে অস্বীকার করতে করে সে ব্যাপারে ই প্রকৃত নির্দেশ দেওয়া আছে । অন্য ধর্মের ও কাফের দের প্রতি চরম অপমান , ও বিরক্তি র প্রত্যক্ষ প্রকাশ সূরা ই স্পষ্ট ঘটেছে। এটি সহিষ্ণুতার লক্ষণ কোনোমতেই নই। আল্লাহ এখানে তার অনুগামীদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে যেকোনো উপায়ে ধর্ম বিস্তার ইসলাম এর আসল উদ্দশ্য। কাফের দেরকে যেকোনো উপায়ে ইসলাম এর কাছে নতি স্বীকার করানোই ধর্ম । তার জন্য যাই করতে হোক না কেনো। প্রয়োজনে কাফের হত্যার সরাসরি নির্দেশ ও সূরা তে দেওয়া আছে। কোয়ারিষ্ দের বিরুদ্ধে কথা গুলো মূলত বলা হলেও , সকল ধ্যর্মের প্রতি টা প্রযোজ্য। তাই মুসলিম রা কুরাসি দের মেরে শেষ করে দিলেও এতবছর পরেও মুসলিম র সুরার পাঠ করে থাকে। নিজ ধর্ম এর প্রতি তাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জ্ঞাপনার্থে।"

মদিনায় যাত্রা :

সংখ্যাতিত সন্তান সন্ততি ও এক ভবঘুরে দায়িত্ব জ্ঞানহীন স্বামী নিয়ে পরিত্যক্ত খাদিজা তার নিজ ব্যবসা তে সময় দিতে পারতেন না। তার মৃত্যুর সময় এ সেইকারণেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল মলিন। খাওয়া দাওয়া না তার মত। ত্র মৃত্যু র কিছু কাল পরেই মোহাম্মদ এর আরেকজন সহায়ক আবু তালেব ও মৃত্যুবরণ করেন। তার এই দুই সহায়োক প্রিয়জনের মৃত্যু র কারণে ও মক্কা বাসীদের ক্রমাগত অসহযোগিতার ফলে মোহাম্মদ মক্কা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইয়াথ্রিব এ গেলেন, সেখানে কিছু ইসলাম অবলম্বনকারী পেলেন। তার অনুগামীদের তিনি প্রথমে যাওয়ার নির্ধেশ দিয়েছিলে, কেও কেও যেতে ইতস্তত করাই তিনি তাদের কে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন তারা যদি না যাই, যদি করার অমান্য করে , তাহলে তাদের স্থান হবে " অসীম জ্বলন্ত নরকে" । তিনি আশা করতেন যে সবাই তার কথা শুনবে ও অন্যথা হলেই অভিশাপ ও হুমকি দিতেন।

তিনি নিজে পেছনে থাকলেন। তারপর একদিন রাতে এ হঠাৎ এ বলে বসলেন, যে আল্লাহ তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। বলেছেন তার শত্রু র তাকে মারা র চক্রান্ত করছে আরম্ভ করেছে। এবং তার বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকর কে বললেন তাকে সাথে করে ইয়াথ্রব নিয়ে যেতে। সেই কথার বাণীতে বলা আছে " মনে রেখো কারা কারা তোমার বিনাশ চেয়েছিলো, তোমাকে মারার চক্রান্ত করেছিল, কিভাবে অবিশ্বাসী র তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল। (মোহাম্মদ) তোমাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল, মারতে

ছেয়েছিলো, ঘর এ এসে বিদ্রোহ করেছিল, তারাও প্রতারক, আল্লাহ ও প্রতারক। কিন্তু আল্লাহ তাদের থেকে বড় প্রতারক।" (কোরআন: ৮:৩০)

এটা শুনে মনে হই যে আল্লাহ জানতে পেরেছিলেন যে মক্কা বাসি তার বিরুদ্ধে প্রতারণা করছেন। কিন্তু এটাই কি সর্বৈব প্রভু আল্লাহ ভয় সামান্য মরণশীল মানুষ এর প্রতি ? মোহাম্মদ ১৩ বছর ধরে মক্কা তে ছিলেন, সেখানকার মানুষ এর জীবন অতিষ্ট করে তুলেছিলেন তাদের ধর্ম ও ভগবানের অপমান, নিন্দা করতে করতে , তবুও মক্কা বাসি তাদেরকে মানবিকতার খাতিরে সহ্য করেছিলেন। মোহাম্মদ এর নিজের সাজানো মনগড়া কথা ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ নেই যে তারা কখনো মুসলিম দের দৈহিক ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল।

মোহাম্মদ এর চাচা আব্বাস এর আকাবা তে বক্তৃতা ই একটা বড়ো প্রমাণ যে মক্কা তে মোহাম্মদ এবং মুসলিম রা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। যখন যথ্রিব থেকে নতুন ধর্ম গ্রহণ করি মুসলিম র মক্ক এতে আসলেন তখন আব্বাস উঠে দাড়িয়ে বলেছিলেন, " হে খাযরাজ বাসি জনগন , মোহাম্মদ এর ক্ষমতা তোমরা জন, সে স্বয়ং মসিহ। এখনকার আত্মীয় স্বজনের দের মধ্যে সে নিরাপদে থাকে। তাকে আমরা সবাই নিজের প্রাণ দিয়ে সুরক্ষার মধ্যে রাখার চেষ্টা করি। তাকে তার নিজের লোকের হাত থেকেই বাঁচাই। এখন সে তোমাদের সাথে যাবে তোমাদের মঙ্গলের জন্য। তোমার যদি এক্ষনি প্রতিজ্ঞা করতে পারো যে তোমার প্রাণ দিয়ে ওর রক্ষা করবে। কখনো ওকে ছেড়ে যাবে না , বেইমানি করবে না তাহলেই ওকে তোমাদের সাথে পাঠানো হবে, নইলে ওকে যেতে দেওয়া হবে না। তোমরা অপরিকর হইল এক্ষনি বলে

দাও, ও এখন যেখানে আছে সুরক্ষিত আছে" এই উক্তি কিন্তু কোরআনের বাণীর সরাসরি বিরোধিতা করে যেখানে উল্লেখ আছে যে মক্কা বাসি মোহাম্মদ এর প্রাণ হানির চেষ্টা করছিল। এখন আমরা কিভাবে দুটি পরস্পবিরোধী উক্তি কে মেলাবো ? মোহাম্মদ কোনোদিনও সত্যের ধার ধারেননি। যে পরিস্থিতিতে যেটা বলা দরকার সেটা বলে বলেই প্রতারণার মাধ্যমে কাজ চালিয়েছেন।

যে রাতে মোহাম্মদ মদিনা তে পালিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই ইসলাম এর জয়যাত্রা র শুরু। মদিনা তে তিনি এমন লোকজন জোগাড় করেছিলেন যারা মক্কার জনগণের তুলনাই অশিক্ষিত। আরো একটি সুবিধা ছিল এই যে তারা মোহাম্মদ এর জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না , যা মক্কা বাসদের নখদর্পণে ছিল। ফলস্বরূপ মোহাম্মদ এর কথা তারা বেশি শুনত।

মোহাম্মদ এবং মুসলিম দের অত্যাচার ও হত্যার দাবি অনেকেই বিনা সমালোচনায় মেনে নিয়েছে। যদিও অমুসলিম ঐতিহাসিকরা সেটা মানতে রাজি নন। যদিও এটি একটি ফালতু দাবি। মুসলিম দের অপমান ও সমালোচনা করা ছাড়া তার আর কোনো কিছুই করার সাহস দেখাইনি। যদিও মোহাম্মদ এর কাছে বিরোধিতা করা মানেই অত্যাচার করা। এমনকি বর্তমানেও যখনই ইসলামের সমালোচনা করা হই মুসলিম সাথে "সাথে আমরা অত্যাচারিত" বলে নাটক করা শুরু করে দেই। এটা স্পষ্ট যে মোহাম্মদ এ তার অনুগামীদের মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। মক্কা বাসি র এতে কোনো হাত ছিলনা। প্রথমে আবিসিনিয়া রপর সেখান থেকে

মদিনা/ ইয়াথ্রব। মোঃ প্রতিশ্রুতি করেছিলেন" অত্যাচার এর জন্য যারা আজ আল্লাহ কে স্মরণ করে বাড়ি ঘর ছাড়ছেন, আমি তোমাদের পৃথিবী তে শ্রেষ্ট স্থান করে দেবো। এরপরের সত্য আরো অনেক মহান হবে। হায় ! তারা সেটা বুঝলো না "

ইয়াথ্রিব এ এদের অর্থ উপার্জনের সুযোগ ছিল না। তবুও তাদেরকে নিজের বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য করে নতুন আরো ভালো জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মোঃ কিভাবে , কোন অধিকারে দিলেন ? তারা ইয়াথরিব এ এসে সেখানকার মুসলিম দের দয়ার পাত্র হতে দিন দুঃখী ভাবে দিন কাটাতে লাগলো। তাদের দারিদ্র্য তার জন্য মোঃ দের দাম কমতে শুরু করলো। অনুগামী র তাদের অসহযোগিতা জানতে শুরু করেছিল। কেও কেও ছেড়ে চলে গেলো। এই বিপদ এর মোকাবিলা মোঃ করলেন আরো একটি হুমকি দিয়ে " তারা (অবিশ্বাসী) চায় তোমরাও অবিশ্বাস করো যেমন তারা করছে। তাদের সাথে যেনো তোমরাও নিচে নেমে যাও। তো কখনোই তাদের মধ্যে থেকে নিজের বন্ধু বাছবে না, যতই তারা একদমই তোমার আপন হতে থাকুক না কেনো ! আল্লাহ এর পথ তারা ত্যাগ করেছে। যদি তারা কোনোদিনও ফিরতে চাই, তাদের কে যেখানেই দেখতে পাবে হত্যা করবে। তাদের মধ্যে থেকে না কোনো বন্ধু স্বীকার করবে না কোনো সহায়ক "

এর পরে আমরা কিভাবে মেনে নি যে মক্কা বাসীরা এদের অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিয়েছিল ? এখানে মোঃ নিজের তার অনুগামীদের কে নির্দেশ দিচ্ছেন নিজ আত্মীয় সংহার করতে, যারা দারিদ্রতার

কারণে ধর্মের বদলে নিজের স্বাস্থ্য বেছে নিয়ে মক্কা ই ফিরে যেতে চাই। এদেরকে অত্যাচার করা কিকরে সম্ভব ? এক ধর্মীও নেতা যে কিনা সামান্য দলত্যাগ সহ্য করতে পারে না ! মোঃ যা করেছিল তার সাথে জিম জোনস এর নৃশংসতা র কোনো পার্থক্য নেই, যেখানে সে তার অনুগামী দের কে নির্দেশ দিয়েছিল যারা গুয়ানা ছেড়ে পালাবে তাদেরকে গুলি চালিয়ে মেরে দিতে। এই ব্যবহার কোনো ধর্মগুরুর হতে পারে না। ধর্ম অনুগামী রাই এক ধর্ম গুরুর সবচেয়ে বড় সম্বল। তাদেরকে ই মারার আদেশ দেওয়া টা কতটা অমানবিক !! এতে সেই ধর্মীয় নেতার ক্ষমতা সম্পর্কেই সন্দেহ ও অবিশ্বাস জাগে।

কেনো yathrib বাসি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিল ?

মোঃ ই প্রথম আরবীয় নবী ছিলেন না। আরব এর অন্যান্য স্থান থেকে আসা কিছু নকল নবী তার মতই ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুসাইলামা। কিন্তু মুসাইলমা ছিল নিজ ধর্ম প্রচারে সফল ও বিখ্যাত। সিজাহ নামক এক নারী ও ছিলেন এক প্রচারক ও তার অনুগামী র সংখ্যাও ছিল ভালোই। তারা দুজনই এক ঈশ্বর বাদী ধর্ম প্রচার করতেন। এটা একটি প্রণাম যে ইসলাম প্রবর্তনের আগে আরব এ নারী দের সম্মান ও ভূমিকা অনেক অনেক বেশি ছিল। তারা সমাজে পুরুষ পাশাপাশি কাজ করতো ও মূল্য পেত। এদের মধ্যে কোনো নবী এ মোঃ এর মত মানুষ কে মেরে, লুটপাট চালিয়ে, অন্য ধর্মের অপমনা করে ধর্ম প্রচার করতো না। তারা সাম্রাজ্য স্থাপন

করতে চাইনি, ভোগ দখল করতে চাইনি। বরং তারা বাইবেল এর মতামত এর মত ধর্ম প্রচার করতো ও লোকজন কে নিজ ধর্মে নিজ ইচ্ছায় আকৃষ্ট করতে চাইতো। তাদের মধ্যে কোনো রকম শত্রুতা ছিল না, দরকার পড়লে পরস্পরের সাহায্য করে মানবতাবাদী কাজে তারা লিপ্ত ছিল। মোঃ ই ছিল আরব এর একমাত্র নবী যোদ্ধা। তার অনুগামী রা অন্য নবী দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তাদেরকে হত্যা করে তবে দম নিয়েছিল।

Yathrib এর আরবীয় র সহজেই ইসলাম কে গ্রহণ করেছিল। এই নই যে তারা ইসলাম ধর্ম মতে বিশ্বাসী ছিল, যেমন আগেই বলা হইযাছে, ইসলাম এ আল্লাহ এর নিজ স্বরূপ দাবি ছাড়া আর কোনো মত নেই, তারা ধর্মে বিশ্বাস করে ইসলাম গ্রহণ করেননি। তারা এটা করেছিল তাদের ইহুদী দের প্রতি শত্রুতা মেটানোর জন্য। ইহুদী র নিজেদের কে মহান ভাবত অন্য দের তুলনাই। তারা বাকিদের থেকে বেশি ধনী , সফল ও শিক্ষিত ছিল। ফলস্বরূপ বাকি আরবীয় র তাদের প্রতি দ্বেষ পোষণ করতো। বেশিরভাগ yathrib রা তাদের গোলাম ছিল। আসলে শহর টি ছিল একটি ইহুদী নগরী। Yathrib দের সাথে যেটা হয় সেই কাহিনী সবার জানা দরকার। এটি প্রমাণ করে যে এক স্থানে একাধিক সংস্কৃতির মিলন ঘটলে সেখানে কি মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

কিতাব অল আঘানি তে জানা যায় কিভাবে yathrib এ ইহুদীদের বসবাস ঘটেছিল। যাইহোক, দশম শতকের বই ফুতুহ অল বুলদ্দিন এ আল বালাধুরি লেখেছেন যে ইহুদীদের মত এ ইহুদী র প্রথম এখানে

আসে ৫৮৭ বিসি তে। যখন Nebuchadnezzar , Babylon এর রাজা জেরুসালেম ধ্বংস করেন ও সারা পৃথিবী জুড়ে ইহুদী দের তাড়িয়ে বেরান। Yathrib এ ইহুদী রা জীবন অতিবাহিত করে ব্যবসায়ী, স্বর্ণকার , কামার , কুমোর, আর চাষী র কাজ নিয়ে, যেখানে বেশিরভাগ আরব র ছিল মজুর ও তাদের কাছে কাজ কর্ম করতো। তারা yathrib এ এসছিল ইহুদী দের আসার প্রায় হাজার বছর পর। ৪৫০ বা ৪৫১ সালে । বন্যার স্বীকার হয় এ তারা এই দেশে এসেছিল পেনিনসুলা থেকে। স্বরণার্থী হিসাবে । একবার তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা তাদের মালিক দেরকে মেরে , তাদের ধর্ম নাশ করে yathrib নগরী দখল করে নেয়। সমস্ত অমুসলিম দেশ গুলির এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

একবার yathrib এ পা জমিয়ে নেওয়ার পর আরব রা ইহুদী দের কে নির্বিচারে হত্যা ও লুটপাট করতে শুরু করলো। তখন ইহুদী র বলেছিল যেটা সমস্ত নিপীড়িত মানুষ বলে থাকে , যে একদিন তাদের মসিহ এসে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে । যখন আরব রা শুনলো মোঃ এসেছে নতুন ধর্মমত নিয়ে, তারা তখন ভাবলো তারা সকলে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা ইহুদী দের থেকে সংখ্যাই অনেক বেশি হবে ও তাদের কে সমুলে বিনাশ করতে পারবে । তারা ধর্মীয় আধ্যাত্বিক কারণে নই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। নিম্নোক্ত উত্তরণে মুসলিম দের অবহেলা ও দোষের কিছু প্রমাণ পাওয়া যাই ; ইবন ইশা বলেছেন :

" এবার আল্লাহ ওই শহরে তাদেরকে আরব ও ইহুদীদের পাশাপাশি বাস করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন । ইহুদী র ধনী সংস্কৃতি বান উচ্চপদে র মানুষ ছিলেন যাদেরকে প্রায়শই লুটপাট করতো আরব রা৷ তারা প্রতিবাদে বলেছিলেন ' আমাদের ভগবান আসবেন, আমাদের হলে তোমাদের অন্যায়ের শাস্তি ঠিক দেবেন৷ তার দিন নিকট৷ তিনি এ তোমাদের বিনাশের কারণ হবেন৷ ' তাই যখন আরব র মোঃ এর বাণী শুনলো তারা ভেবে বসলো "এই সেই দেবদূত, যাদের কথা ইহুদী র বলতো৷ তারা যেনো এর কাছে আমাদের আগে পৌঁছাতে না পারে !"

এটা খুব এ শ্লেষাত্মক যে ইহুদী দের মসিহ র বিশ্বাস এ তাদের বিনাশের , ও ইসলাম এর প্রথম জয় এর কারণ হহোয়ে দাড়ায়৷

বিভাজন ও শাসন

মোঃ যেহেতু ধর্ম ছাড়ার সাহস করলে সবাইকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েই চলেছিলেন, তাই তার অনুগামীদের জীবন যাপন করার কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না৷ ফলস্বরূপ নিজের অনুগামীদের তিনি ডাকাতের দলে পরিণত করলেন৷ তিনি তাদের বোঝালেন যে তিনি সিয়ং আল্লাহ র নির্দেশ পেয়েছেন৷ মদিনা বাসীদের কে লুটপাট করে নিজের জীবন অতিবাহিত করা কোনো অন্যায় নই৷ আল্লাহ তাদেরকে কখনোই না খাইয়ে রাখেন না৷ " যারা আমাদের অত্যাচারের জন্য দায়ী, ভুক্ত থাকার জন্য দায়ী,

তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করত অনুমতি আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। তিনি সর্বদা আমাদের পাশে থাকবেন। "আল্লাহ আমাদের প্রভু" শুধুমাত্র এটি স্বীকার করার জন্য যাদের ঘর ছাড়া হতে হয়েছে, তাদের জীবন যাপনের সব রকম অধিকার আল্লাহ করে দেবেন।"

অপরদিকে মক্কা বাসীরা চাইছিলেন যে তারা বাড়ি ফেরত আসুক। তারা তাদের নিজ আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাননি। কিন্তু মোহাম্মদ তার নিজের অপরাধ ঢাকার জন্য ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলতেন। তিনি যাতে তার লোকেরা বিনা দ্বিধায় অপরাধ, লুটপাট , খুন খারাপি করতে রাজি হই , তার জন্য আল্লাহ র মুখ নিঃসৃত এইসব নকল বাণী র অবতারণা করতে লাগলেন। " হে নবী। যারা তোমার বিরোধিতা করছে তাদের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হও। এখন যদি তোমার বিরুদ্ধে ২০ জন অত্যাচারী থাকে তারা কাল ২০০ জন হবে । হাজার হাজার অবিশ্বাসী তখন তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে ।মাথা তোলার আগেই এদের মাথা কেটে ফেলো "

মোহাম্মদ তার এই লুটপাট , হত্যার ব্যাখ্যা দিতেন নিজে নিপীড়িত সেজে। দাবি করতেন যারা অবিশ্বাসী তাদের অত্যাচারের ও যুদ্ধ ঘোষণা র জন্যই বেচারা মুসলিম রা আত্ম রক্ষা করতে গিয়ে তাদেরকে মারতে বাধ্য হোয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে মুসলিম রাই ছিল আসল নিপীড়নকারী ডাকাত যারা তাদের উপর নির্বিচারে লুটপাট হত্যালীলা চালিয়েছিল।

তার কথার মধ্যে অসঙ্গতি সুস্পষ্ট। একবার তিনি তার অনুগামীদের বলছেন স্থান ছেড়ে চলে যেতে, যারা অনুসরণ করছে না তাদেরকে মারার , নরকের আগুনে জ্বলে মরার হুমকি দিচ্ছেন , আবার ওপর দিকে দাবি করছেন যে ইসলাম কখনো বিনা কারণে মানব হত্যা করেনি, যাদের মেরেছে তারা ছিল অত্যাচারী বিরোধী।

আজও মুসলিম র এভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। তারাই অমুসলিম দের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে , তাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে চলেছে , তাদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী জুড়ে সড়যন্ত্র চালাচ্ছে। আর একই সাথে তারা নিজেদেরকে অত্যাচারিত, নিপীড়িত বলে দাবি করছে , নিজেদেরকে দুর্বল সাজাচ্ছে। নিজে অত্যাচারিত অসহায় সেজে তারা তাদের ক্রমাগত অন্যায়ের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে চলছে।

এই আরবীয় কথা টি " darabani, wa Baka , sabaqani , wa'shtaka" র মানে হল " সে আমাকে আঘাত করলো , তারপর কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। তারপর আমাকে আবার আঘাত করে দাবি করলো আমি তাকে পিটিয়েছি।" এটি মোহাম্মদ এর নীতির সারমর্ম। এই উপায় তাকে অসম্ভব সাফল্য এনে দিলো। সে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে , ভাই এর বিরুদ্ধে ভাই কে লেলিয়ে দিতে লাগলো, সমাজ এর সকল স্তরের মানুষ কে উস্কানি মূলক কাজে বাধ্য করলো।এবং এই নীতি দ্বারা সকল আরব কে নিজের ছত্রছায়ায় এনে ফেললো।

এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আরব দের কোনো দুর্বলতার কারণে মোঃ এটা করতে পেরেছিল। পাশ্চাত্য জগতে ও যারা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে পরবর্তীতে তারা মানুষ রুপি, নিজ দেশ বিদ্বেষকারি দানব পরিণত হয়েছে। জন ওয়াকের লিন্ধ ইসলাম গ্রহণ করে আফগনিস্তান এ গিয়েছিল আল কোয়াইদা র হতে আমেরিক র বিরুদ্ধে লড়তে। Joseph Cohen নামক এক গোড়া ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করে, এখন সে বলে বেড়াই ইসরাইলি দের , এমনকি শিশু দের হত্যাও সম্পূর্ণ ন্যায্য। Yvonne Ridley , একজন বিবিসি সাংবাদিক ২০০১ সালে আফগনিস্তান এ গিয়েছিল, তাকে তালিবান রা অপহরণ করে ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে, এখন সে নিজের দেশ কে " পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়তম ঘৃণ্য দেশ " বলে ঘোষণা করছে । সে মানব বোমা র পক্ষে কথা বলে, তাদেরকে শহীদি মৃত্যু বরণ বলে দাবি করে , কুখ্যাত আতঙ্কবাদি আবু মুসা ব আল জারওয়াই , যে হাজার হাজার ইরাকি মানুষ এর হত্যার জন্য দায়ী, জর্ডান এ র এক বিবহসভায় ৬০ জনের মৃত্যু, ১১৫ জন আহতে র জন্য দায়ী তাকে "নায়ক" বলে দাবি করে। এবং এক চেচেন আতঙ্কবাদী দলনায়ক সামিল বাসায়েভ , যে মস্কো থিয়েটার হামলা ও বেসলান এর স্কুল এর হামলা নৃশংস র জন্য দায়ী, সে Ridley র চোখে " একজন সাচ্চা শহীদ যার জন্য জান্নাত এ চিরকাল স্থায়ী স্থান থাকবে " যারা যারা ই ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাই তাদের মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। তারা মোঃ কে অনুসরণ করে একদম তার মতই অমানুষ এ পরিণত হয়েছে, যে কিনা তার নিজ আত্মীয় হত্যা তেই পিছপা হই না।

স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি :

কোরআনের অনে উক্তি বা শ্লোক অন্য ধর্মের মানুষ কে আঘাত করা বা লুট করার ফল হিসাবে স্বর্গীয় সুখ এর লোভ দেখানো হয়েছে ," আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক পুরস্কার দেবেন "

অপরাধের পর কোনো অপরাধবোধ মনে জাগলে তাকে শান্ত করার জন্য ও বলা আছে " তুমি যা নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছ , মনে রেখো টা ভালো ও ন্যায্য। সেটি উপভোগ করো।

শ্লোক ৮:৭৪ এ বলা আছে " যারা আল্লাহ র উপর বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের কে রহমত দান করেন , প্রকৃত বিশ্বাসী দের সকল অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন , তাদেরকে সঠিক দিশা দেখান"

এখন যারা কোরআন পড়েনি তাদের পক্ষে এটা বোঝ মুস্কিল যে কিভাবে আল্লাহ প্রতি এত ভয় করার মধ্যে সৃষ্টি করা সম্ভব ? যারা পড়েছেন তারা জানেন যে কোরআনের বাণীগুলো মিত্রক্ষর এ শেষ হই। মোঃ এই মিল ঘটাতে বারংবার " আল্লাহ কে ভয় পাও" , " আল্লাহ সবথেকে দয়ালু" ," তিনি সবজান্তা জ্ঞানী " ইত্যাদি বলে বাণী শেষ করেছেন। তাছাড়া কোনোভাবেই মানুষ কে নির্বিচারে নরহত্যা করতে রাজি করা সম্ভব নই। তার মাধ্যমে , অর্থাৎ, লুটপাট , হত্যা , গুলিবর্ষণ, ধর্ষণ এর মাধ্যমে তারা তাদের প্রভুর সাথে মিলিত হতে পারে।মোঃ তার অনুগামীদের পরিণত করেছিল জঘন্য দুষ্কৃতী তে। এর ফলে লুটতরাজ পরিণত হয় পবিত্র লুটতরাজ এ , হত্যা হলো

পবিত্র হত্যা কান্ড, সমস্ত দুষ্কর্ম পরিণত হলো পবিত্র ধর্মীও কর্মে। মোঃ তার লোকেদের এটা বোঝালো যারাই ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে বিরোধীদের নাশ করবে তারাই ধর্মের পথে সুরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ র প্রীয় হবে। তুমি যদি পাপী হও, কেবলমাত্র অমুসলিম দের হত্যা , লুটপাট, ধর্ষণ করতে থাকো , এবং তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে কেনো মুসলিম রা হত্যার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এত উদ্বিগ্ন এগুলোই কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নই ?? এটি জমির সংক্রান্ত কিংবা দারিদ্রতার জন্য নই, এটি হলো অক্ষয় স্বর্গলাভ এর লোভ। যখন এক মুসলিম কোনো অমুসলিম কে বা কোনো নিজ ধর্ম বিরোধী মুসলিম কে হত্যা করে তাকে অক্ষয় স্বর্গীয় সুখ এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

বহু মুসলিম রাই এই বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতেছে যুগের পর যুগ ধরে। আমির ই লং (তামেরলান - ১৩৩৬-১৪০৫) ছিল একজন মুসলিম নৃশংস ডাকাত দলোনায়ক। সে তার আত্মজীবনী " The history of my expedition against India " তে লিখছে

" ভারত এ এসে যুদ্ধ চালিয়ে আমার মাত্র দুটোই লাভ হয়েছিল, প্রথমত অমুসলিম দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করা, তাদের সম্পত্তি নিজেরা দখল করা। অপরটি হলো তাদের অমুসলিম হিসাবে বাঁচার অধিকার কেরে নেওয়া। যা আমাদের প্রভুর অন্যতম প্রধান ইচ্ছা "

যদিও আমার ধরে নি যে ওই ৮০ জন মুসলিম দেরকে মক্কা থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাতেও কিভাবে মুসলিম র

তাদের বাড়িঘর লুটপাট করার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে ? সেই বাড়িঘর গুলো তো সব মুসলিম বিরোধীদের হতে পারে না !! তারা যদি অত্যাচারিত ই হচ্ছিল তাহলে তারা এসব করার সাহস পেলো কিভাবে ?! মুসলিম রা নিরীহ নাগরিক দের বোম মেরে হত্যা করার সময় ও সেই একই অজুহাত দিয়েছিল৷ কোনো দেশ যদি কখনো তদের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা সর্বদা সেই দেশের ক্ষতি করার জন্য মুখিয়ে থাকে। এমনকি খ্রিষ্টান দের বিরুদ্ধে শত্রুতার কারণে তারা বাচ্চা দের রেহাই দেইনা। কেবলমাত্র তারা খ্রিসটধর্ম এর অংশ বলে।

মুসলিম র আজ যাই করে থাক না কেন সেসবই মুহাম্মদ আগে করে গেছে , মোঃ কে অনুসরণ করার ফল৷ কোরআন এর ২২ অধ্যায় এর ৩৯ শ্লোক এ আল্লাহ মুসলিম দের প্রত্যক্ষ লড়াই এর অনুমতি দিয়েছেন ।এই শ্লোক এ ছিল ওসামা বিন লাদেন এর আমেরিকার প্রতি লেখা চিঠির প্রথম লাইন। এরপরেও কি আমরা কখনো জোর দিয়ে বলতে পারি যে আতঙ্কবাদ এর সাথে ইসলাম এর কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই ?

উদ্দীপনা থেকে হিংস্রতা :

মদিনা তে ইসলাম অভিবাসী দের সংখ্যা ছিল নেহাতই কম৷ লুটতরাজ চালানোর জন্য মোঃ এর মদিনা নিবাসী মুসলিম দের সাহায্য দরকার ছিল৷

যদিও আরব র তাতে রাজি হইনি। আল্লাহ কে বিশ্বাস করা একরকম , কিন্তু ধর্মের নামে লুটপাট চালানো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আর আরবের মানুষ ইসলাম আসার আগে ধর্মীও লড়াই এ অনভ্যস্ত ছিল। এমনকি আজকের দিনেও এমন মুসলমান আছে যারা আল্লাহ এর নাম এ লুটপাট , হত্যা র বিরুদ্ধে। এই ধরনের সৎ মানুষ র যাতে বেশি অসহযোগিতা না করে তার জন্য মোঃ তৈরি করে নতুন শ্লোক " লড়াই - যুদ্ধ তোমার জন্য ভালো , সীয়ং আল্লাহ র নির্দেশ। কিন্তু এমন হতে পারো তুমি সেটা করতে রাজি নও, এমন জিনিস যা তোমার জন্য ভাল তাকে তুমি অপছন্দ করো। কিন্তু সর্বদা মনে রেখো আল্লাহ তোমার ভালো চান, তিনি বেশি জানেন , তোমার ভালোর জন্যেই সেটি করতে বলেন "(কোরআন. ২:২১৬)

শিঘ্রই তার এই চাল ফলবান হলো। টাকার লোভ দ্বারা তাড়িত হোয় এবং স্বর্গের সিঁড়ি লাভের আশায় মদিনার মুসলিম রাই এই পাপ কাজ এ মোঃ। এরসাথে দিতে লাগলো। তার সৈন্য বাড়তে লাগলো। ডাকাত ক্ষমতাবান ব্যক্তি তে পরিণত হলো। তার অনুগামী দের কেবল মাত্র আল্লাহ এর নামে যুদ্ধ করতে নই, যুদ্ধে খরচ খরচাও বহন করতে তাদের বাধ্য করলো। " আল্লাহ র নামে সম্পত্তি ব্যয় করা শেখ। নিজের হাতে নিজের ধ্বংস দেখে এনো না। ভালো কাজ করো , আল্লাহ তাকে ভালো রাখবেন "

এটা মনে রাখা দরকার যে তথাকথিত " ভালো কাজের " সাথে মোঃ খুন , লুটতরাজ কে যুক্ত করেছিলেন। তারা বিকৃত মানসিকতা বাকি মুসলিম দেরকেও ডাকাতি খুনি হাওয়ার পথে ঠেলে দিয়েছিল। তাই

আজকেও সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ কে আঘাত , হত্যা করা কে মুসলিম র সৎ ও যোগ্য কাজ বলে মনে করে। যখনই কোনো পরিস্থিতি মোঃ এর পক্ষে ভাল মনে হচ্ছে তখনই সেটি সে আল্লাহ এর "ভালো কাজ " বলে চালিয়ে মুসলিম দের সেটা করতে বাধ্য করছে । তার অনুগামীদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে সকল অন্যায় জন অকল্যাণ মূলক কাজ ই ভালো ন্যায্য কাজ । যারা করতে রাজি হইনি তাদেরকে আল্লাহর কোপ এর ভয় দেখানো হয়েছে।

যেসব মুসলিম র লড়তে রাজি হইনি তাদেরকে দিয়ে জোর করে " সেবামূলক " করানোর কথা বলা হয়েছে , যা কিনা যুদ্ধের তহবিলে জমা হবে ! হাসপাতাল , শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সেই তহবিল কখনোই কাজে লাগালো হইনি ,ব্যবহার করা হোয়ছে মানুষ মারার কাজে । মসজিদ মাদ্রাসা তৈরির কাজে ধর্ম প্রচারের কাজে টা অবব্যবহৃত হতেছে সেই সম্পদ। আতঙ্ক বাদী তৈরিতে , যুদ্ধ এর অস্ত্র কিনতে , ইসলাম এর মারক সৈন্য তৈরিতে , জিহাদ কে সমর্থন করতে সেই টাকার একটা মোটা অংশ খরচ হয় । সেই টাকার পরিমাণ যে কত বিশাল টা জানা যাই এটি থেকে ; ইসলামিক দেশ ইরাক লেবানন এর হিজবুল্লাহ এর সব খরচ বহন করে । অপরদিকে ইরানীয় সাধারণ জনতা অতি দরিদ্র দশাই দিন কাটাই , তাদের খাদ্য, জল, ও আশ্রয় এর দরকার। যেখানে সেখানকার ইসলামিক সরকার লেবানিজ সহর গুলিতে সম্পত্তি ব্যায় করতে ব্যস্ত । সেখানে ইসলাম কে ভালো সাজিয়ে তারা ইসরাইল বাসি দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে চাই।

যখন কিছু মানুষ ঠিকমতো টাকা দিতে রাজি হলনা মোঃ তখন তাদেরকে রাস্তাই অনার জন্য নতুন রকম কোরআন এর শ্লোক বানানো শুরু করলেন " তুমি কে আল্লাহ র পথ কে অস্বীকার করার ? তোমার কোনো অধিকার নেই যে তুমি আল্লাহ দেওয়া টাকা তার কাজে ব্যাহত করবে না। যারা করবে , লড়বে , আল্লাহ কে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে তারা পরে ফল লাভ করবে , জান্নাত এর সুখ পাবে , যারা এখন লড়বে না , তাদের লড়াই করতে হবে পরে গিয়ে "(Q.৫৭:১০)

মোঃ তাদের বোঝানো শুরু করলো যুদ্ধে জন্য অতিবাহিত অর্থ আসলে আল্লাহ র কাজে ব্যয় হচ্ছে। "আল্লাহ র ভালো কাজ " বোঝালো " তুমি আজ আল্লাহ কে দেবে , তিনি তোমাকে সুদে আসলে ফেরত দেবেন। তুমি আল্লাহ কে অস্বীকার করার কেও হতে পার না " (Q.৫৭:১১)

আবার তিনি যেমন চাইতেন তারা অর্থ দিক, এদিকে এটা চাইতেন না যে সে ব্যাপারে তারা বড়াই করে বেরাক। ইসলাম এ ত্যাগস্বিকার করাকে অগ্রাধিকার বলে মো করা হই। যে বিশ্বাসী তাকে এটা ভাবতে বাধ্য করা হয় যে সে কতটা ভাগ্যবান যে আল্লাহ র কাজে নিজের সম্পত্তি ব্যয় করতে পারছে। " যারা আল্লাহ কে উপহার দিয়েছে তারা যেনো সেটা কখনোই উল্লেখ না করে। আল্লাহ তাদের উপহার ফেরত দেবেন পরে , অনেকগুণ বেশি। "(Q. ২: ২৬২)

অনুগামী দের যুদ্ধযাত্রা করতে রাজি করানোর পর মোঃ বলেন " যুদ্ধে করে বিজিত হোয়ার পর অবিশ্বাসী দের বন্দী করে রাখবে। কিন্তু তাদের কে প্রভুর কথাই বিশ্বাস করিয়ে আবার ছেড়ে দেবে । আল্লাহ যদি তাদের দিয়ে কোনো কাজ করতে চান করিয়ে নেবন , বা তাদের মৃত্যুর জন্য ও নিজে দায়ী হবেন। তাকে আমাদের দরকার নেই। আমাদের তাকে দরকার, তাকে বিশ্বাস দেখানোর দরকার "(Q. ৪৭:৪)

অন্যভাবে বলা যায় যে মানব বিনাশ করতে আল্লাহ মুসলিম দের সাহায্য র কোনো প্রয়োজন নেই । কিন্তু তিনি মুসলিম দের তার প্রতি বিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখতে চান । হাস্যকর ভাবে , এখানে আল্লাহ কে এক মাফিয়া গুরু র সাথে তুলনা করা যায়। যে তার গুন্ডা দের আনুগত্য এর প্রমাণ চাই হত্যার নির্দেশের মাধ্যমে।

ইসলাম এ অনুগামী দের আনুগত্য বিচার হই তাদের রক্ততৃষ্ণা , পাপ কাজ করার ক্ষমতা দেখে।

" আল্লাহ র শত্রু , তোমার শত্রু, তুমি তাকে চেন না কিন্তু তিনি চেনেন। আজ তার কাজ করো, এর ফল অবশ্যই পাবে " (Q.৮:৬০)

মোঃ অনুগামী যুদ্ধ যাত্রী দের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আজকের কাজের ফল তারা পাবে মরণ পরবর্তী জীবন এ । পুরস্কার এর এক লম্বা তালিকা তার কাছে তৈরি ছিল। দাবি করতে লাগল মরণোত্তর জিবিনে তারা পাবে স্বর্গসুখ ,কমনীয় অপ্সরা দ্বারা কামিনীয় দৈহিক সুখ। এসবের লোভ দেখিয়ে অনুগামীদের কে ডাকাতি, খুব খারাপি করতে বাধ্য করতেন।

" (জান্নাত) মোটা গদিমোরা তোষকে আরাম করতে পারবে, হাতের কাছেই রাখা থাকবে স্বর্গীয় স্বাদের ফল, যা জন্নতের এর বাগিচায় ফলে। আল্লাহ এর এই আশীর্বাদ কি তুমি অবহেলা৷ করতে পারবে ? মানুষ - এমনকি জিন দ্বারা অচ্ছুত কুমারী দের সাহচর্য পাবে৷ এই আশীর্বাদ কি হেলাই হারাতে পারবে?" (ক, ৫৫:৫৪-৫৬)

"(জান্নাতে) সেখানে থাকব নন্দনীয় উদ্যান ও বাগিচার সমারোহ৷ পেয়ালে থেকে সূরা উপচে পরা মত যৌবন সম্পন্ন অপ্সরার সঙ্গে দিনযাপন করতে পারবে "(৭৮:৩২-৩৩)"

" আল্লাহ যেভাবে চাইছেন সেভাবে জীবন যাপন করো , তার আদেশ পালন করো , তোমার জন্য অশেষ উপহার অপেক্ষা করে আছে "(ক. ৫৭:৭)

এইরূপ শ্লোক গুলি ই ইসলামিক দেশ গুলোতে আতঙ্ক বাদ সমর্থন করার প্রধান কারণ। পকেও হইতো ভ থাকতে পারেন যে আতঙ্ক বাদ ও ইসলামিক দান ধ্যান আলাদা বিষয়৷ কিন্তু মুসলিমদের কাছে সেটা সমান। অমুসলিম দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে তারা আল্লাহ র কাজ করে। আমাদের কাছে জিহাদ মনে আতঙ্কি কার্য, কিন্তু একজন মুসলিম এর কাছে এটা পবিত্র ধর্ম যুদ্ধ , আল্লাহ দ্বারা নির্দেশিত সব থেকে পবিত্র কাজ।

এই শ্লোক গুলি থেকে এটাও বোঝা যায় যে ইসলাম শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক । যতদিন মানুষ ইসলাম ও আল্লাহ এর বাণী কোরআনের শ্লোক বিশ্বাস করবে , ততদিন মুসলিম রাই জয়লাভ করতে

থাকবে। যদি কোনো যুক্তিবোধ সম্পন্ন শিক্ষিত মুসলিম শান্তির রাস্তা দেখানোর চেষ্টা করে ,সহিষ্ণুতা, আলাপ আলোচনা চালাতে যাই তাকে এই কোরআনের বাণী শুনিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হবে। কারণ এ সতিং আল্লাহ র মুখ নিঃসৃত বাণী।

সুতরাং যুদ্ধ করাটাই আল্লাহ র প্রধান নির্দেশ হতে উঠতে লাগলো দিন দিন, মক্কাবাসীদের কে মোঃ নিজেদের বিরুদ্ধে ভিড়িয়ে দিলেন, আর যারা তার লুটের পথে বাধা সাধতে লাগলো তাদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলেন "Fight until there is no fitnah (mischief/dissentions) and religion is wholly to Allah" (Q, 8:39)

তার যেসমস্ত অনুগামী রা নিজেদের আত্মীয় দের বিরুদ্ধে বিনাকারণে লড়াই করতে অস্বীকার করলো তাদের ভয়নক পরলৌকিক ভবিষ্যত এর সাবধানবাণী মোঃ শুনালেন " And those who believe say:why has not a chapter been revealed? But when a decisive chapter is revealed and fighting is mentioned therein you see in those whose heart is a disease look to you with the look of one fainting because of death. Woe to them then !" (Q, 47:20)

যারা যারা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করার পরেও যুক্তিবাদী হতে চেটেছে তদেরকে কোরআনের বাণী শুনিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া hoyeche। অনেকক্ষেত্রে মেরে দেওয়া হিয়েছে। অবিশ্বাসীদের চুপ

করানোর জন্য বাণী দেওয়া হয় "Fight then in the Allah s way ; this is not imposed on you except in relation to yourself, and rouse the believers to ardor maybe Allah will restrain the fighting if those who disbelieve and Allah is strongest in power and strongest to given an exemplary punishment" (Q 4:48)

তার অনুগামীদের সাফল্যে খুশি হলে তিনি তদের অনুপ্রাণিত করতে গিয়ে বলেন " And Allah will by no means give the unbelievers a way against the believers" (Q, 4:141) এবং তাদেরকে অসীম স্বর্গ সুখের প্রতিশ্রুতি দেন " Those who believed and fled their homes and strive hard in Allah's way with their property and their souls, are much higher in rank with Allah; and those who they are the achievers (if their objects)"(Q,9:20)

সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলাম বিজ্ঞজনেরা এই হিংসা কে সমর্থন করেন। সৌদি আরবে র ধর্মগুরু , প্রধান মৌলবী জিহাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করে থাকেন, আল্লাহ এর দেওয়া নির্দেশ বলে জিহাদ দাবি করে থাকেন " ইসলাম এর প্রসার নানাভাবে নানাদিকে হয়েচে, প্রথমে গোপনে হয়ছে পরে প্রকাশ্যে, মক্কা মদিনা তার অন্যতম কেন্দ্র" । শেইখ আবদেল আজিজ আল কে এক খবরে প্রচারে বলতে শোনা যায় মক্কা মদিনা ইসলাম এর সবচেয়ে পবিত্র স্থান । "তারপর আল্লাহ তার বিশ্বাসী অনুগামীদের অবিশ্বাসীদের হাত

থেকে বাঁচার পথ দেখান ।আল্লাহ র নির্দেশ, যাই হোক না কেনো, সেটি সবসময়ই সঠিক ই হয়।"

○ সৌদি আরবের বয়জেষ্ট মৌলবী জানান যুদ্ধ ই মোঃ এর প্রধান ও প্রথম অভিমত ছিল না। "তিনি তিনটি পথ দেখিয়েছিলেন, হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নইলে আত্মসমর্পণ করো আর খাজনা দেও, আর তাদের বাড়িঘর সমস্ত কিছু রাখার অনুমতিও তিনি দেন। ইসলাম এর ছত্রছায়া তে থেকে তাদের ধর্ম পালন করতে বলেন " মৌলবী ঠিক ই বলেছেন। মোঃ এর অস্ত্রধারী অনুগামীরা অবিশ্বাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখতো, হিংসাই তাদের ধর্ম প্রচারের একমাত্র জানা পথ ছিল। কোনোদিনও তারা অন্য ধর্ম কে যথাযথ সন্মান দেয়নি।

এক বিতর্ক অনুষ্ঠানে দেখা হয় পাকিস্থান এর বিখ্যাত ইসলাম পণ্ডিত জাভেদ আহমেদ ঘামিদি র সাথে , সেখানে তিনি তার ছাত্র Dr খালিদ জহির এর মাধ্যমে লেখেন " The possibility of killings mentioned in the Quran are either meant for those who were guilty of murder, or causing mischief on

earth,or they had denied the clearly communicated and understood message from God" ঘামিদী হলেন একজন মধ্যপন্থী মুসলিম। এতটাই মধ্যপন্থী যে তাকে মাঝে মাঝে ই চরমপন্থী মুসলিম দের কাছ থেকে মৃত্যুর হুমকি শুনতে হয়। সে যাইহোক, তিনি তার ধর্ম ভালো করেই বোঝেন , এবং জানেন যে যারা যারা ইসলাম ড কে অস্বীকার করছে তারা পৃথিবী তে বসবাসের যোগ্য ই নই। তার বিপক্ষি রাও সেটাই ভাবে । যেহেতু সব মানুষ এর চিন্তা ভাবনা আলাদা আলাদা হয়, তাই মুসলিম রা ভাবে তার মতামত তাদের সাথে সম্পূর্ণ একমত নই বলেই তাকে মারাটা একটা অতি সাধারণ কাজ।

ডাকাতি

মুসলিম রা প্রায়শই মোঃ এর যুদ্ধে র কথা খুব গর্বের সাথে বলে । এই গর্ব এর ভিত্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর। মোঃ যুদ্ধ না করার চেষ্টা করতেন বেশিরভাগ সময়। প্রায়শই তিনি নিপীড়িত দের উপর আচমকা হামলা চালাতেন, লুটপাট চালাতেন যখন তারা নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতো। তিনি যোদ্ধা ছিলেন না , ডাকাত ছিলেন , আতঙ্ক বাদী ছিলেন। তারমতে এটা বেশি কার্যকর ছিল।

মদিনা তে যাত্রা করে সেখানে স্তিতি করার কিছুদিনের মধ্যেই যখন মোঃ এর লোকবল বাড়লো , তিনি পরপর ৭৪ টি ডাকাতি - লুটপাট এর কাজ চালিয়েছিলেন। তার কোনো কোনোটাতে নরহত্যা

হোয়েছিল অল্প , আর কিছু ডাকাতি তে নির্বিচারে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটিয়েছিলেন। তারমধ্যে ২৭ টি ডাকাতি তে তিনি নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই যাত্রা গুলোকে বলা হতো "ঘাজবা" । আর যেগুলো মোঃ যান নি সেগুলোকে বলা হয়, "সারিয়্যা" । ঘোজবা আর সারিয়া দুটোর মানেই কিন্তু লুটপাট , ডাকাতি, পিছু আক্রমণ।

বুখারী তে বলা আছে ,"whenever Allah's apostle wanted to make ghazba , Heuser to hide his intentions by apparently referring to different ghazba" ।

যে যে আক্রমণে মোঃ e যোগদান করতেন , সেখানে তিনি থাকতেন দলের একদম পিছনে, তার সৈন্যদের আড়ালে লুকিয়ে । বিশেষ খমতাশালি সৈন্যরা তাকে সাবধানে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত। তার নিজের আত্মজীবনী তে কোথাও মোঃ উল্লেখ করেননি যে তিনি কখনো নিজহাতে যুদ্ধে যোগদান করেছেন ।

মক্কাতে হাওয়া যে যুদ্ধটি মোঃ নিজের চাচার বিরুদ্ধে করেছিলেন তার নাম হলো The sacrilegious war. প্রায় কুড়ি বছর বয়ষি মোঃ এর যুদ্ধ প্রচেষ্টা ছিল কিছু অনুগামী জোগাড় করে চাচা দের উপর তীর বর্ষণ করা। মুইর এ বলা হয় " Physical courage , index , and martial daring are virtues which did not distinguish the prophet at any period of his career"

মোঃ ও তার ধর্ম প্রচার বাহিনী কোনো সাবধানতা ছাড়াই লুটের পর লুটের চালিয়ে চলেছিল, নিরস্ত্র নাগরিক দের উপর , ব্যবসায়ীদের উপর, কাওকে বাদ রাখেনি। যাকে পেরেছে ধরে বিনাকারনে মেরেছে। মাঝে মাঝেই তারা স্ত্রী ও শিশু দের কে ধরে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ দাবি করতো, অথবা ক্রীতদাস হিসাবে বেঁচে দিত। নিচে ওরকম একটি যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া আছে।

" নবী হঠাৎ এ কোনো সাবধানবাণী ছাড়াই বানু মুস্তালিক এ আক্রমণ করেন যখন তারা তাদের গবাদি পশুদের জল খসাতে ব্যস্ত ছিল। তাদের বলিষ্ঠ পুরুষ রা সব মারা গেলো, স্ত্রী ও সন্তানদের বন্ডী করে নিয়ে যাওয়া হলো। সেদিন নবী যুয়াইরিয়া পেয়েছিলেন। নাফি জানান যে ইবন উমর তাকে এই ঘটনার কথা বলেছেন, যে কিনা এই ঘটনার অংশ ছিল" মুসলিম chronicle এ নথিভুক্ত আছে যে "এই যুদ্ধে মোঃ ৬০০ জন কে বন্দী বানিয়েছিলেন। ২০০০ উট এবং ৫০০০ ছাগল লুট করেছিলেন।"

যখন ই মুসলিম আতঙ্ক বাদীরা শিশু হত্যা ই সামিল হয়, নবীরা সাথেসাথে বলেন মোঃ শিশুহত্যার বিরুদ্ধে ছিলেন। এটি মিথ্যা। নুট এ উল্লেখিত আছে " It is reported on the authority Sa'b b . Jaththama that the prophet of Allah (may peace be upon him) , when asked about the women and children of the polytheists being killed during the night raid , said They are from them" এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে মোঃ নারী শিশুহত্যার সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন।

অসংখ্য তথ্য থেকে জানা যায় যে মোঃ যুদ্ধ এর পুরো ব্যাপারটাই ছিল অপরপক্ষ কে হঠাৎ করে আক্রমণ করা ,বিনা কারণে। কোনো সতর্কবাণী ও মোঃ কোনোদিনও কাওকে দেননি৷ " আমি নাফি কে জানালাম যে অবিশ্বাসী দের কি আগে থেকে সতর্কবার্তা, বা ইসলাম এ আসার একটি সুযোগ দেওয়া কি আবশ্যক ? ইবন অনু জবাব দিলেন ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে এটা দরকারি ছিল৷ শেষ নবী মোঃ বানু মুস্তলিক এ কোনো সতর্ক ছাড়াই আক্রমণ চালিয়েছিলেন৷ যখন তারা যুদ্ধ ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিল এবং শান্তি তে গবাদি পশুদের জল খাওয়াতে ব্যস্ত ছিল। যারা আক্রমণের পির যুদ্ধ করেছিলো তাদের হত্যা করা হলো৷ বাকিদের বন্দী বানানো হলো৷ সেদিন এ মোঃ যুয়েরিয়া বিন্ট আল হারিথ কে বন্দী করেন৷ আবদুল্লাহ ইবন উমর ও সেই যুদ্ধ সামিল ছিলেন৷"

এই ধরনের অকারণ নির্বিচারে লুটপাট ও হত্যা কে ন্যায্যতা দান করার জন্য মুসলিম বিজ্ঞ রা সবাই করেন যে যাদের মারা hoyeche তারা নাকি ইসলাম এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। যদিও এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে মুসলিম দের আক্রমণ করে আরব ব্যবসায়ীদের কোনো লাভ হতে পারত৷ যারা প্রথম থেকেই নিঃস্ব ছিল, ফালতু ধর্মপ্রচার, ও তার নামে লুটতরাজ করা ছাড়া যাদের আর কোনো কাজ ছিল না। বরঞ্চ বহু আদিবাসীরা মোঃ এর সেট চুক্তি করেছিল ইসলাম গ্রহণ করার৷ যখন তাদের দরকার শেষ, তখন মোঃ উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে মারার ব্যবস্থা করেছিলো।

লুটতরাজ

মোঃ এর ডাকাতি করার প্রধান কোরআন ছিল লুটপাট। ইবন উমর জানান, "মোঃ এক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে নাহিদ এবং আমিও ছিলাম। যুদ্ধের উপরই হিসাবে বৃহৎ সংখ্যক উট পেয়েছিলাম। প্রত্যেক যোদ্ধার ভাগে ১১-১২ টা উট পড়ছিল, এবং তারপরেও আরো কিছু বেচেঁ ছিল।"

প্রতারিত দের সব সম্পত্তি র মালিক ছিল প্রতারক আক্রমণকারী। "Abu Qatada reported : we accompanied the messenger of Allah on an expedition in the year of the battle of human. I turned around an attack him from behind to give him a blow between his shoulder and neck (treachery is a hallmark of jihadis) . Then the people say down to distribute the spoils of the war . He said :one who has killed an enemy and can bring evidence to prove it will get his belongings. So I stood up...the messenger of Allah said : what happened to you o Abu Qatada? Then I related the whole story , to him. Atlast ,one of the people said : he has told the truth. messenger of Allah .the belongings of the enemy killed by him are with me . Persuade him to forgo his right in my favour. Abu bake said : but Allah this will not happen. The messenger of Allah will not

like to deprive one of the lions from among the lions of Allah who fight in the cause of Allah and the messenger of Allah gave me the share of the booty. So the messenger of Allah said : Abu bakr had told the truth ,and so give the belongings to any Qatada .so he gave them to me . I sold the armour and bought with the sale proceeds a garden in the street of banu salama. this was the first property I acquired after embracing Islam " (naiul, 60)

ইসলাম এমন এক ধর্ম ছিল যা প্রথমে গ্রহণকারী রা নিতে বাধ্য ছিল। তারা ছিল গরীব ,অশিক্ষিত, নিঃস্ব, ক্ষমতাহীন। ইসলাম তাদেরকে বাঁচার নতুন উপায় করে দিয়েছিল, উপার্জনের রাস্তা বের করে দিয়েছিল । তারা অন্যের ধঁও লুট করে ধনী হতে পারত। এবং যদি তারা যুদ্ধে মারাও যায়, পরলোকের,জন্নাতের লোভনীয় জীবন এর সুযোগ তারা পেতে পারতো। এই ধরনের অসৎ অকর্ম লোকেদের পক্ষে এমন সুযোগ ছাড়া কি সম্ভব ছিল ? Hadith এ আমরা এরকমি সদ্য মুসলিমদের এক নিদর্শন পায়,

এই তথ্য দাখিল হয়েছে সালমা ব আল এক্কা র দ্বারা, একদিন সকালে আমরা সকলে আল্লাহ র দুতের চারপাশে বসে প্রাতঃরাশ করছিলাম তখন লাল রঙের উট নিয়ে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এলো। মোঃ এর নিমন্ত্রণে আমাদের সাথে বসে খবর খেতে শুরু করলো। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে হঠাই ই আমাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরলাম, উটের পিঠে চড়ে তার মাথা কেটে নিলাম। তারপর সেই

উট সুদ্ধ লোকটিকে দলে ফিরিয়ে আনলে মোঃ জিজ্ঞেস করলেন ' এই লোকটিকে কে মারলো ? ' আমি যখন এগিয়ে এসে স্বীকার করলাম যে আমি মেরেছি তখন আল্লাহর দূত দয়াপ্রবন হয় জানালেন মৃত লোকের সব সম্পত্তি আজ থেকে তোমার। "

গরীব বেচারা লোকটি মারা গেলো শুধুমাত্র তার উটের জন্য। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল তাদের আসল উদ্যেশ্য। কিন্তু তবুও প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে পারেনি, তাকে করতে হয়েছ। এবং মোঃ এই নৃশংস কাজ সর্বদা সমর্থন করেছে।

সচরাচর মোঃ এই লুটপাটের পাঁচ ভাগের একভাগ নিজে রেখে বাকিটা যে লুটপাট বা হত্যা করেছে তাদেরকে দিয়ে দিতেন। Hadith এ মুসাব তার বাবার কাছ থেকে শোনা গল্পে শুনে লিখেছে " আমার আব্বা খুমস দের কাছ থেকে লুট করে আনা এক চমৎকার তলোয়ার দেখিয়ে মোঃ কে বললেন ' আমাকে এটি রাখার অনুমতি দিন ' " তার উত্তরে মোঃ বলেছিলেন "They ask thee concerning the spoils of war, say : The spoils of war are for Allah and the apostle" (Q: 8:1)"

এটা নিশ্চই আরব দের বলে বুঝিয়ে দিতে হবেনা যে যে আল্লাহ সারা পৃথিবীর অধিকারী, সব সম্পত্তির মালিক, তার সামান্য আরব ব্যবসায়ীদের লুট করা ধণ সম্পত্তির দরকার নেই ? মোঃ তার সব অন্যায় কাজের ন্যায্যতা আল্লাহ র বাণী , কোরআন এর মাধ্যমে বিচার করেছেন। এটা

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উনি লুটতরাজ করে যা যা সম্পত্তি বানিয়েছিলেন তার একটা আল্লাহ র ভান্ডারে জমা পড়েনি শেষপর্যন্ত !!

লোভ

এইসমস্ত চুরি ডাকাতি করে মুসলিম টা যে শুধু সম্পত্তি বানাচ্ছিল তাই কিন্তু নই, তারা অসংখ্য যৌনদাসী র যোগান পেতে লাগলো। জুয়াইরিয়া নামক এক যুবতী নারী র স্বামী মুসলিম দের হতে পারে মারা গেছিলো, তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। আইসা , মোঃ এর সবথেকে প্রিয় ও যুবতী স্ত্রী এই সমই তার সাথে ছিলেন , তিনি জানান,

" আল্লাহ এর দূত (তিনি শান্তিতে থাকুন) বানু আল মুষ্টালিক দের সম্পত্তি ভাগ করেছিলেন তখন জুয়েরিয়া পড়েছিল থাবিত ইবন কোয়াস এর ভাগে । সে ছিল সুন্দরী, যুবতী, সে তার মুক্তিপণ অন্য কোনোভাবে সোনাদানা দিয়ে চুকিয়ে দিতে ছেয়েছিল। সেই আর্জি নিয়ে সে তখন আমাদের তাবু তে হাজির হলো। আমি ছিলাম, আমার সাথে মোঃ ও ছিলেন, দরজা খুলে তাকে দেখেই আমার তাকে অপছন্দ করেছিলাম। তাকে তাড়িয়ে দিতে ছেয়েছিলাম। কিন্তু মোঃ ওকে দেখে ফেলেছিল। ভিতরে এসে সে জানালো তাকে থাবিট এর লোট এ ফেলা হয়েছে এবং তার মুক্তির দাবি করলো, বললো টাকা পয়সা দিয়ে তার মুক্তিপণ শোধ করেদেবে। মোঃ তখন উৎসাহিত হয় বললেন ;" আমার কাছে এর থেকেও ভালো এক প্রস্তাব আছে

! তুমি আমাকে বিয়ে করো, তোমার সব ঋণ শোধ হয় যাবে " সে রাজি হলে গেলো। "ব্যাস, তাহলে তাই হোক" আল্লাহ এর দূত জানালেন। "

এর থেকেই মোঃ এর একাধিক বিবাহের এক কারণ পাওয়া যায়। তিনি ও বাকি মুসলিম টা মিলে জুয়াইরীয় র স্বামী ভাই দের কে মেরে তাকে জোর করে বন্দী বানিয়েছিলেন নিজের স্বার্থ সিদ্ধির লোভে। সে ছিল বাণী মুস্টালিক এর মেয়ে, প্রায় রাজকন্যা ই। তাকে বন্দী করে যৌনদাসীর জীবন কাটাতে বাধ্য করা হতো। কিন্তু সুন্দরী হাওয়ার কারণে মোঃ তাকে "মুক্তি" দেওয়ার বাহানাই তাকে বিয়ে করে নিল ! এটা কিকোরে মুক্তি হতে পারে !? তার কাছে আর কি উপায় ছিল ? আর যদিও মোঃ তাকে ছেড়ে দিতো, স্বাধীন করে দিত সে যেতই বা কোথাই ?তার সব আত্মীয় পরিজনদের তো জোরপূর্বক হত্যা করা hoyechilo !

ইসলামীও বিজ্ঞ রা বিভিন্ন গবেষণার পর জানান যে মোঃ এর বেশিরভাগ স্ত্রী ই ছিল বিধবা। তারা বলেন যে তারা ছিল বিগত যৌবনা, এবং অবাঞ্ছিত। তাই মোঃ দয়াপরবশ হয় এ তাদেরকে বিবাহ করতেন। যেটা তারা তাদের উক্তি থেকে বাদ দিয়েছেন সে হলো বেশিরভাগ স্ত্রী ই ছিল বিধবা এবং যুবতী, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুন্দরী। এবং তারা বিধবা hoyechilo কারণ মোঃ তাদের স্বামীদের কে হত্যা করেছিল। যুয়াইরীয় যখন ২০ তখন মোঃ ৫৮ । মোঃ নিজেই তার আত্মজীবনী তে জানিয়েছেন যে সুন্দরী, যুবতী, ও সন্তানহীন না হলে তাকে তিনি স্ত্রী রূপে স্বীকার করতেন না। একমাত্র সওদা ছাড়া মোঃ এর বাকি সব স্ত্রী রাই ছিলেন কুড়ি - একুশের কোঠায় যখন মোঃ

এর বয়শ ৫০ -৬০ । ঐতিহাসিক তাবারী জানান যে মোঃ তার নিজের চাচাতো ভাইয়ের হত্যা করেছিলেন তার সুন্দরী স্ত্রী কে বিবাহ করার জন্য। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে তার একটি সন্তান আছে তিনি না করে দিলেন। একি ভাবে জিয়া বিন্ত আমির নামক এক ধনী মহিলা কে তিনি বিবাহ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন,পরে তার বয়ষ জানতে পেরে তাকে বিবাহ করতে রাজি হননি।

জারির নামক এক মুসলিম জানান যে একদা মোঃ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি বিবাহিত কিনা । জারির "হ্যাঁ" বলে তিনি জানতে চান " কুমারী নাকি মাতৃকা ?" জারির জানান " আমি যাকে বিয়ে করেছি যে এক সন্তানের মা " তখন মোঃ বিদ্রুপ করে বলেন " কেনো ? যাতে তুমি তার সাথে খেলতে পারে আর সেও তোমার সাথে খেলতে পারে ?"

ইবন সাফ এটাও জানান যে মোঃ আমির এর মেতে জাভা র রূপের খ্যাতি শুনে তাকে তার ছেলে র হাত দিয়ে বিবাহ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। পরে শুনলেন তিনি সুন্দরী হলেও যুবতী নন। পরে যখন জাবা র ছেলে এসে তাকে জানান যে তার মা বিবাহ করতে রাজি তখন মোঃ নিশ্চুপ ছিলেন।

একমাত্র কাম লিপ্সা মেটানো ছাড়া মোঃ এর কাছে নারী র কোনো ভূমিকা ছিল না। তাদের একমাত্র কাজ ছিল স্বামীর যৌণ বাসনা পূর্ণ করা এবং তাদের সন্তানের জন্ম দেওয়া। নিচের একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে মোঃ কখনোই নারীদের সুরক্ষার জন্য আটদের বিয়ে করতেন না। তার একমাত্র উদ্যেশ্য ছিল নিজের কাম চরিতার্থ করা।

মোঃ তার বিয়স স্ত্রী সওদা কে তালাক পাঠিয়েছিলেন তার বয়সের কারণে। সওদা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন তার অপরাধ কি , তখন মোঃ কোনো উত্তর দিতে পারেননা। সওদা কেঁদে জানান, "যে আমার বয়িস হয়েছে ! এখন আমার পুরুষ সঙ্গ দরকার নেই। আমাকে এই বয়সে তালাক দিও না। তার বদলে যে রাত গুলো তোমার আমার সাথে কাটানোর কথা সেগুলো তুমি আইশা র সাথে কটিয়।" নবী এই শুনে উৎফুল্ল হলে সওদা কে সময় দেওয়া বন্ধ করে তার প্রিয় স্ত্রী আইসার সাথে সময় কাটাতে লাগলেন।

এর থেকে বোঝা যাই যে একমাত্র বিগত যৌবনা হাওয়ার কারণেই মোঃ তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সওদা বয়োষ কত ছিল ? তিনি মারা যান হিজরা বছর ৫৭ তে। তিনি মোঃ এর সাথে প্রায় ৫৭ বছর বিবাহিত ছিলেন তার মানে। ধরা যাক তিনি মারা জন ৮০ বছর বয়শে। তারমানে তিনি মোঃ কে বিয়ে করেছেন ৮০-৫৭=২৩ বছর বয়ষে। যখন মোঃ এর বয়িশ ছিল প্রায় ৫০ । তিনি হইতো আগেও একবার বিবাহিত ছিলেন । তবুও যে সময় মোঃ তাকে ত্যাগ করতে চান তার বয়ষ্ হইতো ৪০ ও হয়নী।

তিনি বয়োষে মোঃ এর অর্ধেক ছিলেন। এবং হিসাবে দেখা যায় মোঃ এর সব স্ত্রী এ তার থেকে বয়োশে ৪০-৪৪ বছর ছোট ছিল।

তো বয়শ্ সামান্য বেড়ে যাওয়াতে মোঃ সওদা কে তালাক দিয়ে তার বাকি যুবতী, সুন্দরী স্ত্রী দের সাথে খেলাই মত্ত হতে চেয়েছিলেন ।এখানে ভালোবাসা - সম্মানের স্থান কোথায় ? এই জঘন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা স্থান ই বা কোথায় !? সওদা তাই

vebechilenjotodin তিনি মোঃ এর সাথে বিবাহিত থাকবেন ততদিন তাকে অন্তত তার খাওয়া পরার চিন্তা করতে হবে না। এবং করেও হইনি। ঐতিহাসিক রা জানান যে প্রতি লুটের পর মোঃ উটের পিঠ বোঝাই করে সওদা কে খেজুর, বর্লি, আটা পাঠাতেন। মোঃ এর প্রত্যেক স্ত্রী লুট এর ভাগ পেতেন , ক্রীতদাস সহ। উমর একবার সায়দা কে খেজুরের বস্তায় করে দিরহাম (সোনা রুপর মুদ্রা) পাঠিয়েছিলেন, পার্শিয়া থেকে। সওদা সেটা দেখে খুশি তে চিৎকার করে বলেছিলেন " সুবহানআল্লাহ !! তোমরা আমাকে খেজুরের বস্তায় মোহর পাঠিয়েছ !!"

ধর্ষণ

মোঃ তার লুটেরা অনুগামীদের কে লুটপাটের পর বন্দী নারীদের অত্যাচার - ধর্ষনের পূর্ণ অনুমতি দিতেন। যদিও পরে সেটি সমস্যার কারণ হতে উঠেছিল। কারণ তারা চাইতো বন্দীদের পরিবারকে ভোয় দেখিয়ে মুক্তিপণ আদায় করতে। এবং তাদেরকে সন্তানসম্ভবা করে বোঝা বাড়াতেও রাজি ছিল না। তাদের মধ্যে কিছু মহিলা স্বামী পালিয়েছিলেন আচমকা আক্রমণে , তারা পালাতে পারেনি এবং বন্দী হয়ে এদের হাত এ পড়েছিল।তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কেও ছিল না। তখন মোঃ এর অনুগামী রা coitus interruptus (বীর্যপাতের পূর্বে উত্তোলন) এর কথা বিবেচনা করলো। এটিই সর্বাপেক্ষা ভালো উপায় কিনা টা বিবেচনা করতে তারা মোঃ এর দ্বারস্থ হলো। বুখারী তে বলা আছে

" Abu Saeed said ' we went out with Allah's apostle for the ghazwa of banu Al mustaliq and we received captives from among the Aron captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus. So when we intended to do coitus interruptus , we said ' how can we do coitus interruptus before asking Allah's apostle who is present among us ?' We asked him about it and he said 'It is bette not to do so, for if any soul (till the day if resurrection) is predestined to exist , it will exist' "

তাহলে দেখা যায় যে মোঃ যে শুধু ধর্ষণ কে সমর্থন করেছেন তাই নই, তিনি এই অযৌক্তিক দাবিও করেছেন যে আল্লাহ যদি আবার জন্মাতে চান তার জন্য রাস্তা সবসময়ই খোলা রাখতে হবে। তার লোকদের তিনি বীর্যপাত এর পূর্বে উত্তোলন করার অনুমতি দেননি কারণ তার বিকৃত মস্তিষ্কে এটি আল্লাহ এর বিরুদ্ধে কাজ করা হবে বলে মনে হয়। তিনি এটিকে "সঠিক কাজের ফল এবং অধিকার " বলে নাম দিলেন , যদিও সেই নারী গণ বন্দী হাওয়ার আগে বিবাহিত এবং সংসারী ছিলেন।

অত্যাচার এবং হত্যা ::

ইবন ইশা তার বিভিন্ন তথ্য এ মোঃ দ্বারা প্রবর্তিত নানা নিয়ম কানুন এবং অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার কাহিনী তে

কিনানা নামক এক যুবক এবং তার জনগোষ্ঠীর বাকি লোকেদের নৃশংস হত্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

। যখন মোঃ প্রথম প্রথম ক্ষমতায় আসেন তখন তিনি তার লোকদের পাঠাতেন গ্রামের বাকি লোকেদের বুঝিয়ে লোভ দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। খ্যাতি বাড়ার সাথে সাথে তার নীতি পাল্টে গেলো। তার লুটেরা বাহিনী আকারে একটু বড়ো হলে মোঃ তাদের এক এক দলকে আলাদা আলাদা গ্রাম গঞ্জে এ ডাকাতি করতে পাঠাতেন। প্রথমে যে নকল দয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়েছিলেন সেসব পরে উবে গেলো, তাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থীদের জল পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করতেন এবং তাদের যথাসর্বস্য লুটপাট করে হত্যালীলা চালাতেন। বন্দীদের হাত পা কেটে নেওয়া হতো, চোখ তুলে ফেলা হতো। ইসলাম গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করলে তাদের জীবন্ত অবস্থায় চামড়া তুলে ফেলা হতো, জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। অনেকক্ষেত্রে এটাও জানা গেছে যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ধর্ষণ করা হতো, বন্দী শিশুদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করা হতো। অনেকসময় লিঙ্গচ্ছেদ করে ছেড়ে দেওয়া হতো অশেষ মরুভূমির মাঝখানে। এর যুক্তিতে কোরআন এর মোঃ ব্যাখ্যা দেন " Those who wage war against God and his messenger and strive to spread corruption in the land should be punished by death, crucifixion, the amputation of an alternate hand and foot or banishment from the land ; a disgrace for them in this world , and then a terrible punishment in the Hereafter " (Q, 5:33)

এমনকি আজকের এই আধুনিক সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত মুসলিম রা এখনো বিশ্বাস করেন যে অমুসলিম দের, সমালোচকদের একটাই শাস্তি, মৃত্যু। ১৯৮৯ সালে Khomeini এক ফতোয়া জারি করেন বিশিষ্ট লেখক সালমান রুশদি র বিরুদ্ধে ,কারণ কিছু মৌলবাদের মতে তার লেখা বই "স্যাটানিক ভার্সেস" এ ইসলাম বিরোধী কিছু কথা বলা আছে। কিছু লোক তখন যেমন Khomeini র বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছিল, বেশিরভাগ মুসলিম ই কিন্তু রুশদি কে দোষারোপ করেছিল। কারণ তিনি নাকি ইসলাম এবং মুসলিম দের প্রতি "যথেষ্ট সহানুভূতিশীল" ছিলেন না। ২০০৬ সালের ১৪ ই ফেবরুয়ারি ইরানিয়ান সরকার ঘোষণা করে যে ফটোয়া বজায় থাকবে। ইরানে যুদ্ধ চলাকালীন তারা যাদেরকে নিজের ধর্মের সমালোচনা করতে দেখেছে তাদেরকে ধরে ধরে বেছে বেছে মারা হতেছে। তাদের মধ্যে Dr শাপুর বখতিয়ার অন্যতম, যিনি ছিলেন একজন আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব এবং শাহ দ্বারা নির্বাচিত শেষ প্রধান মন্ত্রি।

যেটা বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ জানে না সেটা হলো হত্যাই হলো মোঃ এর ধর্মপ্রচার এবং সমালোনাকারীদের চুপ করানোর একমাত্র রাস্তা। ভয়ানক মুসলিম আতঙ্ক বাদী যেমন , মোঃ bouyeri ,যে ডাচ চলচ্চিত্র পরিচালক থিও ভ্যান গগ কে হত্যার জন্য দায়ী, এরা তাদের ধর্মগুরু, শেষ নবীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করছে মাত্র।

যেখান মোঃ প্রথম প্রথম মদিনা আসেন তখন তার অত্যাচারী, পাগলামি রূপ দেখে মদিনার এক ১২০ বছর বয়স্ক কবি আবু আফাক

এক কবিতা রচনা করেন যেখানে তিনি মদিনা বাসীদের মোঃ এর থেকে সাবধান হতে বলে এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃতির অভিযোগ করে। মোঃ , ইবন ইশা এরকম ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব কবিতা টি কে ইসলামের প্রতি সরাসরি আঘাত বলে দাবি করেন এবং জনসম্মুখে সেই বয়স্ক কবি এবং তার পরিবারের সকল কে নৃশংসভাবে খুন করেন।এই ঘটনার পর মদিনার মুসলিম রা আরো উদ্ধত, অত্যাচারী, নরপশুর রূপ ধারণ করে এবং সবশেষে মদিনা বাসীদের কে সাবধানবাণী দেন যে যারাই আল্লাহ এবং তাঁর আজ্ঞাবহ এর বিরুদ্ধে কোনরকম কটূক্তি করবে তাদের অন্তিম পরিণাম এটাই। কোরআন এ এই ব্যাপারে বলা আছে , " casting terror in the heart of unbelievers" ই হলো অন্যদের বিরুদ্ধে জয়লাভের একমাত্র পথ। মোঃ যেমন গর্বের সাথে বলেন "I have been made Victorious with terror"

একইভাবে আতঙ্ক ছড়ানো হয়েচিল স্পেন এ ২০০৪ সালের ১১ ই মার্চ , যেখানে হাজার হাজার নিরীহ নাগরিকের হত্যালীলা চলেছে । এর ফলস্বরূপ ভুত স্প্যানিশ নাগরিক র এমন এক ব্যক্তিকে সরকারে এনেছে যে মুসলিম দের কে সেই দেশ এ প্রবেশে র অনুমতি পাইয়ে দেয়। ভারতেও দেখা যাই যে মুসলিম র আক্রমণ চালিয়ে হিন্দুদের কেও মুসলিম কোরআনের বাণী বলতে বাদ্য করছে । এবং তারা প্রাণের ভঁয় এ সেটা করতে রাজি হলে যাচ্ছে।

এরকম ভাবে ভয় এ ভয় এ কাপুরুষের জীবন কাটিয়ে কি লাভ ! জীবনের মূল্য কি এটাই ? এবং মুসলীম রা এই ভয় তাকেই জিইয়ে রাখতে চায়। কারণ এইভাবেই ইসলামের বৃদ্ধি ঘটে। তারা সবাইকে প্রাণের ভয়

দেখায় এবং ইসলাম এর রীতি নীতি চাপিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম অন্য ধর্মের লোকেরা নিজের ধর্ম আচার কে লুকিয়ে রেখে ইসলামের নিয়ম পালন করে , কিন্তু ২ ৩ পুরুষ পর গিয়ে দেখা যায় তাদের সমস্ত পরিবার , আত্মীয় পরিজন মুসলিম এ পরিণত হয়। জিহাদিতে নাম লেখাই এবং অন্যদেরকে একইভাবে জীবনের হুমকি দেওয়া শুরু করে। এই কাপুরুষতা লজ্জাজনক কিন্তু ইসলাম সম্প্রসারণে এই আতঙ্কের ভূমিকা সবচাইতে বেশি। এবং যতদিন রাষ্ট্র, জনগণের এই কাপুরুষতা থাকবে, ততদিন মানুষ জঘন্যতম আতঙ্কের সম্মুখীন হবে।

ইসলাম আতঙ্কের সাহায্য নিয়েই এতদিন এগিয়েছে , সাফল্য অর্জন করেছে। তদের সামনে সয়ং মোঃ এর অত্যাচারের মাধ্যমে তুমুল জয়লাব এর নিদর্শন আছে। তারা তাদের শেষ নবীর প্রসর্শীয় পথ অনুসরণ করছে মাত্র। যেটা বেশিরভাগ মুসলিম আতঙ্ক বাদী খোলাখুলি স্বীকার করে থাকে।

((গণহত্যা ::))

Yathrib এ আরবীয় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি তিনটি গুরুতবপুর্ন ইহুদী জনগোষ্ঠী ছিল। বানু নদীর এবং বানু কুরাইজা শহরের বাইরে খোলা স্থানে প্রকান্ড প্রাসাদে পরিবারসহ বসবাস করতেন। তারাই ছিলেন ইয়াত্রিব এর মূল বাসিন্দা। মোঃ ভেবেছিলেন যেহেতু তিনি বহু ঈশ্বর বাদী ধর্মের বিরুদ্ধে বাইবেল এর মত এর মতো এক ঈশ্বর বাদী ধর্ম প্রচার

করছেন তারা ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে জেতে পারে। কোয়ারান এর প্রথম কয়েক্তি অধ্যায় পড়লে দেখা যাই সেটি শুধুই বাইবেল প্রবর্তিত মসেস এবং অন্যান্য বাইবেলীয় গল্পে ভর্তি। মোঃ জেরুজালেম কেও কোরআন এর গল্পে স্থান দিয়েছিলেন। মুসলিম বিদ্বান আরাফাত e বিষয়ে লিখেছেন " it is also generally accepted that at first the prophet Mohammad hoped that the Jews of yathrib , as followers of a divine religion , would show understanding of the new monotheistic religion , Islam " কিন্তু মোঃ এর পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুই হলো না।ইহুদী রা ইসলাম গ্রহণ ও করলো না , কোনপ্রকার সাড়া ও দিল না ।অপরদিকে তাদের অগাধ ধনসম্পত্তি দেখে হতদরিদ্র মোঃ এর লোভ জেগে এবং হিংসা জেগে উঠেছিল। তখন ক্ষুব্ধ মোঃ এর ইহুদী দের প্রতি রাগ কোরআন এর নানা অধ্যায়ে ফুটে উঠতে লাগলো। তিনি তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদেরকে ইসলাম এর বিরোধী দল যারা ইসলাম এর প্রসার এ বাধা দিয়েছে এমন এক জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করলেন। বললেন তারা ভগবানের নিয়মের বাইরে, আল্লাহ র অপ্রীয়। এই জগতে তদের উপস্থিতি আল্লাহ পছন্দ করেন না ।অতীতে তারা সব্বাথ এর নিয়ম ভঙ্গের করেছিল বলে আল্লাহ ইহুদী দের পূর্বপুরুষ দেরকে বানর এবং হাঁস এ রূপান্তরিত করেছিলেন। এই অযৌক্তিক ব্যাখ্যায় আজও আধুনিক মুসলিম রা বিশ্বাসী ! কারণ তাদের মতে কোরআন এর প্রত্যেকটির অক্ষর অক্ষয় সত্য , তা সে যতই উদ্ভট আজগুবি হক না কেনো !!

((বানু কাইনুকা কে আক্রমণ)))

ইহুদী দের যে জনগোষ্ঠী মোঃ এবং ইসলাম এর রস প্রথম সহ্য করেছিল তারা হলো বানু কায়নুকা র পরিবার। তারা yathrib এর অন্যতম বিরও জনগোষ্ঠী ছিল এবং সৎ ভাবে স্বর্ণকার, কামার, কুমোর, ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো।তারা ছিল অর্থবান। মোঃ এর লোভ জাগে তদের এই সুন্দর জীবনযাত্রা এবং অপরিসীম অর্থের উপর। কিন্তু তারা যুদ্ধ বিগ্রহ , অস্ত্র চালনায় সেরকম পারদর্শী ছিল না কোনোকালেই। তারা ই আরব এর ব্যবসায়ী জগতের মূল স্রোত টা বজাই রেখেছিল এবং খাযরাজ এর সাথে দল বেধে আরবীয় আদিবাসী আউশ এর বিরুদ্ধে ব্যবসা করতো।

মুসলিম এবং ইহুদীদের মধ্যে হঠাৎ একদিন মতবিরোধ হলে মোঃ বানু ক্যাইনুকা কে আক্রমণ করার চমৎকার সুযোগ পেটে যান। এক কইনুকা ইহুদী ব্যক্তি বাজারের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করতে করতে এক মুসলিম মহিলার পোশাক টেনে ধরলে মুসলিম এবং ইহুদী দের মধ্যে প্রচন্ড তুলকালাম মারপিটের শুরু হই। তখন মোঃ দলবল নিয়ে তাদেরকে বাজার থেকে তাড়িয়ে তাদের বাড়ি টে বন্দী করে রাখে , এবং তাদের সবাইকে বিনা জল অভুক্ত মেরে ফেলার প্রতিশ্রুতি নেন।এমনকি কোরআন ৩:১২ টে ও মোঃ এই হুমকি পুনরাবৃত্তি করেন " you will be defeated and gathered together to hell and worst indeed is that place to rest "

পনেরোদিন পর অভুক্ত কাইনুকা রা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেও মোঃ মনে মনে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন

। তিনি তাদের বিরোধী দল আউশ দেরকে জোগাড় করলে এবং তদের সবাই কে ধরে ধরে মারার ব্যবস্থা করেন , স্ত্রী এবং শিশুদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি র ব্যবস্থা করেন। কোরআন এ এর ব্যাখ্যা দেন " Let them go. God curse them and God curse him (the leader Qurainaku) also ! So, Mohammad pardoned their lives provided they were sent to exile"

কাইনুকার নেতার হত্যার আগে মোঃ তাদের সমস্ত সম্পত্তি, জমি জাইদাদ, দখল করে নেন, ব্যবসা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেন। নিজে সেই সম্পত্তির পাঁচ ভাগের একভাগ রেখে বাকি সমস্ত ধণ তার লুটেরা খুনি অনুগামীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন । পৃথিবীর বুক থেকেই কায়নুকা দের শেষ করে দেন।

((বানু নাদির দের আক্রমণ এবং বিতরণ))

এর পর আসে বানু নাদির জনগোষ্ঠী র ধ্বংসলীলা। নাদির দের জননেতা কব ইবন আশরাফ কাইনুকো দের অন্তিম পরিণত দেখে নিজের জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা শুরু করে দেন খুব ভালো ভাবে । যদিও তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। মুসলিম র সবার আগে তার জনসম্মুখে শিরিচ্ছেদ করে ।

কায়নুকা দের ধ্বংস করার পর মদিনা মক্কার লোকজনের সাথে মুসলিম দের যুদ্ধ বাঁধে । যেখানে। মুসলিম টা হেরে যায়। মোঃ তখন যুদ্ধে হারের ক্ষতিপূরণ করতে এবং নিজের লুপ্ত সম্মান পুনরুদ্ধার

করতে অশিক্ষিত ক্রীতদাস এবং চোর ডাকাত চক্রের লোকজনের সাথে মেলামেশা শুরু করে। তাদেরকে নিজের দলে টেনে ইসলাম গ্রহণ করিয়ে জিহাদী হামলার পরিকল্পনা শুরু করে । সর্বপ্রথম লক্ষ্য হয় বানু নাদির জনগোষ্ঠী।

এক পাকিস্তানি ইসলামীও মৌলবী র গল্পে জানা যায় যে শেষ নবীর বানু নাদির জনগোষ্ঠী কে আক্রমণ করার মূল লক্ষ্য ছিল তারা " প্রথমত ইসলাম গ্রহণ করেনি , দ্বিতীয়তঃ ইসলাম এর প্রচারে কোনো রকম সাহায্য করতে তারা অস্বীকার করেছিল"। এখন এই ধারণা এবং যুক্তি সত্যিই হাস্যকর যে মোঃ মনে করতেন বানু নাদির জনগোষ্ঠী র জনতা ইসলাম এর কাছে অনুগৃহীত এবং ইসলাম প্রচার তাদের একমাত্র উদ্যেশ্য হোওয়া উচিত ! এবং তিনি তাদের গোস্টিহত্যা করেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণেই ! যে তারা ইসলামের সহযোগিতা করেনি ! মোঃ আর আত্মজীবনী টে দাবি করেন যে বানু নাদির এর নেতা নাকি তার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন সেই কারণেই এই শাস্তির অবতারণা ।যদিও এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাই না।

আসলে মোঃ কোনোভাবে বানু নাদির দের কে মারার এবং তাদের সম্পদ হাতানোর ধান্দায় ছিলেন। নাদির রা মদিনার সবথেকে উর্বর চাষের জমি এবং লাভবান ফলের বাগানের মালিক ছিল। তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করতো বেশিরভাগ আরবীয় আদিবাসীরা। এর মধ্যে দুজন মুসলিম বানু কলব এর কয়েক্ জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল, তখন সন্ত্রস্ত হয়ে তারা মোঃ এর সাথে শান্তির চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। পরে তাদের কে আবার নতুন ভাবে প্রাণহানির ভয় দেখিয়ে মোঃ টদায়ের নিয়ে বানু নাদির

দের জনোষ্ঠীগুলো কে আক্রমণ করেছিলেন। তাদের কাছে গিয়ে বিনা কারণে টাকা পয়সা দাবি করতে শুরু করেছিলেন। মোঃ আশা করেছিলেন যে বানু নাদির রা এই দাবি পূরণ করতে রাজি হবে না এবং তিনি এই সুযোগে তদের কে আবার একরকম করার আরেকটি অজুহাত পেতে যাবেন। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত নাদির রা মোঃ এর গুন্ডাদের সাথে পাঙ্গা নিতে চায়নি। তারা বাকি জনগোষ্ঠীর মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে অবহিত ছিল ভালোভাবেই। তারা মোঃ কে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তাদের জন্য সিন্দুক থেকে টাকা সংগ্রহ করতে গেলো । তাদের এই সহযোগী ব্যবহার মোঃ আশা করেননি মোটেই। তিনি হতভম্ব হলেন। বুঝলেন যে এইভাবে এদের সাথে ঝগড়া বাঁধানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ ই আদের প্রাসাদের বাইরে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেলো। তিনি মত পরিবর্তন করে দলবল নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। এবং মদিনা তে তার প্রবর্তিত মসজিদ এ গিয়ে, তার অনুগামীদের কাছে গিয়ে তিনি দাবি করলেন যে , ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে উনার দিব্য দর্শন হয়েছে। দেবদূত Gabriel তাকে এসে জানিয়েছেন যে বানু নাদির রা তাকে উপর থেকে পাথর ফেলে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলো। যদিও তার কোনো সঙ্গী এ তাদেরকে দেওয়ালে করতে ন পাথর চড়তে দেখেনি।

এখন যেকোনো যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই তার এই চালাকি ধরে ফেলা সহজ ! যদি নাদির তাকে সত্যি এ মেরে ফেলতে চাইতেন তাহলে তারা অত পরিশ্রম করে দেওয়ালের মাথায় উঠে পাথর ফেলতে যেতেন না। তখন মোঃ এর সাথে আবু বাকর, উমর , আলী , আরো হোয়ত

একজন মাত্র লোক ছিলেন। এই চার পাঁচজন লোককে সামনাসামনি মেরে ফেলা নাদিরদের পক্ষে একেবারেই সহজ হতো, যদি তারা সত্যিই তাদের মারতে চাইতো তাহলে।

নবী , যিনি আল্লাহ কে খাইরুল মাকেরিন বলে উল্লখ করতেন, নিজে ছিলেন একজন ধূর্ত মানুষ। তার নরক ও জান্নাত থেকে ঘুরে আসার গল্পের মতোই এই নদিরদের ষড়যন্ত্রের কথা তার একেবারেই মনগড়া ছিল। তিনি চাইতেন যে তার অনুগামীরা যেনো নাদির দের উপর ক্ষেপে যাই এবং তাদের কে মারতে পিছপা না হয়।

অন্য জনগোষ্ঠীর নেতা ইবন উববায় বানু নাদির কে সাহায্য করার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারাও শেষপর্যন্ত পারে ওঠেনি। বরং মুসলিম দের হাতে তাকে অত্যাচারিত হতে হয়েছিলো, জনসম্মুখে তার মুখ ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছইলো। নগরের অবস্থা খারাপ দেখে তখন বানু নাদির র ঠিক করলো যে তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তি মুসলীম দের জন্য রেখে প্রাণ বাঁচতে পরিবার নিয়ে মদিনা ছেড়ে চিরতরে চলে যাবে। তাদের কিছু লক গেলো সিরিয়ায়, কিছু খাইবার এ। যদিও মাত্র কয়েকবছর পর মোঃ সেখানে হাজির হতে শুধুমাত্র প্রতিহিসাপরায়ণ হলে তাদেরকে হত্যা করেছিল।

মোঃ তখন তাদেরকে পালাতে দিলেও টে প্রথম চিন্তা ছিল এদেরকে মেরে ফেলার। সিরা র উক্তিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

" আমাদের নবী জানালেন যে কিভাবে আল্লাহ তাকে তার প্রতিহিংসা পূরণ করার জন্য তাদেরকে বিনাশের অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন ' He it is who turned out those who dibelieved of the scripture people from their home to the first exile….. so consider this , you who have understanding . Had not God prescribed deportation against them, " তার মতে এটা ছিল সয়ন আল্লাহ এর প্রতিশোধ পরিকল্পনা। 'He would've punished them in this world " (Q, 59:2-3) যার প্রকৃত অর্থ ছিল যে তারা জীবনকালে র পরে পরলোকে গিয়েও ইসলাম এ অবিশ্বাসী হাওয়ার কারণে অভিশপ্ত হবে এবং শাস্তি পাবে"

এটা সহজেই বোঝা যায় যে কেনো নাদির টা আরব মদিনা ছেড়ে পালাতে বাধ্য hoyechilo। আরবের সাধারণ জনগণ এসব নোংরামিতে বিশ্বাস করতো না। যদিও এটা পরিষ্কার মোঃ এর কোনো বিবেকবোধ কোনোকালেই ছিল না। তার লক্ষ্য অর্জন করতে তিনি সব করতে পারতেন , সে যত অন্যায় কাজ e হোক না কেনো। তার পিঠে কেও এলেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হতো। তিনি যেকোনো কাওকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তার অনুগামীরা তার এই হিংস্রতা, পাগলামি কে দৈব রূপের নিদর্শন বলে মনে করলেও মোঃ একজন সামাজিক ব্যাধি , একজন সমাজ বিরোধী ধ্বংসাত্মক মানুষ ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।

এক মুসলিম বিদ্বান আল মুবড়কপুরি বলেছেন , " আল্লাহের দূত নাফিরদের অস্ত্র, টাকাপইসা, সোনাদানা দখল করে নিয়েছিলেন

। নিয়েছিলেন ৫০ টি অঙ্গরক্ষক, ৫৯ টি মুকুট, প্রায় ৩৪০ তো তলোঁয়ার। এই সমৃদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র দখল করার পর তার দিগ্বিজী করা আরো সহজ হতে উঠেছিল। নিজে কিছু রেখে তিনি কিছু হাতিয়ার তার অনুগামীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এটি বাকি হাতিয়ার এর লোভ দেখিয়ে দুর্বল দরিদ্র পথবাসি মানুষ দেরকে দলে টানেন।তাদের মধ্যে আবু দুজনা ও সুহাইল বিন হানিফ উল্লেখযোগ্য। সেই চুরি করা অর্থে তারা প্রায় একবছর শান্তিতে মদিনার জীবন কাটান। সেই সময় তিনি তার অনুগামীদের কে বোঝাতে থাকেন পৃথিবীর বুকে ইহুদিদের প্রয়োজনীয়তা এবং তারা ইসলাম প্রসার পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক। সেইসময় তাদের সুখের দিনে তার কোনো অনুগামী কাওকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে মোঃ সে যদি মুসলিম না হয় তাকে সাহায্যের অনুমতি দেননি। পরে তিনি কোরআন এ এটিকে ইসলাম বিরোধী কাজ বলে দাবি করেন !"

এতেই মোঃ এবং তার অনুগামীদের জঘন্য মানষিকতার পরিচয় পাওয়া যাই। তারা মানুষের সাহায্য করাকে পাপ বলে মনে করে অথচ লুটপাট, হত্যা , ডাকাতি তদের ক্ষেত্রে খুব ন্যায্য কাজ, আল্লাহ র কাজ ! এটা থেকে এই উপসনহারে আসা যেতেই পারে যে ইসলামিক অত্যাচার আতঙ্ক ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পরবর্তীতে মোঃ লুটের পুরো ভাগ তাই নিজের কাছে রাখতেন , কাওকে দিতেন না। বলতেন তোমার আল্লাহ জিব , মুসলমান। তোমাদের ধণ দৌলোতের কি প্রয়োজন!! উট, সোনাদানা নিজের কাছে রাখতেন। বলতেন এই সম্পদ এ একমাত্র নবীর এ অধিকার। তিনি তার

onugamudero ফাঁকি দিতে ছাড়েননি। কিন্তু আলাহ এর দুতের বিরুদ্ধে কে কি বলবে !! তাই না ?

হাস্যকর ব্যাপার হলো এই যে ১৪০০ বছর আগে মোঃ যে কাজ করে গেছেন, আজও জিহাদিরা সেই পাপ কর্ম থেকে অনুপ্রানিত হতে আজও তার পথ অনুসরণ করে। আজও তার বিবেক হিনতা মনুষ্য সমাজে অশান্তির মূল কারণ। এক মুসলিম আমাকে লিখেছিলেন " সবথেকে বড় সমস্যা হলো এই যে কোনকিছুই সঠিক বিবাকগ্রস্ত নয়। ইসলামের এই কুৎসিত কর্ম Christian দের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেখানে তারা "একগালে চর খেলে আরেক গাক এগিয়ে দাও" এবং " যিশুর অসীম বেদনা " এই ধরনের কথা ইউরোপের অশান্তির মূল কারণ হযে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের বাণী তার থেকেও বিপদজ্জনক। তা মানবতা শেষ করার পক্ষে আদর্শ।"

যদিও আমি মানবতা এবং বিবেকবোধ কে কখনোই অন্যায় বলে স্বীকার করিনা। আমরা সঠিক এবং বেঠিক এর মধ্যেকার পর্তক্য পরিষ্কার বুঝি। কিন্তু যদি সহ্য করা টা অপরাধ বলেই মুসলিম র মনে করে তবে আমি বলব অমুসলিম মানুষ এর এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা উচিত। কারণ ইসলাম যে মানিবজাতির পরম শত্রু এই ব্যাপারে যদি এখনো করো সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তির এ মানুষিক সমস্যা আছে বলে ধরে নেওয়া ভালো !

((বানু কুড়াইজা টে আক্রমণ))

মোঃ এর সর্বশেষ পথের কাটা ছিল yathrob এর শেষ ইহুদী জাতি বানু কুরাইজা। খান্ডাজের যুদ্ধের পর পর ই মোঃ তাদের উপর নজর রাখতে শুরু করলেন।আল মুবড়কপরি লিখেছেন " দাবি করলেন যে দেবদূত Gabriel এসে নাকি তাকে বলেছে ' তলোওয়ার মুক্ত করো, যুদ্ধেও যাত্রা করো, নিজের প্রাণ এর দাবি ছেরো না।নিজের বিবেক কে বাঁচাও!' তিনি সাথে সাথে তার অনুগামীদের জোগাড় করে বানু কুরাইজা দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে আরম্ভ করলেন"

এটা খুব এ উল্লেখ্য যে ইসলাম এর সব দৈব বাণী, সব প্রার্থনায় তাদেরকে যুধেদাজাত্রা কতে বলে। দেবদূত রা হাজির হয় শুধু মোঃ এর প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষা করতে। মুসলিম রা প্রায়শঃই নামাজ পড়ার পর মসজিদ এ হাজির হয়। সবথেকে এর প্রচলন দেখা যায় রমজান মাস চলাকালীন।১৯৮১ সালে Khomeini উল্লেখ করে " মেহরাব মানে যুদ্ধের জায়গা/ যুদ্ধক্ষেত্র, তারমানে মেহরাবের নামাজ পড়ার পর মুসলিম দের যুদ্ধযাত্রা করা প্রয়োজন। কারণ সেটাই আল্লাহ এর নির্দেশ। আমাদের পবিত্র নবী ছিলেন যোদ্ধা , তিনি ইসলাম দের স্বার্থে মানুষ মারতএন। তারা মানুষ মারতে অবস্ত ছিলেন। আমাদের এমন একজন খালিপ দরকার যে হাত পা করতে পারবে। যেভাবে আমাদের নবী মোঃ করেছিলেন।"

মোঃ একইভাবে বানু কুরাইজা দের ঘিরে গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন৷ দাবি করেছিলেন এটাও মক্কাবাসীদের সাথে মিলে তাকে মারার ব্যবস্থা করছে৷ ২৫ দিন সেই ঘেরাও বজায় ছিল। তারপর বানু কুরাইজা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করলেন । মোঃ তাদেরকে হাতকড়া পরিয়ে বন্দী করলেন, শিশু নারী দের আলাদা ব্যবস্থা করা হলো। একইভাবে বেশিরভাগ পুরুষদের মেরে দেওয়া হলো। নারী শিশু দের কে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হলো। তাদের সম্পত্তি বিনা বাধায় লুট করে নেওয়া হলো। বেশিরভাগ মোঃ নিজের কাছে রাখলেন৷ বাকিটা দলের সদস্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো।

এখান আল মুবড়কপুরী উল্লেখ করেন " ইহুদীরা তাদের যথাযোগ্য শাস্তি পেতেছিল শেষ নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলে , তাদের বাড়িঘর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হিয়েছুলো৷ তার মধ্যে ১৫০০ তলোয়াড় , ২০০০ বর্শা, ৩০০ আর্মির এবং ৫০০ আরো নানা হাতিয়ার ছিল না মুসলিম দের হতে গিয়েছিল ।" মাটি খোড়ার অনেক হাতিয়ার ও তারা জোগাড় করেছিল৷

ইসলামিক ঐতিহাসিক রা খুব তাড়াতাড়ি ই গোষ্টহত্যার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে কুরায়জা র দোষারোপ করেছেন। তাদেরকে মোঃ এর হত্যা পরিকল্পনা করার জন্য দায়ী করেছেন , তাদেরকে বেঈমান হিসাব চিহিত করেছেন। কিন্তু তারা এটা বলতে পারেননি যে এরা এমন কি পাপ কাজ করেছিল যার জন্য তাদের সবাইকে গণহত্যার মত জঘন্য পরিণতি পেতে হলো। পরবর্তীতে মুলসিমরা মদিনার পাশে বিশাল খাল কেটে সেখানে তদের

অগণিত মৃতদেহ ফেলে দিয়েছিল। তাদের বেশিরভাগ কেই গলা কেটে মারা হয়েছিল৷

বানু নাদির দের নেতা হুয়াই ইবন আখতাব , তার কন্যা সাফিয়া ছিল বন্দীদের মধ্যে। মোঃ এর লুটের ভাগে তারা পড়েছিল। তাকে হাত পেছনে বেঁধে নিয়ে আসা হয় মোঃ এর সামনে , হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসিয়ে তাকে জনসম্মুখে মাথা কেটে বধ করা হয়৷

কিশোরদের মধ্যে কাদের মারা হবে আর কাদের বাঁচিয়ে রাখা হবে সেটা নির্ণয় করার জন্য মোঃ এর অনুগামীরা তাদের যৌনাঙ্গের লোম এর বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হলো। যাদের লোম ছিল তাদেরকে মেরে ফেলা হলো। বেঁচে যাওয়া এক ইহুদী পরে বলেছে " আমি বানু কুরাইজা র বন্দীদের মধ্যে একজন ছিলাম৷ তারা আমাদের পরীক্ষা করলো , যাদের লোম ছিল মেরে দিলো৷যাদের ছিল না বাঁচিয়ে রাখলো। আমার তখনো লোম ওঠেনি তাই আমি বেচেঁ গিয়েছিলাম"

পুরুষদের মেরে ফেলার পর নারী দের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। মোঃ সবার সামনে এলেন , সবাইকে দেখেলন এবং অবশেষে পনেরো বছর বয়শী রায়হানা কে পছন্দ করলেন। তাকে বিবাহ প্রস্তাব দিলেন৷কিন্তু রায়হানা তার পিতা এবং ভাইদের হত্যাকারী খুনি কে বিয়ে করতে না চাইলে মোঃ তাকে তার হারেমে যৌনদাসী রূপে পাঠিয়ে দিলেন। বাকি নারীদেরকে ক্রীতদাসী হিসাবে বেঁচে দেওয়া হলো৷

তার মৃত্যু শয্যা তে মোঃ তার অনুগামীদের যেকোনো মূল্যে ইসলামের প্রসার এর আদেশ দিয়ে যান ।অ্যারাবিয়ান, পার্সিয়ান অবিশ্বাসী দের হত্যার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় খলিপ উমর কে তার রাজত্ব এর উত্তরাধিকারী করে যান। ইহুদী খৃষ্টান এবং পাগান ধর্ম বিশ্বাশি দের কে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করতে বাদ্য করেন। নইলে তদেরকে মৃত্যুর কারণ হন।

লুটের সব সামগ্রী মোঃ এর কাছে থাকাই মোঃ দিন দিন আরো দয়ালু হলে উঠেছিলেন

আনাস বলেছেন " আমাদের নবীকে কেও ভালোবেসে খেজুর দিলে এবং ইসলামের স্মরণ নইলে তিনি সাহায্য প্রার্থীর ইচ্ছা পূরণ করতেন "

কোরআনের বাণীতে পাওয়া যাই কিভাবে মোঃ বানু নাদির এবং কোরাইজার হত্যালীলা চালিয়েছিলেন। এবং অসংখ্য নারী পুরুষ কে দাস বানিয়েছিলেন। " He caused those of the prophet of the book who helped him to come out of their forts . Some you killed , some you took prisoners" (Q , 33:26)

((মক্কাবাসী রা ক মোঃ কে সৎ বলে ভাবত ??))

মুসলিম র দাবি করে যে মক্কাবাসীরা মোঃ কে ভালোবাসতো, সৎ ভেবে তাকে দক্ত "আমিন "। এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা। আমিন ছিল মক্কার ব্যবসায়ীদের বাজার্চলটি নাম যারা অন্য যাইগা থেকে মাল পত্র কিনে এখানে বিক্রি করতো। কিছু বিদ্যাভবনের সদস্য কেও আমীন বলা হতো।যেকোনো কর্মের লোককেই আমিন বলে ডাকা যেত মক্কা তে। একাণে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো আমিন এল মাকাতাবা (গ্রন্থাগারের ট্রাস্টি) ,আমিন এক শর্টা (পুলিশ ট্রাস্টি), এবং মাজলাস এল অন্না (ট্রাস্টি বোর্ড)

মোঃ এর মেনে জয়নাব এর স্বামী আবুল আউশ কেও আমিন বলা হতো তার কাজের কারণে। সে ইসলাম নিজে থেকে গ্রহণ করেনি, তাকে জোর করা হয়েছে লি।

মোঃ একসময়কা তার প্রথমা পত্নী খাদিজার হলে হিসাবের খবর রাখতেন এবং তার সম্পত্তির ট্রাস্টিও ছিলেন। দামাস্কাসের কিছু জমি তার হয় দিয়ে বিক্রি করেছিলেন খাদিজা। কিছু মোঃ কখনোই সেই সম্পত্তির পুরো দায়িত্ব নেননি। মক্কাবাসী র তাকে আমিন বলতো তার এই পেশার কারণে। তারা কোনোদিনও তাকে বিশ্বাস আল্লাহ এর দূত বলে বিশ্বাস করেনি , এবং তার জন্য আমিন বলেও ডাকতে না। মোঃ নিজেই কোরআন এ উল্লেখ করেছেন যে যারা তাকে সবথেকে ভালো , কাছ থেকে চিনতো , তারা তাকে প্রাইসয় ' মিথ্যাবাদী ' এবং pagol' ' বলে সম্বোধন করতো।

মোঃ নিজেই আবার এই দাবি খারিজ করে, এর যুক্তি দিয়ে বলছেন " Therefore continue to remind , for by t grace

of your lord , you are not a soothsayer , or a madman "(Q, 52:29)

((তকিআহ : পবিত্র প্রবঞ্চনা ::))

আমরা দেখেছি কিভাবে মোঃ নিজে মিথ্যা বলতেন , ঠকাতেন তার আশেপাশের মানুষদের। কথায় ভুলিয়ে তদের বিশ্বাস অর্জন করতেন , যাতে পরে তাদেরকে নিজের স্বার্থসিদ্ধি র জন্য হত্যা করতে পারেন এবং তে অনুগামী দের কেও সেই পথ অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। এরকম অনেক কাহিনী আছে , যেখানে দেখা যায় যে মোঃ অনেক অবিশ্বাসী আদিবাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করছেন , পরে তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছেন।

হুদাইবি টে মোঃ মক্কাবাসীরা সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, এই কথা দিয়ে যে তার সাথে মক্কা থেকে যেসব যুবক চলে এসেছে তাদের সবাইকে তিনি ফিরিয়ে দেবেন। এই চুক্তি একটি অন্যতম প্রমাণ যে মক্কা বাসীরা কখনোই মোঃ কে মারার চেষ্টা করেনি , পরে যে অভিযোগ ওদের বিরুদ্ধে মোঃ এনেছিলেন সেটা মিথ্যা। মক্কাবাসীরা এটা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন যে টদদের ঘরের ছেলেরা মোঃ দলে যোগ দিয়ে ডাকাতের দলে পরিণত হয়েছে হয়তো।

ইবন ইশা র কাহিনী তে আবু বাসির এর , মক্কার এক যুবক এর কথা জানা যায় যে এই চুক্তি স্বাক্ষর এর পির মক্কা তে ফিরে গিয়েছিল । তার পরিবার তাকে বাড়ি ফেরানোর জন্য দুজন লোক পাঠিয়েছিল স্বাক্ষরিত চুক্তির একটি কাগজের সাথে। মোঃ দায়বদ্ধ হাওয়া তে তিনি আবু বাসির কে বললেন " যাও। আল্লাহ তোমাকে দেখবেন এবং তোমার সঙ্গিসাথি দের কেও ঠিক ' পালানোর রাস্তা ' দেখিয়ে দেবেন "। আবু বাসির তার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে তাদের সাথে মক্কার পথে রওনা দিল। ছয় মাইল যাবার পর তারা বিশ্রাম নিতে দাড়ালে বাসির তার সঙ্গী র কাছে গিয়ে বললে " তোমার তোলোয়ার টা কি বেশ ধারালো ?" সে বাসির কে টোলোয়ার টা দেখতে দিলে আবু বাসির সাথে সাথে আঘাত করে তার ধর থেকে মাথা কেটে আলাদা করে দিল। তারপর সে মোঃ এর কাছে ফিরে গিয়ে বললো " হে প্রভু , তোমার দায় আমি পূরণ করে দিয়েছি। তোমার এই নিয়ে চিন্তার এর কোনো কারণ নেই , পথে আমি নিজেকে রক্ষা করেছি , আমার ধর্ম কেও রক্ষা করেছি " মোঃ সন্তুষ্টির হাসি হেসে তাকে কুরাইশ এর পথে ডাকাতি করতে পাঠিয়ে দিলেন।

মোঃ কোয়ারাইশ দের সাথে " তাদের ক্যারাভান এ লুটপাট চালাবেন না " এই অর্থে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। তো তিনি সেই চুক্তি লঙ্ঘন এরও এক উপায় বের করে ফেললেন। ইবন ইশা জানান " মুসলিম র শুনেছিল মোঃ এবং আবু বাসির এর সংলাপ। তারা সকালে মোঃ এর সাথে যোগদান করলো এবং উৎসাহিত বিয়ে কোয়াড়িষ এর পথে লুটপাট ডাকাতি করতে করতে যেতে লাগলো। সব ক্যারাভান তছনছ করে দিল,

মানুষ ধীরে কচুকাটা করতে লাগলো। কোরাইশী দের সাথে তার চুক্তির কোনো গুরুত্ব মোঃ দেননি। যে লোক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তাকে বন্দী করে ধরে যাওয়া হলো "

ইসলামের ইতিহাস শুধু বেইমানি আর ঠকবাজি টে ভর্তি। মুসলিম অনুগামীরা মোঃ এর দ্বায়িত্ব ছিল। কিন্তু মোঃ এর তাদের প্রতিও কনক স্নেহ প্রীতি ছিল না। তিনি তাদেরকে যেখানে সেখানে যুদ্ধ করতে , ডাকাতি করতে পাঠিয়ে দিতেন৷ অনেকে মারা পড়ত ।কিন্তু তবুও মোঃ এর লড়াই থামেননি। এবং প্রকৃত ঠকবাজের মত তিনি পরে মক্কাবাসীদের উপরেই দোষ চাপিয়েছেন৷

মুসলিমদের ইতিহাসে করুন্যের কোনো স্থান নেই। মক্কা ত্যাগ মুসলিম টা তাদের পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল, কেও কেও নিজের পরিবার কে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। ইসলাম না মানলে তাদেরকে মেরে দেওয়া হতো। অপরদিকে মক্কাবাসীরা তাদের মুসলিম আত্তিয়দের প্রতি পরম প্রেম ময় ছিলেন৷

অবশেষে মোঃ এর বিশ্বাসঘাতকতা এবং ছলচাতুরি তে ক্ষুব্ধ জনতা তাকে মারার জন্য অভিযান চালালো ।কিন্তু তারা মোঃ এর মত বর্বর ছিল না। আছে থেকেই যুদ্ধের স্থান কাল বলে রেখেছিলো। সেই সুযোগে মোঃ মদিনার চারপাশে বিরাট খাল কাটলেন। সেই যুক্ত সেইনদল যা " শত্রুবাহিনী " নামে ইতিহাসে পরিচিত , তারা এসে খাল দেখে কিভাবে টা পর করা যায় সেটা ভাবতে বসলেন৷ বানু কুরাইজা র সাহায্য চেলো৷ তাদের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে মোঃ নুয়াম নামক এক সদ্য মুসলিম কে ডেকে বললেন

" তুমি এ আমাদের একমাত্র ভরসা। যাও এই যুদ্ধ থেকে আমাদের বাঁচতে তুমি এ পারো। ওদের মধ্যে সংঘাত ঘটাও। যুদ্ধ ভেঙে দাও "

ইবন ইশা বাকি ঘটনার বর্ণনা দেন এভাবে , " নুআম মোঃ এর কিতঃ মত তাদের কাছে গিয়ে বলল ' এটা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, জমিজায়গা সব এখানে।কিন্তু এখানকার কুরাইশ এবং ঘটাফান টা তোমাদের মত নয়।ওটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মোঃ এর ক্ষতি চায়, ওরা বেঈমান। এখন এদের বিরুদ্ধে গেলে পরে তোমাদের সমস্যা হবে। নিজের দেশেই তোমরা অত্যাচারিত হবে। আমাকে বিশ্বাস করো। আমি মোঃ এবং তার দলবল কে দেখেছি। ওরা ও কুরাইশ দের বিরুদ্ধে। এদের সাথে সন্ধি করে নাও।তারপর সবাই মিলে মোঃ এর শেষ দিন দেখিয়ে দেবো। " ইহুদী a বলল এটা চমৎকার একটি সুযোগ।

পরপর নুয়াম্ গেলো কোয়াড়িস দের নেতার কাছে। গিয়ে বললো ' তুমি জানো তোমাকে মায় কতটা ভালোবাসি এবং আমি মোঃ এর সঙ্গ চিরতরে ত্যাগ করেছি। আমি কিছু গোপন কথা শুনেছি যা তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি" নেতা কথা শোনানোর অনুমতি দিলে নুয়া ম বলতে থাকে ' আমার কতঃ বিশ্বাস করো , ইহুদী র এখন মোঃ এর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণ করে অনুতাপ করছে। তারা মোঃ এর কাছে লোক পাঠিয়ে বলতে শুনলাম ' আমরা যদি কুরাইশ ও ঘাফটান দের কিছু লোক তোমাদের হাতের তুলে দি , তুমি কি তাদের মেরে তাদের কিছু সম্পত্তির ভাগ আমাদেরকে দিতে পারবে ? তারপর তাদের বাকি লোকদের আমরা দুই

দল মিলে মেরে দিয়ে পারবো। ' তোমাদের চুক্তি ওরা উলঙ্ঘন করেছে। তাই ওরা যদি লোক পাঠাতে বলে তুমি একদম পাঠাবে না "

তারপর সে সেই একই ধরনের দ্বিচারি কথা ঘাফতান দের কাছেও বলে আসল। তাদের মধ্যে সংঘাত শুরু হলো।

এই ছলচাতুরি র ফলস্বরূপ তারা যুদ্ধে করতে অসমর্থ হলো, মক্কা র লোকেরা ফিরে গেলো। অপরদিকে মদিনা তে কুরাইশ এবং ঘাফতন তাই নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য, সংঘর্ষ শুরু করলো।

এই নিয়ে পরে মোঃ কে তার অনুচর প্রশ্ন করলে তিনি বলেন" এটাই আসল নীতি ! " মক্কাবাসী এক ব্যক্তি মোঃ কে তাদের পরিবারের ছেলেগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুমতি চেলে মোঃ বলেছিলেন " তোমার যা করার করে নাও"

মুসলিম র পশ্চিম এ এসেছিল , এখানে এসে আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করে, তোমার সামনে তোমার দেশের গুণগান করে দেখিয়েছিল দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা। কিন্তু আসলে তারা ইসলামের সর্বান্তিক জয় ছাড়া আর কোনো কিছুই চায়নি।

ইসলাম এ আগেভাগে মিথ্যা কথা বলা বলে " তাকিলাহ "। যেই নিওম অনুযায়ী যেকোনো মুসলিম যেকোনো সময় কোনো অমুসলিম ব্যক্তিকে মিথ্যা কথা বলে তাকে ইসলামের জালে ফেলতে পারে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ইসলামের আসল আতঙ্ক এবং হুমকি র আসল রুও থেকে সাধারণ মানুষ কে অনবহিত রাখা। তাদেরকে ভুলভাল বোঝানো। জিহাদী দের

সুযোগ করে দেওয়া সাধারণ মানুহ এর অগোচরে। রেজা আসলান তার বই "no god but God" এ ইসলামীও প্রতারণার বর্ণনা দিয়েছেন " পৃথিব্যাপী ইসলামের সাথে যা হচ্ছে সেটা তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। ইসলাম এবং পশ্চিমী সবত্যার লড়াই সেটি নয়। তিনি আরো লেখেন " পশ্চিম শুধু একটি দর্শক মাত্র। ইসলামের মধ্যের দ্বন্দ্বের কারণ হলো ওটা এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মত্ত যে ইসলামের পরের অধ্যায় টি কে লিখবে " দেখা যাচ্ছে নিউ ইর্ক, পেন্টাগন, বার্লিন , লন্ডন, মাদ্রিদ এসব ইসলামের নিজিয় ঝামেলার মধ্যে দাড়িয়ে আছে। অসলান হলো নেশনাল ইরানিয়ান আমেরিকান কাউন্সিলের এক সক্রিয় সদস্য।

যেমন ইসলাম এর একটি হাস্যকর অথচ বহু ব্যবহৃত একটি তাকোয়াহ যেটি মুসলিম পুরুষ রা পশ্চিমী নারী দের সাথে প্রেম করতে ব্যবহার করে সেটি হলো " ইসলাম এ প্রত্যেক নারী কে রানী র সম্মানে রাখা হয় "। এমন রানী আমার দেখা এখনো বাকি আছে যেখানে তাকে মানসিক, শারীরিক আঘাত নিয়মিত সহ্য করতে হয়!

গাজ্জালী হলেন ইসলাম এর সবচেয়ে জনপ্রিয় এক বিদ্বান , তিনি লেখেন " speaking is a men's to achieve objectives. If praise worthy aim is attainable through both telling the truth and lying , it is unlawful to accomplish through lying because there is no need for it. When it is possible to achieve such an aim by lying

but not by telling the truth , it is permissible to lie if attaining the goal is permissible "

এটা বলা আনবশ্যক যে ইসলামের সরব আকাঙ্খিত লক্ষ্য হলো ইসলামের সমৃদ্ধি। যখনই এক মুসলিম তোমার দিকে তাকিয়ে , হেসে , মিষ্টি কথা বলে তোমার দেশের গুণগান করবে, ভালোবাসা দেখাবে , তখনই মনে রাখবে কোরআনের এ ইবন কথীর বলেছে " we smile in the face of some of people although our hearts curse them "

জিহাদ এর দুই মূল উপাদান হলো - প্রতারণা এবং আতঙ্ক। এটা মনে রাখলে হইতো ভালো হবে , যিশু বলেছিলেন শয়তান ও মিথ্যাচার করে, হত্যা করে দিনযাপন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ::

মোঃ এর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব))

মোঃ এর জীবন নিয়ে হাজারো গল্পকাহিনি আছে।তাদের মধ্যে বেশিরভাগ জাল , বাকিগুলো দুর্বল এবং অবিশ্বাস্য। কিন্তু মনে করা হয় কিছু কাহিনী সহিহ (সত্যি) এবং কিছু হাদীথ (লোকমুখে প্রচলিত) । এই কাহিনী গুলি পরে মোঃ এর জীবনযাত্রা, তার মানসিক অবস্থা, চরিত্রের

পরিবর্তনের গতি, সবকিছু সম্পর্কেই আমরা মোটামুটি ওয়াকিবহাল হতে পারি । এবং বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা ছবি পাই এক স্বার্থপর, অহংকারী , স্বাকামি ব্যক্তির !

এই ব্যাপারে গবেষণা সংকীর্ণ , কারণ মুসলিম রা কোরআনের সাথে মিলিয়ে মোঃ এর জীবনী চর্চা করতে অনুমতি দেয়না। কিন্তু , আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তা যে শুধু স্বকাম এর সংজ্ঞা র সাথে একদম মিলে যায় তাই নোয়, তার অনুগামীদের অদ্ভুত ব্যবহারেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেনো তার চরিত্র দোষ কোনো এক আজব উপায়ে তার অনুগামীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। যারা তার মতোই আত্ম অহংকারী, প্রতারক এবং সহানুভূতি হীন।

আমরা মোঃ এর চরিত্র মানসিক চরিত্র নিপুণ ভাবে বিচার করলেই বুঝতে পারবো যে মুসলিম রা কেনো এতো ধৈর্যহিন, আক্রমণাত্মক, সন্দেহবাতিক গ্রস্ত। এবং তারা নিজেরা অত্যাচার কারি , প্রতারক জাতি হলেও কেনো তারা নিজেদের কে নিপীড়িত - অত্যাচারিত বলে দাবি করে।

(((স্বকাম বা আত্মরতি কি ?))

The diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM - IV) দ্বারা প্রবর্তিত সঙ্গা অনুযায়ী narcissm বা স্বকাম হলো এমন একটি মানসিক এবং চারিত্রিক ব্যাধি যা " revolves around a pattern of grandiosity, need for

attention , admiration , and sence of entitlement. Often individuals feel overly important and will exaggerate achievements and will accept , mad often demand, praise ,and admiration despite worthy achievements "

তো এই হিসাবে প্রত্যেক মানুষ ই অল্পবিস্তর স্বাকামী। আত্তমুগ্ধ। সামান্য আত্তমুগ্ধতা, ব্যক্তির আত্ম সম্মান , বাড়ায় এবং জীবনের ভালো দিক গুলোকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। সেই কারণেই এই ব্যাধি নির্ণয় করা কঠিন একটি কাজ।

কোনো ব্যক্তির এই আত্মরতি মূলক চরিত্র - মানসিক দোষ আছে কিনা টা বুঝতে গেলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো র মধ্যে অন্তত পাঁচটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে

১) নিজেকে সর্বদা আড়ম্বর পূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবা।(যেমন নিজের সাফল্য এবং ক্ষমতা সম্পর্কে বাড়িয়ে , রং ছড়িয়ে কথা বলা, এতটাই যে মিথ্যা বলতে দ্বিধাবোধ করে না।নিজেকে উচ্চতর আসনে , সম্মানে বসাতে চাওয়া, সেই ক্ষমতা বা সাফল্য না থাকা সত্ত্বেও)

২) অত্যাধিক সাফল্যের কল্পনায় মগ্ন থাকা, ক্ষমতা, অতিমানবীয় শক্তি সম্পর্কে অথবা অসম প্রতিভা র কল্পনায় মগ্ন থাকা। (The central narcissist) অথবা নিজেকে প্রচন্ড রূপবান এবং কমনীয়,

মুগ্ধতায় কল্পনা করা (The somatic narcissist) অথবা প্রেমের জগতে নিজেকে অতুলনীয় বলে প্রতিষ্ঠিত হিসাবে কল্পনা করা।

৩) সেই ব্যক্তি নিজেকে একদম মৌলিক এবং বিশেষ ভাবে। তার সাথে এইরকম ব্যবহার করা উচিত, তার এই গুলো প্রাপ্য, এই গুলির সে উপযোগী এরকম মানসিক চিন্তা থাকা। সবসময়ই উচ্চপদে ক্ষমতাশালী লোকেদের মধ্যে নিজেকে চিন্তা করা।

৪) সেই ব্যক্তির সবসময়ই অতিরিক্ত প্রশংসা, মনোযোগ , নিশ্চয়তা প্রয়োজন , এবং সেগুলি না পেলে নিজেকে অতি ক্ষমতাশালী বলে মনে করা যার হাতে মানুষ এর মঙ্গল অমঙ্গল নিয়ন্ত্রিত হবে। ৫) নিজেকে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবা ,অপরের কাছ থেকে অযৌক্তিক মনোযোগ এবং সম্মান আশা করা । নিজের সমস্ত ইচ্ছা পূরণের দাবি জানানো।

৬) interpersonally exploitative থাকা।মনে নিজের সাফল্য অর্জনের জন্য অন্যকে ব্যবহার করা।

৭) কোনরকম সহানুভূতি বোধ না থাকা। আশেপাশের মানুষ , এমনকি পরিবার পরিজনের সুবিধা অসুবিধার স্বীকৃতি না দেওয়া।

৮) সবসময়ই অন্যের প্রতি হিংসা - ক্ষোভ ভাব থাকা , এবং মনে করা যে অন্যরাও তাকে সমান ভাবে হিংসা করছে।

৯) প্রচন্ড অহংকার থাকা, মাথা গরম স্বভাব হাওয়া, নিজের ইচ্ছা ঠিকমতো পূরণ না হলে প্রচন্ড মেজাজ দেখনো,অনেকক্ষেত্রে হতাশা এবং মানসিক জটিলতাই ভোগা৷

উপরোক্ত সবকটি রোগ লক্ষণ এ মোঃ এর উপস্তিত ছিল।

১)তিনি নিজেকে আল্লাহ বা ভগবানের দূত এবং সব নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী বলে দাবি করেছিলেন৷ (৩৩:২১)

২) কোনরকম প্রমাণ দেখতে রাজি হননি৷ এবং আশা করেছিলেন মানুষ তাকে এমনই এমনই বিশ্বাস করবে এবং স্বীকার ও করে নেবে৷

৩) নিজেকে "খয়রা ই খালক" (আল্লাহ র শ্রেষ্ট সৃষ্ঠি), "এক চমৎকার নিদর্শণ", "সব নবীদের থেকে ভগবানের বেশি নিকট", "পছন্দসই মানুষ" এবং" জগতের করুণা " বলে উল্লেখ করতেন।

৪) বলতেন আল্লাহ তাকে তার ইচ্ছামত মা উস ক্ষমা করার এবং শাস্তি দেওয়ার অনুমতি এবং শক্তি দিয়েছেন

৫) তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার অনুগামীদের কে ব্যবহার করেছিলেন , তাদেরকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং ইসলামের প্রসারের নামে লুটপাট ডাকাতি চালিয়ে নিজেকে ধনী করেছিলেন৷

৬) নিহত, আহত, নিপীড়িত , ধর্ষিত - করার প্রতি ই তার কোনো সহানুভুতি কোনোদিনও ছিল না। নিজের অনুগামীরা মারা গেলেও কোনোদিনও সক প্রদর্শন করেননি।

৭) প্রচন্ড বদ মেজাজি ছিলেন। সবার থেকে পূর্ণ সম্মান এবং আনুগত্য দাবি করতেন।

৮) নিজের নেতৃত্ব নিজেই দান করেছিলেন। অর্জন করেননি। মনে করতেন আল্লাহ এর company র সব সম্পত্তি তার এবং তিনি স্বয়ং company র CEO !

৯) তার সবথেকে প্রচন্ড দাবি ছিল যে আল্লাহ এবং বাকি দেবদূতের নাকি সবসময়ই তার প্রশংসাই পঞ্চমুখ ছিলেন ! " Truly, Allah and his angels send praise and blessings upon the prophet .o you who believe ! Praise and bless the prophet with utmost laud and blessings and surrender to him a great surrender "(Q ,33:56) সুতরাং তিনি মনে করতেন সমস্ত জগৎ তার প্রশংসাই মুখর।

নিম্নোক্ত কোরআনের উক্তিতে তার আত্ম জাহিরের কিছু নিদর্শন দেওয়া হলো

- And you stand on an exalted standard of character (Q, 68:4)

- You are a lamb with spirited light (Q, 33:46)
- You of faith , say not to the prophet of words of ambiguous import like listen to us but words with respect and obey him , to those who don't submit there is a grievous punishment (Q 2:104)
- He who obeys the messenger obeys Allah (Q ,4:80)
- He who disobeys the apostle after guidance had been revealed will burn in hell (Q ,4:114)
- You Mohammed may have whomever you desire , there is no blame (Q 33:51)
- Allah gave his messenger lordship and power over whomever he wills (Q ,59:6)
- Blessed is he who holds the reins of kingship (Q, 67:1)
- You Mohammed are an excellent character of

tremendous morality, soon you will see and they will see , which of you is afflicted with madness (Q,68:4)

- Verily this is the word brought by a most honourable messenger imbued with power the lord of the thrones , mighty , one to be obeyed (Q, 81:19)

ইবন শাদ জানান যে মোঃ বলেছেন " পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে আল্লাহ আরব কে বেছে নিয়েছেন। আরব দের মধ্যে তিনি কীনানা কে বেছে নিয়েছেন। কীনানা র মধ্যে থেকে তিনি বেছে নিয়েছে কুরাইশ দেরকে (তার নিজের আদিবাসী দল) , কুরাইশ দের মধ্যে থেকে তিনি বেচেঁ বাণী হাশিম কে (তার নিজের বংশ)। এবং বাণী হাশিম দের মধ্যে থেকে তিনি বেছেছেন আমাকে!"

আমার মতে মোঃ সবথেকে মর্মান্তিক দাবি হলো যে আল্লাহ তাকে আগে থেকেই তার সমস্ত ভবিষ্যত পাপের ফল থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন " lo! We have given thee (O Mohammad) a clear victory. That allah may forgive thee of thy sin

that which is pasy and that which is to come "(Q, 48:1-2) কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ভগবান কি এরকম কাজ করতে পরে কখনো ? এইজন্যেই হয়টো মোঃ এরকম নরকীয় মনুষ্য তর জীবন যাপন করেছেন ।এমন কোনো অসৎ পাপ কাজ নেই যেটা তিনি করেননি। তিনি কি সত্যিই বিশ্বাস করতেন তাকে তার এই হত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচারের জবাব দিতে হবে না? তিনি সমস্ত পাপের উর্ধে ?

মোঃ নিজের সম্পর্কে নিম্নোক্ত দাবি গুলি করেছিলেন

- সর্ব শক্তিমান আল্লাহ র সৃষ্টি প্রথম এবং অবিনশ্বর আত্মা হলাম আমি
- সবকিছুর আগে প্রভু সৃষ্টি করেছিলেন আমার মন
- আল্লাহর থেকে আমার জন্ম এবং আমার থেকে বাকি অনুগামী বিশ্বাসী ভক্তদের
- আল্লাহ যেমন আমাকে অভিজাত উন্নত বানিয়েছিলেন তেমনি আমাকে তিনি দিয়েছেন সর্বন্নত চরিত্র।
- যদি আমি না থাকতাম এই জগৎ সংসার থাকতো না

এবার এই পাগলামি পূর্ণ কথার সাথে আমাদের যিশুর কথার তুলনা কর। যখন যীশুকে কেও good master bole সবোধন করেন তখন তিনি বলেন " আমাকে কেনো এরকম ভাবে ডাকছ ? আমরা কেও এ যথেষ্ট ভালো নই। একমাত্র সেই পরম ঈশ্বর ছাড়া ।" মোঃ এর মত হিন্য কাজ যিশু কোনোদিনও করেন নি, নতিনি এটা দাবি করেছেন যে তার জন্যেই ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। বরঞ্চ তিনি নিজেকে সৃষ্টি র এক কোনো মাত্র বলে, ত্যাগী বলে উল্লেখ করেছেন। যেখানে মোঃ এবং তার অনুগামীরা দাবি করেছে যে মুসলিম হিসাবে তাদের অধিকার আছে সবাইকে হত্যা করার। কেবলমাত্র এক অত্যাধিক আত্মরতি মগ্ন অহংকারী মানুষ ই এটা নিঃশ্বাস করতে করে যে তার জন্য এই জগৎ এর উৎপত্তি।

যদিও এক স্বকমি ব্যক্তি মাঝে মাঝে মানবতা সম্পন্ন মানুষের রূপ ধরন করতো নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। আট টির্মিধি বলেন মোঃ বলেছেন " আমি ই আল্লাহ, (হাবীবুল্লাহ) এবং কোনরকম গর্ব ছাড়া আমি বলছি যে আমি সম্মানের পতাকা বহন করি। শেষ দিন পর্যন্ত করে যাবো। সবশেষে আল্লাহ আমার জন্য জান্নাত সবথেকে উচু স্থান তৈরি রাখবেন, আমি আমার সব লোক নিয়ে সেখানে প্রবেশ করবো। আমিই প্রথম এবং আমিই শেষ। এটা আমি বলছি কোনরকম অহংকার গর্ববোধ ছাড়াই "

এসব কথাও জটিল ও হাস্যকর। তিনি প্রথমে নিজেকে আল্লাহ বললেও পরে আল্লাহ কে এক আলাদা ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আবার আগে বলেছেন যে জান্নাত এ আগে থেকেই নবীরা থাকে। পরে বলছেন তিনি একা থাকবেন। ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

স্বাকাম ব্যক্তিরা সুনিশ্চিত হয়।কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে তাদের আত্ম সম্মান জ্ঞান থাকে না। Dr Sam vaknin হলেন maligiant self love বই এর লেখক । তাকে এই ব্যাপারে একজন বোদ্ধা বলে মনে করা হয়। তার নিজেরও এই মানুষিক ব্যাধি থাকাই তিনি রোগটির ভালো কাহারো যেভাবে বোঝেন সেটি বড়ো বড়ো মনোরোগবিদ রাও বুঝতে পারেন না।রক্তের প্রেসারের মত আত্মরতি ও নানা পর্যায়ে দেখা দিতে পারে। ভাকনিন যাদের এই রোগ ধরা পড়েছে আগে তার থেকে সামান্য বেশি আত্মরতি মূলক ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাই এনাকে এই ব্যাধিতে এবং তার সুবিধা অসুবিধার সাথে বেশি ওয়াকিবহাল করেছে।

তিনি ব্যাখ্যা করছেন " সবাই অল্পিস্তর আত্মরতি কামি। এটি একটি সুষ্ঠ ঘটনা , বাঁচতে সাহায্য করে। এবার সুস্থ আত্মরতি এবং বিকার গ্রস্তিয় আত্মরতি র মধ্যে পার্থক্য আছে। যেটি রোগ, আর প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হলো আক্রান্ত ব্যক্তি মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ নির্বিকার। সে সবাইকে নিজের সম্পত্তি মনে করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবকিছু করতে পারে , মানুষ কে ব্যবহার করতে পারে। তাদের আঘাত করতেও পিছপা হইনা। নিজেকে সবসময়ই উচ্চ ভাবে এবং সকল কেই সেটা ভাববে , এটা আশা করে। ওরা আত্মসচেতন হয় না। সবকিছুই বেশি বেশি করে , বাড়াবাড়ি করে। যদি ভদ্র হয়, তবে অতিরিক্ত পরিমাণে হয়। আত্মগোপন করে থাকে , সমাজে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম দৃষ্টিতে এদের কে চেনা প্রায় অসম্ভব। "

মোঃ এর স্বভাবের সাথে মিলে যাচ্ছে, তাই না ?

নিচের একটি গল্পঃ থেকে বোঝা যাই যে মোঃ এই লক্ষণ গুলো আরো বলে ভাবে বোঝা যায়। তার মদিনা টে আসার ৯ বছর পর বানু তামিন নামক এক দল তার সাথে দেখা করতে আসে। বলে " মোঃ ! তোমার সাথে দেখা করতে এলাম " এটা মোঃ পছন্দ করেননি। তিনি সবসময়ই সম্মানের সাথে ব্যবহৃত হতে চাইতেন। তাই তাদের ডাকে তিনি সাড়া দিলেন না এবং আল্লাহ নামে বাণী তৈরি করে তাকে সম্মান জানানো টা বাধ্যতমূলক কর দিলেন।

" O you who believe ! Be not forward in the presence of Allah and his messenger , and be careful of Allah ; surely Allah is hearing , knowing . O you blieve ! Do not raise your voice Infront of the prophet. And do not speak loudly with him . Surely those who lower their voices before Allah s messenger will be given forgiveness and a great reward . "

এই আগন্তুক রা আল্লাহ র প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেনি। তারা মোঃ কে নিজের লোক ভেবে ই আদরে সম্বোধন করেছিল। এই জোর করে সম্মান আদায় করা , এটাই কি আত্মরতি মূলকতার অন্যতম নিদর্শন নয় ?

((আত্মরতির আরাধনা))

স্বকমী লোকেদের প্রসংশক দরকার হয়। সেরকমই মোঃ নিজের চারিপাশে এক অদৃশ্য বৃত্ত অঙ্কন করেছিলেন জার কেন্দ্র ছিলেন তিনি নিজে। লোকজন জোগাড় করে তাদের সেই বৃত্তের মধ্যে টেনে এনে তাদের উপহার দিতেন এবং তাদের পরগাছা বৃত্তিকে উৎসাহ দিতেন। যারা তার সেই বৃত্তের বাইরে ছিল তাদেরকে শত্রু হিসেবে গণ্য করতেন। ভাকনীন বলেছেন

" এরা নিজেদের কে দেবতা হিসাবে দেখতে চায় এবং পূজিত হতে চায়। চেকেমেয়ে, স্ত্রী, আত্মীয় পরিজন সবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করে। নিজে কাজ না করে সবাই ট্রা সেবা করবে এটাই আশা করে। অস্বাভাবিক চতুর হয়, এরা দক্ষতা সহকারে হস্তচলন করতে পারে , অস্বাভাবিক মহান কথা বলে সবাইকে বসে রাখে।

অস্পষ্টতা, অননুমান যোগ্যতা, এবং নিপিড়নের মাধ্যমে সব পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভালোবাসে। মানসিক ভারসাম্য থাকে না। ঠিক ভুলের কোনো নির্দেশ থাকে না। নিজেই সব নিয়ম কানুন বানায় এবং সবাইকে সেটা পালন করতে বাধ্য করে।

পুঙ্খানপুঙ্খভাবে ব্যবস্থাপনা নেয়।ছোটোখাটো সবকিছু মনে রাখে। তার কোনো দাবি কেও পূরণ করতে সমর্থ না হলে তাকে চরম শাস্তি দেয় এবং নিপিড়নের করে আনন্দ পায়।

অন্য লোকদের মানুষিক শারীরিক গোপনীয়তা এবং কাজ কে সম্মান করে না। এমনকি তার সাথে পরিবার পরিজন দেখা করতে

চাইলেও তাদেরকে অনুমতি আদায় করতে হয়৷ তার কাছের লোককে ততক্ষণ নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে যতক্ষণ না তারা তার উপর মানসিক, আর্থিক , শারীরিক, সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল।

নিজে মালিক হিসাবে আচরণ করে, অপরের কাজ এর তীব্র সমালোচনা করে৷ ছোটোখাটো বুকের কোনো ক্ষমা তার কাছে থাকে না , অপরদিকে নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। এইসব বলে নিজের বৃত্তের লোকজন কে আকৃষ্ট রাখার চেষ্টা করে৷ "

আগের অধ্যায়ে ই আমরা দেখেছি কিভাবে মোঃ নিজের কাছ থেকে তার সব প্রিয়জনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তারা অন্যায় আবদার মানতে রাজি হইনি৷ একইভাবে তিনি মক্কাবাসী যুবকদের কে তাদেরকে পরিবার থেকে ইসলামের লোভ দেখিয়ে আলাদা করে দিয়েছিলেন ।পরে আবার তাদের হাতেই তাদের পরিবারের হত্যা করেছিলেন। আপনার সন্তানের যদি মুসলিম বন্ধু থাকে তবে এইবেলা তার থেকে নিজের সন্তান কে দূরে সরাও। আপনি যদি মনে করেন যে মধ্যপন্থী মুসলিম র সামান্য বিপদজনক , তাহলে আপনার এই ভুল ধারণা খুব দ্রুত ভাঙতে চলেছে৷

((আত্মোরতির অভিশাপ))

একজন সকামি ব্যক্তি জানে যে সরাসরি আত্ম প্রশংসা ন্যক্কারজনক, এবং এটা মানুষ গ্রহণ করবেন না৷ তাই মোঃ এর থেকে বছর জন্য নিজের অনুগামীদের দিয়ে নিজের গুণগান করতেন। আবার মাঝে

মাঝে বলতেন বেশি প্রশংসা না করতে। বুখারী এবং হাদিত এ আছে " The prophet said : do not over praise me as the Christians over praised the son of mary. I'm his slave so say ' Allah's slave and messenger' "

যদিও তার এই ভালোমানুষির পিছনে ছিল অন্য উদ্দেশ্য। তিনি তার ও আগামীর দের কে ভুলিয়ে নিজের মাহাত্ম্য সারা পৃথিবী টে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। মানবতার বন্ধু ও সংরক্ষক, মানুষের বৈপ্লবিক নেতা , মানব জাতির উদ্ধরক, ইত্যাদি নামে নিজেকে খ্যাত করেছিলেন। তার সব অন্যায় এর কারণ ও এটাই দেখিয়েছিলেন। যে মানবজাতির ভালোর জন্য ই তার এই আত্মত্যাগ। যিনি প্রায় ৯০০ লোককে গুয়ানার প্রান্তরে মেরে বলেছিলেন এটা " সামাজিক ন্যায়" । মানুষের কল্যাণে র জন্য বলিদান ।

এমনকি পরবর্তীতে হিটলার ও নিজেকে মহিমান্বিত করেনি । তিনি আর্য্য জাতি কে মহান করার চেষ্টা করেছিল । তার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি ঠিক স্পষ্ট নয় । তিনি ও হইতো তার জাতিকে সামনে রেখে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করেছিলেন। যদিও এটা পরিষ্কার যে তিনিও নিজেকে মানব জাতির রক্ষক হিসেবে দেখতেন ।

স্ট্যালিনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল সাম্যবাদ। তার মতামতের বিরুদ্ধে যে যেত সেই হতো বিত্তহীন শ্রেণী শত্রু। তার নিন্দুকদের নিধন করা হয় কারণ তারা মানুষের শত্রু ছিল।

আল্লাহ এবং তাঁর দূত হিসেবে মোঃ সবার কাছে সম্মান এবং আনুগত্য দাবি করেন । কোরানিক বাণীতে আল্লাহ এর মুখ দিয়ে বলান "

Tehy ask you about the spoils . Say : the spoils are for the Allah and his messenger. So be careful of your duty to Allah and set aright matters to your difference , and obey Allah and his messenger if you are believers " (Q, 8:1)

যেহেতু আরব দের কাছ থেকে লুট করা ধণ দৌলতে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ এর কোনো প্রয়োজন নেই , সেইসব জিনিস সব যেত আল্লাহ এর দূত এর কাছে। আল্লাহ কে কেও দেখতে পাই না , তাই তার সব আনুগত্য ও প্রকাশিত হতো মোঃ এর কাছে। মোঃ এ হবেন মানুষ এবং ভ্যগবানের মাঝে থাকা সেই ব্যক্তি যাকে সবাই পুজো ও করবে এবং ভয় ও পাবে।

আল্লাহ ছিল মোঃ এর তৈরি চাল , আদিপত্য বিস্তারের মাধ্যম। আল্লাহ না থাকলে , শুধু মাত্র মোঃ এর জন্য কেও কি হত্যা করতে , ত্যাগ করতে , অত্যাচার করতে রাজি হতো ? আল্লাহ হলো মোঃ এর দ্বিতীয় সত্বা। প্রায়শঃই দেখা যায় আত্মরতি মূলক ব্যক্তি নিজেকে অন্য চরিত্রের আড়ালে লুকিয়ে রাখছে। আল্লাহ ছিল মোঃ এর সেই পরিবর্তিত অহং। মোঃ নিজেকে আল্লাহ এর অংশ বানিয়ে সব কাজের যুক্তি এবং ন্যায্যতা দান করে তার আত্মরতি মূলক দ্বিচারী ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্ব কে পরিতৃপ্ত রাখতেন।

Dr ভাকনিণ বলেছেন " শ্বকামি র তাদের মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য সবকিছু করতে পারে। যদি ভগবানের আরাধনা , গির্জা, বিশ্বাস

, এবং ধর্মের আশ্রয়ে তারা সন্তুষ্ট পায় তবে তারা শ্রেষ্ট ভক্ত এ পরিণত হবে। এবং যদি সেই পরিতৃপ্তি না পায় তবে ধর্ম কে ছাড়তেও দ্বিধাবোধ করবে না "

সেরকম ইসলাম ও কমছিল মোঃ এর বিতৃত মনের বাসনা চরিতার্থ করার এক অস্ত্র৷ আজকের দিনে মুসলিমরা ইসলাম কে ব্যবহার করে সরকার সরিয়ে দেয় , দেশ দখল করে , রাজনৈতিক যন্ত্র হিসেবে আজ ইসলামের ব্যবহার সর্বাধিক। যারা ই ইসলামের নাম নিয়ে আহ্বান কীর্তি মুসলিম জনতা তাদের হাতের পুতুল হতে যায়৷ মির্জা ম্যালকম খান (১৪৩১-১৯০৪) মানিক এক আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামিক বৈপ্লব ঘোষণা করে " ইসলামিক নবজাগরণ " (আন নাহদা) নাম দিয়ে ।যার মূল স্লোগান ছিল " যেকোনো মুসলিম কে কোরআন থেকে যেকোনো বাণী শোনাও, দে তোমার জন্য জান দিয়ে দেবে "

((আত্মরতি র উত্তরাধিকারী))

সকামী ব্যক্তিরা তাদের উত্তরাধিকার রেখে যেতে ছেয়েছে৷ তার অন্তিম শয্যা টে মোঃ তার অনুগামীদের কে জিহাদ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন৷ গেনঘিস খান ও তার পুত্র কে সেই একই আদেশ দিয়ে যান৷ তিনি তাদের বলেন তিনি বিশ্ব জিয় করতে ছেয়েছিকেন, কিন্তু যেহেতু তিনি এটা করে যেতে পারেননি, তার সন্তান দের দ্বায়িত্ব সেই স্বপ্ন পূরণ করা । আত্মরতি মূলক ব্যক্তিদের কাছে উত্তরাধিকার একটু গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার। কারণ তারা স্বরণীয় হওয়ে থাকতে চায়। বিস্মৃত হয় যাওয়া তাদের অন্যতম শঙ্কা।

৫১ বছর বইশে হিটলার তার বাম হাতের রোগটি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি বোঝেন যে তার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে। তখন শান্ত হিওয়ার পরিবর্তে তিনি অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দেন , যত্রতত্র আক্রমণ শুরু করেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন তার দিন আর বেশি নেই।

ইসলাম একটি ধর্ম নয়। এটি কতৃত্ব বজায় রাখার একটি রাজনৈতিক যন্ত্র। ইসলামের যে স্বর্গীয় দৈবীয় ভাব পাওয়া যায় তা পরবর্তীতে ইসলামিক বিদ্বান দের দ্বারা প্রচারিত অযৌক্তিক কোরানিক বাণী র প্রকাশ মাত্র। তাদের সুবিধা মত তারা এর বাণীর কিছু পরিবর্তন করেছিলেন যাতে এটি একটি ধর্ম হিসেবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং মর্মস্পর্শী হয়।

ইসলাম প্রকৃত অর্থে হলো একটি রাজনৈতিক ধর্মবিশ্বাস। যার একমাত্র লক্ষ্য হলো শাসন কায়েম করা। এটিকে অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা না করে নাতশিবাদ এবং সাম্যবাদের সাথে তুলনা করা উচিত। যদি আমরা একটি ধর্ম বলতে এমন কিছু দার্শনিক ব্যাখ্যা বুঝি যা আমাদের আত্মার শান্তি দান করে , মানুষ কে আরো ভালো হতে শেখায়, তার ক্ষমতা সামনে এনে তার বৃদ্ধির উপায় করে দের, হৃদয় এবং মস্তিষ্ক কে বদ চিন্তা থেকে দূর রাখে , তাহলে আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে ইসলাম ধর্ম হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

মোঃ ও সোরণীয় থাকতে চেয়েছিলে না। ভালো ভাবে না খারাপ ভাবে তার পড়োয়া তিনি করেননি। তিনি চাইতেন যে মানুষ তাকে জানুক ।সেই হিসেবে হিটলার, স্টালিন , চার্লস ম্যানসন এবং জিম জোনস সবাই উত্তরাধিকারী রেখে যেতে চেয়েছিলেণ। মোঃ এর প্রভাব মানব ইতিহাসে এতই বিরাট যে সব মুসলিম ইসলাম ছেড়ে তাকে অমান্য করে চলে গেলেও সে ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে স্বরনীয় হলে থাকবে, যে অসংখ্য হত্যা এবং অত্যাচারের জন্য দায়ী।

((আত্মরতি মূলক ব্যক্তি নিজেকে ভগবান হিসেবে দেখতে চায়))

স্বকামি ব্যক্তিদের সর্ব আকাঙ্খিত বস্তু হলো অসীম ক্ষমতা। সে মনোযোগ চায়, উপেক্ষিত হীয় থাকাকে সবথেকে ভয় করে। নিজেকে মানুষ এর উদ্ধারক নেতা , পথ প্রদর্শনকারি রূপে দেখতে চায়। নকল দেবতা, নকল গুণের অবতারণা করে মোঃ সেই কাজ টিই করার চেষ্টা করেছিলেন।

আল্লাহকে সমানে দাঁড় করিয়ে রেখে মোঃ তার চারিপাশের লোকের মলিক হতে ছেয়েছিলন। সবাইকে বলেছিলেন একটাই ভগবান , সে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ। এবং তার সাথে যুক্ত হতে মানব জিবনে পরমার্থ লাভ করার একটাই মাধ্যম। মোঃ নিজে সেই মাধ্যম। এই গল্পকথা তাকে অসংখ্য মানুষের উপর অপরিসীম শক্তির অধিকারী করেছিল। নিজেকে

তিনি আল মুক্তব্বির (গর্বিত মানুষ), আল জব্বার (শাসক) , আল কাহহার (পরাক্রমশালী) , আল খফিদ (সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত),আল মুধেল (অবমাননাকর) ,আল মুমুটি (মৃত্যু দাতা) আল দার(ক্ষতির উৎপত্তি) এবং আল মুন্তইন(প্রতিহিংসার দূত) বলে উল্লেখ করেছিলন তিনি। যাতে নিজে র অনুগামী এবং সমস্ত মুসলিম দের উপর সম্পূর্ণ কতৃত্ব বজায় রাখতে পারেন। যেটা একজন আত্মরতি মূলক ব্যক্তি র স্বপ্ন।

Dr ভাকনীণ এব্যাপারে বলেছিলেন

" সব শ্বাকামি রা ভগবান হতে চায়। সর্বশক্তিমান , সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান , প্রশংসিত, এবং ভয় উদ্রেক কারী। তাদের মনের কামনা , গোপন ইচ্ছা হলো ভগবানের মত পূজিত হওয়া। কিন্তু ভগবানের অন্য দ্বায়িত্ব ও আছে। কিন্তু এটা শুধু ভগবানের নাম এবং ক্ষমতা চায়, তার ভালো করার দ্বায়িত্ব চায় না।

ভগবান এর অনুকরণ করে এরা দৈব কাজে বিশ্বাস করে বসে, নিজেকে ভুল ভ্রান্তির উর্ধে ধরে নেইয়। নিজেকে সম্ভ্রান্ত মনুষ্য উত্তর জীব ভেবে "মানুষ" অবজ্ঞা করতে শুরু করে। কারণ তারা ছোটোখাটো , কম ক্ষমতাশালী, কম বুদ্ধিমান। মর্ত্যের মানুষের সাথে ভগবানের যে সম্পর্ক হতে পারে , তারা নিজেরাই মানুষ হতে, বাকি মানুষের সাথে সেরকম সম্পর্ক রাখা দরকার বলে মনেকরে। নিজে ভগবান নে ভালোবাসার নাটক চালিয়ে যায়, কিন্তু সবার সুবিধা নিতে থাকে ।

তার জীবনের বাকি সবকিছুর মতোই ভগবানকে তার স্বার্থ সিদ্ধির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। পুরোহিত, রাজনীতিবিদ, পরিচালক, শাসক , সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে নিজের ক্ষমতা ধর্মের নামে চাপিয়ে দেয়। নিজে ভগবান নামক সেই আঘাধ ক্ষমতাশীল , অভিভূত কারি সত্তার সাথে মেশায়, যাতে সে বাকিদের কেও অভিভূত করতে পারে। এবং অবশেষে সে নিজেই ধীরে ধীরে ভগবান হতে ওঠে। "

বিনয়ের পাতলা পর্দার আড়ালে মোঃ এর ব্যক্তিরা লুকিয়ে থাকে। আরাধনার নামে সর্বনাশ করে। যখন ক্ষমতায় তাদের শেষ লক্ষ্য তখন তারা সবকিছুকে, ন্যায়বোধ, বিচার আচরকে পেছনে ফেলে সে নিজের স্বার্থের দিকে একাই এগিয়ে যায়।

Understanding Mohammed part 2

***বিনয়ের পাতলা পর্দার অন্তরালে মোঃ এর মত ব্যক্তিরা লুকিয়ে থাকে। ঈশ্বর আরাধনার নামে সর্বনাশা ফন্দি আঁটে৷ যখন ক্ষমতায় তাদের শেষ লক্ষ্য তখন তারা সবকিছুকে , ন্যায়বিচার পেছনে ফেলে নিজের স্বার্থের দিকে এগিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

আর্কন দারাউল এইরকম একটি কাহিনী বলেন যাতে বোঝা যায় যে এই ধরনের স্বকামী গুরু রা তাদের অনুগামীদের উপর কিরকম ধরনের প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল।

" ১০৯২ সালে পার্সিয়ান পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত মধ্যযুগীয় এক প্রাসাদের , the eagles Nest এর ধ্বংসাবশেষ এর সামনে দুজন ব্যক্তি দাড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন সম্রাটের দুট আরেকজন মাথা ঢাকা এক মানুষ যে নিজেকে সয়ং ভগবানের স্বরূপ বলে দাবি করে৷ পাহাড়ের শেখ, সব্বহ এর পুত্র,এবং হত্যাকারীদের দলের নেতা হাসান হুংকার দিয়ে বললো ' দেখছো এই মানুষকে ? যে পাহাড়ের মাথায় দাড়িয়ে আছে ? দেখো !' এবং সাঠে সঠে তার হাতের ইশারায় সেই সাদা জোব্বা পড়া ব্যকতি মাটি থেকে ২০০০ ফুট উপরে মহাশূন্যে সাদা মেঘ পরিবেষ্টিত হোয়ে ভাসতে লাগলো। ' আমি সারা এশিয়া মহাদেশ জুড়ে সত্তর হাজার মানুষের জন্য আছি৷ তারা আমার জন্য সব করতে পারে। মালিক শাহ ! তুমি কি তাদের মধ্যে একজন হতে রাজি ? সে আত্মসমর্পণ করতে চায় ! এই তোমার উত্তর ! যাও !'

এরকম ঘটনা কোনো ভৌতিক কাহিনী র উপযোগী। অথচ এটি ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে স্থান পেয়েছে। অপরদিকে সব্বাহ এবং হাসান , এরা মিশরের কাস্পিয়ান অঞ্চলে এত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী কিকরে হলো সেটাও অন্যতম অমীমাংসিত রহস্য। আজও ইসমাইলি নামক সংস্থা টে মধ্যে হাশিশিন নামক ডাকাত দলের অস্তিত্ব আছে , যার বর্তমান নেতা হলো আগা খান।"

এই অন্ধ ভক্তি এবং বিশ্বাস ই কি ধর্মপ্রচারের একমাত্র কাম্য বস্তু ? কোনোমতেই নয়! বরং আসল বিখ্যাত ধর্মগুরু রা অন্ধ ভক্তি র বিরোধিতা করেন। তারা চান যাতে মানুষ ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝে তবেই ধর্ম গ্রহণ করে। যেমন বুঝখো বলেছেন " doubt everything and find your own light " একেশ্বর বাদের জনক আখেনাতেন বলেছেন " True wishdom is less presuming than folly . The wise man doubteth often , and changes his mind . Teh fool is obstinate and doubteth not . He knoweth all things but his own ignorance"

সংশয় মানুষ কে তথ্যে দেয় এবং তথ্য মানুষ কে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করে। যারা অন্ধ বিশ্বাস, ভক্তি দাবি করে তারা জ্ঞানদান করে না কেবলমাত্র ভুল পথে চালনা করে। তারা মুক্ত করে না , দাস বানায়। সবকিছুতে সংশয় প্রকাশ করো, শুধু নিজের উপর বিশ্বাস রাখো , আর কিছুতে ময়। তোমার বিশ্বাস গুলোকে সন্দেহ করি কিন্তু কখনোই নিজের

ক্ষমতাকে সন্দেহ করো না। কারণ সংশয় জ্ঞানের মূল। এবং জ্ঞান ই আমাদের মুক্তি।

স্বকামি ব্যক্তিরা দয়াহীন হতে পারে , কিন্তু তারা বোকা নিয়। তাদের দ্বারা সৃষ্ট জটিলতা এবং আঘাত সম্পর্কে তারা সচেতন। তারা এটা উপভোগ করে । মানুষের যন্ত্রণা কে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে । ক্ষমতাশালী হিয়ে চেয়ে তারা সবকিছুর উপর কতৃত্ব বসাতে চায়। মানুষের জীবন মরণের উপরেও তারা আধিপত্য বিস্তার করে। ঠিক করে যে কে বেঁচে থাকার যোগ্য, কার মৃত্যু র প্রয়োজন। এটাই এই সমাজবিরোধী আত্মরতি সম্পন্ন মানুষদের কামোত্তেজক। সাইবার সবকিছু অধিকার করে তারা ভিজিবান সাজতে চায়। মোঃ এর দয়াহীনতা, প্রশংসা জটানোর মনোভাব নিজেকে অনেখেত্রে নিপীড়িত সাজানো, নিজের মহানতার প্রচার, সবকিছুই তার সর্বেসর্বা আল্লাহ হোওয়ার প্রচেষ্টা।

আত্তরতির কারণ কি ?))

একটি শিশু, সে যদি প্রকৃত অথবা কল্পিত সামাজিক প্রত্যাখ্যান এর কারণে নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করে , তখন তার অবচেতন বায়ুগ্রস্ত মন বিভিন্ন কল্পনার মধ্যে দিয়ে সেই প্রত্যাখ্যানের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে । এই ধরনের ঘটনা বা মানসিক অবস্থা কে অগ্রগামী মনোবিদ আলফ্রেড অ্যাডলের "superiority complex" বলে মুদ্রিত করেছেন।

এতে সেই ব্যক্তি নিজেকে কল্পিত গুনে গণবান মনে করে মহিমান্বিত করে এবং যাকে ভয় পায় তাকে নিজের থেকে নিকৃষ্ট দেখানোর চেষ্টা করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পিতা মাতা শিশুর এই ব্যবহারের জন্য বহুলাংশে দায়ী। যে পিতা মাতা সন্তান কে অতি প্রশংসায় , বেশি আদরে মানুষ করেন , তার সব আবদার বিনা বাক্যে পূরণ করে দেন , তাদের সন্তানের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সেই মাহানতার ভাব চলে আসে। সে নিজেকে ক্রমশ সবকিছুর যোগ্য মনে করে। এবং তার কোনো দাবি সঙ্গে সঙ্গে পূরণ না হলেই মেজাজ দেখতে শুরু করে। অপরদিকে কোনো শিশু যদি ছোটবেলায় সেরকম মানসিক অবলম্বন না পায় তাহলেও তার একই রকমের মেজাজ দেখা দিতে পারে।

মোঃ এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় টা হিয়েছিলো। ছোটবেলা থেকেই সে অপরের ঘর এ মানুষ।মা এর সঙ্গ পায়নি। তার মা কি তাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন না ? কেনো তার ষাট বছরের বয়সের আগে পর্যন্ত মোঃ মা এর মৃত্যুর শোক পালন করেননি ? তিনি তার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন ?

হালিমা মোঃ কে আশ্রয় দিতে চাননি কারণ সে নিরুপায়, ধরিদ্র বিধবার সন্তান ছিল। সে এবং তার পরিবার ছোটবেলাতে মোঃ এর স্যাথে যেরকম ব্যবহার করেছিল সেটা মোঃ এর বালক মনে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল। সেই প্রত্যাখ্যান সে ভুলতে পারেনি। এবং পরবর্তী টে এটাই তার নির্বিকার, দয়াহিন, ধর্ষকামী হীয়ে ওঠার অন্যতম কারণ। মনোবিদ এবং stress response syndrome বই এর লেখক জন মারদি হিরিউইডথ

বলেন " আত্মরতি সম্পন্ন ব্যক্তি প্রশংসা, গুণগান , নিজের মাহাত্ম্য শুনতে অব্যস্ত্য হয়। কোনো কারণে তার কিছু মানসিক বা শারীরিক অসুবিধা হলে সে আশেপাশের লোকের দোষ খুঁজে তাকে শাস্তি দিতে উন্মুখ হয়ে থাকে। এই মানসিক অবস্থা শিশু অবস্থা থেকে তৈরি হিতে করে। যখন সে যার আশ্রয় এ থাকে তাদের এইরকম স্বাকামি ব্যবহার দেখে , তখন সে সেটাই শিখে নেয়।"

ছোটবেলা থেকেই মোঃ এর মেজাজ গরম ছিল। হুনাইন এর ডাকাতিতে শ্যামা বি হাদিথ নামক এক নারী ধরা পড়েছিল। ইবন সাদ জানান " তাকে বিন্দু করার সময় তার সাথে বিশ্রী ব্যবহার করা হয়। সে বারবার জানতে থাকে সে নাকি আমাদের নবীর সৎ বোন। মোঃ এর সামনে তাকে নিয়ে আসলে নবী থাকে প্রমাণ দেখতে বলেন। সেই মহিলা জানান , chotobelai' তুমি যে আমাকে কামড়ে দিয়েছিলে, তার দাগ এখনও আমার কোমরে আছে '। তারপর মোঃ তাকে চিনতে পারেন এবং তাকে যত্নসহকারে আশ্রয় দেন" বাচ্চার তখনই কামরায় যখন তারা রেগে যায়। এটা স্পষ্ট যে মোঃ বাচ্চা বয়স থেকেই বদমেজাজি ছিলেন। এবং এটি তার জীবনের প্রায় ৫০ বছর আগেকার ঘটনা।

তার শিশুকাল যে কঠিন ছিল এটা স্পষ্ট। কোরআনের শুরুতে তিনি নিজের একাকী অনাথ অবস্থা র কথা উল্লেখ করেছেন এবং আশা করেছেন আল্লাহ তাকে কখনো ত্যাগ করবেন না। ছোট বয়শ থেকেই তার একলা মন তাকে কল্পনার দিকে ঠেলে দেয়, সে অবচেতনে নিজের বন্ধু খুঁজতে থাকে , এবং পরবর্তীতে সেই সত্তা ই আল্লাহ নামে আত্মপ্রকাশ করে। সে

নিজেকে জগতের মালিক হিসেবে কল্পনা করে, নিজেকে আকাঙ্খিত বানাতে চায়, স্বার্থক এবং পরিচালক হতে চায়। মোঃ এর পরবর্তী জীবনের সব কার্যের মূল হলো এই একাকিত্ব দুর করে কতৃত্ব স্থাপনের আকাঙ্খা।

ভাকনিন বলেছেন " স্বকামের কারণ এখনো সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে এটি একদম অল্প বয়ষ থেকে শুরু হতে পারে। ভালোবাসার কারণে হক, অতিরিক্ত আদরের কারণে হক, বাচ্চা নিজেকে জগতের মালিক মনে করতে থাকে অথবা একাকীত্বের কারণে সে জগতের মালিক হবার স্বপ্ন দেখে। দুর্দম আকাঙ্খা এর কারণ হিতে পারে। নিপীড়িত শিশুদের মধ্যেই এর লক্ষণ দেখা যায়"

অবহেলিত শিশুরা প্রায়শই নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করে , ভালোবাসা না পেয়ে পেতে নিজেকে ভালোবাসার অযোগ্য মনে করে। তাদের দুর্বলতাকে ঘৃণা করে এবং কাওকে সেটা দেখতে দিতে চায় না।মানুষের সাথে সহজে মিশতে না পারায় সমাজবিরোধী হোয় ওঠে। এখানেই ব্যক্তিত্ব দোষ দেখা দেয়।

মোঃ নিজের কল্পিত বন্ধুদের কে দেবদূত হিসেবে দেখেছিল। পরে সে তাদেরকে গাব্রিয়েল এবং আল্লাহ এর রূপ দেই। তারপর আল্লাহ কে সর্ব শ্রেষ্ঠ বানিয়ে নিজে আল্লাহ এর দূত সেজে নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করে।

মাত্র ছয় বছর মা হারানোর পর মোঃ তার দাদা আবু তালিবের অতিরিক্ত স্নেহ যত্নে বিগরে যায়। এক মাতৃহারা বালকের প্রতি তার

দাদু এবং চাচার মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার ফলস্বরূপ সে নিজেকে তার যোগ্য বলে ভাবতে শুরু করে। আবু তালিব এর প্রশংসা তাকে অহংকারী বানিয়ে দেয়।নিজেকে এতই গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে শুরু করে যে নিজেকে ভগবান বলে দাবি করে বসে এবং জানায় খ্রিস্টান এবং ইহুদীরা তাকে মারতে আসছে। নিজেকে মৌলিক গুনে গুনান্বিত ভেবে সবাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে , ইসলামের আশ্রয় নিয়ে আধিপত্য কায়েম করে।

একদম অল্প বয়ষ্ থেকে পাওয়া দুরকম বিপরীতধর্মী ব্যবহার মোঃ কে আত্বকামি হবার দিকে ঠেলে দেয়। মনোবিদ ডাক্তার লেভিন এবং রোনা লিখেছেন " যেমন আমরা জানি , একটা বাচ্চার চিতি থেকেই ঠিকঠাক খাবার, ঠিকঠাক পরিবেশ , শিক্ষা এবং নিতিমুলোক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এর যেকোনো একটা অনুপস্থিতি বা বাজে প্রভাব বাচ্চার মানসিক ভারসাম্য চিরকালের মতো নাড়িয়ে দিতে পারে, এবং পরবর্তী টে একজন যুবক/ যুবতী হিসেবে তার মূল্যবোধের অবক্ষয় করতে পারে"

মনোবিদ দের মতে বাচ্চার জীবনের প্রথম পাঁচ বছর আত্র মানসিক বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মোঃ সেই কচি বয়সে তার মা কে হারিয়ে প্রথম অবহেলা র স্বীকার হয়েছিল।পরেও সে মায়ের কথার কোনো উল্লেখ কোনোদিনও করেনি ।ষাট বছর বয়শে মায়ের কবরে গেলেও মায়ের জন্য দোয়া করেনি ।তার এই একাকিত্ব এ ভোগা, অবহেলিত মন এ পরে কঠোর, স্বাকামী, স্বার্থপর এক ধ্বংসাত্মক মানুষের রূপ আত্মপ্রকাশ করে।

((মোঃ এর উপর তার প্রথমা স্ত্রী খাদিজার প্রভাব))

ইসলামে খাদিজার ভূমিকাকে খুব একটা গুরুত্ব না দেওয়া হলেও মোঃ এর জীবন এ এবং তার চরিত্র গঠনে খাদিজার ভূমিকা অপরিসীম এবং চিরস্থায়ী। ইসলামের জন্ম এর জন্য খাদিজার স্থান মোঃ এর পাশে হিওয়া উচিত। খাদিজা না থাকলে ইসলাম এর অস্তিত্ব থাকতো না।

খাদিজা তার যুবক স্বামী কে অসম্ভব ভালোবাসতেন। তাকে বিয়ে করার পর মোঃ কোনো কাজ করেননি, কিন্তু খাদিজার ব্যবসা ডুবে যাওযায় তাকে দারিদ্রতার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সমাজ থেকে বর্জিত মোঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একা কাটাতে থাকেন।

কিছুদিনের মত খাবার নিয়ে মোঃ বেরিয়ে পরতেন মরুভূমির মধ্যে ঘুরতে। এদিকে বাড়িতে খাদিজা নয়টি সন্তান সামলাতেন এবং তার পূর্ণবয়স্ক ছেলেমানুষ স্বামীকে নিয়ে মাতামাতি করতেন। কোনোদিনও অভিযোগ করেননি ! তার বিবাহিত জীবন নিয়ে তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু কেনো ?

এটা একটি খুব গু ুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ! ধারণা করা হয় যে খাদিজার নিজের ব্যক্তিত্বে ও কিছু গোলযোগ ছিল। এখন কার যুগে তার এই গোলমাল কে বলা যেতে পারে পর - নির্ভরতা।

এই কারণেই তিনি নিজের আত্মমগ্ন স্বামীর আবদার পূরণ করতেন, মোঃ এর আজগুবি কোথায় সায় দিতেন৷ তাকে বোঝাতেন তার উপর শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে। আবার বোঝাতেন গুহাতে মোঃ দেবদূত দর্শন করেছেন। নিজের পাগলাটে স্বামীর মানসিক শান্তি বজায় রাখতে গিয়েই তার এই ধরনের কথা বলা ।যা পরে মোঃ কে আরো আত্ব গর্বিত, অহংকারী করে তোলে।

The national mental health association সহ বশ্যতার সংগা দিয়েছে এইভাবে ,," It is an emotional and behavioral condition that effects an individual's ability to have a healthy , mutually satisfying relationship. It is also known as relationship addiction because people with codepencdency often form or maintain relationships that are one sided , emotionally destructive and / or abusive. The disorder was first identified about ten years ago as a result of years of studying interpersonal relationships in families if alcoholics . Codepencdent behaviour is learned by watching and imitating members who display this type of behavior. "

খাদিজা ছিল মক্কার অন্যতম সফল ধনী মহিলা , তার পিতা খুওয়েলিদ এর প্রিয় কন্যা যিনি তার উপর তার ছেলেদের থেকেও বেশি ভরসা করতেন। পিতার আদর্শ পূত্রী ছিলেন তিনি। মক্কা র ধনী ক্ষমতাশালী

পুরুষদের বিবাহ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হীন, যুবক মোঃ এর সাথে পরিচিত হবার সাথে সাথেই তিনি তার প্রেমে পড়েন এবং তাকে বিবাহ প্রস্তাব পাঠান।

এটা দেখে মনে হতে পরে যে মোঃ নিশ্চয়ই অকার্ষিনিয় সুদর্শন যুবক ছিলেন যে তিনি এই ধনী মহিলার হৃদয় জয় করেন। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এতেও খাদিজার ব্যক্তিত্ব দোষ প্রকাশ পায়। তার আগে কোনো নারী এ মোঃ এর প্রতি আগ্রহী হয়নি।

ঐতিহাসিক তাবারী লিখেছেন " খাদিজা মোঃ এর কাছে বিবাহ প্রস্তাব পাঠানোর পর তার পিতাকে রাজি করানোর ফন্দি আঁটে। তাকে অতিরিক্ত সুরাপান করিয়ে মাতাল বানিয়ে দেয়, সুগন্ধি টে শরীর ঢেকে দেয় এবং একটি গরু জবাই করার ব্যবস্থা করে। তারপর মোঃ এবং তার চাচা কে আনতে লোক পাঠায়। তারা আসার পর খাদিজার পিতা বিবাহ সম্পন্ন করেন। পরের দিন সকালে তিনি সূরা - সুগন্ধি ঘটা দেখে কারণ জানতে চাইলে খাদিজা জানান ' তুমি কাল আমার বিবাহ দিয়েছি মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ এর সাথে।' তখন তার পিতা বলেন ' মক্কা র এত মহান ব্যক্তি তোমাকে বিবাহ করতে চেয়েছে, আমি রাজি হইনি ! আর সেই আমি কিনা তোমার বিয়ে ওই বাঁদরের সাথে দিয়েছি !' "

রেগে গিয়ে খুয়াউলিদ মোঃ কে তার তলোয়ার বের করে মারতে উদ্যত হলে খাদিজা তার প্রেমের কথা সবাইকে জানান এবং

স্বীকার করেন এইভাবে বিবাহের পরিকল্পনা তার নিজের। তখন বৃদ্ধ কন্যার কথা ফেলতে না পেরে তাদেরকে আশীর্বাদ দেন।

খাদিজা র তার থেকে পনেরো বছর এর ছোট, অকর্মণ্য মোঃ এর প্রতি প্রেমের কারণ তার মানসিক ভারসাম্য হিনতা। এই কাহিনী থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে তার পিতা মাতাল ছিলেন। এবং গবেষণা থেকে প্রমাণিত যে বেশিরভাগ মাতাল পিতা মাতার সন্তানদের এই co dependency রোগ থাকে। তাছাড়া খাদিজার পিতার তার প্রতি শনরক্ষনশিল ব্যবহার ও তার এই মানসিকতার কারণ হতে পারে। সাধারণত তারা বাবা মায়ের প্রতি ও চরম নির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং সবসময়ই তাদেরকে খুশি রাখার চেষ্টা চালায়। এবং এটাও প্রমাণিত , যদিও রক্ষণশীল স্বকমি মানুষ বাস্তব জিবনে সফল হয়, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা কখনোই সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। তাই dr ভাকনীন er kotha মত এটাও বলা যেতে পারে, যে " The perfect match for a codependent is therefore , a needy narcissist" , কারণ খাদিজার মত মানসিকতা র নারী এবং পুরুষের অপরের দেখভাল করে , নিজেকে প্রয়োজনীয় মনে করে চরম শান্তি পায়, এবং একইসাথে অপরদিকে মোঃ এর মিত আত্মরতি মূলক ব্যক্তিরা নিজেদের কে প্রশ্রয়ের আশ্রয়, আদরে দেখতে চান। সুতরাং খাদিজা এবং মোঃ ছিলেন "স্বর্গে বানানো জুটি"।

এখন মাতা এবং সন্তানের সম্পর্ক এর সাথে এই সম্পর্কের , স্বকমী এবং পর নির্ভরতা র তুলনা করা যায়। আত্মরতি মূলক

ব্যক্তিদের মানসিক পরিপক্কতা থাকে না , সে বাচ্চাদের মত মনোযোগ এবং আদর দাবি করতে থাকে । ঠিকমতো প্রশ্রয় প্রশংসা না পেলে অধৈর্য হয়ে ওঠে।

মোঃ তার ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্খা ইবন ইসার কাছেও অনেকবার উল্লকেহ করেছেন ।বহু পত্নী, এবং অসংখ্য অনুগামী থাকা সত্বেও তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেকে একলা বলে দাবি করেছেন । কোরআন শরীফ এ বলছেন " No reward do I ask you for this except the love of those near if kin " ভালোবাসা এবং মনোযোগ দাবির আর্ত ক্রন্দন এটি।

বুখারী তে বলা আছে " The prophet was holding umars hand , who said ' O Allah's apostle !you are dearer to me than eveything except my own sekf' . The prophet said ' No, by him in whose hand my soul is ,you will not have faith till I am dearer to you than your own self' . Then umar said ' However , now , by Allah , you are dearer to me than my own self' .then prophet said ' now umar , you are a believer' "

এইসব ই নিজেকে সাইবার উর্ধে রাখার এবং ভালোবাসা মনোযোগ অর্জনের নির্লজ্জ আকুতি। মোঃ এবং খাদিজার সম্পর্কে মনোবিদ ফ্লোরেন্স কাসলো র এই কথাটি বলা যায় " They seem to have a fatal attraction for each other in that their

personality patterns are so complicated and reciprocal. Which is one reason why, if they get divorced, they are likely to be attracted over and over to someone similar to their firmar partner"

খাদিজা এবং মোঃ এর সম্পর্ক ইসলামের পক্ষে মারাত্মক ভাবে সাংকেতিক। খাদিজা র প্রেমে তৃপ্ত, আর্থিক ভাবে নিশ্চিন্ত মোঃ নিজেকে সময় দিয়ে যেমন ইসলামের মূল ধারণা বের করার , আল্লাহ কে রূপ দেওয়ার সময় লেয়েছিকেন , তেমনি খাদিজা ও তার উপর মানসিক আর্থিক শারীরিক ভাবে নির্ভরশীল মোঃ এর সেবা যত্নে নিজর প্রাণ সমর্পণ করে , নিজের মানসিক তৃপ্তি লাভ করতেন। মোঃ এর যেসব আজগুবি ব্যবহার এবং কথাবার্তার জন্য মক্কার বাকি মানুষ তাকে পাত্তা দিত না , সেই উদ্ভট ব্যবহার ই মোঃ কে খাদিজার প্রতি আর্কৃষ্ট করে তুলেছিল। ভাকনীণ খাদিজার এই পরিস্তিতি কে vicarious co dependent বলে উল্লেখ করেছেন। " যেখানে রোগী নিজর সুখশান্তি বিসর্জন দিয়ে তার প্রিয়জনের সব দাবি আবদার মেটাতে স্বগ মর্ত্য পাতাল এক করে দিতে পারে, পর সন্তুষ্টি তেই নিজে তৃপ্ত হয়"

মোঃ এর মিত স্বাকমি র তার আশেপাশের মানুষের থেকে সর্বাধিক ত্যাগ এবং আনুগত্য দাবি করে। নিজেকে মহিমান্বিত করে তুলতে বাকিদের আকাঙ্খা পিষে দিয়ে এগিয়ে যায়।নিয়েজকে বিবেক বুদ্ধির উর্ধে মনে করে, সমাজের নিয়ম কে নিজের অযোগ্য মনে করে। খাদিজা র

মিত মানসিক অবস্থা র প্রেমময় নারী মোঃ এর এই জটিল মানসিক অবস্থা র পূর্ণ সমর্থন দিত এবং তার তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারদর্শী ছিল।

((এক আত্মরতি মূলক ব্যক্তির ঘটনাক্রম))

জন ডে রাইটার হলো কানাডা র আলবার্টা বসবাসকারী এক স্ব প্রচারি মাসিহা। তার কনুগামিরা তাকে ভগবান রূপ আরাধনা করে ।রাইটার এর ১৮ বছরের বিবাহিত স্ত্রী জয়েস এক সাক্ষাৎকার এ জানায় " একদিন আমরা রান্নাঘর এ বসে ধূমপানে ব্যস্ত ছিলাম। ও আমার মৃত্যুর কথা বলছিল। হঠাৎ এ জানালো যে আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি, কিন্তু আমার ত্যাগের স্বার্থকতা সম্পূর্ণ হবে না কোনোদিনও যদি না সে আরো দুটি বিয়ে করে ।' আমি ভেবেছিলাম ও ঠাট্টা করেছ। কিন্তু দ্বিতিয়বার এই কথা তুললে আমি জানতে চাইলাম ' তা তোমার তিনজন স্ত্রী ই কি একই বাড়িতে থাকব ' "

সৌভাগ্যবশত জয়েশ খাদিজার মত এত অপমান সহ্য করার মত পরনির্ভরশীল ছিল না । এবং সাথে সাথে তার শ্বাকামি স্বার্থপর স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এক জন প্রকৃত পর নির্ভরশীল নারী না পুরুষ তার শ্বকামি সঙ্গীর জন্য সবকিছু সহ্য করে নেবে । বিনাবাক্যে সব আবদার মেটাবে। শ্বাকামী এবং তার পরনির্ভরশীল সঙ্গীর মধ্যেকার সম্পর্ক এক মর্ষকামি , আত্তনিগ্রহকারি সম্পর্ক।

মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে খাদিজা একজন চরম মর্ষকামী অনুজিবি স্ত্রী ছিলেন , যার প্রশ্রয় এ মোঃ ইসলামের মত এক মানব অকল্যাণকর ধ্বংসাত্মক ধর্মের পরিকল্পনা করতে পেরেছিলেন।

খাদিজা র জীবনকালে মোঃ আর কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি। তিনি খাদিজার টাকায় খেয়ে পরে জিবিন অতিবাহিত করতেন। তার বাড়িতে থাকতেন।মক্কা বাশিরা তাকে পাগল বলতো। নিজের কোনো পরিচয় না সম্পত্তি ছিল না।তার অনুগামী ছিল কয়েক্তি কিশোর বালক এবং কিছু কৃতদাস। তাদের মধ্যে নারীরা ছিল খুব কম। তাদের মধ্যে কাউকেই মোঃ নিজে উপযোগী বলে মনে করতেন না। যদি খাদিজা মোঃ এর ক্ষমতাশালী হাওয়া পর্যন্ত বাচঁতে , তাহলে তাকে নিজের স্বামীকে অন্য নারীদের সাথে ভাগ করার মানসিক যন্ত্রণা সইতে হত।

খাদিজা র মৃত্যুর পর মোঃ তার মত অনুগামী পরনির্ভরশীল স্ত্রী খোঁজার চেষ্টা করেননি। বরং তিনি এক কামজ প্রজাপতির মত জীবন শুরু করেন। তার মৃত্যুর একমাস পর মোঃ আবু বকর এর কাছে তার 6 বছর বয়সি শিশুকন্যার বিবাহ তার সাথে করতে বলেন। আবু বকর জানান " কিন্তু তুমি আমার ভাই এর মত" মোঃ জানান এই কারণেই আয়েশা তার কাছে সব থেকে সুরক্ষিত থাকবে।তিনি আরো জানান , তিনি স্বপ্নে দেখেছেন , আয়েশা আল্লাহ র পাঠানো এক উপহার , তাকে তিনি ফেরাতে পারবেন না।

তখন বকর এর কাছে দুটি রাস্তা ছিল। এক ইসলাম ছেড়ে, মোঃ কে মিথ্যাবাদী বলে চলে যাওয়া , যার জন্য তিনি অনেক ত্যাগস্বিকার করেছেন। বাড়ির পিছনে এক মসজিদ ও বানিয়েছেন। এতকিছুর পর মোঃ কে ছাড়াও অসম্ভব।

ভকনিন জানান স্বাকমী দের মানুষ কে বশ করার ক্ষমতা অসীম " আমি যদি তোমার চোখের সামনে মিথ্যা বলি , তোমার কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। কথাগুলো মিত্যাও না। সেগুলো সত্যি , আমার সত্যি। এবং তুমি সেগুলি বিশ্বাস করো , কারণ সেগুলি মিথ্যার মত নোয়। যদি বিশ্বাস না কর, তাহলে তুমি তোমার নিজের মানসিক ভারসাম্য সম্পর্কে চিন্তায় পড়ে যাবে । যেটা তোমার আগে থেকেই ছিল, কারণ তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে। কিন্তু আমার সাথে মিশে তোমার লাভ ? লাভ আছে , আরো অনেককিছু আছে। কারণ আমি এতটাই মূল্যবান !! "

বব লারসন লিখেছেন " ধর্মগুরু র খুব ভালো করে এটা জানেন , যে কোনো বিশ্বাসী অনুগামী দের মধ্যে একটি চিন্তা ধরা কোনোমতেই একবার ডুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তারা সেই বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে সব কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবেন। প্রয়েকটা কথা, বাণী , আদেশ কে মানতে শুরু করবে। তার মন সবকিছুকে ই বিনা বাক্যে স্বীকার করে নিতে শিখে যাবে , এবং সে এটাও বিশ্বাস করতে পারবে যে তার গুরু ই স্বয়ং ঈশ্বর। "

আবু বকর মোঃ কে অনুরোধ করলেন বিবাহের পর যাতে তিনি অন্তত তিনবছর অপেক্ষা করেন বিবাহ সুসম্পূর্ণ করার জন্য। মোঃ রাজি হলেন এবং তার মধ্যে তার এক মৃত অনুগামীরা স্ত্রী সওদা কে বিয়ে করলেন।

বেহিসাব নারী কে বিবাহ করে অথবা যৌনদাসী বানিয়ে মোঃ এক হরেক সৃষ্টি করেছিলেন। খাদিজা র মৃত্যুর খতিপুরণ করতে চেয়েছিকেন যুবতী নারী দের সাথে সহবাসের মাধ্যমে। তার হারেমে তিনি একের পর এক নারী যুক্ত করতে থাকলেন, তাদের সাথে সময় কাটাতে থাকলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কেও ই খাদিজার মত তাকে মানসিক পরিতৃপ্ত দিতে পারলো না।তার শিশুসুলভ আবদার মেটাতে এবং স্নেহ করতে এক মাতৃ স্নেহময়ী নারী র প্রয়োজন ছিল। যেটা তার হারেমের তরুণী দের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব ছিল না , যখন মোঃ ছিলেন তাদের ঠাকুরদার বয়সই।

((মোঃ এর নিজের উদ্দ্যেশ্য র প্রতি বিশ্বাস))

বালক বিয়স থেকেই মোঃ মক্কায় আয়োজিত অকাজ উৎসবে যেতেন। সেখানে মক্কাবাসী এবং সমগ্র আরবের লোক একত্রিত হযে আনন্দে নেচে গেয়ে দিন কাটতো। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক রা বাইবেল এর গল্প জোরে জোরে পরে শোনাতেন ।কিছু লোক বিখ্যাত রাজা দের দেশ জয়ের গল্প, মানুষদের কাহিনী শোনাতেন উন্মুক্ত দর্শকের সামনে। বালক মোঃ মুগ্ধ হতে সেগুলি শুনতেন , এবং এরকম খ্যাতি, ভালোবাসা , সম্মান অর্জন করতে চাইতেন।   " কি ভালোই না হতো যদি আমি কোনো রাজা, বীর যোদ্ধা,

ধর্মগুরু হতে পারতাম , সেরকম সম্মান পেতাম, ভালোবাসা পেতাম ,লোকের ভয় এর কারণ হতে পারতাম " এদিকে তার যুবক বয়ষে তার স্নেহময়ী স্ত্রী তাকে বোঝতে শুরু করলেন তিনি একজন দেবদূত , তখন তার দিবাস্বপ্ন স্বার্থক হলো । তার মনে হলো ঈশ্বর এতদিন পর তার দিকে মুখ তুলে ছেয়েছেন, পৃথিবীতে তার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। এবং এত লোকের মধ্যে থেকে তাকেই জননায়ক, মাশিহা হবার জন্য নির্বাচন করেছেন।

তোমার পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমার যদি বিন্দুমাত্র সংশয় ও থাকে তুমি কখনোই অন্য লোককে সেটা প্রতিত করতে করবে না। মোঃ নিজের দৌত্যে একদম সিধন্তকর ছিলেন। তার চিন্তাভাবনা এত মহৎ ছিল , নিজের প্রতি এবং তার স্তৃষ্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে তার অনুগামীদের মধ্যেও সেই বিশ্বাসের জোয়ার চাপিয়ে পড়েছিল, তারা মোঃ এর জন্য হত্যা, লুটপাট করতে ,বাড়ি ঘর সব পেছনে ফেলে তাকে অনুসরণ করতে রাজি ছিলেন।

নিজে একটিও যুদ্ধ না করেই মোঃ তার বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। স্বগীয় পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে , অমরত্বের আশা জাগিয়ে তিনি তার অনুগামীদের যুধেদ পাঠিয়েছিলেন, তাদের ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন । শ্বকামী মানুষরা মিথ্যাকথা বলায় ওস্তাদ। কিন্তু হাস্যকর ভাবে তারাই তাদের বলা মিথ্যার প্রথম স্বীকার। তারা নিজের নির্গুনতা তাকে ঢাকতে, মিথ্যা গুণগান করে , নিজের অহং পরিতৃপ্ত করে। মিথ্যার জলে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলে যে তার বেরিয়ে আসার কোনো পথ থাকে

না এবং তাদের কেও সন্দেহ করলে তাকে শত্রুপক্ষ মনে করতে তাদের সময় লাগে না। ভ্যাকনিন বলেন " স্বকামী ব্যক্তিরা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে পিছুপা হয়না এবং যদি কেউ তাদের উপর সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ও পিছপা হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে, মানুষ মেরে, যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা নিজেদের প্রশংসিত আত্মমর্যাদা কে বজায় রাখতে চাই। তাদের নকল অহম এভাবে আত্ম পরিতৃপ্তি লাভ করে"

এ থেকেই আমরা মহম্মদের অবিরত যুদ্ধযাত্রা করার ব্যাখ্যা দিতে পারি। যুদ্ধের নাটক, মানুষ হত্যা এবং অবিরত লুটপাট,ক্ষমতা লাভ তার স্বাকামি মানসিকতাকে তৃপ্ত করে। সব থেকে বড় কথা হল স্বকামী ব্যক্তিরা তাদের তৈরী মিথ্যা কথাকে এই সব থেকে বেশি বিশ্বাস করি এটাই তাদের সত্যি এবং শক্তি।

ব্যাক নিন এটাও জানিয়েছেন যে "স্বাকমীরা মিথ্যেবাদীর রাজা হলেও তারা নিজেরা মিথ্যা এবং সত্যের মধ্যে যে পার্থক্য সে সম্পর্কে সচেতন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে কার পার্থক্য সম্পর্কেও প্রকাশ্য জ্ঞান তাদের আছে। কিন্তু তারা সামাজিক সত্যি বিশ্বাস করতে রাজি নয়। তারা নিজেদের সুবিধামতো ,নিজের বিকৃত মানসিকতার সুবিধামতো নিজের সত্য তৈরি করে এবং সেই সত্যরূপে মিথ্যাকে তাদের আত্মবিশ্বাস এর মাধ্যমে অগণিত লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। তারা যুক্তি থেকে কল্পিত কাহিনীতে বেশি বিশ্বাস করে এবং তাদের সেই কল্পনাকে রূপ দিতে তারা যে কোনো কার্য সম্পন্ন করতে পারে। " মোহাম্মদের ক্ষেত্রেও আমরা সেটাই হতে দেখি। তাই মস্ত বাক্য বলে মিথ্যা সাজিয়ে দিয়ে অপরিচিত

লোকজন কে নিজের জালে তেকে নেয়, তাদের দিয়ে পুতুলের মত ইছাখুশি কাজ করায়। আবার তার গিরগিটির মত চরিত্র পাল্টাতে থাকে এবং তার স্বার্থে কোনো ব্যাঘাত ঘটলে সে নিজের অনুগামীরা পেছনে ছুরি মারতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। মোহাম্মদের এই অবিচল আত্মবিশ্বাসের পেছনে ও হাত আছে খাদিজা এবং তার প্রশ্রয় এর।

এখন এটা বোঝা টা একটু কষ্টসাধ্য। ভাকনিণ এদিকে বলেছেন যে স্বকামই ব্যক্তিরা যুক্তির থেকে কল্পকাহিনীতে বেশি বিশ্বাস করে, অপরদিকে তিনি এটাও বলেছেন যে বাস্তবতা থেকে পালাতে গিয়ে তারা কল্পকাহিনীর আশ্রয় নেন। স্বকাম দের বাস্তবতার প্রতি গ্রয্যতা যেমন পাতলা তেমিনি তারা নিজেদের কল্পনা কাহিনী তৈরিতে পারদর্শী। বলাই বাহুল্য কল্পনা মিথ্যারই আরেক রূপ। এবং গল্পের মতোই তাদের কল্পনা পাল্টাতে থাকে,পরিস্তিতি উপর নির্ভশীল তাদের কল্পনায় সেভাবেই পাল্টায়।

বেশিরভাগ সময় আমরা এটাই বিশ্বাস করি হয় একটি ব্যক্তি পাগল হয় নইতো সে মিত্যবদি হয়,দুটো একসাথে হওয়ার সম্ভাব না। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সত্যি নয়। প্রায় ই দেখা যায় জেল থেকে দোষীরা তাদের শাস্তি থেকে পালাতে পাগলামি নাটক করছে। কোর্ট এমনকি মনোবিদরা ও তাদের এই নাটকের জালে পা দিয়ে বিশ্বাস করে ফেলে। এবং এই ঘটনা ধীরে ধীরে মূর্খতার পর্যায়ে চলে গিয়েছে। 58 বছর বয়সী জেমস প্যাসেনজা বলে এক ব্যক্তি যাকে তার কম্পানি বহিষ্কার করেছিল কারণ সে কাজের সমকি কম্পানি র কম্পিউটার থেকে অশ্লীলতা পূর্ণ কাজকর্ম করতো এবং দেখতো। সেই ব্যক্তি উল্টে তার মালিক কের বিরুদ্ধে মামলা করে মিথ্যা অভিযোগে

ফাঁসানোর জন্য। এবং IBM তাকে শাস্তির বদলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। সেই ব্যক্তি 5 লাখ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ পায়।আমি এটা না ভেবে থাকতে করি না যে বিচারক ও নিশ্চই সেই ব্যক্তির মতোই এই বিকৃতকাম লম্পট ছিল।

সত্যিটা হল এই যে সকল ব্যক্তিরা তাদের ঘৃণ্য কাজ কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। নিউইয়র্কের এক সিরিয়াল কিলার কোর্ট থেকে এই বলে জামিন পায় যে সে যখন খুন গুলি করেছিল তখন সে মানসিকভাবে সুস্থ ছিল না, তাই তার এই কাজের জন্য সে নিজে দায়ী নয় কিন্তু এখানে এটা বলা যেতে পারে যে সে তার কাজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল এটা তারা অনেক নাটকের মধ্যে আরেকটি নাটক। অনেকে এটাও বলেন যে সকল ব্যক্তিরা যে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য জানে তাই নয়, তারা কেবলমাত্র মনোযোগ আকর্ষণের কারণেই এই ধরনের খুনখারাপি লুটপাট জাতীয় কাজকর্ম করে থাকে। সমাজ প্রচলিত বিবেকবোধ বলে কোন বস্তু তাদের মানসিকতা থাকে না। তারা জানে তারা যেটা করছে সেটা ভুল ঘৃণ্য। কিন্তু তাতে তাদের কোন বিবেক পার্থক্য জাগে না। মোহাম্মদ আরবের গ্রামের পর গ্রামে ডাকাতি চালিয়েছেন, অগণিত মানুষ মেরেছেন, তাদের ভূ-সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিয়েছেন। অথচ তাঁর এক অনুগামী কে মারার জন্য তিনি 8 জন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। বিবাহিত বিওয়া সত্ত্বেও নারী দের উপর ধর্ষণ অত্যাচার চালিয়েছেন ।অথচ তার নিজের শরীরের দিকে যদি পরপুরুষ টাকায় সেটা আমি সহ্য করে সহ্য করেন নি সেখানেও অত্যাচার এবং হত্যালীলা চালিয়েছেন। এবং সর্বোপরি কোরআনের বাণী এবং উক্তির মধ্য দিয়ে তার এই হত্যালীলা র ন্যায্যতা বিচার করেছেন। তার কোন

অনুগামিনী স্বাধীন ইচ্ছা থাকার অধিকার তিনি দেননি। সবার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েই তিনি নিজের রাজত্ব কায়েম করেছেন। তাদের মানসিক ভারসাম্য হিনতার সুযোগ নিয়ে বিশাল ধর্ম প্রচারে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং মোঃ একাধারে উন্মাদ এবং মিথ্যাবাদী ছিলেন। এবং এটা তখনই সম্ভব যখন কেও সমাজবিরোধী আত্মরতি কামি হয়।

(((বিভাজন এবং রাজত্বের আরো কিছু নীতি))

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মোঃ কিভাবে তার অনুগামীদের তাদের পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য করেছিলেন ,এবং তাদের ত্যাগ স্বীকার কে নিজের বলে দাবী করেছিলেন, তাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করার জন্য। তার অনুগামী পরিযায়ীদের কে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তারা আর কোনদিনও তাদের পিছনে ফেলে আসা পরিবারের সাথে কোন রকম সম্পর্ক না রাখে। কিন্তু তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও কিছু অনুগামী তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন কারণ তারাও অর্থকষ্ট ভুগছিলেন বিদেশ-বিভুঁইয়ে তাদের অর্থসংস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। সেই অনুগামীদের কে রুখতে মোঃ কোরআনের এই বাণী গুলো তৈরি করেন

" O! you who believe ! take not my enemies and yours as friends (or protectors)offering them (your) love even though they have rejected the truth that has come to you and have(on the contrary)

drive in out the profit and your cells from (your home's), (simply)because you believe in Allah your lord ! if you have come out to strive in my way, and to seek my good pleasure, take them not as friends holding secret Converse of love and friendship with them. for I know full well all that you conceal and all that you reveal and any of you that do this has strayed from the straight path" (Q, 60:1)

এবং এর বিপরীতে একটি উক্তি আমরা পরে জানতে পারি " oh you believe ! take not for protect your fathers and your brothers if they love in definitely above faith! if any of you do so, they do wrong" (Q, 9:23)

কিন্তু মোঃ তার অনুগামীদের কে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এত ব্যস্ত কেনো ছিলেন ? ভকনিণ বলেন " স্বাকামই তাদের দলের একদম কেন্দ্রে থাকতে চাই তার অনুগামীদের থেকে, স্ত্রীর থেকে, সন্তানের থেকে, পরিবারের সমস্ত সদস্যের অখণ্ড মনোযোগ দাবি করে। নিজেকে তোষণের এবং বিশেষ আচরণের যোগ্য বলে মনে করে।যারা তাঁর এই দাবি এবং মানসিক তৃপ্তি পূর্ণ করতে পারেনা তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তার শিক্ষা ,মতবাদ জোর করে চাপিয়ে দিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করে। তার কল্পিত উচ্চ মাহাত্ম্যের গুরুত্ব কেউ বুঝতে অক্ষম হলে তাকে বোঝানোর জন্য নিজের মহত্বের কাহিনী শোনাতে থাকে । যদিও দেখা যায় সেগুলি মিথ্যা।"

মক্কায় থাকাকালীন মোহাম্মদ তার অনুগামীদের এই অখণ্ড মনোযোগ এবং আনুগত্য পাননি, কারণ তাদের পরিবার তাদের পিছু টান হয়ে দেখা দিয়েছিল। মক্কাবাসীরা মোহাম্মদ এর অকর্মণ্যতার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাদের বাড়ি ছেলেমেয়েদেরকে মোহাম্মদের সাথে মিশতে তাঁরা অনুমতি দিতেন না। প্রথমে মোঃ তার প্রথম বিশ্বস্ত অনুগামীদের আবিসিনিয়া তে পাঠিয়ে দিলেন ,পরে তিনি ইয়াথ্রিব শহরের আরবদের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং সেই শহরে যাওয়ার মনস্থির করেন। এমনকি তিনি ইয়াট্রিব নামও পাল্টে দেন এবং সেটিকে নতুনভাবে নামকরণ করেন "মাদিনাতুল নবী" বা নবীর শহর হিসেবে।

ভাকনিনা বলেছেন " স প্রচারিত ধর্মগুরুরা তার অনুগামীদের কে নিজের চারিদিকে , কেন্দ্রে চারিদিকে টেনে রাখতে পছন্দ করেন। তার মতবাদ সে যতই বিকৃত হোক না কেন সেগুলো তাদেরকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সে নিজেকে শত্রু বলে বিবেচিত করে অনুগামীদের কে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় , কাল্পনিক শত্রু বিচারের প্রবণতাও তাদের থাকে "

লক্ষ্য পারো যে এই সবই মোহাম্মদ এবং মুসলিমদের ক্ষেত্রে কার্যকরী। মোঃ সবসময় তার চারিদিকে অগণিত সূত্র দেখতে পেতেন। তিনি কাল্পনিক প্রাগৈতিহাসিক মিথিক্যাল প্রানী যেমন জিন, পরী, মিরাজ , এ বিশ্বাস করতো।

ভ্যাকনিণ এর মতে " the narcissist claims to be infallible superior talented skillful omnipotent and omniscient. He often lies and confabulate to support these unfounded claims. within his cult he expects of admiration ,adulation, and constant attention to communicate with his outlandish stories and assertions . If thinking is dogmatic , rigid and doctrines. He does not welcome free thoughts ,pluralism or free speech and does not group criticism and disagreement. he demands - and often gets complete rest and relation to his capable hands of all decision -making. he closely monitors and sensors information from the outside exposing his captive audience only to selected data and analysis"

স্বকামো ব্যক্তিদের মানসিকতা বুঝ্রা করতে গিয়ে ভাকনিন যেনো স্বয়ং মোঃ এর মানসিকতা এবং চিন্তা ধরা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং এটাও প্রমাণিত যে বেশিরভাগ মৌলবাদী অথবা মধ্যপন্থী মুসলিম রাই তাদের নবীর মতোই উগ্রচিত্ত এবং আত্মকামি।

((ইসলাম এবং এক স্বকমী ধর্ম গুরুর মধ্যে তুলনা))

সবার প্রথমে দেখা যাক যে ভাকমিণ স্বকামী ধর্মগুরুদের সম্পর্কে কি বলেছেন৷

একজন স্বামী ধর্মগুরু দত্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী সে সব সময় তার দলে জড়ানোর জন্য নতুন লোক খুঁজতে থাকে। সে যেই হোক না কেন ,তার সহধর্মিনীর বন্ধু, নিজের মেয়ের বন্ধুরা ,প্রতিবেশী কর্মক্ষেত্রে নতুন পরিচিত লোক। এবং সাথে সাথে সে তাদের ধর্ম, মত ,বিশ্বাস, পাল্টে তাদেরকে নিজের (ধর্মগুরুর) দলে যোগ দেয়ার জন্য জোর করতে থাকে তাদেরকে বোঝাতে থাকে যে সে কতটা ভালো এবং প্রশংসনীয়। মোট কথা হল সে তার আত্মরতিমূলক কামনা চরিতার্থ করার জন্য সব সময় অনুগামী খুঁজতে ব্যস্ত থাকে।

বেশিরভাগ সময় তারেই হজের ব্যবহার আসল বাবার থেকে অনেক আলাদা হয়। নতুন লোকেদের কাছে একজন স্বকমই ব্যক্তি হয় আকর্ষণীয়, মনোযোগ পূর্ণ , সমব্যথীএবং সহায়ক। যেখানে প্রকৃত পক্ষে সে একটি নিষ্ঠুর ,নির্মম, নির্বিকার , অত্যাচারী , কতৃত্তস্থাপন কারি মানুষ। সে তার দাবি পূরণ করতে পারবে এমন মানুষই খোঁজে। কিছু কিছু সময় এটাও দেখা যায় যে সকামিরা কিছু নিয়ম-কানুন ও পালন করছে।

এটি ব্যতিক্রম। আর যা কিছু দোষ-গুণ সংশয় সে লুকিয়ে রাখে। আস্তরণের পর আস্তরণ চাপিয়ে সে তার প্রকৃত মানসিকতাকে মানুষের চোখ থেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করে।

তারা চারিপাশে শত্রু দেখতে পায়। এটাও তাদের হিন্যমিন্যতার এক নিদর্শন। তাদের কথা খেলাপ কেও করলেই তাকে শত্রু

বানিয়ে দেয় এবং মনে মনে তার ধ্বংস কামনা করা শুরু করে দেই। মোট কথা এটা ভয়ঙ্কর মানব অকল্যাণকর।"

এখন এই তথ্যের সাথে মোঃ এর মানসিকতা এবং তার ধর্মের তত্ত্ব মিলিয়ে দেখা যাক।

ইসলাম একাধারে দত্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী। মা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মাধ্যমে বিশ্ব জয় করা। তিনি সবাইকে জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন তার পরিবার পরিজনদের কেউ বাদ দেননি। তার নানা আবু তালিব কেউ তার মৃত্যু সজ্জাতে ইসলাম গ্রহণ করতে জোর করে ছিলেন এবং তিনি রাজি না হলে তার শেষকৃত্যে উপস্থিত হতে অস্বীকার করেছেন। মোহাম্মদের জীবনে আবু তালিবের অপরিসীম ঘুরতে থাকা সত্ত্বেও তাকে অখন্ড নরকবাসের অভিশাপ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মোঃ আবু তালিবের পরিবারের বাকি লোকদের কে ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছিলেন এবং তাদের বহু পুরুষের বাসভূমি মক্কা ছেড়ে তাদেরকে আবাসিনিয়া পাঠিয়েছিলেন।

যখন তার অনুগামীরা সংখ্যা কম ছিল মোঃ ছিলেন মিষ্ট বাক্য ব্যয়ী, মনোযোগ পূর্ণ,সাহায্যকারী আকর্ষণীও, ব্যক্তিত্ববান মানুষ। তার সেই সময়ে লেখা কোরআনের বাণী এবং পরবর্তীতে মদিনা থেকে লেখা কোরআনের বাণী র মধ্যে বিপুল বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। মদিনা টে গিয়ে ক্ষমতা অর্জন করার পর তিনি হতে উঠলেন অত্যাচারী,কামার্ত, ডাকাত দলের নেতা। হত্যা করে,মানুষ মেরে জীবন কাটাতে শুরু করলেন। অবিশ্বাসীদের দের জিঝাহ র শাস্তি দিতে লাগলেন।

নিচে তার মক্কা থাকাকালীন বাণীর কিছু উদাহরণ দেওয়া হল

1. Be patient with what they say and part from them courteously (Q,73:10)

2. To be your religion and to me my religion (Q, 109:6)

3. Therefore be patient with what they say and celebrate constantly the price of your lord (50:39)

4. Speak well to men(2:83)

5. We will know what the infield say but you and not to compile them(50:45)

6. Hold to forgiveness command what is right but turn away from the ignorant(7:199)

7. Pardon thou with the gracious pardoning(15:85)

8. Tell those who believe to forgive those who do not look forward to the days of Allah (Q,45:14)

9. Those who follow the scriptures and the Christian any who believe in Allah and the last day and work right a snake's shall have their yard with their lord on them shall be no fair not shall they grieve(Q,2:62)

10. And do not dispute with the followers of the book except by what is best (Q,29:46)

এবারর এই বাণী গুলির সাথে ক্ষমতাশালী মোঃ দ্বারা রচিত পরবর্তী বাণীর তুলনা করে দেখা যাক

•

1. O you who believe murder those of the believe disbelievers and let them find harshness in you.(9:123)

2. I will in still 13 into the hearts of unbelievers smite above their necks and smite all their f fingertips off.(8:12)

3. who is desire another religion than Islam it shall not be accepted of him.(3:85)

4)kill them wherever you find them and try them out from wherever they drov you out(2:191))

5)Fight them on until there is no more dissension and religion becomes that of Allah.(8:39)

6)Fight them and Allah will punish them by your hands, cover them with shame.(9:14)

7)make no excuses, you have rejected faith after you had accepted it if we pardon some of you ,we will punish other amongst you for that they are in sin(9:66)

8)You who believe ! The Mushrikun unbelievers and najasun impures . So let them not come near al masjid al haram the grand mosque of Allah after this year.(9:28)

9) slay the idolaters wherever you find them(9:5)

10)find those who do not believe in Allah and the last day and find people of the book who do not accept the religion of truth (Islam) and till they pay tribute by hand being inferior.(9:29)

মোহাম্মদ মদিনা যাওয়ার পর কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলেন, ভালো থেকে খারাপের দিকে কোরআনের এই বাণী গুলি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নম্র-ভদ্র সহমর্মী ধর্মপ্রচারক থেকে মোহাম্মদ অত্যাচারী, সংশয়পূর্ণ , জগন্য মানুষের পরিণত হয়েছিলেন।

যাইহোক , বদর এর যুদ্ধের পর পর এ মোঃ এই চূড়ান্ত মানসিক পরিবর্তন ঘটে। Muir বলেন

" বন্দীদের নবীর সামনে হাজির করা হলে তিনি প্রত্যেককে ভালোভাবে দেখতে লাগলেন, বিচার করতে লাগলেন। তখন তার চোখ

পড়লো নাদির এর উপর। নাদির ভয় পেয়ে কাপতে কাপতে বললো ' ওই দৃষ্টি খুনীর দৃষ্টি।' একজন বলল না তোমার মনের ভুল ওটা।

তাকে মারতে উদ্যত হলে সে চিৎকার করে জানালো 'কুরাইশ টা তোমাকে বন্দী করলেও তোমাকে তারা কক্ষনো মেরে ফেলত না'। মোঃ 'জানালেন 'আমরা তোমাদের মত নই। ইসলাম সবার উর্ধে এবং আলাদা ' । যুদ্ধের সব ছুরি করা মালপত্র মোঃ এর কাছে জড়ো করা হলো আল্লাহ কে নিবেদন করার জন্য ।

দুদিন পর মদিনা টে যাবার পথে আরেকজন বন্দী ওয়াবা কে মারার ব্যবস্থা করা হলো । সে কেদে জানালো ' আমার ছোট্ট মেয়েটা ? তার খেয়াল রাখবেe কে ?' ক্ষুব্ধ মোঃ বললেন ' নরকের আগুন! তোমরা সব অবিশ্বাসী, আল্লাহ এর গুরুত্ব বোঝ না , তোমাদের জন্য নরকের জ্বলন্ত আগুনের আঁচ এ শ্রেয়' "

ওই যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে এমন কিছু লোক ও ছিল যারা মক্কা টে থাকাকালীন মোঃ এর সাথে বাজে ব্যবহার করেছিল। তাদেরকেও মোঃ একইভাবে নিপিড়ন করে হত্যা করেন । এমনকি তার নিজের মেয়ে জয়নাব এর স্বামী ও তাদের মধ্যে একজন ছিল। জাইনাব নিজের স্বামীকে বাঁচাতে তার মা খাদিজা র কাছ থেকে পাওয়া এক রত্নখোচিত হার মোঃ কে পাঠান। মোঃ খুশি হীন এবং আবুল আস কে ছেরে দিতে রাজি হন।তার বদলে তিনি বলেন যে জাইনব কে তার স্বামীকে কে ত্যাগ করে মদিনাতে মোঃ এর কাছে চলে আসতে হবে। বাকি বন্দী দের পরিবার দেরকে তাদের ছড়ানোর

জন্য মুক্তিপণ দিতে হয়েছিল, যারা দিতে পারেনি, তাদের মেরে দেওয়া হয়েছে।

তিনি এতটাই নির্মম হয়ে উঠেছিলেন যে নিজের আত্মীয় পরিজনদের কোনরকম দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানোর সুযোগ দেননি। নিজের স্বামীকে বাঁচাতে জয়নাবকে মোহাম্মদের সাথে মদিনায় চলে আসতে হয়। আবুল আস তখনই ছাড়া পান। জাইনাব মদিনা টে গিয়ে ঘোষণা করেন "আমি মোহাম্মদের শরণার্থী হয়ে আমার স্বামীকে বাচিয়েছি।"। এর উত্তরে মোঃ ও ঘোষণা করেন যে" আমি জয়নাবের স্বামীকে রক্ষা করেছি এবং জনাব যাকে যাকে রক্ষা করতে চাইবে আমি তাকেও সুরক্ষা দেব" কিন্তু তার স্ত্রী কে ছেড়ে থাকতে না পেরে আবুল আস ও মদিনা চলে আসেন। জায়নাব আবুল আস এর সাথে দেখা করে, তার প্রেম নিবেদন করেন এবং তাকেও ইসলাম গ্রহণের কথা বলে এবং তার সাথে বাকি জীবন কাটানোর পন নেন। যদিও তাদের মিলনের কিছুদিনের মধ্যেই জেনাব অসুস্থ হলে পরে এবং মারা যায়।

এমনকি আজকের দিন ও মুসলমানরা তাদের প্রেমিক বা প্রেমিকাকে তাদের নিজের ধর্ম পরিবর্তন করল ইসলাম গ্রহণে জোর করে। দুর্ভাগ্যবশত তাদের মধ্যে অনেকেই এই চাপের মুখে পড়ে ইসলাম নিয়ে নেয়। এবং পরবর্তীতে প্রায়শই দেখা যায় সেই বিবাহ ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করেছে। যাকে চাপ দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করানো হয়, সে নিজেকে ব্যবহৃত , নিপীড়িত মনে করতে শুরু করে। আত্মসম্মান হীন মানুষ র প্রায়শই ইসলামের ফাঁদে এবং লাভ জিহাদের ফাঁদে পা দেয় এবং এদের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইসলাম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

মুসলিম র দাবি করে যে ইসলাম এক শান্তিকামী এবং ধ্যার্য্যশিল ধর্ম। তারা প্রচন্ড সহায়ক, সম্মানী, কমনীয় ধর্ম। বাইরের বড়ো সমাজের সামনে তারা বিরাট সুন্দর নকল হাসি পরে ভালো সাজার নাটক করে। নিজেদের মধ্যে তারা যদিও খুব এ আলাদা এবং আতঙ্কিত ব্যবহার করে। একবার বিয়ে করে আনার পর এবং মাধুযাপন করার পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যে তাদের নকল হাসি ঝরে পড়ছে, তারা অত্যাচারী, হিন্য মানসিকতার নরপশু টে পরিণত হয়েছে।তারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করিতে বিনা বাক্য এ সব নিওক মেনে নেওয়ার আশা রাখে ।তাদের নিজেদের ধর্মে ফিরে যাবার কোনো আশা থাকে না।

এবং এই উদ্ভট ব্যবহার তারা শিখেছে স্বয়ং তাদের ধর্ম গুরু র কাছ থেকে। মোঃ নিজের যা ইচ্চা তাই করে তার অনুগামী দেরকেও অবাক করেছেন এবং তাদের সামনে অন্যায় করার নিত্য নতুন নিদর্শন হাজির করেছেন। তিনি যেমন খুনিদের কে জমি, রত্ন দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন , তেমনি যারাই তার ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো রকম কথা বলার সাহস দেখিয়েছে, তাদেরকে সমুলে উৎপাট করার ব্যবস্থা করেছেন। খুন ডাকাতি কে আল্লাহ র নির্দেশিত বাণী দিয়ে ন্যায্যতা লাভ করিয়েছেন। এবং তার কাজকে ফলসুল খিতাব (এন্ড অফ ডিসকাশন) বলে উল্লেখ করেছেন । এখানে তার কিছু নিদর্শন দেওয়া হলো

((মিথ্যার অনুমতিপত্র))

কোরআন অন্তত চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার বিধান দেই। কিন্তু মোঃ নিজে মনে করেছিলেন, কোনো কিছুই তাই এজা খুশি তাই করার হাত থেকে থামাতে পারবে না , এমনকি তার নিজের লেখা কল্পিত রম্যরচনা ও নই। তাই তিনি আবার নতুন বাণী বানালেন এই নিয়ে যে তিনি সর্বদা ব্যতিক্রমী এবং জিত খুশি তত নারীদের সাহচর্য, সে পত্নী হোক বা যৌনদাসী। তিনি পেতে পারেন ইচ্ছা করলেই। " this is only for you (o! Mohammad) and not for the believers……. in order that there should be no difficulty for you. And Allah is oftforgiving, most merciful"

কিন্তু মাত্র চারজন স্ত্রী যে নিয়ে মোঃ এর অসুবিধা কোথায় ? সমস্যা ছিল তার কামলোলুপ তা। আর এটা কেনো যে যখন মোঃ যুবক ছিলেন তার কোনো কামার্ত স্বভাব ছিল না , তিনি একজন বিগত যৌবনা নারী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন , কিন্তু তার ক্ষমতাই আসার সাথেসাথে নারীদের প্রতি তার লোভ বাড়তে লাগলো ? যখন নবী ধীরে ধীরে অক্ষম এবং বীর্যহীন নিয়ে পড়ছিলেন তখন তার কেনো এই ঔদার্যে র প্রকাশ ? এটা কি ক্ষমতা আরেক বহিঃপ্রকাশ ছিল ? নাকি তিনি অ পরিতৃপ্ত শিশুর মতো হতে উঠেছিলেন যে মিষ্টির , লজেন্সের দোকানে গিয়ে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না !?

একদিন মোঃ তার পত্নী এবং উমর এর কন্যা হাফসা র সাথে দেখা করতে গেলেন , এবং তার পরিচারিকা মারিয়া কে দেখে কামলিপ্ত হলেন। মারিয়া ছিল মিশরের মুকাকিস দ্বারা মোঃ এর জন্য প্রেরিত বিশেষ সুন্দরী নারী। মোঃ হাফসা কে ঘর থেকে সরানোর জন্য মিথ্যা কথা বললেন

এবং তাকে জানালেন যে তার বাবা তাকে ডাকছেন। হাফসা ঘর থেকে বেরোনোর সাতে সাতে তিনি মারিয়া কে হাফসার পালঙ্কে নিয়ে গেলেন এবং তারা সাথে যৌণ সঙ্গম করলেন। এদিকে হাফসা তার পিতার কাছে গিয়ে জানতে করলেন তিনি তাকে ডাকেননি, তিনি হতভম্ব হয়ে ফিরে এসে তার স্বামী কে তার পরিচারিকার সাথে যৌনক্রিয়া ই লিপ্ত দেখে কান্নাকাটি, শুরু করে দিলেন।(নারী ?!) তখন তাকে থামাতে মোঃ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি মারিয়া কে কখনো স্পর্শ করবেন না। কিন্তু মোঃ এর মারিয়ার প্রতি আকর্ষণ তখনও দুর হইনি, তিনি তাকে এরপরেও কামনা করতে লাগলেন।কিন্তু তার দেওয়া কথা তিনি ভাঙবেন কিভাবে ? কিন্তু যখন স্বয়ং আল্লাহ তোমার হাতের মুঠোই তখন তোমার তো নীয়ম বদলানোর অধিকার আছে তাই না ? তখন ধূর্ত মোঃ এর আল্লাহ তার উদ্ধার এ একেন এবং বললেন মোঃ মানব কল্যাণ এর জন্য তার শপথ ভঙ্গ করতেই পারেন ! (ওহ মোঃ !!) এবং সেই মিষ্টি মেয়ের সাথে আবার যখন খুশি সঙ্গম করতে পারেন ! কারণ সে তো মোঃ এর "সম্পদ"। সর্বশক্তি মান আল্লাহ কিনা শেষপর্যন্ত মোঃ এর জন্য দালালের কাজ ও করতে বাধ্য হলেন!! এমনকি মোঃ এর সামান্য বিবেক তাকে তার কামার্ত স্বভাব এর জন্য দংশন করা শুরু করলে আল্লাহ তাকে ধিক্কার জানালেন। তাকে তার কাম চরিতার্থ করার এবং নিজের সব ইচ্ছা পূরণ করার সম্পূর্ণ অনুমতি দেন করলেন। " O prophet ! Why do u ban yourself taht which Allah has made lawful to you, seeking to please your wives? And Allah is oftforgiving, most merciful . Allah has already

ordained for you(o men) , the dissolution of your oths. And Allah is your maula (lord , or master , or protector) and He is the all knower, the all wise." (Q,66:1-5)

ইবন সদ লেখান " নবীর মারিয়া র সাথে সহবাসের ঘটনা আবু বাকর উল্লেখ করেছেন। মোঃ যখন বাইরে আসেন তখন হাফসা বন্ধ দরজার সামনে বসে ছিলেন বললেন ' হে নবী , তুমি আমার বাড়িতে এটা করলে ? যখন তোমার আমাকে সময় দেবার কথা ? ' তখন নবী বলেন ' নিজেকে সংযত করো, আমাকে যেতে দাও,আমি মারিয়া কে আমার হারেমের অংশ বানাবো। ' হস্ফা রাজি হলে না , মোঃ কে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হতে বললেন। তখন নবী মারিয়া আর কোনোদিনও স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞা কর লেন। "

যদিও পরে কার্যের ন্যায্যতা তিনি সেই আল্লাহ র মাধ্যমে দিয়েছেন। ইবন ইসা আরো জানিয়েছেন " মোঃ জানান,যে হাফসা কে শান্ত করার জন্যেই তার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার অবতারণা। আল্লাহ তাকে কখনোই নিজেকে আবদ্ধ করতে বলেননি"

আল্লাহ র উৎপত্তি ই হিয়েছিল মোঃ কে ক্ষমতার শীর্ষে তোলার জন্য তাই না ? কিন্তু আল্লাহ র নীতি তাকে ই আবদ্ধ করে দেই, সেটা মোঃ সহ্য করবেন কেনো ? সেইজন্যেই তার এত চাতুরী, এত মিথ্যাচার। যেকোনো উপায়ে, ছলে বলে কৌশলে নিজেকে ক্ষমতার শীর্ষে রাখা , নিজের আধিপত্য বজায় রাখা ই মোঃ এর অন্তিম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বার বার অসংখ্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, দুরাচার এর মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন।

তার এই নিদর্শনের কারণেই আজ ও মুসলিম দের কাছে শপথের কোনো মূল্য নেই। তারা পরিস্তিতি মত প্রতিজ্ঞা করে , কিন্তু সময় এলেই সেটা ভাঙতে পিছপা হননা। আপনি এক মুসলিম কে তখনই বিশ্বাস করতে পারবেন যখন সে খাচাই বন্দী। যারা এটা বিশ্বাস করছেন না তারা তাদের অজ্ঞানতার দাম চোকাবেন । মুসলিম দের অমুসলিম দের প্রতি অত্যাচার তাদের সংখ্যার সাথে সমানুপাতিক। আমেরিকার মুসলিমরা শান্তিপূর্ণভাবে থাকে ইংল্যান্ডের মুসলিমদের থেকে; আবার ইংল্যান্ডের মুসলিমরা অনেক শান্তিপূর্ণভাবে তাকে ফ্রান্সের মুসলিমদের থেকে। কিন্তু এর সাথে সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন লেনাদেনা নেই। এর আসল কারণ হলো আমেরিকায় মুসলিমরা তাদের মোট জনসংখ্যার মাত্র 1%। আবার ইংল্যান্ডের মুসলিম র তাদের মোট জনসংখ্যার 4 % , ফ্রান্সের মুসলিমরা তাদের জনসংখ্যার 10 শতাংশ। এবং যে সমস্ত দেশে মুসলিমদের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি সেই দেশ আতঙ্ক, যুদ্ধ, কোলাহলে পরিপূর্ণ। তাদের ক্ষমতা এবং অত্যাচার বাড়তে থাকে তাদের সংখ্যার সাথে। শান্তিপূর্ণ মুসলিম রা কেবল থাকতে পারে আপনার জুতোর নিচে। ক্ষমতার বাইরে, সংখ্যা লঘিষ্ঠ হলে।

((নৈতিকতা লঙ্ঘন করার স্বাধীনতা))

একদিন মোঃ তার পালিত পুত্র জায়েদ এর বাড়ি গেলেন। সে বাড়ি ছিল না।তার বাড়িতে ঢুকে মোঃ তার স্ত্রী জাইনাব এর অর্ধনগ্ন শরীর দেখে ফেললেন এবং তার হৃদয়ের পরিবর্তন হলো। মনে সাথে সাথে কামনা

জেগে উঠলো। কমোত্তেজিত মোঃ আল্লাহ এর সুন্দর সৃষ্টির কথা বিড়বিড় করতে করতে ফিরে গেলেন।

জায়েদ একথা জানতে পারে বললো "আমি আমার স্ত্রী কে তালাক দিচ্ছি , আপনি ওকে গ্রহণ করুন " মোঃ তখন ভদ্রতার খাতিরে বললেন " keep your wife to yourself and fear Allah" (33:37) কিন্তু জায়েদ চলে যাওয়ার সাথে সাথে মোঃ এর মনে জায়নাব এর কমণীয় নারীদেহ, উদ্ধিত স্তন, এলো কেশের মোহ জাগলো এবং লোকের নিন্দা এবং সমালোচনা বন্ধ করতে তিনি তার বাণী পাল্টে বললেন " you did hide in yourself that page Allah will make manifest, you did there the people where are sala had a better write that you should fear him .so waves and had a complete his desire for her (ie divorced her) We gave her to you in marriage so that (in future)there may be no difficulty to believers in respect of (the marriage of) the wives of their adaptations when the latter had no desire to keep them, and Allah command must be fulfilled" (33:37)

যদিও কিছু বছর আগে মোঃ বলেছিলেন তিনি জান্নাতে গিয়ে দেখেছে জায়েদ এবং জাইনাব আল্লাহ দ্বারা প্রেরিত স্বর্জিত জুটি। কিন্তু নিজে সেই মেয়ে কে গ্রহণ করার সময় মোঃ সেই জান্নাতের গল্পের কথা মনে রইলো না।আরেকটি প্রমাণ যে মোঃ খুব ভালো জানতেন মিরাজ কেবলমাত্র কাহিনী, তার মনকল্পিত গল্পকথা।

মোঃ এর এই নিজের পুত্রবধূকে বিবাহ করা তার অনুগামীদের হতবুদ্ধি এবং বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল। কিন্তু আল্লাহ র কথার উপর কে কথা বলবে তাই না ? লোক এর মুখ বন্ধ করতে কোরআন শরীফ এ মোঃ লিখলেন যে তিনি কারোর পিতা নন, তিনি আল্লাহ এর দূত! বললেন ,স্বয়ং আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাইনাব কে বিয়ে করার। আর মোঃ এর লালোসাপূর্ণ ব্যবহারের কারণেই আজও ইসলাম এ দত্তক নেওয়া হারাম। ভগবান জানে কত অনাথ শিশু এই নিওম এর জন্য একটি ভালো পরিবারের অংশ হতে পারছেনা !!

((বিশেষ সুবিধা))

মোঃ ভোজের নতুন নিয়ম চালু করেছিলেন। যখন খুশি তখন খেতে পরতেন। যদিও বাকিদের সেটা করার অনুমতি ছিল না। ইবন শাদ লেখান " নবী বলতেন, আমরা নবীর যেমন সকালের নাশতা একটু দেরি করতে পারি , তেমনি রাত এর খাবার ও তাড়াতাড়ি খাওয়ার অনুমতি আমাদের আছে "

এটা তার যা খুশি তাই করার একটি উদাহরণ মাত্র। তার কনিষ্ঠা পত্নী এবং বুদ্ধিমতী আয়েশা যখন মোঃ এর সাথে জাইনান বিবাহ নিয়ে আল্লাহ এর অনুমতি র কথা শুনে বলেছিলেন " আল্লাহ দেখেছি তোমার নিজের শখ আহ্লাদ পূরণ করতেই সদা ব্যস্ত!"

কোনো যুদ্ধে মোঃ নিজে অস্ত্র ধরেননি। পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের অনুগামীদের মরতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যখনই কোথাও যেতেন তার পাশে ১২ জন সসস্ত্র সেনা থাকতো। সবাইকে জান্নাতের চিরবসন্ত এর , উন্নত স্তন হুর দের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে দিয়ে অন্যায়, কুকর্ম করিয়েছেন। তাদের সংশয় থাকলে আল্লাহ এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেম " it is not you to sley them it was Allah when thou threw(a handful of dust) it was not thy act but Allah's. in order that He might take the believers by gracious trial for himself for Halla is who heareth and knoweth(all things)"(8:17) বলেছেন আল্লাহ , তোমার আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে চান।

একইভাবে তিনি মদিনা এবং মক্কা টে থেকে সেখানকার লোকেদের সাথে যুদ্ধ চালিয়েছেন, তাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে পরে ধোঁকা দিয়েছন। নিজের অনুগামীদের কে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তির দখলদারি করেছেন। তার কীর্তি কলাপ এর কোনো শেষ নেই।

তিনি নিজেকে আইনের উর্ধে ভেবে সব বিবেক এবং নৈতিকতা লঙ্ঘন করেছেন। বাইরের মানুষ কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে একবার ইসলাম এ প্রবেশ করলে আল্লাহ এর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাদেরকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবেন , একদম নারী এবং শিশুদের মত। "By him in his whose hands were my life is! I would love to be martyred in Allah's cause and then come back to life

and get Martyred and then come back again and get Martyred again and come back and again and get married"

একজন দক্ষ ধর্মগুরু হিসেবে তিনি তাঁর চারিত্রিক উন্নতি সবাইকে দেখে সবার মন জয় করেছেন, তেমনি পরমুহূর্তে তার এবং ইসলামের স্বার্থের সামান্য আঘাত হলে তিনি তাদেরকে মেরে ফেলতে পিছপা হননি। রক্ষকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি যে ভক্ষকের কাজ করেছেন।

মধ্যযুগীয় আরবরা সাধারণ মানুষ ছিলেন কিন্তু তাদের আত্ম সম্মান এবং আত্মমর্যাদা জ্ঞান ছিল। এই মোঃ এর এই ছলচাতুরি তারা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি।পরে মক্কা এবং মদীনা লোক দল বেঁধে যুদ্ধ করতে গেলেও তাদের কে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে পাশে কেটে পড়েছেন। তাদের নিজেদের নগরেই নিজেদের অপরাধী বানিয়েছেন। ইসলামে দৌরাত্ম্যের আগে আরবের বিভিন্ন রাজ্যের লোকজন ভাবনাহীন হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তীর্থযাত্রায় যেতেন। জনপদ ছিল শান্ত এবং বিপদমুক্ত ইসলামে সৃষ্টি পর সেই একই জনপদ মারাত্মক রূপ ধারণ করলো, মৃত্যুর দূত হয়ে সামনে এসে দাড়ালো মুসলিম ডাকাতদল।

এরকমই একটি ঘটনা হলো, মোঃ নাখলাহ টে তার অনুগামীদের ডাকাতি করতে পাঠিয়েছিলেন । স্থানটি খেজুর গাছের জন্য বিখ্যাত ।সেখানে গিয়ে তারা সেই স্থান দখল করে নিলেন এবং সেখানকার মাখন কিশমিশ মদ এবং অন্যান্য সামগ্রী চালান কারী ক্যারাভান গুলোতে গিয়ে আক্রমণ চালা লো। একমাত্র আব্দুল্লাহ এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত ছিল, বাকি

অনুগামীরা দেওয়া চিঠি খুলে তারা দেখলেন তাদের গুরু তাদেরকে পবিত্র মাসে হত্যা করার উপদেশ দিয়েছেন, তাদের সংশয় উপস্তিত হলো। তবুও তারা থামলোনা । ঘাপটি মেরে দুদিন বসে থাকার পর তৃতীয় দিনে শহরে ঢোকার মুখে তাদের আক্রমণ করে তাদের মাথা কামিয়ে জনসম্মুখে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের সমস্ত মালপত্র নিয়ে মোহাম্মদের কাছে ফিরে গেল। ইসলামীও বিচার বুদ্ধি এতটাই দূষিত ছিল যে তাদের জন্ম থেকে পালন করে আশা পবিত্র মাসের ভূমিকাও তুচ্ছ হতে গেলো।

মোহাম্মদ এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এরকম ঘটনার সংখ্যা অত্যাধিক। সমগ্র আরব তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল, এবং মোঃ যেমন চতুরতার সাথে ভালো সেজে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে এগিয়ে গিয়ে , পরবর্তীতে সেই বিশ্বাস ভেঙে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছিলম। একই কাজ তার অনুগামীরা আজও করে চলেছে।

((**সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ**))

ইসলাম মানেই হলো আনুগত্য। কোরআন শরীফে বলা আছে "no believing men and no believing women has a choice in their own affairs when Allah and his messenger have decided on an issue "(33:36) এমনকি অমুসলিমরাও বিকল্প নয় ।হয় তাদেরকে নতি স্বীকার করতে হবে, নয়তো নিহত হতে হবে। ইসলামের সমালোচনা, এবং আপত্তির মানে বেইমানি। এবং সকালে ব্যক্তিদের কাছে আপত্তি এবং সমালোচনা হলো অসহনীয়। যেকোনো

রকম আপত্তি তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন এর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের কাছে হুমকি বলে মনে হয়। ছোটবেলাকার পরিত্যাগের স্মৃতি তাদের কমনীয় মানসিক ভারসাম্য কে নাড়িয়ে দেয় ।তারা আহত হয় এবং প্রতিশোধ খোঁজে।

মোহাম্মদের সবাই তার বিরুদ্ধে তাকে মারার জন্য ষড়যন্ত্র রচনা করছে এবং তার জন্য তিনি সব জায়গায় গুপ্তচর লাগে রেখেছিলেন। এমনকি তিনি এক গুপ্তচরকে আরে গুপ্তচরের উপর নজর রাখতে ও বলতেন। এবং আজকের দিনেও মুসলমানরা মোঃ এর স্বাভাবের পুনরাবৃত্তি করে আসছে। এর ফলস্বরূপ শুধুমাত্র ইসলামিক দেশগুলোতেই নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে অমীমাংসিত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাইরে দুনিয়া সম্পর্কে একটু খবর নিলেই এই বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়।

((মোঃ এর পবিত্র আরাধনা))

মোহাম্মদ বাইরে জগতে ভদ্র মানুষ সেজে থাকার অভিনয় করলেও, নিজের দলের মধ্যে নিজের অনুগামীদের কে তিনি বলতেন তাকে দেবতার মত পুজো করে সন্তুষ্ট রাখতে। ইসলামের সাথে ভগবান এবং আল্লাহর প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো সম্পর্কই নেই। যেটা আছে তা হলো মোহাম্মদের আত্মতৃপ্তির জন্য তার আরাধনা।

মিশরীয় মুফতি ডাক্তার আলী গামা র লেখা বই "রিলিজিয়ান এন্ড লাইফ মর্ডান এভরিডে ফটাওয়াজ" নবী মোহাম্মদের মূত্র কে পবিত্র বলে উল্লেখ করা আছে । এবং সেটি পান করে তার আশীর্বাদ নেওয়ার ঘটনাও ঘটছে এমন বিবৃতি আছে। যেমন হাদীথ এ উল্লেখ আছে "

আইমান নবী র পবিত্র মূত্র পান করলে মোঃ তাকে বললেন ' এই দেহ নরকের আগুনে যাবে না কারণ এটি পবিত্র নবীর দেহের নির্যাস ধারণ করছে' "

এই আশীর্বাদ নবীর সম্মনীয় ঘাম, চুল, লালা অথবা রক্ত পান করলেও পাওয়া যায়। কারণ যে আল্লাহর প্রতি প্রেম প্রকাশ করতে পারে সে তার দূতের কোনকিছুতেই ঘৃণা করতে পারে না। একদম যেমন একজন মা তার সন্তানের বিষ্ঠা থেকে ঘৃণা বোধ করে না "

Dr গুমা জানিয়েছেন ," আমাদের নবীর সম্পূর্ণ দেবী পবিত্র সেখানে কোন পাপ নেই পাপ থাকতে পারে নাম ঘৃনা উদ্রেককারী কোন বস্তু নেই। উম্ম হারাম পবিত্র নবীর দেহ নির্যাস সংগ্রহ করে তাই আল মদিনার মানুষের মধ্যে বিলি করতেন "

Hadith এ আছে " কিসরা এবং কাইসার এর দিনে ভক্তরা মোঃ এর মুখ নিঃসৃত লালা কে মাটিতে পড়তে না দিতে গ্রহণ করেছিলেন, তারা জান্নাতের শেষ সীমা ই পৌঁছান "

যদিও ডক্টর ঘুমার যুক্তি অনেক মুসলিম কে রাগিয়ে দিয়েছিল। মিশরের ধর্ম মন্ত্রী বলেন" ফটাওয়ারে মত জিনিস ইসলামকে আহত করে, শত্রু বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ধর্মের নীওম ঠিক মত অনুসরণ করতে বাধা দেয়"

কিন্তু এইসব ঘটনায় সত্যিই।মোঃ নিজেই স্বীকার করেছেন তার দেহ নির্যাস ধারণ করা হলো নরকের আগুন থেকে বাচার উপায়। তিনি এটিও প্রচার করেন যে তার মুখনিঃসৃত লালাতে নাকি আরোগ্য ঔষধি

বর্তমান। এই সমস্ত ঘটনায় তার ভদ্রতার মুখোশ খুলে দেয়, এবং ভেতরের লোভী ,রাজত্ব কায়েম কারী মানুষটিকে বের করে আনে।

এরকমই একটি ঘটনা ঘটে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এ। সেখানে মৌলবী বিধান দেন যে এক কর্মী নারী র উচিত তার পুরুষ সহকর্মীকে দিনে অন্ততপক্ষে পাঁচবার স্তন্যপান করানো। যাতে তারা "মারহাম" হয় এবং তারা অন্য পুরুষদের সামনে তাদের হিজাব খুলে রাখতে পারে। "পূর্ণ বয়স্কের স্তন্যপান কাজের সমস্যার সমাধান করে, এতে বিবাহের কোন নীতি লংঘন হয়না" এটিও হদিথ থেকে নেওয়া পাগলামি র আরেক নিদর্শন, যেখানে এক নারী নিজের সন্তান ছাড়া অন্যদের সন্তানকেও স্তন্য পান করাতে পারে।

আবু হুদাইফা এবং তার স্ত্রী সাহলা তাদের দত্তক নেওয়া পুত্র সালিম কিশরত্বে উপনীত হলে , তারা মোঃ এর কাছে গিয়ে তার যৌণ সম্পর্কীয় জ্ঞানের প্রয়োজনইতি জানান। মোঃ নির্দেশ দেন তাকে স্তন্যপান করানো হোক। Sahla দ্বিধাবোধ করলে জানান, আল্লাহ এর নির্দেশ আছে , এতে কোনো ভুল নেই।

বেশিরভাগ মুসলিম ডাক্তার গুমার ফতোয়া কে অস্বীকার করেন। এখানে আমি একটি আশার আলো দেখতে পাই। এ থেকে প্রমাণ হয় যে ইসলামের নীতির ফাঁকফোকর দিয়ে মুসলিমদের কিছুটা হলেও বোকা বানানো সম্ভব। যদি তারা কোনো মতে এর অসুবিধা গুলি বুঝতে পারে, তাহলে তাদেরকে এই ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি করানো সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

((মোঃ এর ভাবাবেশকর স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা))

মনস্তত্ত্বের নিত্য নতুন আবিষ্কার আমাদের কে মোঃ এর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উপর নতুন ভাবে আলোকপাত করতে সাহায্য করে। সাধাণভাবে ই এই কথাও আল্লাহর মুখ নিঃসৃত বাণী

" And he is in the highest part of horizons. Then he drew near ,then he bowed. so he was the measure of two bows or closes still .and he revealed to the servant but he revealed. the heart was not untrue in what he saw. what !do you 'then he dispute with him as to what he saw ?and certainly he saw him in another desents. at the farthest lote tree near which is the garden the place to be restored ,to win that which covers covered the lottery the I did not turn aside; nor did it exit the limit certainly he saw half the greatest science of his lord." (53:6-18)

পরের অংশে তিনি বলেন " and of a truth he saw himself on the clear horizons"(81:23)

হারিয়েছে তাকে বলতে শোনা যায় আমি "মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম যখন উপর থেকে এক শব্দ আসলো ;আমি উপরের দিকে আকাশের দিকে তাকালাম ,এবং অবাক হয়ে দেখলাম হীরার গুহার উপর থেকে আমার দিকে গ্যাব্রিয়েল নেমে আসছেন! তাকে দেখে আমি এতটা আতঙ্কিত হলাম যে ভয় বসে পড়লাম এবং মাথা ঘুরে গেল ! বাড়িতে আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলালম " শ্রীঘ্রই আমাকে কম্বল দিয়ে ঢাকো, আমার মনেহয় নরক দর্শন হিয়েছ"

যখন তাকে কেও জিজ্ঞেস করেছিল " আপনি আপনার এই স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা কথা থেকে পান ?" মোঃ জানান"মাঝে মাঝে আমি স্বর্গীয় ঘন্টা শুনতে পাই !আমি আল্লাহ এর সব কথা বুঝে নি! মাঝে মাঝে স্বয়ং দেবদূতেরা আমার সামনে এসে দেখা দেন, এবং আমার সাথে কথা বলেন তাদের কথা ও আমাকে বুঝে নিতে হয়৷ " পর্বত নিয়ে আয়েশা জানান তিনি একদম ভরা শীতে মোহাম্মদের কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম পড়তে দেখেছেন৷ হয়তো তখন তার

আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় ভর নেমে গিয়েছিল৷

জায়েদ ইবন থাবিত জানান" নবীর বলা শরীয়তের আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় কথা আমি তার হয়ে খাতায় লিপিবদ্ধ করতাম৷ যখন তার কথা বলা শেষ হতো তিনি ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে যেতেন"

ইবন শাদ জানান " প্রত্যাদেশ চলাকালীন আমাদের নবীর সমস্যা হতো শারীরিকভাবে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন৷ শেষ হলে ঘন্টার

পর ঘন্টা ঘুমন্ত মানুষের মতো ঝিমিয়ে থাকতেন। নবীর মুখনিঃসৃত বাণী আমাদের জীবনে তীব্র আলোর মতো দেখা দিয়েছিল"

নবীর কনিষ্ঠা পত্নী আয়েশা জানান, " প্রথম প্রথম, প্রত্যাদেশ এর সময় নবী সম্পূর্ণ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতেন, ঘুক থকে উঠে বাণী শোনাতেন, আলো দেখেছেন জানতেন "

তাবারী জানান " নবী বললেন ' আমি দারিয়েছিলম, হৃৎযন্ত্রণা হতে লাগলেও, কাপতে কাপতে হাঁটু গেড়ে বসে পরলাম"

বুখারী অনুযায়ী " the commencement of the divine inspiration of Allah's apostle was inform of good rightous dreams in his sleep. He never had a dream but that is came true like bright daylight. he used to go in seclusion in the cave of hira where he used to worship Allah alone continuously for many days and nights. He used to take with him the journey food for that state then come back to his wife Khadija to take his food likewise again for another period of stay. Till suddenly the truth came upon him , an angel came to him and asked him to read (the illiterate Mohammad) . The prophet replied 'I don't know how to read'. He forced him down and pressed him hard . Read ' in the name of your lord who has created(all that exist) has created man from a clot read and your

lord is most generous up to that which he knew not" (96:15)

ফিরে এসে তিনি লাগাতার কয়েকদিন ধরে জ্বর বিকারে ভুগলেন। এবং যেমন আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি খাদিজা তাকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে "কখনোই না! তুমি কখনো নরক দর্শন করতে পারো না !স্বয়ং দেবদূত এসে তোমার সাথে কথা বলে গেছে" মোঃ এর আত্মকামনা খাদিজার আশ্বাস বাক্যে পূর্ণ হলো এবং তিনি নিজেকে দেব প্রেরিত নবী বলে ভাবতে শুরু করলেন। একইরকমভাবে পরবর্তী জীবনে ও মোহাম্মদ নিজেকে নবী বলে পদে পদে দাবি করেছেন। বাসরা জয় করার সময় ও সেখানকার মানুষদের কেউ মাথা নত করে তাকে নবী বলে স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন। তার অনুগামী দের প্রশংসা ভিক্ষুকের মত কুড়িয়েছেন। নিজেকে কোয়ারিষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেছেন, এবং তার জাতির বাকি লোকের দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়েছেন। আরেক জায়গাই উল্লেখ করেছেন যে তার দুই কাঁধের মাজখানে অবস্থিত তিল টিই নাকি তার নবী হাওয়ার নিদর্শন! তার চোখের রক্তাভ ভাবকেও নবী হাওয়ার চিনহ বলেছেন। এটা বুঝতে আমার এখনও বাকি আছে !! যদিও এখন আমরা জানি যে ক্রমাগত চোখ লাল হাওয়া ভয়াবহ রোগের লক্ষণ ও হতে পারে। এটা একধরনের blepharitis , msibomian gland dysfunction (MGD) যার রোগীদের চোখে লালভাব এবং যন্ত্রণার সাথে সাথে চামড়ার রোগ দেখ যায়, যেটি Rosacea নামে পরিচিত।

তার মূর্খ অনুগামীদের কে মোঃ যা ভাবছেন তাই বলে বোঝাতে থাকতে। এবং তাদের জ্ঞানের অভাবের কারণে তারা সেটি বিশ্বাস করে নিত। নিজেকে বুশরা র সন্যাসী র গল্প সত্যি হতে পারে। সেটিও তার মানসিক ভারসাম্য এর অভাবের একটি উদাহরণ।

মোঃ এর কিছু প্রত্যাদেশ ছিল দর্শনীয়, কিছু স্বপ্নীয়, কিছু প্রত্যক্ষ দেহগত, বেশিরভাগ শ্রুতি নির্ভর। নবী নিজেই এটির উল্লেখ করেছেন " নবী মোহাম্মদ আল্লাহ কাছ থেকে অন্তিম নির্দেশ পাওয়ার ইচ্ছায় দুর দুর ভ্রমণ করেছেন। গলন্ত তপ্ত দুপুরে মরুভূমির মাঝে ঘুরে স্বর্থত্যাগ করেছেন। মানবের মধ্যে আল্লাহ এর স্নেহ তিনি আদায় করেছেন। মহৎ নবী নিজে আমার কাছে এই কথা স্বীকার করেছেন, যখনই তিনি পাশ দিয়ে গেছেন মরুভূমির প্রতিটি পাথর , গাছ, তার শান্তি কামনা করেছে। তারা তাকে ' হে আল্লাহ র দূত! তোমার উপর সর্বদা শান্তি বর্ষণ হোক ' বলে আশীর্বাদ করেছে। নবী এটা শুনে ঘুরে তাকিয়ে কাওকে দেখতে পাননি" । মোঃ এর অভিজ্ঞতায় অমুল প্রতঃখ্যের বা হ্যালুসিনশন এর ঘটনা আছে।

" নবী প্রার্থনা করার সময় জানিয়েছেন ' শয়তান আমার সামনে এসে দাড়িয়ে আমার নামাজ ভঙ্গের চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ আমাকে বেশি শক্তি দান করেছেন, আমি তার গলা টিপে ধরি। তাকে পিষে ফেলার চেষ্টা করি। কিন্তু তারপর আমার নবী সলোমনের বক্তব্য মনে পড়ে ' My lord! Bestow on me a Kingdom such as shall not

belong to any other after me !'(66:45) তারপর আল্লাহ শয়তান কে তার মাথা নত করে ফিরে যেতে বাধ্য করেন৷ "

এটা জানাটা দরকারি, যে মোঃ বাইবেল এর কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না৷ সলোমন ছিলেন এক রাজা, কোনো নবী নয় । এবং এমন কোনো কথা তিনি বলেননি৷ কিন্তু এখানেই মোঃ তার সাম্রাজ্য বিস্তার এর এবং জগৎ জয় এর মনোবাসনা তার অনুগামীদের জানিয়েছেন৷

মানসিক ভারসাম্য হীনতার অন্যতম লক্ষণ হলো রোগী বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে কার পার্থক্য বুঝে উঠতে পারেন না৷

" আয়েশা জানিয়েছেন , তিনি জাদু করে তার প্রভাব এর কারণে ভাবতেন যে তিনি তার স্ত্রী দের সাথে সহবাস করেছেন, যদিও তিনি অপারক ছিলেন৷ এটি হলো শ্রেষ্ঠ জাদু, সকল জাদুর রাজা৷ লাবিদ বীজ আল আসাম বলে এটিকে তিনি উল্লখ করেছেন । তিনি বলতেন , এটি কার্যকর করতে পুরুষ খেজুর গাছ এর রস এর সাথে মরুভূমির মাঝে পাওয়া রসালো কাটালো লতার মিশ্রণে তৈরি কাথ মাঝরাতে পান করতে হয়৷ "

অপরদিকে হাদিট এ আমরা পায়," যখন আল্লাহ এর আপ্তবাক্য প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি কেবলমাত্র একটি পাতলা বস্ত্র পরিধান করে ছিলেন৷ নবী নিজেকে উদঘাটন করতে রাজি হন উমর এর কথাতে, বস্ত্র তুলে দেখতে গেলেই পাশ থেকে উটের গলার তীব্র আওয়াজ পাওয়া যায়৷"

এই কাহিনী র উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। কিন্তু মনে করা হয় এখানে তার সম্মান রক্ষা চেষ্টা আল্লাহ করেছিলেন।

অপরদিকে বুখারীতে বর্ণিত আছে ,যে যখন নবীর প্রত্যাদেশ হতো তখন তার জিব এবং ঠোট নড়তে থাকতো, খুবই কষ্ট পেতেন"

এখানে হাদিথ্ এ বর্ণিত মোঃ এর আপ্ত প্রাপ্তির মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

১) তিনি স্বর্গীয় দেবদূতদের চেহারা এবং তীব্র আলো দেখতে পেতেন।

২) তার গা থর থর করে কাঁপতে থাকত ,পেটে প্রচন্ড যন্ত্রণা হত, অস্বস্তিতে ভোগেন।

৩) আকাশ মেঘ উদ্বেগ এবং ভিটিপাড়া অভিভূত হয়ে পড়তেন।

৪) ঘাড়ের মাংস পেশিতে টান পড়তো

৫) ঠোঁট নড়ে থাকতো, নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য ছিল।

৬) কনকনে ঠান্ডার দিনে ঘামতে থাকতেন।

৭) চোখ মুখ লাল হয়ে থাকতো

৮) কথা বলতে অসুবিধা হতো, কথা বলতে বলতে থেমে যেতেন।

৯) বুক ধড়ফড় করতে, শ্বাসকষ্টে ভুগতেন।

১০) উটের মতো বিকট শব্দ করতেন

১১) ঝিমিয়ে থাকতেন

১২) আত্মহত্যা এবং মৃত্যুচিন্তা করতেন।

আজকের উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিনে আমরা জানি এইগুলি টেম্পোরাল লোভ এপিলেপসির অন্যতম লক্ষণ। কোনরকম পূর্বাভাস ছাড়াই এই রোগ কোন রোগীর হতে পারে। এবং মোহাম্মদের ক্ষেত্রে এটি সত্যিই ছিল। এবং মনে করা হয় যে মক্কা থাকাকালীন হিরার গুহাতেই মোঃ এর রোগের সূত্রপাত, যেখানে তিনি দেব দর্শনের পাওয়ার কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে খাদিজাকে বলেন তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা র কথা।

((আত্মহত্যা করার চিন্তা))

তথ্য অনুযায়ী মোঃ একাধিক বার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার এ দেবদূত গ্যাব্রিয়েল এসে তাকে থামান।

" I have never about any one more than a poet or a kahin .I cannot stand looking at either of them. I will never tell anyone in quarish of my revelation. I will climb a mountain and throw myself down .and I that will

receive ,me relieve me. I went to do that but halfway up the mountain but I heard a voice from the sky saying, 'oh ! Muhammad you are the Messenger of Allah !and I am Gabriel!' I looked up words and saw Gabriel in the form of a man putting his legs on the horizon he said 'oh! Mohammed you are the Messenger of Allah !'and I am I stopped, and looked at him !his sight distracted my attention from what I had intended to do .I stood in my place transfixed ,I try to shift my eyes away from him, but two hours whatever reason of the sky do I saw him as before"

এই দর্শনের একমাত্র যুক্তি হলো এই যে মোঃ ভাবের ঘরে নিজের মাথার মধ্যে এটা দেখেছিলেন। যে কারনেই যেদিকেই তিনি মাথা ঘোরাচ্ছিলেন সে দিকেই তিনি গ্যাব্রিয়েলের প্রতিকৃতি দেখতে পাচ্ছিলেন। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর ভারসাম্যহীনতা এবং রোগের কারণে এইসব হ্যালুসিনেশন দর্শন হতে পারে। মাদক সেবন ও এর কারণ হতে পারে। আমরা দেখেছি মাথা ব্যথার নিদর্শন ও তার ছিল। এসবই বিভিন্ন শারীরিক এবং মনসিক অসুস্থতার লক্ষণ। যেমন occipital lobe epilepsy। যেখানে জটিল দৃশ্য, তীব্র আলো এবং মাথা ঘোরার মত উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। মোঃ এর খিচুনি ধরা, অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার অভিজ্ঞতা ও আছে। যেগুলো স্নায়বিক অসুখ যেমন পারকিনসনস রোগ, করেটফুল জেকব রোগ এবং টেম্পোরাল লোব সিজার এর লক্ষণ। এখানে রোগী মানুষ, পশুপাখি, র ছবি যেমন দেখে তেমনি জিন পরির মত পৌরাণিক প্রাণীর দেখাও পেতে পারেন। যেটি মোঃ এর জীবন তথ্যে আমরা দেখি। রোগী শ্রাব্য, ঘ্রাণজ, দেহগত এবং দার্শনিক অলীক কল্পনা করতে পারে। যেগুলো বেশিরভাগই টেম্পোরাল লোব সিজার এর সাথে যুক্ত।

হীরার গুহায় মোহাম্মদের গ্যাব্রিয়েলের সাথে দেখা হওয়া, এবং পরে তার পেটে যন্ত্রণা হওয়া এবং মরে যাওয়ার চিন্তা করাও এই রোগের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এই রোগের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দের বক্তব্য হলো: " sudden alterations of activity in the hippocampus and amygdala can effect auditory , vestibular, gustatory and olfactory perception and lead to hallucinations involve invoices or music feeling of sway, or physical suspension, the taste of exilir. burning or caressing, the fragrance of heaven or the stench of hell; for example, because the middle part of the amygdala receive fibres from the olfactory tract, direct simulation of that part of amygdala will flood co-occurring events with strong smells. In religious ritual, incense and fragrances stimulate the amygdala, so that scent can be used to focus attention, and interpretation on the surrounding events. In the temporal lobe epilepsy the sudden electricals spiking of the area infuses other aspects of the epileptic experience with an odorous aura"

মোহাম্মদের বর্ণনানুযায়ী দেবদূত গ্যাব্রিয়েলের ৬০০ ডানা ছিল। এটি খুবই অদ্ভুত দৃশ্য হওয়ার কথা। যদিও মোহাম্মাদ জেরুজালেমে গিয়ে, তারপর সেখান থেকে জান্নাতে যাওয়ার কথা বলেছেন এবং সেখানে তিনি মানুষের মাথা এবং ঈগলের ডানাওয়ালা দেবদূত দেখার কথা বলেছেন। এবং যদি আমরা অযৌক্তিক ,হাস্যকর ,পৌরাণিক জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করি, তাহলে বৈজ্ঞানিক ভাবে বলতে হয় মোহাম্মদ এখানে হ্যালুসিনেট করছিলেন।

মিশরীয় মুসলিম বিদ্বান এবং ঐতিহাসিক মোঃ এর দেবদূত দর্শনের কথা এভাবে বর্ণনা করেন;

" প্রথম জান্নাত ছিল রুপার তৈরি এবং উপরে তারা ঝুলছিল এবং সোনার শিকল চারিদিকে ঝুলানো ছিল সৌন্দর্যের জন্য।" (এটা শুনে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মোহাম্মদ জানতে না রাতের আকাশে তারা কেমন দেখতে হয় ! তিনি ক্রিসমাসের সময় ঝুলন্ত বাতির মত কিছু একটা কল্পনা করেছিলেন)" এবং প্রত্যেক জায়গায় দেবদূতেরা তাদের বিশাল বিশাল ডানা ছড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল ,যাতে নরকের আগুন থেকে উঠে আসা দৈত্য-দানবের জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারে, জান্নাত কে সুরক্ষা রাখাই তাদের দ্বায়িত্ব।" (এই গল্পকথা এবং কল্পনাও কোরআন এর অন্তর্গত) " সেখানে মোহাম্মদ অ্যাডাম বা আদম কে অভিবাদন জানালেন। পরবর্তী ছয়টি জান্নাতে আমাদের নবীর সাথে দেখা হয়েছিল নোয়া, আরণ, মোজেস, আব্রাহাম, ডেভিড সালমান ,ইদ্রিস,ইয়াহ্যা এবং যীশুর। তিনি মৃত্যুর দূত আজরাইল দেখেন, ৭০০০০ আলোকবর্ষ দূরে।"(এটি পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যেকার দূরত্বের প্রায় দশ গুণ বেশি দূরত্ব!!)"আজরাইল এক লাখ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, এবং তার অবসর সময় কাটাতেন তার বিরাট খাতাই মরণাপন্ন মানুষ এর নাম লিখে! তিনি অশ্রু দেবদূত দেখেছিলেন যে এই পৃথিবীর পাপের ভাগই হওয়ে,তার জন্য অবিরল চোখের জল ফেলে যাচ্ছে। তিনি প্রতিশোধের দেবদূত দেখেন, যে তার বিকৃত মুখ নিয়ে আগুনের মাঝে কাটার সিংহাসনে বসে আছে। তিনি দেখেন বরফের দেবদূত, জকের দেবদূত। " " of God thy has United snow and fire , thy United all the servants in obedience to thy laws! in the seventh heaven where are the souls of the just decided wasn't Angel larger than the entire world. with 70000 heads, each head has 70000 mouths, each mouth has 70000

tongues and each tongues speak of 70000 different idioms singing endlessly the prices of the most High !!"(55:8)

বোঝাই যায়, মোহাম্মদের কল্পনা শক্তি ছিল অতুলনীয়! কিন্তু তার কল্পনাতেও কিছু ফাঁক থেকে গেছিল। এবং এটাও স্পষ্ট যে এরকম অতিজাগতিক কল্পনা কোন সুস্থ মানুষের দ্বারা ভাবা সম্ভব নয়।

১) মোঃ পৃথিবী থেকেও বড় এক ফেরেশতা দেখেছিলেন, যেটা একেবারেই অযৌক্তিক।

২) তার ৭০০০০ মাথা, মুখ, জিহবা ছিল প্রটিতাতে ৭০০০০ করে মুখমন্ডল ছিল !!(তার মানে ফেরেস্তার ৪.৯ বিলিয়ন মুখমন্ডল ছিল।।।)

৩) প্রত্যেকটা জিহবা আলাদা আলাদা ভাষা চর্চা করত!! (তার মানে ১.৬৪ ত্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাষা! সমগ্র পৃথিবী তেই এত ভাষা নেই !!)

প্রশ্ন হলো আল্লাহ এমন এক দানব কেনইবা সৃষ্টি করতে যাবেন? যার একমাত্র কাজ হল এতগুলো ভাষায় তাকে প্রশংসা করা ?! এটা কি একটি পাগলামি নিদর্শন নয় ? আমরা আগে আলোচনা করেছি যে আল্লাহ হলো মোহাম্মদের দ্বিতীয় সত্তা ,আল্টার ইগো। তার মানে মোঃ এরই বাসনা ছিল এটি , তিনি ই এই অসংখ্য ভাষাতে নিজের প্রশংসা শুনতে চেয়েছিলেন। নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর ভাবা তিনি অল্প বয়িশ থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।

আমরা এটাও জানি মোহাম্মদ একাকিত্বে ভুগতে ন। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, ঠিকই, কিন্তু নিজের যোগ্যতায় গুরুত্ব পাননি , গুরুত্ব অর্জন করেননি। তিনি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তো না ই বরং মানুষের হাসিঠাট্টার কারণ ছিলেন।এইসব অলীক কল্পনা যেমন তার সকালে চরিত্রকে তৃপ্ত

করেছিল ,তেমনি তিনি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে ও শুরু করেছিলেন৷ এবং যখন তার এই দৈবী অভিজ্ঞতা বন্ধ হয়ে গেল তিনি মানসিক অশান্তিতে ভোগা শুরু করলেন৷

ভাকনিন জানিয়েছেন,"মানসিক অশান্তি স্বকামি দের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ।এরা তাদের মনের ভাব অশান্তির মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে রাখে অথবা বের করে৷ কিন্তু অশান্তিতে ভুগলেও সে তার প্রকৃত চরিত্র থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারে না তার নির্বিকার ভাব, অন্যের সুখে সুখী হওয়ার অপারগতা, এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা কখনোই দূর হয় না৷"

এটাই ব্যথা করে যে ,মানসিক অশান্তিতে থাকা সত্ত্বেও, এবং আত্মহত্যার চিন্তা করা সত্ত্বেও, মোহাম্মদ কখনোই কেন সেই গুলি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন নি৷ কারণে এক সকামি ব্যক্তি যে নিজেকে সবার উপরে মনে করে, সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, এই জগতের কেন্দ্র বলে নিজেকে মনে করে ,সে কখনোই আত্মহত্যা করতে পারে না৷ এই প্রশ্নই আগাথা ক্রিস্টি তার, "ডেডম্যান' স মিরর" রহস্য উপন্যাস এ করেছেন, " he is far more likely to destroy someone else- some measurable crawling ant of a human being who had dared to cause him annoyence..... such an act may be regarded as necessary- as sanctified ! But self destruction ? The destruction of such a self?"

"সকমিরা কেন কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না?" এই প্রশ্নের উত্তরে ভাকনিন বলেছেন "কারণ তাদের মানসিকভাবে মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে! এরা হলো পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো মৃতদেহের মতো ,,কোন অনুভূতি ছাড়া, কোন আত্মসম্মান জ্ঞান ছাড়া পৃথিবীতে বাস করে; এবং বাকিদের

জীবনে অশান্তির ঢেউ বয়ে আনে!ধর্ষকামী মানসিকতার কারণে তারা মানুষের দুঃখে এবং আনুগত্যে এবং অত্যাচারে শান্তি পায়। তাই তাদের নিজীয় প্রকৃত সত্তা হয় কর্মহীন এবং অপ্রয়োজনীয়"

একই রকম মানসিক লক্ষণ বাইপোলার অথবা দ্বিমেরু মানসিকতা র রোগীদেরও দেখা যায়। মানসিক অশান্তি এবং আত্ম সংশয় তারা ভোগে, কিন্তু এরা ধর্ষকামী হয় না, মানুষকে অত্যাচার করার মত মানসিকতা এদের থাকেনা, এবং প্রায়শই দেখা যায় দ্বিমেরু রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা আত্মহত্যা বরণ করছে।

(((টেম্পোরাল লোভ এপিলেপসি)))

মোঃ যে মৃগী রোগে আক্রান্ত ,তা প্রথম প্রত্যক্ষ করেন হালিমা এবং তার স্বামী, যখন মো এর বয়স ছিল মাত্র 5। এক বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক থেওফোনৌস প্রথম বলেন যে মোঃ এর মৃগী রোগ ছিল।

মৃগীরোগ প্রথম আবিষ্কৃত হই ১৯৪৫ সালে, international league against epilepsy (ILAE)দ্বারা। যেখানে ওরা মৃগী রোগীদের চিকিৎসা এবং তাদের রোগের লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করেন বাকি পৃথিবীকে।এটাও বলেন যে এই রোগের খিচুনি ছাড়া অন্যতম লক্ষণ হলো আস্তে আস্তে মেধা লোপ পাওয়া এবং স্মৃতি চলে যাওয়া।

মোঃ এর দুরকম ই হয়েছিকো বলে মনে করা হয়। তিনি প্রায়শই পরে অজ্ঞান হয়ে যেতেন এবং জ্ঞান ফেরত আসার পরেও তার মানুষ জন চিনতে অসুবিধা হত। হাদিথ এবং কোরআন শরীফ দুটিতেই এর উল্লেখ আছে। বালক বয়োষ থেকেই মোঃ এর খিচুনি এবং hallucinate এর অভিজ্ঞতা ছিল। যেখানে

তিনি বরফ বুকে নেওয়া সাদা পোশাক পরা মানুষ দেখেছিলেন৷ পরে তিনি অজ্ঞান হতে যান৷হীরার গুহা তেও সেই একই ব্যাপার ঘটে৷ ছোটবেলায় নিজের অজ্ঞান হতে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে মোঃ বলেন "পাথর আমি বাকি কোয়ারিশ বালক দের সাথে খেলছিলাম, যখন আমার হঠাই এ শ্বাসকষ্ট, এবং পেট যন্ত্রণা শুরু হই, এবং আমি নানা মানুষের সমাগম আমার মাথার মধ্যে দেখি৷ আমি পরে যায়৷ এটি অনেকবার হোয়েছিল৷"

এসবই মৃগী রুগীর লক্ষণ

(((টেম্পোরাল লোব মৃগীর লক্ষণ))

কোনরকম পূর্বাভাস ছাড়া ও যেমন এটি হতে পারে৷ তেমনি পেটে অসস্তি, বমি বমি ভাব ও এর পূর্ব লক্ষণ হতে পারে৷ পুরনো স্মৃতি মনে করা, বিভিন্ন কিছু দেখা ,গন্ধ শোঁকা ,জিভে কিছুর স্বাদ পাওয়া এগুলো ও লক্ষণ বলে মনে করা হয়৷ প্রত্যেকটি রোগের ক্ষেত্রে মৃগীর অভিজ্ঞতা আলাদা আলাদা, তেমনি প্রত্যেক রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ও আলাদা আলাদা হতে পারে৷ অনেক সময় অস্বাভাবিকভাবে মাথা ঘুরতে থাকে এবং চোখ মুখ লাল হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়৷ কাবা তৈরীর সময়, তার কাজ চলাকালীন মোহাম্মদের এরকম লক্ষণ দেখা গিয়েছিল৷

দেহের একপাশ অসাড় হয়ে যাওয়া ,বুক ধড়ফড় করা, বমি বমি ভাব, পেতে অসস্তি,আতঃ ঘোরানো , জিহবা অসার হতে যাওয়া, নানা রকম অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখা৷ এসবই মোঃ এর ছিল৷ কাবা র প্রস্তুত কালে এটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে৷ এরকম অনেকেরই হিয়৷ মোঃ এর সমস্যা হলো , তিনি তার বিকৃত

মানসিকতা এবং মস্তিষ্ক কাজে লাগিয়ে এসব কে প্রত্যাদেশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলো। এখানেই তার সতেজ সাধারণ সুস্থ্ মানুষের পার্থক্য।

Dr মর্গান ডান বলেন " সাধারণ মৃগীর অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সামান্য মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে ,যেটা পরবর্তীতে মনে থাকে এবং প্রায়শই রোগীরা এটিকে এক ধরনের আলো বা ভাব দর্শন বলে বর্ণনা করেন। অনেকে এটিকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার সাথে ও তুলনা করেছেন। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এটি প্রকট, যন্ত্রণা অধিক এবং পাগল হতে যাওয়ার মত পরিস্থিতি মনে করা হয়"

" কোনো এক রোগীর সাথা , বাকি রোগীদের অভিজিতার তুলনা এখানে খাটে না।সবাই তাদের মানসিক ভারসাম্য অনুযায়ী, আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতা লাভ করে। অনেকের ক্ষেত্রে এটি মানসিক যন্ত্রণা দায়ক হই, যেখানে বেশিরভাগ রোগী কেবল মাত্র শারীরিক অসারতা এবং যন্ত্রণা ভোগ করেন। "

মোঃ এই খিচুনি চলাকালীন দেখা জিনিস কে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে বাণী বা দৈব উক্তি বানিয়েছেন। মোঃ তার নবী জীবনের শুরুতে সূরা লেখেন, কবিতার মত করে, তার ছন্দ আছে। ছোট ছোট করে লেখা সূরা ,বেশ কাব্যিক। কল্পনা রচিত গল্প গাথা এবং মোঃ এর স্বর্গীয় অনুভুতি টে প্রত্যেকটি সূরা পরিপূর্ণ। অনাথ, কৃতিদাস, কিশোর দের কে নিজের ধর্মের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে মোঃ এর এই সূরা রচনা।

সূরা ৯১ "সূর্য" টে সম্মদ এর লোক কথার কথা বনিত আছে। কিন্তু তাতেও মোঃ এর কল্পনা মিলিত ,

I swear by the Sun and its brilliance and the moon when it follows the sun,/ and the day when it shows it and the night when it draws a vail it./and the soul

and him who made it perfect, then he inspired it to understand/what is right and wrong for it will indeed be successful to purifies it/ And he will indeed fail, who corrupts it, samood give the lie (to the truth) in /there in inordinacy, when the most unfortunate of them broke forth with. So/ Allah's Messenger said to them(leave alone) Allah's she camel , and (give)/ her to drink. But they called hik a liar and slaughtered her, therefore their / Lord crushed them for their sin and leveled them (with the ground) /And he fears not it's consequences.

সূরা ১২৩ "ভোর" এর আরেকটি উদাহরণ

" In the name of Allah, the beneficent, the merciful.

Say: I seek refuge in yheord of the dawn

From the evil of what he has created

And from the evil of the utterly dark night when it comes.

And from the evil of those who blow on knots

And from the evil if the envious when he envies."

মক্কা টে থাকাকালীন মোঃ এর বিজিয়ী হবার আকাঙ্খা শুধু মক্কার এবং তার আশেপাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি লিখেছেন " Thus have

we sent by inspiration to you an Arabic Quran: that you may want the mother of cities and all around her"(42:7) মোঃ এর বর্ণনা টে আমরা মক্কা কে mother of cities বলতে বহুবার দেখেছি। উমাল কোরআ বলে তিনি একটি কে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক বাণীতে তিনি বলেছেন,

" and never have we sent forth in Apostle otherwise than (with a message) in his own people s tongue, so that he might make the truth here unto them"(14:4)

"And indeed within every community have we raised up an apostle"(16:36)

" To every people (was sent)a messenger"(10:47)

এগুলি ই প্রমাণ যে প্রথমে মোঃ বিশ্ব যোয়ের সপ্ন দেখেননি হয়ত। কিন্তু সময় কার হবার সাথে সাথে এবং ইসলামের খ্যাতি বাড়ার সাথে সাথে তার উচ্চাশা বাড়তে থাকলো, এবং তিনি নিজেকে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে শুরু করলেন। তার রচিত সূরা এবং কোরআন এর ভাষা এবং বাণী প্রথমে সহজ এনমগ গ্রহণযোগ্য হলেও, পরবর্তী টে কঠোর, এবং পালনের অসাধ্য হতে উঠতে লাগলো।

(((টেম্পোরাল লোব ইপিলেপসি র অন্যান্য উপসর্গ)))

এই রোগের রোগীর মধ্যে এই পাঁচ টি লক্ষণ প্রাই লক্ষ্য করা যায়।

Hypergraphia :: এটি হলো রোগীর মধ্যে কল্পনা এবং গল্প রচনার অন্যতম অদম্য ইচ্ছা। যে কারণে মোঃ নিরক্ষর হাওয়া সত্ত্বেও কোরআন শরীফ রচনা করেছিলেন

Hyper erligiosity:: এদের ধর্ম বিশ্বাস যে শুধু প্রখর হয় তাই নই, এর সাথে প্রায় ই দৈবিক, পরলৌকিক গাথা জড়িত থাকে, ধর্ম এর অনুকরণ মারাত্মক আকার ও ধারণ করতে পারে।মোঃ এর নিজস্ব ধর্মীও দর্শন এবং পরিকল্পনা ছিল, যা তাকে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম তৈরি করতে সাহায্য করে।

মানসিক এবং শারীরিক ভাবে সংলগ্ন থাকা:: মোঃ মানসিক ভাবে আত্বকামিক ইনঃ পরনির্ভরশীল চিকন। তার স্ত্রী এবং তার আগে দাদু আবু তালিবের সাথে তার সম্পর্ক বিচার করলেই সেটি স্পষ্ট। তার মানসিক মনোযোগের ক্ষুধা ছিল, এবং সেটি পূরণ করার লোক দরকার হতো। পরবর্তীতে তার একাধিক বিবাহের একই কারণ

মাত্রাতিরিক্ত যৌনক্ষুধা : মোঃ এর নারীদের প্রতি আবেশ বতিশের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও তিনি শারীরিক ভাবে অক্ষম হতে পড়েছিলেন, তার ক্ষুধা মেটেনি।

আক্রমণাত্মক মানসিকতা ::: মোঃ এর জীবনের সব পর্যায়ের তিনি নির্মম ছিলেন, দোয়া সহানুভূতির কোনো স্থান ছিল না তার মনে। তার বশ্যতা স্বীকার না করলেও, ইসলামের সমালোচনা করলে তিনি আক্রুণাত্মক হতে উঠতেন, যুদ্ধে অংশ নিতে যেতেন

তার বদমেজাজ সবাইকে তথস্ত রাখত। বুখারী টে উল্লেখ আছে " যদি নবী কোনো কিছু পছন্দ না করতেন, বা তার মনের মত না হতো, তার মুখ দেখে সেটি বুঝতে করা যেত"

(((((রাত্রে র জান্নাত যাত্রা)))

মোঃ এর মিরাজ দর্শনের নানা কাহিনী প্রচলিত। তিনি দাবি করতেন রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে জান্নাত এ যাওয়ার সুযোগ পেতেছেন। ইবন ইসা, কনিষ্ঠা পত্নী আয়েশা তার বক্তব্যে মোঃ এর যাত্রা কাহিনী র কথা বর্ণনা করেন।

" ঘুমাতে গেলে Gabriel এসে বার বার আমার পায়ে নাড়া দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাতে থাকে। আমি উঠলে আমার হাত ধরে সে মসজিদ এর দরজায় নিয়ে আসে , সেখানে হাফ গাধা হাফ খচ্চর এর মত এক প্রানী দাড়িয়ে ছিলো, তার দুপাশে ডানা , সেটাতে ছোট আমরা জান্নাতের পথে রওনা দিলাম। প্রাণীটি আল্লাহ এর ফেরেস্তার বাহন হিসেবে কাজ করেনি , আমি তার কাছে যেতেই সে আমাকে নত হয় এ সম্মান জানালো। জান্নাত এ গিয়ে সুরাপন করা হলো। গব্রিয়েল এবং আল্লাহ আমাকে আমার জন্মের উদেশের কথা আবার শোনালেন। ফিরে আসলাম নতুন প্রত্যাদেশ নিয়ে"

ইবন ইসা জানান," এই গল্প শোনার পর মোঃ এর ক্ষমতাই মুগ্ধ হতে অনেক নতুন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলো। বোঝাই যায় , মোঃ এর এই কাহিনী র অবতারণা কাজে দিয়েছিল।

মোঃ এর জেরিজালেমের মন্দিরে ভ্রমণের কাহিনী ও তার মৃত্যু র পর প্রচলিত হয়। কিন্তু সেটি হতে পারে না , যেহেতু মন্দির টি রাজা সলোমন তৈরি করেছিলো খ্রিস্টপূর্ব ১০ শতকে। এবং মোঃ এর জীবনকালে মন্দির টির অবস্থা খারাপ ছিল। কিন্তু বুখারী টে এর উল্লেখ আমরা পায়। সেখানেও দেবদূত Gabriel এর সাথে তার জেরুজালেম যাওয়ার বর্ণনা মোঃ দেন।

কিছু কাহিনী র বর্ণনা অনুযায়ী grabriel তাকে সপ্ত স্বর্গে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্বারে মোঃ এর পরিচয় দেবার সময় জানান " এ হলো স্ব্যং আল্লাহ এর সৃষ্টি ' allah grant him life, brother and friend' " এবং সেখানে প্রবেশ করার পর এ মোঃ এর সাথে আল্লাহ এর দেখা হয়।

((মোঃ মিথ্যা কথা হয়ত বলেছিলেন না !!))

রাশিয়ান অস্তিত্ব বাদী লেখক ফিয়দোর দস্তেওভোস্কি ভাবেন যে মোঃ হইতো সত্যি কথাই বলছেন। তার ধারণা মোঃ এর অভিজ্ঞতা সত্যি ছিল, অন্তত তার নিজের কাছে। দস্তেয়ভোস্কি নিজে টেম্পোরাল লোব এপিলেপিসি এর রুগী ছিলেন। তিনি প্রকাশ করছেন যে তার খিচুনি এবং মৃগী রোগে র আক্রমণের সোময় তিনি স্বর্গের দরজা দেখেছেন, যেখানে তার জন্য দেবদূত রা সোনার পাত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। স্বর্গের সোনালী দরজা খুলে গেলে তিনি সানালি ঝকঝকে সিড়ি দেখতে পান, যেটি তাকে সোজা স্বয়ং ভগবানের দর্শন করতে নিয়ে যাবে।

২০০১সালের ৭ ই মে Religion and the Brain নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল Newsweek সংবাদপত্রে। সেখানে একজন কানাডিয়ান নিউরো সাইকোলিস্ট ব্যাখ্যা করেন

" when the image of a cross, or a torch ground in silver, triggers a sense of religious awe. it is because the brain's visual- association area, which interprets what the eyes see and connects images to the emotion and memories ,has learned to link those images to that feeling. Visions that arise during prayers it rituals are also generated in the association area: electrical stimulation of the temporal lobes (which nestle along the side of the head and house the circuits responsible for language, conceptual thinking and association) produces visions"

" Temporal lobe epilepsy , abnormal burst of electrical activity in these regions- takes this to extremes. Although some studies have cast doubt on the connection between temporal lobe epilepsy and religiosity, others fins that the condition seems to trigger vivid, Joan of Arc-type religious visions and voices"

এখান থেকেই আমরা কিন্তু মোঃ এর এক নতুন ধর্ম সম্পূর্ণ নিজে হাতে সৃষ্টি করার উদ্দীপনার ব্যাখ্যা পায়। তার মস্তিষ্কের গঠন তাকে যেমন আলাদা করেছিল, তেমনি, তার মনোযোগ সচেষ্ট মন তাকে সেই ধর্ম প্রচারের দিকে চালনা করেছিল।

Temporal lobe epilepsy দুর্লভ হলেও, গবেষক রা দেখেছেন, এটি যাদের আছে তারা সবাই আলাদা আলাদা ভাবে এটিকে গ্রহণ করে৷ কেও শুধুমাত্র hallucinate করে , আবার কেও কেও hallucination এর সাথে সাথে শব্দ এবং ঘন্ধের অভিজ্ঞতাও অর্জন করে৷ মোঃ এর যে ধরনের epilepsy ছিল , যেটি দুর্লভ তম৷ যেখানে জেগে, ঘুমিয়ে, যেকোনো অবস্থাতে দৃশ্য দেখতে পেতেন, শব্দ, ঘ্রাণ , মাথা ঘোরানো, বমি, যন্ত্রণা, মরনাত্বক চিন্তা, সব তার একসাথে হতো৷ সুতরাং তার বিকৃত মনে এটা চিন্তা করা স্বাভাবিক ছিল যে তিনি কোনো দৈবিয় অনুভূতি লাভ করেছেন, তার প্রত্যাদেশ ঘটছে৷ আল্লাহ ও সেই hallucination এর ই সৃষ্টি৷ এবং মোঃ এটাও জানতেন যে সাধারণত মানুষের এরকম হই না। তাই তিনি নিজেকে স্বকীয়, অনন্য, স্বাতন্ত্র্য ভেবে বসেছিলেন৷ তার দলের সদস্য রাও এটি প্রত্যক্ষ করেছিল, তাদের কাছেও কোনো যুক্তি না থাকায় তারা মোঃ এর কথা বিশ্বাস করেছিল৷

((মোঃ এর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা র উৎস)))

কিন্তু এই রোগ থাকলে যেমন দৃশ্য, শব্দ দেখা সম্ভব , একই রকম ভাবে কি সশরীরে ভুত দেখা ও সম্ভব ??

উপরোক্ত কানাডিয়ান নিউরো psychologiest , যিনি কানাডা র লরেনটিয়ান বিসবিদ্যালায় এর অধ্যাপক, তিনি বলেন" হ্যাঁ এটা হতেই পারে! সেটি রোগীর রোগের বিস্তার , এবং একইসাথে তার কল্পনা শক্তির প্রসারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পর জাগতিক দৃশ্য দেখা এদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কিছুই নয়!" কারণ মস্তিষ্কের দান গোলার্ধে আমাদের আবেগ অনুভূতি থাকে, অপরদিকে

বাম গোলার্ধে থাকে যুক্তি গ্রাজ্যতা। এবার এই রোগীদের ক্ষেত্রে সেই অনুভুতি চারগুণ হতে ফুটে ওঠে। জা দেখে টা সত্যি বলে মনে করা তাদের পক্ষে সম্ভব।

আবার কেন হলিংস তার The exorcism নামক প্রবন্ধে লেখেন "persinger এর মতে ধর্মে র মূল উৎস হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের ডান এবং বাম গোলার্ধ মিলে যে অনুভূতি এবং যুক্তি তৈরি হয় তাই রোগীদের ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে প্রকাশ করে। তখন তারা যে সমস্ত দৃশ্য দেখে যে সমস্ত শব্দ শুনে সেটাকে ভগবানের আহ্বান বাণী বলে মনে করতে শুরু করে এবং তারাই পরবর্তীতে ধর্মগুরু হিসেবে জন্ম নেয়। এটি সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের খেলা। এবং তার সাথে কিছুটা মন এবং অনুভূতির মিলন। যেখানে সচরাচর মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধ এবং বাম গোলার্ধের অনুভূতি এবং যুক্তি আলাদা আলাদাভাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকাশ পায়, এই রোগীরা সেটিকে পৃথক করতে পারেনা। তাদের কাছে সবকিছু এক এবং ধোয়াটে বলে মনে হয়।"

Persinger একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক যুক্ত মটর সাইকেলের হেলমেট নিয়ে রোগীর কানে দু'পাশে ধরেন। তাদেরকে একটি ফাঁকা ঘরে চোখ বন্ধ করে রাখা হয়। এই পরীক্ষাগার টিকে বলা হয় "চেম্বার অফ হেভেন অ্যান্ড হেল" । বৈদ্যুতিক চুম্বক যুক্ত মটর সাইকেলের হেলমেট এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ ছাড়া করার পর দেখা গেল যে মোরগের 80% দাবি করছে যে তারা সে ঘরের মধ্যে ভৌতিক উপস্থিতি অনুভব করেছে । কেউ কেউ এটাও দাবি করেছে যে সেই ভৌতিকতা তাদেরকে ছুঁয়ে দেখার, অথবা তাদেরকে নিয়ে টানাটানি করার চেষ্টা করেছে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দাবি করেছে, যে তারা স্বর্গের সুগন্ধ এবং নরকের পুত গন্ধময় এলাকার গন্ধ এবং আগুনের তাপ অনুভব করেছে। তারা বিভিন্ন শব্দ শুনে

আছে কাল গহবর দেখেছে তীব্র আলো দেখেছে এবং আরো অন্যান্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে।

এটা পরিস্কার যে এই সমস্ত রোগের রোগীরা সবকিছু অন্যরকম ভাবে অনুভব করে। তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর হই এবং এমন জিনিস কল্পনা করে বসে তার বাস্তব জীবনে অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এড কনরয় বলে এক গবেষক ও দাবি করেন যে , এদের কল্পনাশক্তি সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি রঙিন। এবং এর পুরোটা জন্য দায়ী হচ্ছে মস্তিষ্কের ডান এবং বাম গোলার্ধের ভারসাম্যের অনুপস্থিতি। তিনি এটাও জানিয়েছেন যে বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী রোগীরা তাদের ধর্মের সাথে যুক্ত, এমন ধর্মীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকে। তাদের মধ্যে যেমন খ্রিস্টধর্মের যীশু খ্রীষ্ট এবং ভার্জিন মেরি উপস্থিত, তেমনি একইভাবে ইসলামে মহম্মদ এবং হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাদের সচেতন এবং অবচেতন মন একসাথে মিলে এই সমস্ত দৃশ্যের অবতারণা করে। অনেকে তাদের মৃত্যু আত্মীয়-পরিজনদের ও দর্শন লাভ করে।

এই অভিজ্ঞতা কে বিজ্ঞানীরা near death experience (NDE) বোলে ব্যাখ্যা করেন। অনেক গবেষক এটাও লক্ষ্য করেছেন যে কোনো রোগীকে যখন বিদ্যুতিক উদ্দীপনা দেওয়া হই, সে শুধু ধর্মীও বা ভৌতিক চরিত্র ই নই, কোনো কোনো সময় পূর্ণ জন্মের কথা, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অভিজ্ঞতার কথাও মনে করতে পারে। বা হয়টো সেটিও কল্পনার অংশ। এর উল্লেখ আছে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত "the origin of consciousness in The breakdown of of Bicamerall mind" নামক গ্রন্থে যার লেখিকা মনস্তত্ত্ববিদ জুলিয়ান জেনস। "আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা ও এইরকমই দৈবিক উচ্চ অভিজ্ঞতা লাভ করত"।

কিন্তু এরকম তীব্র আধ্যাত্বিক সচেতনতা র মুহূর্তে আসলে কি ঘটে ? এর ব্যাখ্যাতে ও গবেষক হলিংস মস্তিষ্কের বাম এবং ডান গোলার্ধের অসামঞ্জস্যতা এবং তীব্র অনুভূতি কে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। এই ধরনের মস্তিষ্ককে ঠিক বিকৃত বা খারাপ মস্তিষ্ক বলা যায়না! বরং এটিকে মস্তিষ্কের এক অস্বাভাবিক দুর্লভ ক্ষমতা বলে ধরলে এর মাহাত্ম্য বুঝতে সুবিধা হয়। Persinger জানান যে আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আসল কারণ হলো মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধ এবং বাম গোলার্ধের মধ্যে সহজ এবং সুস্পষ্ট যোগাযোগের অভাব এবং সামঞ্জস্যের বিকৃতি। যার কারণে মানব দেহ অপ্রাকৃতিক অদ্ভুত উদ্দীপনে অনুভব করে যে স্থানে স্থানে মারাত্মক পর্যন্ত হতে পারে।

তাহলে কি ধর্ম উৎপত্তির এটাই কারণ ? Persinger এর মত অনুযায়ী , হ্যাঁ ! টেম্পোরাল লোভ এপিলেপসি হল রোগীর মনে দ্বিতীয় সত্তা জেগে ওঠার কারণ। যেখানে সে একই ব্যক্তি হলেও নিজেকে দু'রকম বা টিনরকল রকম ভাবে দেখতে থাকে, একাধিক সত্তার জন্ম হয়। এবং এক এক সময় এক এক সপ্তার উপস্থিতি অনুভব করা যায় সেটা যেমন রোগী নিজে করে তেমনি রোগীর আশেপাশের মানুষ ও সেই সম্পর্কে অবহিত থাকে। যেটি আমরা উপরুক্ত অধ্যায়গুলোতে মোহাম্মদের সাথে হতে দেখেছি। শুধুমাত্র তাই নয় একই সাথে দেবদূত দৈত্য-দানব জাগতিক প্রাণী এবং ভৌতিক অস্তিত্বের অনুভূতি তারা লাভ করে। তাদের দৈহিক পরিবর্তন ও ঘটে।

এবং এই সবকিছুর অস্বাভাবিক অনুভূতি ই রোগীকে চরম ধর্মীয় অনুভূতি লাভ করার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। সে নিজের মধ্যেই ভগবানের স্বরূপ খুঁজে পায়।

((মস্তিষ্কের উদ্দীপনা দ্বিতীয় সত্তা বা প্রতিচ্ছায়া উৎপন্ন করে))

সুইস বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে মস্তিষ্কের মধ্যে দেওয়া বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা রোগীর মনে এক দ্বিতীয় সত্তার জন্ম দেয়। যেখানে প্রথম সাদা এবং দ্বিতীয় সত্তার দৈহিক আচরণ এক থাকলেও মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। Nature পত্রিকাতে প্রকাশিত এই বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এ আছে,

" Olaf blanke and colleagues at the federal polytechnic school of Larsen se their discovery might help shed light on the brain process that contribute to the symptoms of Schizophrenia, which can include the sensation that one's own actions are being performed by someone else.

doctors evaluating a woman with no history of psychiatric problems found simulation of an area of a brain called the left temporoparietsl junction caused her to believe a person was standing behind her.

the patient reported, that person adopted the same bodily positions as her. although she didn't recognise the effect as an illusion. at one point in the investigation the patient was asked to lean forward and clasp on her knees ;this led to a sensation that the shadow figure was embracing her which she described as unpleasant.

the finding could be a step towards understanding psychiatric effects ,such as feelings of

Paranoia, persecution, and alien control .say neuroscientists

the discovery is reported in a brief communication in the week's issue of the journal nature"

এর থেকেই কি আমরা মোহাম্মদের দৃশ্যগত , ঘ্রানজ। অনুভূতিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা পাই না ? তিনি জিন ফেরেশতা পিশাচ দৈত্য-দানব এই সমস্ত পরলৌকিক প্রাণীতে বিশ্বাস করতেন। যেটি সম্পূর্ণই হ্যালুসিনেশনের ফল। সমস্ত ধর্মে উপস্থিত পড়া লৌকিক এবং ভৌতিক প্রাণের দর্শনের ব্যাখ্যা এই ভাবেই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটি এখনও তর্কের বিষয়। যদিও মহাম্মদ একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন ,তবুও ইসলামে একাধিক দেবদূতের দর্শন পাওয়া যায়। তার এই বিশ্বাসের উপর তার প্রথমা পত্নী খাদিজার কিছুটা হাত আছে বলে গবেষকরা মনে করেন। খাদিজা নিজে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন।

মোহাম্মদ যা দেখেছিলেন যা অভিজ্ঞতা করেছিলেন সেটি তার কাছে সত্যি ছিল। যদিও তার সম্পূর্ণ মানসিক ছিল ,কিন্তু সত্যি ছিল। তিনি তার এই দর্শনের অভিজ্ঞতা খাদিজাকে বললে, খাদিজা ও তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণই প্রেম অনুভূতির কারণে। মোহাম্মদের ভয় ছিল যে তিনি মারা যাচ্ছেন। প্রথমে যা তার ভীতির কারণ ছিল, পরে সেটাই তার ধর্ম বিশ্বাসের উপাদান হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে খাদিজার প্রশ্রয় এ বিশ্বাসী মহম্মদ তার মস্তিষ্কপ্রসূত ,সম্পূর্ণ এক নতুন ধর্মের জন্ম দেন।

(((প্রত্যাদেশ এর ক্ষমতা নিয়ে মোঃ একটি উটকে নত করাতে পারতেন))

মুসলিমরা প্রায়ই তাদের বিখ্যাত নবীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পর্কে জাহির করে বেড়ায়। প্রত্যাদেশ এর ক্ষমতা প্রদর্শন ধর্মগুরুদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। এই ভাবেই তারা তাদের চারিদিকের মানুষকে আকৃষ্ট রাখে। মোহাম্মদ দাবি করতেন তিনি তার প্রত্যাদেশের ক্ষমতা দিয়ে একটি সম্পূর্ণ অচেনা উটকে নতজানু করাতে পারেন।

এই ঘটনা সত্যি হতে পারে, অথবা এটি একটি গল্প কথা ও হতে পারে। এই ব্যাপারে টেক্সাসের প্রাণিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাণী বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছেন " যখন কোন রোগীর খিচুনি উঠে শুরু হয় তখন আশেপাশে কুকুর এবং বিড়াল সেটা আগে থেকে টের পায়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আগে থেকে মানুষের ব্যবহার বুঝে যাওয়া। এমনকি কিছু প্রজাতির কুকুর কে এমন ভাবে শিক্ষিত করা হয় যাতে তারা মৃগী রোগীদের খিঁচুনি কে বন্ধ করতে পারে।"

ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাজিয়েল এবং ডক্টর রিপ , জানান, যে, একটি হসপিটাল এর মৃগী রোগীদের পোশ্যের মধ্যে অন্তত 30 টি এমন কুকুর আছে যারা তাদের মালিকের আসন্ন পেছনের কথা আগে থেকে বুঝতে পারে এবং সময়মতো সেটি বন্ধ করে দিতে পারে। কুকুর এবং বিড়াল দেরে ক্ষমতাটি তুলনায় বেশি থাকে। যেভাবে তারা আসন্ন ভূমিকম্প, বন্যা ঝড় জলের আভাস প্রায় একই রকম ভাবে তাদের মালিকদের ব্যবহার বা মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটলে তারা সে সম্পর্কে আগে থেকে অবহিত হতে পারে। ইরানের ক্ষমতা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, যেমন, ঘোড়া, গরু এবং কিছু পাখি।

2005 সালের 4th জানুয়ারিতে "দা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক নিউজ" লেখে " শ্রীলংকা এবং ভারতবর্ষে যে ভয়ংকর সুনামি ঘটেছিল 10 বছর আগে তার আভাস কিছু বন্য এবং প্রাণীরা আগে থেকে পেয়েছিল। তাদের মধ্যে কুকুর

বিড়াল এবং গরুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বন্যহাতির নিচু জমি থেকে উঁচু জমি থেকে পালাতে থাকে কুকুররা বাড়ির বাইরে যেতে বাধা দেয় এবং বিড়াল র আগে থেকে আশ্রয় খুঁজে বেড়াই। চিড়িয়াখানা র পশুপাখিদের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এদের এই ক্ষমতা সম্পর্কে সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ অবহিত।"

তো ব্যপার টি হলো যে, হইতো উট গুলি আগে থেকেই মোঃ এর প্রত্যাদেশ বা খিচুনি হাওয়ার পূর্বাভাস পেত। তখন তার প্রতি দয়া বশত , বা আত্মরক্ষা জনিত কারনে তারা বসে পড়তো। আমরা এটাও জানি, যে মোঃ এর কোনো স্ত্রী বা তার কোনো অনুগামী দের উপর তার এই প্রত্যাদেশ প্রভাব পড়তে না। তারা কিছু বুঝত ও না।

সুতরাং, মোঃ এর অলৌকিক ক্ষমতা র ব্যাখ্যা ও বিজ্ঞান সম্মত ভাবে দেওয়া যেতে পারে।

((ফিল কে ডিক এর ঘটনা))

যদি আমরা মোঃ এর মত আরো কয়েকজন TLE র রুগীর ঘটনা যাচাই করুন, তাহলে আমাদের পক্ষে মোঃ এর ঘটনা এবং মানসিকতা বোঝা আরো সহজ হবে।

ফিল কে ডিক(১৯২৮-১৯৮২) হলেন একজন আমেরিকান কল্প বিজ্ঞানের লেখক। তিনি তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানান মনোবিজ্ঞানী চার্লস প্লাট কে " আমি আমার নিজের মনের মধ্যে আরেকজন সত্তার উপস্থিতি অনুভব করি। সে আমার সাতে কথাবলে। জীবন সম্পর্কে তার মতামত আমাকে জানায়। তাকে আমি inner me বলে সম্বোধন করি, তার সাথে রীতিমতো বাক্যালাপ চলে। " তার

লেখাতেও এর প্রভাব দেখা গেছে। চার্লস প্লাট এ সম্পর্কে জানান "everything is a matter of perception, this ground is liable to shift under your feet , a protagonist is may find himself living out another person's dream or he may enter a drug induced state that actually makes better sense than the real world aur hi main cross into a different universe completely ."

মোঃ এর মতোই ডিক ছিলেন বাটিকগ্রস্ত, ভীতু, সংশয় প্রকাশ করতেন , বাতুলতা সমস্ত লক্ষণ তরদ্যে বর্তমান ছিল। কিন্তু তিনি তার রোগ এবং সেই অতি কল্পনার অবস্থাকে গল্প রচনার কাজে লাগান। যেখানে মোঃ একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম তৈরি করেন, এবং পরিশেষে এ মানব হত্যাকারী টে পরিণত হন। তার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে কথা বলা, ফেরেশতা দেখা , আল্লাহ এর অবতারনা সব এ তার রোগের দৌলতে। কিন্তু সচরাচর TLE রোগীর সাথে মোঃ এর পার্থক্য হলো, তিনি এই রোগের সুযোগ নিয়ে মানুষের জীবন নষ্ট করেন, পিতামাতার কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেন, তাদের পথভ্রষ্ট করেন মানব অকল্যাণ কর রীতিনীতির জন্ম দেন, নারী র মর্যাদা এবং স্বাধীনতা ধূলিসাৎ করেন । নিজেকে মানবতার শত্রু স্বৈরতন্ত্রী রূপে হাজির করেন, যার প্রভাবে , তার মৃত্যুর এত শতক পরও সারা পৃথিবী জুড়ে অত্যাচার এবং আতঙ্কের মহড়া চলছে !!

((TLE এর অন্যান্য ঘটনা))

২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর PBS television এ টেম্পোরাল লোব এপিলেপসী নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করে। তারমধ্যে একজন ছিলেন tle এর রোগী জন শারন এবং সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক মনস্তত্ত্ববিদ, শারণ এর বাবা ও উপস্তিত ছিলেন। তার সম্পর্কে জানা , এবং একই সাথে মোঃ এর সাথে তার তুলনা করা একটি উত্তেজক বিষয়। নবীর মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে আরও কিছু আশ্চর্যজনক তথ্য আমরা পেতে পারি।

জন শ্যারন :: যখন মৃগীর খিচুনি শুরু হই তখন আমার সমস্ত দেহ , মানসিক পরিথিতি, অন্তরাত্মা আক্রান্ত হয়। এক অদ্ভুত সংবেদন শিলতা জাগে, দেহ শিথিল হলে , আবার কঠোর হলে ওঠে।

বর্ণনাদাতা ::এই খিচুনি গুলি আসলে দেহের মধ্যে হোওয়া ঝড়ের মত, জা সারা দেহকে কাপিয়ে তোলে। দেহে যেনো আগুন লেগে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। তার টেম্পোরাল লোব এই এটি শুরু হই। বিভৎস খিচুনির কারণে সে অজ্ঞান পর্যন্ত হতে যেতে পরে।

জন এর বাবা :: সদ্য খুব মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। যেটা ওর সবথেকে কষ্টকর অভিজ্ঞতা। ওর বান্ধবী র সাথে জন মরুভূমিতে বেড়াতে যাই। সেখানে পানাহারের পর ওর খিচুনি শুরু হয়। এক একটি বার পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়। অবশেষে ও বাড়িতে খবর দিতে পারে এবং তারপর ওকে গিয়ে নিয়ে আসা হই।

জন:: বাড়ি আসার পথে আমি বাবাকে কিছু দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, এবং থামি না , করতেই থাকি, আমার মনে হতে থাকে, আমাকে কেও বৈদ্যুতিক শক দিয়েছে।

জন এর বাবা : এত যেনো শরীর এর মধ্যে হঠাৎ এ কোনো পূর্বাভাস ছাড়া হাওয়া ভূমিকম্প। এবং ভূমিকম্প এর ক্ষতি যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় তেমনি এটি শরীর এর উপর দীর্ঘ চাপ ফেলে,স্নায়ু এবং দেহ দুর্বল করে দেয়। ওর চিন্তা শক্তি, ঘুম কম যায়, দিনের পর দিন অস্থিরতা কাটে না।

বর্ণনা দাতা : যখন খিচুনি শেষ হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই জন খুব দুর্বল হতে পরে, খেতে বসতে পারে না। কিন্তু তার মনে হতে থাকে সে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি

জন :: একদিন এরকম হাওয়ার পর আমি চিৎকার করে নিজেকে ঈশ্বর দাবি করতে থাকি, এবং রাস্তাই নেমে পড়ি। রাস্তাই থাকা এক দম্পতির দিকে অশ্লীলতা পূর্ণ ভঙ্গি করে বলি " আমি ই ভগবান, স্বয়ং ভগবান ! তোমার বিশ্বাস করছ না !?"

জন এর বাবা: তখন ওকে পুলিশ এবং লোকজন এর কোপ থেকে বাঁচাতে ধীরে বেঁধে বাড়ি আনতে হিয়। তারপরেও এটা থামে না। কয়েকদিন ধীরে চলতে থাকে।

বর্ণনা দাতা : জন কখনোই খুব একটা ধার্মিক মানুষ ছিল না। তবুও তার মস্তিষ্ক এর বিকৃত তাকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি দেয়। মনস্তত্ব বিদ অধ্যাপক ভিলায়ানুর এস রমাচিন্দ্রণ এটিকে টেম্পোরাল লোব epilepsy বলে দাবি করেন

অধ্যাপক রামচন্দ্রন : কিছু কিছু রোগী র এই অভিজ্ঞতা এই বিশেষ রোগটির সাথে আছে। খিচুনি শেষ হলে পর তারা নিজেকে মহৎ দৌবিক ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করে , ভিগিবান দেখেছে বলে দাবি করে, স্বর্গে যাওয়ার কথা বলে। তারা বলে " Finally I see what its really about doctor . I really understand God. I understand my place in the universe , in the cosmic scheme. " এটা কেনো হই বলে তোমার মনে হই ? এবং আধ্যাত্মিক ই বা কেনো ?

জন:: ওহ ভগবান !! ব্যাপার টা হলো আমি কিন্তু যমীনকে আমি কি বলছি ! আমি চাইলে এসব দেখা শোনার কথা বাইরের সবাইকে জানতে পারি। যাদের বলেছিলাম, তারা বলেছে, আমি ভবিষ্যতে দেখতে পায়৷ এটা দুর্লভ ক্ষমতা৷ মানুষ রব কিছুর সাথেই আধ্যাত্মিকতা যুর্তে ভালোবাসে৷ এতে সে গুরুত্ব পায়৷ এটা আমার মতামত৷

অধ্যাপক রামচন্দ্র :: কিন্তু আধ্যাত্মিকতা র সাথে এত যোগাযোগ কেনো ? একটা কারণ হিতে পারে এই , যে যেহেতু মানুষ ধর্মের সাথে এবং ভগবানের অস্তিত্বের সাথে পরোক্ষ বা প্রতক্য ভাবে জড়িত, এই অবস্থায় মানুষের অবচেতন মন সেটাই প্রথমে কল্পনা করে, জা " ভগবান দর্শন" রূপে রোগীর সামনে আসে। যেহেতু সাধারণের কাছে এর কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা থাকে না , এটা বলে সে স্বস্তি পায়৷ এটির কারণ হলো মস্তিষ্কের দান এবং বাম গোলার্ধে র মধ্যে পর্যাপ্ত যোগাযোগ এর অভাব৷ যেখানে অনুভূতির সাতে কল্পনা মিশে গিয়ে একসাথে কাজ করে , যেটি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে৷ এর জন্য আলাদা কোনো মস্তিষ্ক গহ্বর থেকে না৷ এটি সম্পূর্ণ ই কল্পনাপ্রসূত এবং অনুভূতি গুলো সত্যি মনে হলেও টা কেবলমাত্র মন বিভ্রম৷

এরকম ঘটনা আরো দেখা গেছে মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম জেমস এর সাতে, জন পরী জিন দেখার কথা জানান, তার লেখা গ্রন্থে,

আরো একটি বিখ্যাত ঘটনা হলো সন্ত তেরেসা অফ্ অভিলা র, যিনি খুব স্পষ্ট দৃশ্য, স্বর্গীয় রথ, সিড়ি, দরজা দেখতে পেতেন৷ তার আত্ম জীবনী টে তিনি লেখেন " such peace , call and good fruits in the soul, and a perception of the greatness of God ".

La Plante র মতে পৃথিবী বিখ্যাত গায়ক, সুরকার, চিত্রশিল্পী, লেখক রা এই বিশেষ ধরনের মস্তিষ্ক বিকৃতির স্বীকার বলে দেখা গেছে৷

((বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যাদের TLE ছিল)))

একজন ইহুদী মনস্তত্ত্ববিদ লেখেন , লেখার মদ্যমে তিনি ভগবানের দর্শন পেতেছেন৷মোঃ শুধু মাত্র একজন ধর্ম গুরু ছিলেন না, যার TLE ছিল বলে মনে করা হয়, mormonism এর প্রবক্তা জোসেফ স্মিথ এবং এলেন হোয়াইট ও এতে আক্রান্ত ছিলেন । আরেক ধর্ম প্রচারক syed Ali Muhammad bab যিনি বাবি ধর্মের প্রবক্তা , তিনি ও তার আত্মজীবনী তে খিচুনি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন । পার্সিয়ান বয়ান বইটি একটা আদর্শ এপিলেপটিক বই, ছোট, কিন্তু সুস্পষ্ট৷

অপরদিক বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব , যারা তাদের লেখনী এবং প্রতিভা দিয়ে পৃথিবী যোয় করেছেন , তারাও এই রোগের লক্ষণ নিজের দেহে দেখেছেন বলে প্রমাণ আছেন৷ TLE আক্রান্ত ব্যক্তিরা বোকা তো হন e না, এরা হন অভূতপূব প্রতিভার অধিকারী৷ এটি ও প্রমাণিত৷ আমরা তাদের নাম এর দিকে এক নজর রাখলেই সে সম্পর্কে অবগত হবো৷

Harriet Tubman : যে কালো নারী নিজের দলের শত শত লোক কে কৃতদাস প্রথার হাত থেকে বাঁচান৷ তাকে আধুনিক যুগের মোজেস বলে হয়৷

Saint Paul:: এনি অসম্ভব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যিনি একা হতে খ্রীষ্ট ধর্মকে ইউরোপ পৌঁছে দেন। জা আজ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ধর্ম

Joan of Arc : যুবতী অশিক্ষিত চাষীর কন্যা,যে মাত্র তেরো বছর বয়স থেকে যোধদা হিসেবে পরিচিতি। তার ও খিচুনি র লক্ষণ ছিল বলে জানা যায়।

Alfred Nobel : সুইডিশ বিজ্ঞানী এবং ব্যবসায়ী, যিনি নোবেল পরিষ্কারের প্রবক্তা

Dante: সর্বকালে র সেরা কবি, The Divine comedy র রচয়িতা

স্যার walter Scott: রোমান্টিক যুগের অন্যতম সফল লেখক

Jonathon swift : Gulliver's travel এর রচয়িতা।অন্যতম বিখ্যাত ব্যঙ্গ সাহিত্যের রচটিতা।

Lord Byron, Percy bysshe Shelly , alfred lord tennsion :: ইংরিজি সাহিত্যের সর্বকালের সেরা কবি এটা তিনজন

Charles Dickens: ভিক্টোরিয়া যুগের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস রচয়িতা। A ক্রিসমাস ক্যারল এবং অলিভার টুইস্ট এর রচয়িতা।

Lewis Carroll : এলিস ইন the ওয়ান্ডারল্যান্ড এর রচয়িতা। এই বিখ্যাত রচনাটি তার নিজের টেম্পোরাল সিজারের অভিজ্ঞতা ও হতে পারে। কারণ গর্তের মধ্যে হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া র অনুভূতি। যেটা গল্পে এলিস গিয়েছিল এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে সাধারণ।

Fyodor Dostoyevsky : সর্বকালের সেরা বিখ্যাত রাশিয়ান উপন্যাসিক, যার অন্যতম সেরা রচনা ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট এবং ব্রাদার্স কর্মাজোভ । সমালোচকদের অনেকেরই মতে যিনি পাশ্চাত্যের উপন্যাসকে তার খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন।

মোহাম্মদ এর প্রথম সিজার হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে যেখানে দস্তেওভেস্কি র হয় 9 বছর বয়সে। এবং 25 বছর পর্যন্ত তার টানা চলতে থাকে। তিনি বলেন কিছুদিন পরপরই আর খিঁচুনি উঠত যেটি মাঝে মাঝে খারাপ হতো ,মাঝে মাঝে ভালো। তার মধ্যে তিনি যেমন মরে যাওয়ার মতো অভিজ্ঞতা পেয়েছেন তিনি তেমন নানা রকম দৃশ্য দেখেছেন শব্দ শুনেছেন, ভয় পেয়েছেন, নিজেকে অত্যাচারে দৃশ্য এ দেখেছেন। তার টেম্পোরাল লোব এপিলেপসির অভিজ্ঞতা একদম চরম সীমার। তিনি তীব্র আলোর ঝলক দেখেছেন। প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার এই অভিজ্ঞতার স্থায়ী হত একাধিক দিন। মোহাম্মদ এর সাথে দস্তেয়ভেস্কি টেম্পোরাল লোব সিজারের অভিজ্ঞতার মিল অতুলনীয়।

Leo Tolstoy: উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রাশিয়ান উপন্যাসিক আনা কারেনিনা এবং ওয়ার এন্ড পিস এর মত রচনা রচয়িতা। তারও এরকম অভিজ্ঞতা ছিল বলে মনে করা হয়।

Gustave flaubert : তিনি ইংরেজি সাহিত্যের আরেকটি বিখ্যাত নাম এবং সেন্টিমেন্টাল এডুকেশন এর রচয়িতা। মনস্তত্ত্ববিদ দের মতে তিনি অল্প বয়স থেকেই খিচুনির অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, এবং তার লক্ষণ গুলির সাথে তুলনা করা হয় দস্তএভসকি র সাথে।

Dame Agatha Christie: অন্যতম সেরা গোয়েন্দা গল্পের লেখিকা, তার ও এই রোগ ছিল বলে মনে করা হয়। তিনি নানা রকম দৃশ্য দেখতে পেতেন।

Truman Capote :: আমেরিকান ঔপন্যাসিক ব্রেকফাস্ট at Tiffany's এর রচয়িতা

George Fredrick handal : messiah এর সুরকার।

Niccolo Paganini : সর্বকালের সেরা বেহালাবাদক

Peter Tchaikovsky : স্লিপিং বিউটি এবং the nutcracker এর সুরকার।

Ludwig Van Beethoven : সর্বকালের সেরা ক্লাসিক্যাল সুরকার। নাইন সিম্ফনির রচয়িতা।

কিরকম অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাস ঘাটলে আরো পাওয়া যায়। কিন্তু এরা সবাই সফল এবং মানবকল্যাণকর ব্যক্তিত্ব। তাদের রোগ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি তাদের ভালো মানুষ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু মোঃ এর সবকিছু , তার আজগুবি জিনিস দেখা,মৃত্যু কল্পনা করা, আকাশে উরে বেড়ানোর গল্প বলা, সব এ তার রোগ এর কারণে।

যদিও, মোঃ এর নির্মম, পাষন্ড মানসিকতা, নির্বিচারে মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট এসব করা, তার পথে কেও বাধা নিয়ে দাড়ালে তাকে সবিংশে নির্মূল করে দেওয়া, এগুলোর ব্যাখ্যা কিন্তু তার রোগ থেকে পাওয়া যাই না। এটা তার শ্বাকামই চরিত্র দোষের ফল। Epilepsy তাকে সবার থেকে আলাদা করেছিল ঠিক ই। কিন্তু তার নির্মমতা ই তাকে পৃথিবীর সবথেকে ধ্বংসাত্মক ধর্মের প্রবক্তা বানিয়েছে।

তার ধর্ষকামী মানসিকতার কিছু নির্যাস কোরআন শরীফ এ পাওয়া যায়।

" and whoever disobeys Allah and his messengers and goes beyond his limits he will cause him to enter fire to a abide in it and he shall have an abasing chastisement"(4:14)

"on that day, will those who disbelieve and obey the Messenger desire that the Earth well labelled with them ,and they shall not hide any word from Allah"(4:42)

" whoever disobeys Allah and his messenger surely he shall have the fire of hell to abide there in for a long time"(72:23)

(((যৌণ এবং ধার্মিক অভিজ্ঞতা, টেম্পোরাল লোব হাইপার অ্যাক্টিভেশন)))

হাদিঠ এ মোঃ এর যৌণ আচার বিচার সম্পর্কে অনেক আলোচনা আছে ! তারমানে কি TLE rogir যৌনটাকেও প্রভাবিত করে ? যদি তাই hoy, তাহলে আমরা মোঃ এর যৌণ ব্যবহারের উপর আলোকপাত করতে পারি। এবং তার যে tle ছিল তার ও আরেকটি প্রমাণ জোগাড় করতে পারি।এটির সপক্ষে যুক্তি দেন নিউরো বিজ্ঞানী রহাওয়ান জোসেফ। তিনি জানান ,

" are not uncommon characteristics of high levels of limbic system and inferior temporal lobe activity are changes in sexuality, as well as the deepening of

religious fervour. it is noteworthy that not just modern-day evangelists but many ancient religious leaders including Abraham Jacob and Muhammad tended to be highly sexual and part took of many partners. Or had sex with other men's wives. Or killed adamant in order to still their wives (Muhammad , King David)

…...many of the prophets and other religious figures also displays the evidence of kluver-Bucy syndrome, such as eating dang(Ezekiel).262 as well as temporal lobe, limbic hyper activation ,and epilepsy ,coupled with hallucination, catalepsy ,insanity or language disorders.

where as Moses suffered from a severe speech in impediment, Muhammad Allah s messenger was apparently dyslexic and agraphic. (A cerebral disorder characterized by total or partial inability to write) . mode of war in order to receive the word of God, Mohammadpur typically lose consciousness and enter into trance States. in fact he had his first truly spiritual religious conversation with the God when he was asleep in the cave of Hira. she had a dream and after squeezing and suffocating him repeatedly, Gabriel ordered Mohammed to speak the word of god that is Quran. this was the first of many such episodes with the Earth Angel Gabriel who sometimes Apple to Mohammed in a Titanic , kaleidoscopic panoramic form.

in accordance with the voice of God or his Angels, Muhammad not only spoke, but he began reciting and chanting various themes of God in random order over the course of the following 23 years and experience he found quite painful and wrenching. in addition to his religious gest Muhammad was reported to have the sexual prowess of 40 men and to have bedded at least nine wives and numerous concubines , including even an young girl. on one occasion after being rebuffed he went into a trance then he claims God had commanded that another man's wife become his wife.

he was also known to fly into extreme races and to kill infidels and marchent s and those who oppose him. these behaviour when coupled with his increased sexual ATI height in religious forward trance States mood swings and possible auditory and visual hallucinations aapa Titanic Angeles, certainly point to the limbic system and inferior temporal lobe as this possible neurological foundation of these experiences. indeed Mohammed also suffered from horrible depression and on one occasion start to throw himself from a cliff only to be stopped by the archangel Gabriel.

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

((মোহাম্মাদের অন্যান্য মানসিক ব্যাধি))

স্বকামক ব্যক্তিত্বের সাথে আরো অনেক মানসিক ব্যাধি ধরা পড়ে। সেগুলো এই স্বকামি চরিত্রের পার্শ্ব চরিত্র। একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক মানুষের উপস্থিতি অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এই অধ্যায়ে আমরা মোঃ এর শরীরে এবং মনে উপস্থিত আরো কিছু মনোরোগ সম্পর্কে আলোচনা করব।

((obsessive compulsive disorder(OCD))))

কানাডিয়ান বিশ্ব বিদ্যালয় এর মনোরোগবিশেষজ্ঞ দের মতে OCD হলো একটি স্বভাবগত মানসিক রোগ জা একইসাথে রোগীর দেহগত, ব্যবহার গত, পরিবর্তন ঘটায়, বেশিরভাগ সময় খারাপের দিকে। এবং মানসিক উদ্বেগের কারণ হতে দাড়াতে পারে।

"সবথেকে বেশি প্রাপ্ত মানসিক সমস্যার মধ্যে এটি অন্যতম। গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি 10 জনের মধ্যে একজনের এই মানসিক রোগ থাকে। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দৈনিক কার্যকলাপের ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়।তারা বেশি চিন্তা সহ্য করতে পারে না, চাপ নিতে পরে না। যেমন দেহের কোনো অংশে একই বিচলন করা বা কোনো কারণ ছাড়াই একই গান ক্রমাগত শুনে যাওয়া।

এদের বাতিকগ্রস্ততা সমস্যা এর কারণ হতে দাড়াই, একটা কাজ করটে গিয়ে এটা আবেসগ্রস্ত হতে পড়তে পারে। সেটা কোনো কাজ হতে পারে , আবার কোনো ধার্মিক এবং যৌণ মানসিক চিন্তা ও হিতে পারে। এবং তারা তাদের এই ভার্সমায়োহিন আবেশময় জীবনে ভারসাম্য আনতে রীতি নীতি তৈরি করে।

বাচ্চাদের অন্যান্য মানঃসিক রোগের সাতে ওসিডি র উপস্তিত দেখা যায়। তারা এর কারণে হয় খুব গোছালো হয় নইতো এলোমেলো স্বাভাবের হয়। মানুষের সাতে মিশতে, হাত মেলাতে অস্বস্তি বোধ করে। নিজেকে সবার থেকে দূরে রেখে সুরক্ষিত রাখতে চায়।"

পূর্ব অধ্যায় গুলি থেকেই আমরা দেখেছি যে মোঃ ছোটবেলা থেকেই চুপচাপ স্বাভাবের ছিলেন, মানুষ কে কাছে আসতে দিতেন না। এটি তার ocd থাকার লক্ষণ। যেহেতু একইসাথে মোঃ একাধিক ভয়ংকর মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তার ocd র প্রকাশ ও চরম ছিল। তার সাকামি হিংসুক মন , নিজে কে অনিরাপত্তা থেকে বাঁচাতে নিজের চারপাশে নিয়ন কানুন এর উঁচু দেওয়াল খাড়া করে রেখেছিল। তার সাথে থাকতে গেলে এবং তার সুনজরে পড়তে গেলে এইসব নীতি পালন করা জরুরি ছিল। নইলে তার দয়াহিণ নির্মান স্বাভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।

এর প্রভাব তার ধর্ম আচরণেও লাগে। হইতো এই কারণেই তিনি নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত করে গিয়েছিলেন। ইসলামের বাকি আচার অনুষ্ঠান ও নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হয়।মোঃ এর প্রকট ocd এর কারণ ছিল বলে ইসলামীও গবেষক র মনে করেছেন। নামাজের আগেও তার অনেক নিয়ম আছে (সুন্নাহ), সেগুলির দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হলো।

- নামাজের আগে প্রার্থনার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আল্লাহ কে জানিয়ে দেওয়া।
- নামাজের আগে তিনবার নিওন করে মুখ ধোয়া

- নাকের ফুটো তে জল ঢুকিয়ে তিনবার ধিওয়া
- সম্পূর্ণ মুখমন্ডল তিনবার জল দিয়ে ধোওয়া
- ডান হাতের মুঠো থেকে কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোওয়া, এবং একইভাবে বাম হাত ও ধোওয়া
- ভিজে হাত দিয়ে সম্পূর্ণ মুখ মোছা
- ভিজে আঙ্গুল দিয়ে কানের ভেতরে তিনবার পরিষ্কার করা৷
- গলা, ঘাড় তিনবার মোছা৷
- পায়ের পাতা এবং গোড়ালি তিনবার মোছা
- এই নিয়ম গুলি স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে খুব এ ভালো৷ কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিস তিনবার করে করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? হাত কেনো আগে ধুতে হবে ? মাথা সম্পূর্ণ কেনো ধুতে হবে ? এর কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নেই৷ এটি সম্পূর্ণ ই মোঃ এর মস্তিষ্ক প্রসূত৷ তার কতৃত্ব কায়েম এর আরেকটি উদাহরণ৷
- তায়াম্মুম নামে পরিচিত আরেক রকমের নীতি আছে যা জল এর অভাবে পালানীয়৷ এগুলো নিচে বিহিত করা হলো:
- মাটিতে বা বালি টে তিনবার হাত দিয়ে আঘাত করা
- হাত থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে একইভাবে মুখ মুছে নেওয়া
- আবার হাত দিয়ে মাটি আঘাত করে কনুই পর্যন্ত মোছা৷
- এই নিয়ম গুলি সম্পূর্ণ ই ভিত্তিহীন৷ এটি মোঃ এর ocd এর চরম নিদর্শন৷ শুধুমাত্র নামাজের সময় তেই নই, এক মুসলিম এর ধর্মীও জীবন যাপনের প্রতি পদক্ষেপে মোঃ নিয়ম চালু করে গেছেন। যারা এগুলো পালন করবে ঠিকঠাক তারা জান্নাত লাভ করবে৷ যারা করবে না তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অক্ষয় নরক৷ তার কিছু দৃষ্টান্ত হলো,
- মাটিতে বসে খাওয়া
- ডান হাত দিয়ে খাওয়া
- থাকার ডান পাশ দিয়ে খাওয়া শুরু করা
- খওয়া র আগে জুতো খুলে খেতে বসা
- খাওয়্যার সময় দু হাঁটু গেড়ে অথবা এক হাঁটু উচু করে খেতে বসা

- খেতে বসে একদম চুপচাপ না থাকা
- মাত্র তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করে খাওয়া
- খুব গরম খাবার না খাওয়া
- খাওয়া র পর আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করা
- ডান দিয়ে প্রকৃত মুসলিম জলপান করে। একমাত্র শয়তান বাম হাত ব্যবহার করে
- বসে জলপান করা
- নিজের বিছানা নিজে করা
- শোয়ার আগে তিনবার বিছানা ঝেড়ে নেওয়া
- ডান পাশ ফিরে শোয়া
- ডান হাত ডান গলার নিচে দিয়ে সাওয়া
- দু পা সামান্য ভাজ করে শওয়া
- কিবলাহ পালন করা
- ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিনবার সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস পাঠ করা
- ঘুম থেকে ওঠার পাওয়ার পর পর তিনবার হাত এবং মুখ ধোয়া।
- জামা কাপড় পড়ার আগে ডানদিক থেকে পড়া তার রাসূলাল্লাহ সেটাই করতেন।
- পুরুষদের উচিত সবসময় গোড়ালির উপর প্যান্ট পরা কিন্তু নারীদের উচিত তাদের গড়ালে ঢেকে রাখা।
- জামা কাপড় খোলার সময় বামদিকে খোলা
- পুরুষদের সবসময় পাগড়ী পড়া উচিত নারীদের নিজের মাথা ঢেকে রাখা আবশ্যক।
- জুতা পড়ার সময় ডান পা আগে ঢুকানো এবং খোলার সময় বাম পা আগে খোলা।
- প্রস্রাব করতে যাওয়ার আগে মাথা ঢেকে যাওয়া।
- তার আগে একবার প্রার্থনা করে নেওয়া।

- বসে বসে মূত্র বিসর্জন করা ,কখনোই দাঁড়িয়ে নয়

- বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে ডান পা দিয়ে বেরিয়ে আসা।
- এক হাত এর মুঠির সমান লম্বা দাড়ি রাখা।
- জুতো সবসময় বাম হাত দিয়ে ধরা।
- মসজিদে ঢোকার সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বেরোনোর সময় বা পা দিয়ে বেরিয়ে আসা।

এইগুলিও মোহাম্মদের কর্তৃত্ব প্রকাশের আর একটি অস্বস্তিকর যুক্তিহীন মাধ্যম। তার কনিষ্ঠা স্ত্রী আয়েশা ও মোঃ এর এই যুক্তিহীন ব্যবহার এর কথা বলেন। যদিও তার কোন ধারণা ছিল না কেন তিনি এরকম করছেন। আর খাওয়া এবং শোয়ার অভ্যাস এর কথা তিনি জানান, যেতে তিনি প্রতি নিয়ত ও নিয়ম করে পালন করতেন এবং তার চারপাশের সমস্ত লোকদের কে পালন করতে বাধ্য করতো। একদিন রাতের বেলা হঠাৎই ঘুম থেকে উঠে তিনি বললেন, মরণাপন্ন মানুষদের কে বাঁচানোর দায়িত্ব তার। যদিও আরব এলাকায় মানুষের মৃত্যুর কারণ ছিলেন মোঃ নিজে। এটি আল্লাহর নির্দেশ।

কিন্তু কথা হলো মাঝরাত্তিরে রাল্লা কেনই বা তাকে এরকম নির্দেশ দেবেন। ইবন শাদ জানান " I was in the company of the Allah's apostle .on one of the journey I poured water and he performed evolution he was his face for arms and pals his weight hand over his head over two khuff(leather socks)"

তার অনুগামীরা রাও তার এই অদ্ভুত ব্যবহার সম্পর্কে অবিহিত ছিলেন এবং তাদেরকেও সেটা পালন করতে হতো। পরে এগুলি ইসলামের নিয়ম হতে দাড়ায়। মোঃ তার ocd র লক্ষণ গুলিকেও আল্লাহ এর দেওয়া বিশেষ শক্তি বলে চালিয়েছেন।

ইসলাম এইজন্য ভিত্তিহীন নিয়ম কানুন এ পরিপূর্ণ। উইজু করা, গোসল করা, সলাত করার আলাদা নিয়ম তাদের পালন করতে দেখা যায়, জা আধুনিক যুগের কোনো সভ্য ব্যস্ত মানুষের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সবকিছুর মত এতেও আল্লাহ এর অভিশাপের হুমকি মোঃ দিয়েছেন, কারণ এটাই ছিল তার ধর্ম নীতি।

((Schizophrenia))

এটি হলো এমন একটি মানসিক ভারসাম্যহীনতা অনুপযুক্ত আবেগ এবং অনুপযুক্ত বিশিষ্টতা কে প্রকট করে। অস্বাভাবিক ভাবনা চিন্তা এবং তার বহিঃপ্রকাশ এই রোগের অন্যতম লক্ষণ।

দৃশ্যগত হ্যালুসিনেশন, ভীত এবং অদ্ভুতভাবে দৃশ্য বিভ্রম এবং কথা বলার লেখা এবং সাধারণভাবে ভাবনা চিন্তা করার অক্ষমতা হলো সিজোফ্রেনিয়ার অন্যতম লক্ষণ। সামাজিক অসমতা এবং মানুষের সাথে মেলামেশা করার অক্ষমতা ও এর লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে ।সাধারণত দেখা যায় যে কিশোর বাজারে এই রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং বাকি জীবনটা থেকে যায়।

খাদিজা র হয়ে জীবনে একবার মাত্র ব্যবসার আমিন হয়ে যাওয়া ছাড়া মোহাম্মদ কোনদিনও কোন কাজ করেননি।মানুষের সাথে মিশতে তিনি সংসয় বোধ করতেন এবং বাধাগ্রস্থ ছিলেন। সমাজে খোলাখুলি মেলামেশা করার থেকে, মরুভূমিতে এবং গুহাতে একা একা ঘুরে বেড়াতে তার বেশি ভালো লাগতো। খাদিজাকে বিবাহ করার আগে তারা একমাত্র পেশা ছিল, আবু তালিবের ভেড়া চড়িয়ে বেড়ানো। এমনকি তার বিবাহের দিন সামান্য সামাজিকতা পালন করতে গিয়েই তার তির- ঘাম ছুটে গিয়েছিল ,তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। এবং খাদিজার সাথে বিবাহিত

জীবনে তিনি নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারো সাথে মিশতে পারতাম না, তার নিজের সন্তানদের সাথে ও তার দূরত্ব ছিল। এবং খাদিজার সাতে দেখা হোয়ার আগে পর্যন্ত মোঃ কুমার ছিলেন।

পরবর্তী তে সেই মোঃ এ পৌর বয়োষে যৌনকামনা তাড়িত অতৃপ্ত পুরুষ হতে ওঠেন।

প্রত্যেকটি নারী র সাথে মিলনের বাসনা তীব্র হতে তাকে, তার অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও। Schizoid personality disorder তার এই ধরনের ব্যবহারের কারণ হতে পারে। The diagnosis and statistics manual of mental health iv ব্যাখ্যায় করে ,

" Schizophrenia falls into two broad categories positive and negative. the positive symptoms appear to reflect an excess or distortion of normal functions where is the negative symptoms appear to reflect the diminution or loss of normal function. delusions are very often and believes in Schizophrenia. although bizzare delusions are considered to be especially characteristics of Schizophrenia, bizzareness may be difficult to judge especially across different countries. delusions that express a loss of control over reminder body at generally considered to be bizzare, these include a person's believe that his or her thoughts have been taken away by some outside force. that alien thoughts have been put into his or her mind or that his or her body or actions are being acted on or manipulated by some outside force. if the delusion

are judged to be bizzare only the single symptom is needed to satisfy criterion A for schizophrenia."

পূর্বোক্ত ভাবেই আমাদের জীবনে ম্যাজিক এবং পরলোকে কথা পরস্পর হাত ধরে হাঁটছিল। তার সাথে যুক্ত হয়েছইলো তার অতৃপ্ত যৌণ বাসনা, যা তাকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য করে। যেমন তিনি বিশ্বাস করতেন ইহুদি এবং খ্রীষ্টানের তাকে মারার জন্য সারা পৃথিবীও খুঁজে বেড়াচ্ছে, যদিও তিনি আরবের মরুভূমিতে প্রকাশ্যে। এই ধরনের সংশয় প্রকাশ ও তার রোগের বহির লক্ষণ। এবং ফেরেশতাদের অবতারণা ,পূর্ব লিখিত মতো তার একাকীত্ব দূর করার এক উপকরণ হতে পারে।

SPD হলো schizophrenic spectrum এর একটি অংশ। যার লক্ষণ এক, কিন্তু বহিঃপ্রকাশ আলাদা। এটি একই সাথে সামাজিক অক্ষমতার সাথে সাথে মানসিক অক্ষমতা রং ও প্রকাশ ঘটায়। মোহাম্মদের নির্লিপ্তির নির্মম, অত্যাচারী হওয়ার একটি কারণ হতে পারে। এবং তার দৈত্য-দানব পরী জিন এর উপর বিশ্বাস এর কারণ হতে পারে এই রোগ।

পরিনত বয়সে সামাজিক উদ্বেগ থেকে এই রোগের সৃষ্টি হতে পারে। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন এটি মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে যে কোনো একসময় বহিঃ প্রকাশ করতে পারে। আত্মীয়-পরিজন এমনকি নিজের সন্তানদের সাথে আমাদের ক্রমাগত বাড়তে থাকা দূরত্ব তাকে হয়তো এই মারণ রোগের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

((Paranoid schizophrenia)))

এটি Schizophrenia র এর আরেকটি ধাপ, যেখানে রোগীর সংশয়পূর্ণ এবং ভীত হয়। সামাজিক সাধারণ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ অনুভব করে, পরে যা ভয়ের আকার নেয়। আবেগহীন হিওয়্য, অনুভূতি টে সারা না দেওয়া এর আরেকটি লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ গুলি হল,

- দৃশ্যগত এবং শব্দ শুনতে পাওয়া হ্যালুসিনেশন
- বাতিক গ্রস্থতা বিভ্রম যেমন, মনে করা তোমার সহকর্মী তোমাকে বিষ খাইয়ে মেরে দিতে চাই।
- উদ্বেগ
- রাগ
- উদাসীনতা
- হিংস্রতা
- তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়া
- সবার উপর হুকুম জারি করে বেড়ানো আত্মহত্যার চিন্তা এবং প্রয়াস

○

এই ধরনের রোগীদের বিভ্রম এর সমস্যা সাধারণত বেশি হয়। যেখানে মোহাম্মদ মনে করতেন পৃথিবীর সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। বিভ্রম এবং হ্যালুসিনেশনের অন্যতম লক্ষণ এবং কারণ।

Delusions বা বিভ্রম:: এর ক্ষেত্রে রোগীর মস্তিষ্ক রোগীকে সংকেত পাঠায় যে পৃথিবীতে একা লড়াই করার জন্য এসেছে এবং সবাই তার বিরুদ্ধে। যেমন কর্ম ক্ষেত্রে এটা মনে করা যে তোমার প্রতিহিংসাবশত তোমার কোন সহকর্মী তোমার খাবারে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে তোমাকে মেরে দেবে। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে যেটি আমরা মুহাম্মদ এর সাথে হতে দেখেছি। তিনি শুধু ষড়যন্ত্র এর দাবি করেননি, মিথ্যা ষড়যন্ত্র অভিযোগ দিয়ে বান উনাদেরকে মদিনা থেকে চিরকালের মতো তাড়িয়ে ছেড়েছিলেন। বলেছিলেন তারা ওকে মাথায় পাথর ফেলে মেরে ফেলতে চায়। বেশিরভাগ সময় এর ফল হয় অত্যাচারী হিংস্রতা মূলক যুদ্ধে। কারণ রোগী মনে করে সে নিজের আত্মরক্ষা করছে অপরের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে।

Auditory hallucinations :: এই ধরনের রোগীরা এমন আওয়াজ শুনতে পাই বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। এটি এক ধরনের আওয়াজ হতে পারে বা বহু ধরনের আওয়াজ এর মিলন হতে পারে। এমনও হতে পারে যে রোগী মনে করছে সেই আওয়াজ তার সাথে কথোপকথন চালাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানে তার দ্বিতীয় সত্তা প্রকাশ পায়। সাধারণত এই দ্বিতীয় সত্যের আওয়াজ রোগীর মনের ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে। তার মনে কু প্রস্তাবনা এবং বিষ ঢোকায়। যেমনভাবে মোহাম্মদের দ্বিতীয় সত্তা কাকে সবার সাথে যুদ্ধ করতে এবং মারামারি করতে উত্তেজিত করত

এইসব এর কারণ এ মোঃ ম্যাজিক বিশ্বাস করতেন, ভাবতেন তার স্ত্রী দের সাথে তিনি নিয়মিত সঙ্গম করছেন, কিন্তু ওটা নিছক এ তার মনের ভুল। ছোটবেলা টে তার দুজন মানুষ দেখা, Gabriel কে দেখা , আল্লাহ এর সাথে কথা

বলা, সব এ তার বিভ্রম, যেটা তিনি সত্যি বলে মনে করতেন। তার ভাই আলী জানিয়েছেন " যখন ও ঘুরে দাড়াতো, তখন ও পুরো সশরীরে ঘুরত, শুধু মাথা ঘোরাতে পারতো না" বালক বয়িশের এই ঘটনা ও তার রোগের প্রকাশ ছিল। কিন্তু তিনি এইগুলিকে তার অলৌকিক ক্ষমতার অংশ করে তুলেছিলেন। তার বিভ্রম এবং দৃশ্যে পরিপূর্ণ বালক বয়শ্ মোঃ কে এক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হিংশক মানুষ বানিয়েছে।

((Paranoid personality disorder))

এই রোগ গুলি এবং তাদের লক্ষণগুলি শুনতে সময় কিরকম লাগলো এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা এবং রোগীর আলাদা আলাদা মানসিকতাকে সেগুলি প্রভাবিত করে। পিপিডি র অন্যতম লক্ষণ হলো হ্যালুসিনেট করা রোগী তার শরীর দৃশ্যগত দর্শন থেকে ভয় পেয়ে পেয়ে এক মারাত্মক ভীতির জন্ম দেয়। পরে সেই দৃশ্য সম্পর্কে হ্যালুসিনেট করা বন্ধ করে দিলেও মন থেকে ভীতি কাটেনা। এমন অবস্থা হতে পারে যেকোনো রকম হ্যালুসিনেশন ছাড়াই সে ভয় পাচ্ছে।

এর প্রধান লক্ষণ হলো চিরস্থায়ী বিভ্রম। জেড এর উল্লেখ আগে রোগেও করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখানে থেকে সৃষ্ট ভীতি ও চিরস্থায়ী।এর ফলে রোগী নিজের চারপাশে র মানুষকে যেমন বিশ্বাস করা বন্ধ করে দেয় তেমনি তার নিজের উপরে বিশ্বাস ও উঠে যেতে পারে আবার বাড়তেও। এটাই রোগীর অন্যান্য মানসিক পরিস্থিতি এবং ভারসাম্যহীনতার ওপর নির্ভরশীল। এবং রোগী পাশেই সংশয়পূর্ণ বিরক্তিকর অসামাজিক তিক্ত মানসিকতা পূর্ণ হিংসুটে এবং স্বার্থপর হয়।

Diagnostic and statistical manual of mental disorders এর চতুর্থ সংস্করণে PPD এর নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি পাওয়া গেছে।

- ভালো করে চেনার এর আগে থেকেই বন্ধু এবং

সহকর্মীদের প্রতি সংশয় প্রকাশ করা।

- তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন সন্দেহ পোষণ করা।
- তাদের কল্পিত ষড়যন্ত্র থেকে নিজে র আত্মরক্ষা র চেষ্টা করা।
- এমনকি নিজের স্বামী অথবা স্ত্রী প্রেমিক-প্রেমিকা এদের প্রতি ও ভিত্তিহীন সন্দেহ পোষণ করা।
- সমস্ত কথার ঋণাত্মক - দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করা।
- নিজেকে এবং নিজের চিন্তা ভাবনাকে সমাজ থেকে গোপন রাখার চেষ্টা।

○

○

এর সব লক্ষণই মোঃ এর মধ্যে বর্তমান ছিল। যেমন আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তিনি ভাবতেন তাকে মারার জন্য সবার ষড়যন্ত্র করে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে ইহুদি এবং খ্রীষ্টানের লোকেরা প্রথম এবং প্রধান। অপর পুরুষদের কাছ থেকে নিজের স্ত্রীদেরকে লুকিয়ে রাখা, তাদেরকে বাইরে বেরোতে না দেওয়া, তার অনুগামীদের সমস্ত প্রকার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, সবকিছুর ব্যাখ্যায় তাঁর পিপিডি এর কারণে দেওয়া যায়।

এরকম ভীতিমূলক মস্তিষ্ক বিকৃতির এই কয়টি প্রকার দেখা যায়।

Persecutory Paranoia : এটি সবথেকে প্রভাবশালী ভীতিমূলক মস্তিষ্ক বিকৃতি যেখানে রোগীর মনে করতে শুরু করে যে তার আশেপাশের সমস্ত লোকেরা তার শত্রু, এবং তার ক্ষতি সাধ্য করা অথবা তাকে মেরে ফেলাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যার ফলে সে সমস্ত মানুষের প্রতি রোগীর হিংসাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

Delusion of Grander: এখানে রোগী নিজেকে বিশেষ কেউ, বিশ্বের ক্ষমতাশালী মহৎ ব্যক্তি বলে ভাবতে শুরু করে এবং আশেপাশের সবাইকে তার কথা শুনতে বাধ্য করে।

Religious Paranoia: এইখানে রোগী ধর্মীয় এবং আত্মা - আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিভ্রম যুক্ত হয়। নিজেকে ভগবানের দুধ এবং এই জাতীয় কিছু ভাবতে শুরু করে দেয় এবং নিজের সুবিধামতো নতুন ধর্মের সৃষ্টি করতে চায়।

Reformatory Paranoia: এখানে রোগী নিজেকে মানবজাতির উদ্ধারক বলে মনে করতে শুরু করে তার আশপাশের লোকদেরকে সে বিপদ থেকে মুক্ত করতে চায় কিন্তু তারা তার কথা না শুনলে তাদেরকে বিপদে ফেলে শান্তি পেতে চায়।

Erotic Paranoia : এখানে রোগী প্রায়শই ভাবে যে তার পরিবারের বিপরীত লিঙ্গের কেউ তাকে ভালবেসে তাকে বিয়ে করতে চাইছে, তার প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে চাইছে। কিছু কিছু রোগী এমনকি প্রেমপত্র লেখার শুরু করে দেয় এবং সমাজের কাছে হাসি অবহেলার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

Litigious Paranoia: এই ধরনের রোগী মনে করতে শুরু করে , সবাই একত্রিত হয়ে, তার বিরোধিতা করেছে, এটি তার ভিত্তি এবং অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় কোন কোন সময় দেখা গেছে রোগী খুন করার চেষ্টা করছে।

Hypochondriacal paranoia: এখানে রোগী ভাবে যে পৃথিবীর যত ভিয়ংকর রোগ, সব তার আছে এবং তার নিজের পরিবার এর লোকেদের কে তার কষ্টের জন্য দায়ী বলে মনে করেন।

((বাইপোলার ডিজঅর্ডার))

উপরোক্ত এতগুলি মানসিক এবং শারীরিক রোগী যেন আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না ?! তিনি বাইপোলার ডিজঅর্ডার বা মানিক ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার নামক ভয়ঙ্কর মানসিক রোগের রোগী ছিলেন। কি রোগের রোগীদের নাটকীয় মেজাজ পরিবর্তন দেখা যায়, একসময় তারা খুশি থাকে আনন্দে থাকে সবার সাথে কথা বলে হেসে খেলে বেড়ায়, পরমুহূর্তে দেখা যায় যে তারা অত্যন্ত বিরক্তিকর ভাবে সমাজ থেকে দূরে প্রিয়জনের থেকে দূরে গিয়ে উদ্বেগ ময় কথাবার্তা বলা শুরু করে দিয়েছে। এই ধরনের উঁচু-নিচু মেজাজ এবং ব্যবহার কে বলা হয় ম্যানিয়া এবং ডিপ্রেশনের এপিসোড বা উপাখ্যান। চরম মেজাজ পরিবর্তনের ফল এতটাই গম্ভীর হতে পারে যে রোগী নিজেকে মেরে ফেলতে পারে।

এর লক্ষণ গুলি হল সহজে বিরক্ত হয়ে যাওয়া, নিজেকে গুরুত্ব কম দেওয়া, আত্মসম্মান জ্ঞান কম থাকা, ঘুমাতে না পারা, মাঝে মাঝে শারীরিক শক্তি বেড়ে যাওয়া, মাথার মধ্যে ক্রমাগত উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘোরা, নিজেকে অপ্রয়োজনীয়' মনে করা, হঠাৎই যৌন বাসনা বেড়ে যাওয়া ,এবং নিজের যা কিছু

খারাপ, জীবনে যা কিছু অশুভ সেটিকে অস্বীকার করতে শুরু করা। এই ধরনের রোগীরা তাদের মানসিক মন্দা অবস্থায় বিষণ্ণতার গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়, নিজেকে অপদার্থ মনে করে, হতাশা এবং অবসাদের গভীরতার ডুবে থাকে, প্রায়ই আত্মহত্যা চিন্তা ,অথবা আত্মহত্যার চেষ্টা করে থাকে।

মোহাম্মদের যেই বাইপোলার ডিজঅর্ডার ছিল তার প্রমাণ আমরা হাডিথ এ পাই, ইবন ইসা জানান , " মাঝে মাঝে আমাদের নবী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে না ঘুমিয়ে বিসন্ন হয় এ বসে থাকতেন, এমন মনে হতো যে তিনি হয়তো অনাহারে মৃত্যু বরণ করবেন। আবার মাঝে মাঝে হয়তো অতটা না খেয়ে থাকছেন না কিন্তু খেতে গিয়েও খেতে পারতেন না, যদিও তার মনে খাবার ইচ্ছা থাকতো।"

মোহাম্মদ অসংখ্য মানুষ অসুখে ভুগছিলেন। কিন্তু আমার কাজ তাকে ওষুধ লিখে দেওয়া নয়। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে পারি না কিছু কিছু জায়গায় হয়তো তাকে আমরা ভুল বুঝেছি। এখানে আমি এটাই প্রমাণ করতে চাইছি যে এত কিছু অসুখ এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা থাকা সত্ত্বেও, একজন ধর্মগুরু হিসেবে ধর্মগুরু সঠিক কাজটি উনি করেন নি। তিনি এমন এক ধর্মের প্রবর্তক আজ পৃথিবীর সবথেকে বড় আতঙ্কের কারণ। এবং পৃথিবীর কোন রোগ এর অজুহাত ই সেই ব্যবহারের ন্যায্যতা দান করতে পারে না ! তিনি নিজের পাগলামি অন্যদের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবং সেই কারনে আজও ইসলামী ও দেশগুলী এত হিংসা এবং দুর্বিপাকে পরিপূর্ণ। কারণ সুস্থ মানুষ হয়েও তারা একজন অসংখ্য রোগাক্রান্ত মানসিকভাবে বিকৃত, অসুস্থ মানুষের পথ অনুসরণ করছে।

((হীরা গুহার রহস্য))

একজন গবেষক, যিনি the oracles of Delphi র রহস্য নিয়ে গবেষণা করছেন, তার ব্যাখ্যা শুনলে হেরা গুহার রহস্যের কথা, এবং এত জায়গা থাকতে মোহাম্মদ গুহাতেই কেন তার প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ করেন সে ব্যাপারে আলোকপাত করা যেতে পারে।

ওরাক্যাল অফ ডেলফি হল একটি প্রাচীন গ্রিক মন্দির। পিথিয়া শহরে পর্নাসাস পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই স্থানে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ ভ্রমণে আসে। পুঠিয়া ছিল একটি পদের নাম, যে পদ পূরণ করতে বিভিন্ন নারী, যার কাজ ছিল ভগবান অ্যাপোলোর হয়ে সাধারণ জনতার সাথে কথা বলা। সেই নারী ছিলেন দেবের মাধ্যম।

অ্যাপোলোর মন্দিরের পুরোহিত প্লুটার্চ পৃথ্বী আর ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ ক্ষমতা কে বাষ্পে পরিণত করে ভূমির কাজে রেখে দিয়েছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ এরা সেখানে গিয়ে দেখতে পান এখনো যে মন্দিরের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

২০০১ সালের national geography পত্রিকাতে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া হয়। সেখানে বলা হয় মন্দিরের ঠিক নিচে আছে একটি উষ্ণ সরোবর, যার বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ধোঁয়া বেরিয়ে আসে মন্দিরের পাথরের ফাঁক দিয়ে।

ভূতত্ত্ববিদ জেলে ডে বোয়ের জানান, " Plutarch made the right observation, indeed three were gases that came through the fractures" সেই বাষ্পের মিষ্টি সুগন্ধ মানুষের মনে বিভ্রান্তি এবং রহস্যের সৃষ্টি করে।

একইরকমভাবে হীরার গুহার অলৌকিকতার ব্যাখ্যা দেয়া যায়। যুবক মুহাম্মদ তার দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে এসে গুহার মধ্যে। তার বিভিন্ন মানসিক এবং শারীরিক রোগ এর কারন বশত তিনি এমনিতেই বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে

পেতেন গন্ধ অনুভব করতে পেয়েছেন শব্দ শুনতে পেতেন। গুহাটি ছিল ছোট। সাড়ে তিন মিটার লম্বা এবং দেড় মিটার চাওড়া। একটি ছোট বাথরুমের সাইজের। তো সেখানে বাষ্পীয় বিভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। আর যদি আধ্যাত্বিক কিছু ব্যাপার থাকতো ,তাহলে এত জায়গা থাকতে আল্লাহ সেই ক্ষুদ্র গুহাতেই কেন দেখা দেওয়ার কথা ভাববে ??

বিষাক্ত গ্যাস ছত্রাক এবং জীবাণু ছাড়াও গুহাটির ক্ষুদ্রায়তন মোঃ এর অতিরিক্ত বিকৃত মস্তিষ্কের সাথে খেলা খেলেছিল। যেমন আমরা আগের অধ্যায় মানসিক রোগীদের ছোট ঘরে রেখে পরীক্ষা করানোর কথা ফল দেখেছি, তেমনি মহাম্মদের অতি কল্পনাপ্রবণ মনের মধ্যে আল্লাহ এবং ফেরেশতা গ্যাব্রিয়েলের উপস্থিতি অনুভব করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায় :::

মোঃ এর শারীরিক অসুস্থতা ::

শারীরিক ভাবেই মোঃ অন্ততন্ত্য অসুস্থ ছিলেন। হাড়িথ এ বর্ণনা থেকে আমরা অন্তত দুটি রোগের সনাক্তকরণ করতে পারি। তার মধ্যে একটি হল এক্রোমেগালি, এইরোগ টি ই তার নপুংসকতা এবং মৃত্যুর জন্য দায়ী।

অ্যাক্রমেগালি::

এটি অত্যন্ত দুর্লভ একটি রোগ। গবেষণা অনুযায়ী 10 লাখ লোকের মধ্যে মাত্র তিনজনের এই রোগ হয়ে থাকে। এবং এই রোগের উপস্থিতির শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবেই রোগীকে প্রভাবিত করতে পারে।

যুবক বয়সে মোহাম্মদ যথেষ্ট সুদর্শন ছিলেন, অন্ততপক্ষে খাদিজাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার মত। কিন্তু পরবর্তীতে মোহাম্মদ এর অনুগামীরা তার চেহারা এবং অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন। আনাস বলেন " নবীর হাত এবং পা গুলো অস্বাভাবিক বড় বড় ছিল। ওনার মত শারীরিক অবস্থা আমি আর কারো র দেখিনি , আগেও না পরেও না। ওনার হাতের তালু ছিল নরম, কোমল।"

হাত পা এর সাথেসাথে ওনার মুখ মন্ডলের আকৃতি অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। ইমাম আট টির্মিধি , তার গ্রন্থ book of merits এ মোঃ এর চেহারার বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনা এবং হাদিত থেকে আমরা তার শারীরিক অসুস্থতার কিছু সূত্র পাই।

তার অনুগামী রা পুনঃ পুনঃ তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, বলেছে তিনি নাকি চাঁদ এর থেকেও সুন্দর ছিলেন তার সৌন্দর্য দেখার মত ছিল। সবাই তার অলৌকিক সুন্দরতাই বৃস্মিত ছিল।

আরে অনুগামীরা কিভাবে তার চেহারার বর্ণনা করেছেন সেটি নিচে দেওয়া হল

আলী বলেন " the prophet was neither the tall or short .he had thick set of fingers and toes, he had a large head and joints he had a long line of thin chest to lower level hair. when he walked he would literally lean forward as if descending as a slope. I never saw any one like him, before and after him ,he has large of head and beard"

হাদিদ এ আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় ," he was of medium figure his hair was slightly whipped there was around in his face he was fair with redness in his complexion. his eyes were very black and his eyelashes very long he had a large back and shoulder joints he had thick Set of fingers and toes. When he turned towards a person he would turn with his entire body. His neck seemed (smooth and shiny) like a statue molded in silver. His body was out and muscular. Of equal belly and chest (barbell like) he

was white shoulder big jointed when heat is rubbed his limbs emanated light. (oily skin). There was hair on his arms shoulders and upper torso. His forearms were long his palms white his fingers and toes set and extended. Hips it was so smooth backwater rolled off them. , When he walked he lifted his feet with vigor.

আবার আলি র বর্ণনা অনুযায়ী " his hands and feet were heavy and thick (but not calloused). He had gap between his two front teeths. He was white skinned. his joints where large. He had a wide mouth and wide eyes. Thick and arched eyebrows. They were not joined in middle .between them there was a vein which thickened when he was angry."

বুখারী এটাও বলা আছে যে নবীর হাত এবং পা ফোলা ছিল। তাহলে আমরা মোহাম্মদের শারীরিক চেহারার একটি তালিকা বানায়।

- ভারি এবং মোটা মাংসল হাত ও পা
- হাতের তালু আটার ডলার মত এবং চওড়া
- মোটা এবং বড় মাথা
- বড় বড় হাড় এবং অস্থিসন্ধই
- লম্বা হাত
- মোটা নাক যা উপরের দিকে উঠে থাকে
- চওড়া মুখ এবং মোটা ঠোট
- বড় বড় চোখ
- ফাঁকা ফাঁকা দাঁত
- সাদা লম্বা গলা।
- তেলতেলে চামড়া।
- ঘন দাড়ি এবং ঘন ভুরু উপরের দিকে ওঠানো।
- ঘাড় ঘোরাতে অসুবিধা।
- সাদা চামড়া তাতে লাল ছোপ
- প্রচন্ড পরিমাণ ঘামা
- গায়ে এক অদ্ভুত গন্ধ যেটা ঢাকতে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন

- উটের মতো আওয়াজ বের করতেন।
- প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণা ভুগতেন
- শেষ বয়সে নপুংসক ছিলেন
- একা একাই ঠোঁট নোট নারাতেন
- সমাজে মেলামেশা করতে পারতেন না

এইসবই এক্রোমেগালি রোগের লক্ষণ। এটি একটি দুর্লভ রোগ যেখানে গ্রোথ হরমোনের বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক হয়। পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস বেশি পরিমাণে বের হয়। চেহারা এবং মুখমন্ডলের পরিবর্তন হতে থাকে। চামড়া তেলতেলে চকচকে হয় এবং মাংসল হয় । পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে নির্গত হরমোনের অস্বাভাবিকতার ফলে অনেক সময় বাচ্চাদের মধ্যে দানবাকার দেখা যায়। তারা অসহায় আবেগ লম্বা এবং চওড়া হয়ে পড়ে। কিন্তু এক্রোমেগালি রোগটির উৎপত্তি হয় 40 থেকে 45 বছর বয়স কালে। সেই কারণে মানুষ লম্বা হয় না, কিন্তু চেহারার মধ্যে অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়। যদি ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হয় তাহলে প্রচন্ড পরিমাণ অসুস্থতা দেখা দিতে পারে এবং রোগী 60 বছরের আশেপাশে মারা যায়। যেটা মোহাম্মদের ক্ষেত্রে হয়েছিল।

অ্যাক্র কথাটির মানে হল অস্বাভাবিক চরম, অপরদিকে মেগালই কথাটির মানে হল দানবাকার। রোগ লক্ষণ হিসেবে চওড়া কপাল, বড় হয়ে যাওয়ার নাক, ঠোঁট, মুখের বিকৃতি। কলা এবং কোষের স্থূলতা দেখা যায়। একইসাথে চুয়াল চওড়া হতে থাকে যার ফলে দাঁতের মধ্যে ফাক দেখা যায়।

অন্যান্য লক্ষণ হলো গলার আওয়াজ এর পরিবর্তন আওয়াজ, আরো গম্ভীর হয়ে যাওয়া, নাক ডাকা শুরু হওয়া, অদ্ভূৎ শব্দ বের করা। প্রচন্ড ঘাম হওয়া ,চামড়া থেকে দুর্গন্ধ বেরোনো, অবসাদ, দুর্বলতা, মাথা যন্ত্রণা ,দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে নপুংসকতা সৃষ্টি হওয়া।

মোহাম্মদের চেহারার বর্ণনা আমরা দেখি যে তার গায়ের রং সাদা এবং গোলাপী ধরনের ছিল। হাদিসে বর্ণনা আছে, যে তার বগল অথবা ঘোড়ায় চড়ার সময় বেরিয়ে যাওয়া থাই এর রং ছিল সম্পূর্ণ সাদা। তার চামড়ার সাদা ভাব তার অনুগামীরা লক্ষ্য করেছিলেন। এক্রোমেগালি অন্যতম লক্ষণ হলো সাদা এবং লাল লাল চামড়া। যেটুকু চামড়া সূর্যের আলোয় থাকে সেটুকু গোলাপি লাল হয়ে যায়

অপরদিকে ঢেকে রাখা চামড়া টুকু সাদা থাকে। চামড়ায় মেলানিন এর কার্যকারিতা ভাবি এর কারণ।

আরেকটি লক্ষণ হলো হাটার সময় পায়ের অস্থিরতা। যেটা ও মোহাম্মদের ছিল বলে হাদীসে বর্ণিত আছে।

তার প্রচন্ড ঘাম হতো এবং তার গায়ের অদ্ভুত দুর্গন্ধ থাকার জন্য তিনি প্রায়ই প্রচন্ড দামি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তার সুগন্ধির ব্যবহার এত বেশি ছিল যে দুর থেকে রাস্তার লোকেরা জানতে পারত যে তিনি আসছেন।

জাবির জানায়, " আল্লার দূতের গায়ের গন্ধ আমরা দূর থেকে পেতাম। তারমানে হয় তিনি আসছেন, নয়তো তিনি সবেমাত্র এখান থেকে গেছেন।"

মামার যখন তাঁর পত্নী দের সাথে দেখা করতে যেতেন তিনি আগে থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করে যেতেন , এবং তাদের সুগন্ধি ব্যবহার করা তিনি পছন্দ করতেন । আয়েশা জানান আমি আল্লাহর দরগায় সুগন্ধি ছড়িয়ে দিলাম তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে আলাপ করতে গেলেন। আমি তার গায়ে এত সুগন্ধি ব্যবহার করতাম যে তার মাথা এবং দাড়ি চকচক করত।"

মোহাম্মদ নিজেও বলেছেন " তোমাদের এই পৃথিবীতে আমার সবথেকে প্রিয় জিনিস হলো নারী এবং সুগন্ধি" তার সহ সহযাত্রী আল হাসান আল-বাসরী লিখেছেন " নবী বলতেন "এই পৃথিবীতে যে দু'টো জিনিস তিনি সবথেকে বেশি ভালোবাসেন সে দুটি হলো নারী এবং সুগন্ধি"

অবশ্য অন্যদিকে আয়েশা এটি উল্লেখ করেছেন যে নারী এবং সুগন্ধি সাথে সাথে নবী খেতেও খুব ভালোবাসতেন খাবার তার প্রিয় জিনিস ছিল। তিনি দিনে অনেকবার আহার করতেন এবং অনেকটা করে খেতেন" এই অতিরিক্ত ক্ষুধা এটিও এক্রোমেগালি অন্যতম একটি লক্ষণ।

মোহাম্মদের সুগন্ধির এত বেশি ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে তিনি তার গায়ের দুর্গন্ধ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং চেষ্টা করতেন সেটি ঢেকে রাখার। যেমন আমরা আগেই উল্লেখ করেছি মাথা যন্ত্রণা ও এই রোগের অন্যতম একটি লক্ষণ যেটি মহম্মদ ভুগতেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

অভ্রমেগালি উচ্চ রক্তচাপ, এবং নিম্ন রক্ত সঞ্চালন এর জন্য দায়ী। যার কারণে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। মোহাম্মদের এই লক্ষণ ও যথাযথভাবে ছিল। যেমন আবু জুহাইফা বলেছেন "আমি তার হাত নিয়ে আমার মাথার উপর হাত

রাখলাম ,এবং দেখলাম যে হাত দেই বরফের থেকেও ঠাণ্ডা এবং সুগন্ধীতে পরিপূর্ণ।"

এই রোগের কিছু রোগের মেরুদন্ডের আকৃতি পাল্টে যাওয়ার কারণে তাদের হাঁটতে অসুবিধা হয়। যে কারণে মহাম্মদ হাঁটার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। এই সবকিছুই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এর হরমোন নির্যাসের অস্বাভাবিকতার কারণ এ হয়।

ভার্টিব্রাল এবং কোস্টাল মর্ফলজি র কারণে এই রোগের রোগীদের পেট ও বুক সমান হয়ে যায়। যেটা মোহাম্মদের ছিল এবং পরবর্তীতে তার গলার আওয়াজ পাল্টে গিয়েছিল, যেটা ওই রোগের লক্ষণ।

জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলা, জিহ্বার স্বাদ চলে যাওয়াও একটি লক্ষণ। যে কারণে হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী খাবার এবং পান করার আগে তিনবার স্নান করে নিতেন। ইমন ইসা জানান "নবী বলতেন এতে খাবারের স্বাদ ভালো পাওয়া যায়"

গলার স্বর পরিবর্তনের কারণে যেহেতু কথা বলতে অসুবিধা হয় তাই কথা টেনে টেনে বলা এবং জোর করে উচ্চারণ করাও একটি লক্ষণ। সেটাও মোঃ এর ছিল বলেই হাদীসে উল্লেখ আছে।

এক্রোমেগালি মেটাবলিক রেট বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে রোগীর অত্যাধুনিক ঘাম হয়। বেশি শীত বা বেশি গরমে সহ্য ক্ষমতা কমে যায়। মোঃ এর সেই অভিজ্ঞতা ও আছে। যেটি ইবন ইসা উল্লেখ করেছেন।

শুধুমাত্র শারীরিক অসামঞ্জস্য নয় এই রোগ মানসিক ভারসাম্যহীনতায় সৃষ্টি করে। যে তোমার আগে থেকেই অনেক মানসিক অসুখ এর রোগী ছিলেন তার ক্ষেত্রে এটি চরম হয়ে দেখা দিয়েছিল। এখনকার গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন সেই কারণেই তার হ্যালুসিনেশান, এবং শব্দ শুনতে পাওয়ার হার সাধারণ রোগীদের থেকে বেশি ছিল।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই রোগ রোগের মৃত্যুর কারণ হয়। মোঃ এর মৃত্যু ও প্রচন্ড যন্ত্রণা দায়ক ছিল। আয়েশা বলেছেন, " আমি জীবনে এত কষ্ট পেতে আর কাউকে দেখিনি,যেমন কষ্ট আল্লাহর দূত পেয়েছিলেন" একদম শেষ বয়সে মোঃ হাঁটাচলা করতে পারতেন না এবং তার অনুগামীরা তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতো। তার ওজন বেড়ে যাওয়াতে ,তাকে সম্পূর্ণ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তার হাত ধরে টানা হতো, পা মাটিতে ঝুলে থাকতো।

মোহাম্মদ ভেবেছিলেন তার এত যন্ত্রণার কারণ হলো খাইবারের অঞ্চলে তার বিষ গ্রহণ। কিন্তু সেটি তাঁর মৃত্যুর তিন বছর আগে। তার সহযাত্রী বাসির যে বিষ পান

করেছিল, সাথে সাথে মারা গিয়েছিলেন। বিষে র কারণে মৃত্যু হলে মহাম্মদ সেখানেই মারা যেতেন। তার মৃত্যুর আসল কারণ ছিল এক্রোমেগালি।

নপুংসকতা::

মুসলিমরা বিশ্বাস করে মোঃ এর যৌন ক্ষমতা ছিল 40 টি পুরুষের সমান। হাদিথ এ তার পরিচারিকা সালমা জানিয়েছে, " একরাতে মোঃ তার নয় জন স্ত্রীর সাথে ছিলেন। (যারা সবাই অত্র সাথে মৃত্যু অব্দি ছিলেন) , এবং মোঃ তাদের প্রত্যেকের সাথে সহবাস করেন। এক একজনের সাথে মিলন শেষ হলে ,তিনি আমাকে বলতেন স্নান করার জল আনতে। আমি বললাম 'বার বার কেনো ?শেষ এ একবার স্নান করে নিলেই হবে!' তিনি জানালেন," এটা বেশি ভালো আর পরিস্কার"।"

কিন্তু আমি গবেষণা করে দেখেছি যে তার এই যৌনক্ষুধার কথা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ তার জীবনের শেষ কুড়ি বছর তিনি নপুংসক ছিলেন।

নেদারল্যান্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান, যে সমস্ত রোগীদের মানসিক এবং শারীরিক রোগ একসাথে থাকে তাদের মস্তিষ্কের ভারসাম্যহীনতা এবং হরমোনের অসামঞ্জস্যতার ফলে এটাই স্বাভাবিক যে তারা নপুংসক হবে। তাছাড়া মোহাম্মদ বাইপোলার ডিজঅর্ডার এর রোগী ছিলেন। যার ফলে তার নাটকীয় মেজাজ পরিবর্তন এবং দৈহিক পরিবর্তন দেখা দিত। মাঝে মাঝে তিনি একদম উৎসাহিত, শক্তিতে ভরপুর থাকতেন আবার অন্যদিকে অবসাদ এবং হতাশায় ভুগতেন। এর থেকে এটা ব্যাখ্যা করা যায় যে তার উচ্চ কামনা এবং একাধিক যুবতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্তানহীন কেন ছিলেন। এটি তার যৌন অক্ষমতা দিকে ইঙ্গিত করে।

কিন্তু আমার যুক্তিতে একটি ফাঁকা আছে। যদি মোহাম্মদ নপুংসক কি হবেন তাহলে একদম শেষ বয়সে এসে তিনি ইব্রাহিমের জন্ম দিলেন কি করে? ইব্রাহিম মারিয়া, সুন্দরী কপটিক পরিচারিকার ছেলে, যার কোকড়ানো চুল মোঃ এর বাকি স্ত্রীদের হিংসার কারণ ছিল। যদিও আমি সন্দেহ করি ইব্রাহিমের পিতা হয়তো অন্য কেউ ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে কোন প্রমাণ ছিল না ।অবশেষে আমি একটি প্রমাণ পেয়েছি।

কি বোন সাদ এর দ্বারা বর্ণিত এক কাহিনীতে উল্লেখ আছে একজন কবি পুরুষ মারিয়ার সাথে দেখা করতে আসত যার নাম ছিল মাহবুর। সিমারিয়া এবং তার বোন

শিরিন এর সাথে মিশর থেকে মদিনাতে এসেছিল। অনুগামীদের মধ্যে গুজব ছিল যে সে মারিয়ার প্রেমিক। মোঃ মতিয়ার সাথে সহবাসের পর , তাকে নিয়ে গিয়ে উত্তরঃ মদীনার বাগানে বাড়ি করে দেন। সেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে মারিয়া তার প্রেমিকের সাথে খোলাখুলি মেশার সুযোগ হয়েছে পেয়েছিল।

তাদের প্রেমের কথা মোহাম্মদের কানে পৌঁছালে তিনি আলীকে বলেন মাবুর কে মেরে দিতে। আলী যখনই তার তলোয়ার নিয়ে তাকে মারতে যাবে, তখন মাবুর তার জামা তুলে দেখায় তার কোনো পুরুষাঙ্গ নেই।

তাবারী টেও মবুর এর উল্লেখ আছে এক হিজরে হিসেবে। কিন্তু এই কাহিনীর সত্য কতটা ? মামার আয়েশাকেও পরকীয়ার দোষে সাব্যস্ত করেছিলেন, এবং সাফওয়াণ নামে তার প্রেমিকাকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। এটি তখনকার দিনের প্রচন্ড কলঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।

অনেকে জাইগাই এটিও উল্লেখ আছে যে মাবুল প্রচন্ড বয়স্কো ছিল। এটিও যুক্তিহীন। মারিয়া আর তার বোন শিরিন কে মবুল নিজে পাহারা দিয়ে মিশর থেকে মদিনা এনেছিল। একজন বয়স্ক মানুষের পক্ষে কি সেটা করা সম্ভব ? হায়াতের বাণী অনুযায়ী ইব্রাহিম জন্মালে স্বয়ং ফেরেশতা গ্যাব্রিয়েলে এসে মোঃ কে শুভেচ্ছা জানান। " আসসালাম আলাইকুম ইয়া আবা ইব্রাহিম " বলে। যার অর্থ, " ইব্রাহিম এর জনক!! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক" । এটি ঘটাময় অনুমোদনের কারণ কি ? মোঃ কি নিজেকে বিশ্বাস করতেন না ইব্রাহিম এর পিতা বলে ?

আয়েশা কে মোঃ ডেকে বলেন , " আমার পুত্র কে একদম আমার মত দেখতে। দেখো দেখো !! " আয়েশা বলেন ," আমি তো সেরকম কোনো সাদৃশ্য দেখছি না " মোঃ বলেন , দেখো কেমন ফোলা ফোলা, থলথলে গাল !একদম আমার মত!" আয়েশা বলেন " সব বাচ্চাদের গাল এ এমন হয়"

মোঃ এর যৌণ ক্ষমতার অতুক্তি্য তার নপুংশতা ঢাকার জন্য। মোঃ এর খাদিজা র সাতে ছয় টি সন্তান ছিল, যার বয়োশ ছিল বিবাহ কালে প্রায় 40। মোঃ সেই সন্তানদের পিতৃত্ব লাভ করেছিলেন ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়শের মধ্যে। তবুও, তার পরের কুড়ি বছর তিনি তার যুবতী স্ত্রী এবং হারেমের নারী দের সাথে নিয়মিত সঙ্গম করেও, কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি, কিন্তু শেষ বয়সে ইব্রাহিম জন্ম দেন। যার ফলে তার পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ জাগে।

আর অ্যাক্রমেগালী রোগের অন্যতম প্রভাব হলো পুরুষত্বহীনতা।যেটি গত শতকের মাঝামাঝি চিকিৎসক রা আবিষ্কার করেছেন।

আর আমরা আগের অধ্যায় এ দেখেছি মোঃ যৌণ মিলনের কল্পনা করতেন। হাধিত এর বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি তার সব স্ত্রী দের কে একত্রিত করে , তাদেরকে স্পর্শ করতেন, কিন্তু সঙ্গমে অপারক ছিলেন। আয়েশা বলতেন, " আমাদের নবীর মত ধৈর্য কারোর মধ্যে দেখিনি" । আয়েশা র বীয়স খুব এ কম ছিল। সবে মাত্র তরুণী ছিলেন তিনি। তাই তার পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব ছিল না যে , তার "ধৈর্য" হলো আসলে তার অক্ষমতা ! আরেক স্থানে আয়েশা বলেন" আমি কোনোদিনও নবীর আওড়াট বা পুরুষাঙ্গ দেখিনি, স্পর্শ করিনি !" এই ঘটনার মীমাংসা আমি পাঠকের উপর ছাড়ছি !

তার মানে এই নয় যে মোঃ এর যৌনক্ষুধা ছিল না। তিনি নারী দের স্পর্শ করতেন, তাদের সাথে একা সময় কাটানোর কোনো সুযোগ ছাড়তেন না। কিন্তু অক্ষমতার কারণে তিনি তৃপ্তি লাভ করতেন পারতেন না, এবং তার ইচ্ছা বেড়ে চলতো।

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী যখন তিনি বাণী জৌন শহর টি ডাকাতি করে দখল করে নিয়েছিলেন ,তখন একটি অল্প বয়সী মেয়ে কে,তার পরিচারিকার সাথে তার সামনে এনে হাজির করা হলো, মোঃ বললেন, " নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করো!"(আধুনিক ভাষায় এটিতে যৌণ আমন্ত্রণ বলা যেতে পারে,) সে তখন উদ্ধত হয়ে বলে, " একজন রাজকুমারী কি নিজেকে সাধারণ মানুষের কাছে সমর্পণ করতে পরে !? না!!" মোঃ তাকে মারতে উদ্যত হলে সে চেঁচিয়ে বলে, " আমি আল্লাহ কে আহ্বান করছি , যাতে তিনি তোমার হাত থেকে আমার মুক্তি দেন"

তার কথা শুনলেই বোঝা যায় তার বয়িষ ছিল অল্প। মোঃ তাকে ছেড়ে দেন এবং সাদা পোশাক ডান করেন,(যেটি তিনি হইতো তার কাছ থেকেই চুরি করেছিলেন !!)

যদিও hadith এর বর্ণনা শুনে মনে হই মোঃ তাকে বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু "হাব্বা মাফসিকা লি" এর মানে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়া নয় ! এইভাবে মোঃ পদে পদে তার কাছে আশা প্রত্যেকটি নারী, বয়স্ নির্বিশেষে, যৌণ হেনস্থা করতেন , তাদেরকে জোর করে নিজের তৃপ্তি পেতে চাইতেন। এটি তার

ধর্ষকামী মানসিকতার আরেকটি নিটোল প্রমাণ, জা তাকে জঘন্য মানুষ হিসেবে বর্ণিত করে।

তাছাড়া hadith এর অন্য ভাষার অনুবাদ পড়ে সেটি সম্পূর্ণ বোঝা কঠিন। যেহেতু ভাষা বদলানোর সাথে সাথে শব্দের মানে ও কিছুটা বদলাতে থাকে। এবং বেশিরভাগ জায়গায় অত্যাচারের কাহিনী নরম সুরে দেখানো হয়। যেমন ইবন শাদ এর কাহিনী অনুযায়ী , " নবী বলতেন তিনি দুর্বল মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন। সঙ্গমের জন্য যথেষ্ট শক্তি তার থাকত না। তারপর আল্লাহ একদিন তাকে এক পাত্র রান্না করা মাংস পাঠালেন। তারপর থেকে তিনি অভূতপূর্ব শক্তির অধিকারী হলেন, এবং যখন খুশি সঙ্গম করার ক্ষমতা তাঁর তৈরি হলো" এই কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং হাস্যকর। তার অক্ষমতায় মোহাম্মদকে নারীদের অসম্মান এর দিকে ঠেলে দেয়। যেহেতু তিনি নিজে যৌনসুখে পেতেন না, তাই সবাইকে সেটা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে তার স্ত্রী এবং হারেমের নারীদেরকে। এদিকে তিনি তাদের অনধিকার বলে মনে করতেন। আর যদি উপরে ঘটনা সত্যিও হয়, তাহলে , আল্লাহ তাকে মাথা যন্ত্রণা অথবা তার মৃগীর খিঁচুনির ওষুধ পাঠান নি? আল্লাহ কি শুধু নবীর যৌণ ক্ষমতার উপর এ বেশি দায়িত্ববোধ ছিল? তার জীবনের উপর নয়?কারণ আয়েশার কথা অনুযায়ী তিনি প্রচন্ড যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু লাভ করেছিলেন।আর শক্তি পাওয়ার পরেও তিনি শুধু তার স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারতো আর কিছুই না। মনে হয় আল্লাহর দেওয়া সব শক্তি তার হাতের আঙুলে গিয়েছিল ! সুতরাং , এটি বলে যেতে পারে যে এসব

আর প্রতিহিংসামূলক মানসিকতার প্রতিচ্ছায়া ও তার যৌন অক্ষমতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন যেদিন তার পুত্র ইব্রাহিম মারা যায়, সেদিন তিনি মসজিদে গিয়ে সবকিছু ছেড়ে পরকীয়ার অপর একটি শাস্তি দেওয়ার কথা প্রার্থনা করেন। তার ছেলের মৃত্যুর দিনে !?!

তিনি, বেদীর উপর ঝুঁকে বসে বলেন, "O followers of Muhammad! By Allah! there is none who has more 'ghaira' than Allah as he has forbidden that his slaves male or female commit adultery. O followers of Muhammad! By Allah! if you knew that which I know you would laugh little and weep much!"

'Ghaira' লজ্জা এবং সম্মানের জ্ঞান। একনু গানের ঘাইরা কলঙ্কিত হয় যখন তার সম্পত্তি বা তার মাহরাম (পবিত্র আত্মজন) অতিক্রান্ত হয়। আপনি যদি কোনো মুসলিম এর স্ত্রী , বোন, বা মেয়ে র সাথে প্রেম করতে যান এমনিকি যদি যদি একটু হাসি ঠাট্টা ও করেন , তাহলে তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সম্মান নষ্ট হয়। এবং সেই নষ্ট' সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য তখন তাকে প্রতিশোধ নিতে হয়। সে আপনকে মেরে ফেলবে এবং তার পরিবারের নারী, যার জন্য তার সম্মান নষ্ট হয়েছে তাকেও মেরে ফেলবে। তবেই তার সম্মান পুনরুদ্ধার হবে। যারা এই নিয়ম মানবে না তাদের কোনো সম্মান জ্ঞান নেই।

এখানে লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ এর সম্মানের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তো একেশ্বর এবং নিরাকার! তার নারী আত্মীয় কোথা থেকে আসবে? এবং তার সম্মানই বা নষ্ট হবে কি করে? আরেকটি প্রমাণ যে মহান নিজেকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করতেন, কারণ এখানে তিনি তার নিজের সম্মানের কথা বলেছেন। যেহেতু তিনি মারিয়ার প্রতি সন্দেহ জনক ছিলেন ,তাই তার নিজের সন্তানের শ্রাদ্ধের দিন তার এরকম অযৌক্তিক বাণী ঘোষণা! আল্লাহ মোঃ এর দ্বিতীয় সত্তা ছিল। তাই তিনি এটাও বলেন " আমি নরক থেকে ঘুরে এসেছি ,নরকের আগুন দেখে এসেছি, কিন্তু তবুও এর থেকে মর্মান্তিক দৃশ্য আজ পর্যন্ত দেখিনি?!"

এখানে কি তিনি মারিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছিলেন? নাকি তার নিজের সন্তানের মৃত্যু দর্শনের কথা? এবং সেই বিশেষে দুঃখময় দিনে ই তিনি এরকম ধর্মোপদেশ দিলেন কেনো ?

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

মোঃ এর ধর্ম আরাধনা::

মুসলিম দের ধর্মান্ধতা র উচ্চতা দেখে আমরা প্রায়শই হকচকিয়ে যায়। তারা লক্ষ লক্ষ মানুষ কে নির্বিচারে, হত্যা করে , অসংখ্য গির্জা জ্বালিয়ে দেয়, জিহাদ ঘোষণা করে। তাদের জিহাদের কারণ পোপ এর একটি উক্তি, যেখানে তিনি

একজন মধ্যযুগীয় রাজা র কথা অনুযায়ী বলেন , যে ভগবানের ধর্মের সাথে হিংস্রতা যাই না! এবং এই নিয়ে একটি পত্রিকা মোঃ এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল। এইটুকু সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে তারা অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

। সাধারণ জনগন সারা পৃথিবী টে মুসলিম অনুরাগীর সংখ্যা দেখে অবাক হই ? যদি এই ধর্ম এত হিংসক, তাহলে কেনো এত লোক সেটি বিশ্বাস করছে ? অনুসরণ করছে ? ১.৫ বীলিয়ন মানুষ কি একসাথে ভুল হতে পারে ? হ্যাঁ পারে ?

Bertrand Russell এর কথা অনুযায়ী," the fact that an opinion has been widely held, is no evidence whatever that it is not utterly absurd! indeed in view of the silliness of the majority of mankind a widespread belief is more likely to be foolish than sensible" অনুসরণকারী র সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে কোন কিছু গ্রহণযোগ্য বা সঠিক হয়ে যায় না। এবং সব ধর্ম এর চরিত্র কি এক ?

অনেক গবেষক মনে করেন ইসলাম প্রথমে একটি ছোট দল হিসেবে শুরু হিয়েছিল। পরবর্তীতে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি মানুষ এর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

Psychology 101 নমক একটি গ্রন্থে ধর্ম , রাজনীতির প্রতি মানুষের দৃষ্টভঙ্গি তুলে ধরা হচ্ছে,

1. মানুষকে শারীরিক বা মানসিক ভাবে উদ্বিগ্ন পরিস্থিতিতে ফেলা হয়।
2. তাদের সমস্ত সমস্যার একটা সমাধান যাওয়া হয় যার কোন যুক্তি থাকে না।
3. তাদের ধর্ম গুরু বা রাজনৈতিক গুরুর কাছ থেকে তারা শর্তহীন ভালোবাসা, মনোযোগ এবং স্বীকৃতি লাভ করে
4. নতুন পরিচয় লাভ করে।
5. তারা পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরে আসে, তাদের জ্ঞান এর উপর দখল থাকে না

এবং ইসলামের গঠনমূলক বছরগুলিতে এই সমস্ত চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এটিও জানা গেছে যে সমস্ত ধর্মের গঠনমূলক বছরেই এই চরিত্র লক্ষ্য করা যায়, ইসলাম তার ব্যতিক্রম নয় ।পরবর্তীতে এটি যে ধ্বংসাত্মক ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সেটি হলো ব্যতিক্রমী এবং এটি ই তাকে অন্যান্য ধর্মের থেকে আলাদা করে

তোলে। আমি তালিকা থেকে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে তার সাথে ইসলামিক ব্যবহারের তুলনা করতে চলেছি।

1)"অনুগামীরা তাদের ধর্ম গুরুর প্রতি শর্তহীন বিশ্বাস (সে তিনি মৃত হোক বা জীবিত) এবং অন্য ধর্মের প্রতি হিংসা ছড়ায়। তাঁর প্রবর্তিত রীতিনীতি বিশ্বাস সারা জীবন ধরে পালন করতে চাই এবং তাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততিদের ও পালন করতে বাধ্য করে।"

ইসলামে এর সম্পূর্ণ যথাযথ ব্যবহার দেখা যায় অনুগামীরা তাদের রচিত বই কোরআন কে রীতি এবং সত্যের কাঠামো বলে মনে করে, তবে জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গে কোরআনের বাণী অনুসরণ করে চলে।

"2) প্রশ্ন করা, সন্দেহ প্রকাশ করা এবং ভিন্নমত পোষণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।"

কোরআনে স্পষ্ট বলা আছে নবীর কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিমত পোষণ করা অথবা তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা নরক গমনের মত শাস্তি যোগ্য অপরাধ। কোরআন অনুযায়ী, " O you who believe!! ask not questions about things which if made plaine to you may cause you trouble some people before you did ask such questions and on that account lost their faith" সাধারণত ধর্ম অযৌক্তিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। তাই ধর্মগুরুরা তাদের অনুগামীদের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম রাখার জন্য এই ধরনের নিয়ম সৃষ্টি করে। মোঃ ও সেটাই করেছিলেন।

3)" চিন্তার পরিবর্তনকারী অভ্যাস (যেমন ধ্যান, প্রার্থনা করা ,অন্যান্য ভাষা বলা; ভগবানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখার জন্য ,এবং প্রার্থনার সময় ধার্য করে দেওয়া) করতে অনুগামীদের উৎসাহিত করা হয়। তাদেরকে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় যে এগুলি ঠিক মতো অভ্যাস করলে তবেই তারা তাদের ধর্ম গুরুদের সমস্ত কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারবে।"

পূর্ব অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি যে মুহাম্মাদ নামাজ পড়ার জন্য দিনে পাঁচবার, পাঁচটি নির্দিষ্ট সময় ধার্য করে গিয়েছিলেন। এবং নামাজ অবশ্যই আরবিক ভাষাতেই পড়তে হবে। সম্পূর্ণ একমাস তাদেরকে সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা অব্দি 12 থেকে 14 ঘন্টা বিনা জলে বিনা খাদ্যে উপোস করে থাকতে হবে, যেটি রমজান মাস বলে পরিচিত। জনসম্মুখে কেউ যদি জল খেতে গিয়ে ধরা পড়ে

তাহলে সেটি রীতিমতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী এই ধরনের উপর কিডনি এবং লিভারের রোগের কারণ হতে পারে। মোঃ এই নির্দেশ ও দিয়ে গিয়েছেন যে এর কোন কিছু যদি ঠিকঠাক পালন না করা হয় সেই অনুগামী এর জন্য অপেক্ষা করে আছে অক্ষয় নরক। এটি তার কর্তৃত্ব কামের একটি উপায়।

4)" ধর্মগুরুরা তাদের অনুগামীদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ,আচার-বিচার, দৈনিক অভ্যাস ,কিভাবে তারা জীবন যাপন করবে সব কিছুর ওপর আধিপত্য কায়েম করতে চায়। যেমন তারা ঠিক করে দেন তারা কাকে বিয়ে করবে, কি কাজ করবে, কি ধরনের পোশাক পড়বে, কিভাবে রেচন সম্পন্ন করবে, কিভাবে খাবে এবং কিভাবে বাচ্চাদেরকে মানুষ করবে, এবং আরও কত কি ।"

ইসলামে এর প্রভাব দেখা যায়, মোঃ হারাম (নিষিদ্ধ) এবং হালাল (অনূদিত) এর বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে তিনি খাওয়ার ,শোয়া-বসা, কাজ করা, বিবাহ করা ,সমস্ত কিছুর সঠিক নির্দেশ দিয়ে গেছেন ।সেগুলি পালন করা হলে হালাল এবং তার অন্যথা ঘটে হারাম। হারাম এর শাস্তি ভয়াবহ।

5)" প্রায়শই ধর্মগুরুরা নিজেদেরকে স্বয়ং ভগবান ভগবানের দূত বলে মনে করেন, এবং মানুষের কল্যাণ ও উদ্ধারের জন্য এই যে পৃথিবীতে তার আবির্ভাব সে কথা প্রচার করেন"

মোঃ এর এবং ইসলামের ক্ষেত্রে এটিও সত্যি। যে সম্পর্কে আলোচনা আমরা পুর্ব অধ্যায়গুলোতে করেছি। তিনি নিজের ধর্ম পালন করতে গিয়ে অন্যান্য ধর্মের গির্জা এবং মন্দির হয়ে গেছেন তারপর নিজেকে মানবকল্যাণকর মাসিহা বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও এটি হাস্যকর কিন্তু মুসলিমরা এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ।

6)" অনুগামীরা "আমরা এবং ওরা", "আমাদের বিরুদ্ধে ওরা" ধরনের মানসিকতা তৈরি করে যার ফলে সমাজের মধ্যে তাদের বসবাস করা অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।"

ইসলাম ইসলামে অবিশ্বাসীদেরকে কাফের বলে বর্ণনা করে। তাদেরকে শেষ করে ধর্মের প্রসার ঘটনাকে নিজেদের উত্তম সত্য এবং কর্তব্য বলে মনে করে। সমগ্র পৃথিবী কে 'দার আল ইসলাম' (ইসলামের বাড়ি)এবং দার আল হারব(যুদ্ধ এর বাড়ি) বলে বিভক্ত করে। যার ফলে পৃথিবীর বাসিন্দা বাকি ও মুসলিম ধর্ম অনুসারীদের সাথে তাদের ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ এবং অশান্তি চলতে থাকে। পৃথিবী জুড়ে আতঙ্ক বাদের এটি অন্যতম একটি কারণ। কোনরকম শান্তির বাণী ইসলাম

শোনায় না বরং অমুসলিম মেরে ধর্ম প্রচারের বাণী তার সব থেকে বড় নির্দেশ। অমুসলিমরা ধর্ম পালন করতে পারে কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় ।প্রকাশ্যে ধর্ম পালনের কোন অধিকার তাদেরকে ইসলাম দেয়নি। তারা খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের সুরক্ষা দান করে,(উপর অত্যাচার না চালাই যাতে) তার জন্য তাদেরকে নজরানা বা জিজাহ দিতে হয়, কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী। এর সাথে সামান্য ডাকাতদলের কোন পার্থক্য নেই! পার্থক্য শুধু এটাই জেলা সংখ্যা অনেক বেশি। মোহাম্মদের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী অমুসলিমদের দুটোই পরিণতি । হয়, ইসলাম গ্রহণ করা, নয় মৃত্যুবরণ করা।

7)" ধর্মগুরুর কোন দোষ গুণ নয় অন্যায় বিচার হয় না। সে নিজেই আইনের প্রবক্তা"

মুসলিমদের কাছে মাহমুদের কথাই শেষ কথা। স্বয়ং কানুন। তিনি যত অপরাধ করুন না কেন, অত্যাচার করুন না কেন, ডাকাতি করুন, হত্যা করুন, নারী এবং শিশু দের কে কৃতদাস হিসেবে বেচুন, যাই করুন না কেন! তার কোন দোষ ধরা যাবেনা কারণ তিনি স্বয়ং আল্লহ এর প্রতীক। তার জন্য প্রত্যেকটি নিয়মটা নিজের বানানো। এবং তার নিজের অন্যায় ধরো না হলেও, তিনি একমাত্র তিনি অন্যদের অন্যায় ধরতে পারেন। ইন যুক্তিতে কোরআনে তিনি বলেন " man must not question the wisdom of God! Allah knows the best."

8)"ধর্ম পালনের জন্য যত মিথ্যে বলতে হোক না কেন ,যদি ধর্ম ঠিকঠাকভাবে পালন করা যায় তাহলে সবকিছু ক্ষমা হয়ে যায়। পরিবার থেকে দূরে সরে আসা, তাদেরকে মেরে ফেলা ,তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলা ,ডাকাতি করে অন্যের টাকা পয়সা চুরি করা, সমস্ত কিছু র অন্যায় খারিজ হয়ে যায় ,যদি কিনা শেষে তারা ধর্মের পথে ফিরে আসে"

এর প্রভাব ইসলামে ব্যাপক। ইসলামের নীতি পালন করতে গিয়ে, যত নৈতিক ধর্ম বর্জন করা হোক না কেন সেটি যথাযথ এবং ন্যায্য। অমুসলিমদের কে মেরে ফেলা এই ধর্মের মধ্যেই পড়ে।

আবদল্লাহ হাসান আল আসিরি, নামক এক আত্মঘাতী জঙ্গি যে সৌদি আরবের রাজকুমারকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, সে ইসলাম ধর্ম পালনের জন্য নিজের মলদ্বারে বোমা প্রবেশ করিয়ে এনেছিল।অন্যতম প্রমাণ যে, শুধুমাত্র বিধর্মী কে মারার জন্য এরা নিজেকে কষ্ট দিতে পিছপা হয় না। 2009 সালের 27 আগস্ট

লন্ডনের তারযুক্ত ফাদাক টিভি তে একটি আরবিয় ইসলামীও ফতোয়া জারি হয় যেখানে এক মৌলবী এই ধরনের আত্মঘাতী জিহাদী হামলার কথা বলে, সে জানায়, " যাতে জিহাদী নিজের পায়ু তে বোমা ধরে রাখতে পরে, তার জন্য তাকে কয়েকদীন আগে থেকে পায়ুকাম এ লিপ্ত হতে হয়"

এমনও খবর আছে যে এক জিহাদী এক মৌলভীর কাছে পায়ুকাম এর ব্যাপারে অনুমতি চাইতে গেলে, সেই মৌলভী জানান যে ধর্মনীতি অনুযায়ী পায়ুকাম অপরাধ, কিন্তু জিহাদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ , আল্লাহ এবং তাঁর দূতের নির্দেশ। এক আজ্ঞাবহ অনুগামীরা কাছে, সেই উদ্দেশ্যের জন্য কোন অপরাধে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতে পারে না"

এক জিহাদিকে তার আত্মঘাতী হামলার আসল কারণের জন্য প্রশ্ন করা হলে সে জানায় "এই কাজের উপহার হল অক্ষয় জান্নাত লাভ, স্বয়িং আল্লাহ এর নির্দেশ যে"

এরকম ঘটনার উদাহরণ অসংখ্য। বিহারীদের ধরে প্রশ্ন করতে থাকলে তারা এরকম অযৌক্তিক কিন্তু ধর্ষকামী জবাব দিতে থাকে। আসলে ইসলামের হত্যা নিষিদ্ধ। কিন্তু পরধর্মের মানুষের হত্যা সবথেকে মহান কাজ, ইসলামের মহত্তম কাজ। আত্মহত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু অ মুসলমান কে মারতে গিয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলা মহত্তম কাজ। যদিও ধর্ষণ নিষিদ্ধ নয় !! সে বিবাহিত নারী হোক বা অবিবাহিত। মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ এবং অপবিত্র কাজ, কিন্তু পরোধর্মের মানুষ এর কাছে মিথ্যাচার বৈধ। এই যুক্তিহীনতা কোন শেষ নেই।

9)" ধর্মগুরুরা প্রায়ই অনুগামীদের মধ্যে লজ্জা এবং আত্ম অপরাধের বোধ ছড়িয়ে দেয় তাদের উপর আধিপত্য কায়েম করার জন্য"

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী মোহাম্মদকে এই নীতির পালন ভালোভাবে করতে দেখা গেছে। তিনি তার অনুগামীদের কে লজ্জা দিয়ে তাদেরকে চাপে রাখতেন তার সমস্ত কথা শুনে চলতে বাধ্য করতেন। নারীদের বোরখা পরার নিয়ম তার এই পাগলামি থেকে সৃষ্টি। 2002 সালের মার্চ মাসে সৌদি আরবের ধর্ম পুলিশের দল একদল ফুল গামে বাচ্চা মেয়েদের কে জলন্ত আগুন ধরে যাওয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে থামিয়ে দেন, কারণ তাদের চুল ঢাকা ছিল না। ফলস্বরূপ পনেরোটি কিশোরী সম্পূর্ণ ভাবে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। এই ঘটনা সারা পৃথিবীতে লজ্জা এবং ধিক্কার এর সৃষ্টি করেছিল।

10)" ধর্মগুরুরা তাদের অনুগামীদের কে তাদের মূল পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে। তাদের জীবনের সমস্ত লক্ষ্য এবং বিশ্বাসকে পাল্টে দিতে শেখাই"

পূর্ব অধ্যায় গুলিতে আমরা দেখেছি, কিভাবে মহম্মদ মক্কাবাসী বালকদেরকে তাদের পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করেছিলেন, এবং মদিনা টে এসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ছিলেন। এতে তিনি করেছিলেন তাদের উপর আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য। তিনি জানতেন পরিবার যদি পিছুটান হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তাদের মাথা তিনি সম্পূর্ণ চিবিয়ে খেতে পারবেন না। তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে তারা অসুবিধা হবে। এর ফলস্বরূপ অনুগামীরা সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হয়, তাদের বিশ্বাস জীবনের লক্ষ্য জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গিয়ে তাদের ধর্ম গুরু র মতোই বিকৃত হয়ে ওঠে।

11)" দলে নতুন সদস্য যোগ করা তাদের প্রধান কাজ"

মুসলিমদের প্রধান কাজ হলো ইসলামের প্রসার ঘটানো। এটিকে বলে "দাওয়া" প্রত্যেকটি মুসলমানের এটি ধর্ম এবং কর্তব্য। অমুসলিমদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদেরকে মিথ্যা কথা বলে প্রেমের জালে , বন্ধুত্বের জালে ফাঁসিয়ে, লোভ দেখিয়ে তারা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং নিজের দলের লোক বাড়ায়।

12) " আরেকটি প্রধান কাজ হল টাকা জোগাড় কর"

খালি পেটে ধর্ম চর্চা হয় না। তাই মদিনা দেশে মুসলমানদের প্রধান জীবিকা ছিল ব্যবসায়ীদের বাড়িতে এবং দোকানে চুরি ডাকাতি চালিয়ে টাকা-পয়সা লুট করে আনা। সিলেটের সব থেকে বড় ভাগ মোহাম্মদ নিতেন এবং তার বেশিরভাগ টাকা যেত লোকের সাথে যুদ্ধ করতে, " of their goods take alms so that thou mightiest purified and sanctify them"(9:103)

13) ধর্মগুরুর আশা করেন যে অনুগামীরা তাদের দিনের বড় একটি সময় ধর্ম আলোচনায় দেবে"

মুসলিমদের প্রধান জীবিকা হল ইসলাম। শুধুমাত্র প্রার্থনা করতে নামাজ পড়তেই নয় তাদের দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিসপত্র ধর্ম পালনের উপর নির্ভরশীল। যেটি একদম শুরুতে মহম্মদ চালু করে দিয়েছিলেন। যে কারণে মুসলিমরা বলেন "ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি জীবন যাত্রা" ফলে তাদের জীবন থেকে ইসলামে আচার-বিচার কে বাদ দিলে জীবনটি নেহাতই আলুনি হয়ে ওঠে।

১৪) "ধর্মের সদস্যরা শুধুমাত্র যাতে সেই ধর্মের সদস্যদের সাথে মেশে সেই বিধান ধর্মগুরু দান। সে রকম আলাপ-আলোচনা তাদেরকে উৎসাহিত করে তোলা হয়"

মুসলিমরা সহজে অমুসলিমদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। কোরআনে এর নিষেধ আছে তাদেরকে বলা আছে "নাজির" যার মানে হলো নোংরা, অপবিত্র, কোরআন তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার সরাসরি নির্দেশ দেয়। মোঃ অমুসলিমদেরকে "দূষিত ইতর প্রাণী "বলে উল্লেখ করেছেন। "one of the aspects of iman(faith) is all wala al bara, loving and hating for the sake of Allah alone. it is one of the most important believes of Islam after Tawheed (oneness of God) Allah says in his book, let not the believers take disbelievers for their friends in presence to believers. whoever does this has no connection with Allah ,unless you are guarding yourself against them as a precaution bites you to be aware of himself and to Allah is the journeying"(3:28) এক মুসলিম ইমাম কোরআন থেকে পাঠ করে জানান।

১৫) সবথেকে বিশ্বস্ত অনুগামীরা মতে ধর্ম এর বাইরে কোন জীবন হয় না। ধর্ম ছেড়ে কেউ চলে যেতে চাইলে তাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ,নরকের ভয় দেখানো হয়"

মোহাম্মদের চরিত্র থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাই। সমস্ত আপত্তি এবং অসম্মতি কে তিনি নরকের ভয় দেখিয়ে রেখেছেন, যাতে কেউ আপত্তি করার সাহস না পায়। আবার অপরদিকে এটিও তিনি বলেছেন যে আল্লাহর সব নিয়ম পালন করবে অক্ষয় জান্নাত,চির বসন্ত, চল্লিশ হুর তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ইসলাম আধ্যাত্মিকতা শেখায় না জ্ঞান ও দেয়না। ইসলামের আত্মিক যোগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এর প্রধান ধর্ম হল মোঃ নামক এক শারীরিক এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ধর্ষকামী ,হিংসক মানুষের প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। এর নামাজের এবং প্রার্থনার মূল লক্ষ্য হলো মুসলিমদের সমস্ত চিন্তা শক্তি বিলোপ করে দেওয়া। যাতে তারা প্রশ্ন তুলতে না পারে ধর্মের জটিল বন্ধন থেকে বের হতে না পারে।

সুতরাং আমরা দেখি ধর্ম আরাধনার সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইসলামে বর্তমান ।ইসলাম একটি ধর্মীয় দল ছাড়া আর কিছুই নয়।

মোঃ এর মত আরো কিছু ধর্ম গুরু::

একইভাবে পরবর্তীতে ডেভিড করেশ, জিম জন্স প্রভূত এর মত ধর্মগুরু আবির্ভূত হন ,যারা এই একই ধরনের দলীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করেন। তারের ব্যবহার এর মধ্যে মোহাম্মদের ব্যবহারের প্রতিচ্ছায়া পদে পদে দেখা যায়, যেটি আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উল্লেখ করেছি।

আরেকটি

ধর্ম পালনকারী দল হল **"অর্ডার অফ দ্য সোলার** টেম্পল" , এই ধর্মে বিশ্বাশি ৭৪ জন মানুষ একসাথে আত্মহত্যা করে, যাদের বেশিরভাগ ছিল শিক্ষিত এবং উচ্চ পদে চাকুরী করা মানুষ। আবু বকর, উমর, আলী র মত লোকজনের থেকে তারা অনেক বেশি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। এই ধর্মে সূর্যের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। তারা এই হত্যা আত্নহত্যা, করে নিজেদের কে উৎসর্গ করতে নতুন পৃথিবী তৈরির আশায়। এরা সেটিকে "সিরিয়াস" বলে উল্লেখ করতেন। আগুনে পুড়ে,বিষ খেয়ে বা অন্যান্য উপায়ে আত্যহত্যা এদের ধর্ম পালনের মধ্যে পড়তো।

এর দুজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন luc jouret , একজন বেলজিয়ান ডাক্তার, এবং joseph di mambro , ধনী ব্যবসায়ী। এদের কেও ই মোঃ এর মতো অশিক্ষিত ছিকেন না। তবুও ধর্মান্ধতার হাত থেকে নিজেদের কেরা বাঁচাতে পারেননি।

স্বর্গের দরজা বা heaven's gate

১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ এই ধর্মীয় দলের প্রতিষ্ঠা যারা নিজেদেরকে স্বর্গের দরজা হেভেন্স গেট নামে সম্বোধন করতেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর কে পাল্টানো। এরাও নিজেরা মৃত্যুবরণ করে পৃথিবী পাল্টানোর এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জনের স্বপ্ন দেখতেন। ক্রমাগত তিন দিন ধরে তারা মারা যান, দলের বাকি সদস্যরাই মারতে সাহায্য করে। শেষ দুজন মারা যাবার আগে সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখে তারপর মৃত্যুবরণ করেন। তাদের ধারণা ছিল মৃত্যুর পর তারা একত্রিত হয়ে তাকে ধর্মবিশ্বাস চালিয়ে যাবেন এবং পৃথিবীর নকশা পাল্টাবেন।

Charles Manson

এই কুখ্যাত সমাজবিরোধী গত শতকের ষষ্ঠ দশকের প্রায় 100 টি যুবক-যুবতী জোগাড় করেছিলো।সেই দলের নাম ছিল পরিবার বা family। ঠিক যেভাবে মহম্মদ নিজেদের অনুগামীদের জোগাড় করেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল

বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা বিদ্রোহী বাচ্চাকাচ্চা। সে নিজেদেরকে তাদের মাসিহা উদ্ধারক বলে দাবি করত। তার মত অনুযায়ী সে কালো মানুষদের কে সাদা চামড়ার মানুষদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়ে ছিল। এবং আমাদের মতই চুরি ডাকাতি হত্যা কে বিশ্বাসী ছিল।

তাঁর কথামতো 1969 সালে যখন যাতে যুদ্ধ শুরু হল তখন সে ঠিক করেছিল নিজেই সে যুদ্ধ শুরু করবে। সে অচেনা মানুষ দের বাড়িতে প্রবেশ করে তাদের কে ফোন করে এমনভাবে সাজাতে মনে হতো কালো চামড়া মানুষেরা তাদের খুন করেছে। আর যুবক-যুবতী অনুগামীরা একই কাজ করতো তার কথামতো। তাকে আকৃষ্ট করতে এবং তার ভালোবাসা পেতে তারা সবাই ব্যস্ত ছিল একদম মোঃ এর মত। তারা বিশ্বাস করতো ম্যানশনের নিশ্চয়ই কোন দৈব ক্ষমতা আছে এবং গুপ্ত জ্ঞান আছে যার ফলে সে এত ক্ষমতাশালী। তার দলে ও বুদ্ধিমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ছিল। তার দলের এক নিয়ে সম্পর্কে এক মনস্তত্ত্ববিদ বলেন" সে খুবই উজ্জ্বল বুদ্ধিমতি কমনীয় এক নারী। পাগল টাগল কিছুই নয় ।যখন তুমি ওর সাথে কথা বল সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, যতক্ষণ না তুমি ম্যানশনের নাম নিচ্ছ। তখন সে উন্মাদের মত হয়ে যায় তাকে ভগবানের মতো ভক্তি করে।"

তার আরেক দলের আরেকটি মেয়ে সান্ড্রা গুড কে খুনের হুমকির জন্য জেলে পাঠানো হয়। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর সিবিসি রেডিওর এক সাক্ষাৎকারে সে বলে,"পৃথিবীর সব মানুষই একসময় মরার জন্য বসেআছে, খুন হওয়ার জন্য বসে আছে। এই তো কেবল শুরু। এরকম খুন-হত্যা আরো হবে."

কিন্তু কেন এই মানসিকতা ? এর উত্তরে সে জানায় "মানুষ জীবন হত্যা করে, গাছ কেটে ফেলে, সমুদ্রে মিশিয়ে দেই, প্রাণী হত্যা করে শুধুমাত্র খাবার জন্য?প্রকৃতির হতে শাস্তি দিচ্ছি আমরা মৃত্যুই এদের শ্রেষ্ঠ শাস্তি!?"

সমস্ত ধর্ম গরুর মতোই ম্যানশনের ও হত্যার এক ন্যায্য যুক্তি ছিল। সেটি ছিলো মানুষের অত্যাচার থেকে বাতাস, জঙ্গল ,জল এবং পশুপাখিদের কে বাঁচানো। তার কারণ কে সে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল যে সেটি মানব হত্যার ন্যায্যতা দাবি করতে থাকলো। তিন দশক জেলে কাটিয়ে এসে আসার পর এক সাংবাদিক জানায় তাকে ম্যানশন বলেছে ," আমি তোমাকে দূষণমুক্ত প্রাকৃতিক পৃথিবী উপহার দিতে পারি"। এই যে প্রত্যেকটি ধর্মের একটি করে ন্যায্য কারণ থাকে এই কারণে ধর্ম পালন মানুষ করে এবং সহজে ধর্ম ত্যাগ করতে চায়না।

কারণ ধর্ম পালন মানুষের চিন্তা ভাবনার মোড়কে ঘুরিয়ে দেয়। একই কারণে ইসলামের সমস্ত বাজে দিয়ে জানা সত্ত্বেও মুসলিম র ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় না।

Shako ashara

Aum supreme truth দলের প্রতিষ্ঠাতা।

জাপানের এই ধর্মগুরু 1995 সালে মারাত্মক সারিন গ্যাস টোকিওর মেট্রোরেল গুলিতে নির্গত করে চারটে মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষ হসপিটালের দিকে ছুটে ছিল। এই ধরনের কোন পূর্বাভাস ছাড়া, এক মর্মান্তিক আক্রমণ পৃথিবীতে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল।

তার পর জানা গেল এটি এদের প্রথম আক্রমণ নয়। মাঝে মাঝে এরা এদিক ওদিকে টোকিও বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাট আক্রমণ চালাতে থাকে। এমনকি সে তার পূর্ব স্ত্রী এবং বাচ্চা ছেলেকে মেরে ফেলেছে নির্দেশ দিয়েছিল তা দলের এক সদস্যকে।

সাঁকো হাসাড়া জন্মেছিল এক দরিদ্র পরিবারে। দৃষ্টিশক্তি একদমই ভালো না হয় ছোটবেলা থেকে মুক এবং অন্ধ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। অন্যান্য ধর্ম গুরুর মতোই সে নিজেকে মহান ভগবানের দূত বলে মনে করত এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করার জন্য ভারতের হিমালয়ের কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেছিল। 35 বছর বয়সে, ১৯৮৪ সালে জাপানি ফিরে এসে সে aum বলে একটি ধর্মীয় দল স্থাপন করে।

তারে ধর্মী দলের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে পরিবর্তন করা তার অনুগামীদের কে স্বর্গ এবং মুক্তির লোভ দেখিয়ে তাদেরকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করা। ১৯৯২ সালের ইবোলা ভাইরাস ছড়িয়ে মহামারী তৈরি করার পিছনে শাকো র হাত ছিল বলে অনেকে মনে করেন

একইরকম ধর্মীয় গুরু ছিল joseph kony, যে নিজেকে মাসিহা বলে দাবি করত এবং মদের মতই দলবল জোগাড় করে, খ্রিস্ট ধর্মের মত বাইবেলের বাণী পাঠ করে পৃথিবীর পরিবর্তনের কাজে যুক্ত হত। সচারচর এই ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল মানুষ মেরে অথবা তাদেরকে নিজেদের ট্রেনে তাদের বিশ্বাস এ পরিবর্তন করা। পরবর্তীতে হত্যা এবং মানুষ ঠকানোর অপরাধে তার জেলবাস হয়।

ধর্ম গুরুদের যৌন প্রবৃত্তি এবং যৌন ক্ষুধা::

সাকামী ব্যক্তি হিসেবে, অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায়, প্রায়শই দেখা যায় ধর্ম গুরুদের মধ্যে উন্মত্ত যৌনক্ষুধার উৎপত্তি হয়েছে। তারা তাদের নিজের দলের লোকদের যৌন লীলায় করতে নিষেধ করলেও নিজেরা সেরকম কোন নিয়ম পালন করেননি। প্রায়শই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে যুবতী নারীর সাহচর্যে। দেখা গেছে সেই নারীরা হত যুবতী এবং অত্যন্ত সুন্দরী। নিচে ধর্মগুরুদের এই অভ্যাস এর একটি তালিকা তৈরি করে দেওয়া হল।

Jim Jones (১৯৩১-১৯৭৪) : এর একাধিক ভিন্ন ভিন্ন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক ছিল এবং তিনি তাদের কয়েকজনের সন্তানের পিতা হয়েছিলেন।

David koresh(১৯৫৯-১৯৯৩) : নিজের অনুগামীদের কে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু নিজে 12 13 বছর বয়সী মেয়েদের কে বিয়ে করতেন কারণ ওল্ড টেস্টামেন্ট এর সময় সেই সময়ে বিবাহ হত। একাধিক স্ত্রী তার ছিল এবং বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক ছিলেন।

Charles Manson (১৯৩৪-) : তার নিজের দলের মহিলা অনুগামীদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতেন তাদের মধ্যে তিনজনের সাথে তার সন্তান আছে।

Raél:(১৯৪৬-) : বাস্তববাদ এর প্রবক্তা। এবং শত শত নারীর সাথে তার যৌন সম্পর্ক ছিল। তার 15 বছরের বিবাহিত সম্পর্কযুক্ত পূর্ব স্ত্রী জানান, " প্রত্যেক রাতে নতুন এক নারী সবাই অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী অনুগামী যারা মনে করত সে কোন এক ধরনের ভগবান। বছরের-পর-বছর আমি এটাই ভেবেছিলাম যে এই ধরনের বাস্তববাদী আন্দোলন হলো, নতুন নতুন যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার একটি ছল।"

Bhagwan Shree Rajneesh (১৯৩১-১৯৯০) : তারপর একটি মহিলা অনুগামী সাথে তার যৌন সম্পর্কে খবর পাওয়া গেছে। এক পূর্ব অনুগামী র সন্তান জানিয়েছেন যে,(তার মা এর বিক্ত ছিল) তিনি নাকি 14 15 বছর বয়সী মেয়েদের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হতে চাইতেন।

Sathya Sai Baba (১৯২৬-২০১১) : একজন জেল খাটা আসামি ছিলেন। তার ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসা পূর্ব অনুগামীরা তাকে যৌন উত্যক্তকারী বলে দাবি করেন। তার এই চরিত্র দোষ তাকে কুখ্যাত বানায়। আমি নিজে তাকে লন্ডনের এক হিন্দু মন্দিরে মন্ত্র পড়তে দেখেছি, পৃথিবীর মূর্খ মানুষ এ পরিপূর্ণ।

Kenneth Emanuel Dyers(১৯২২-২০০৭) : ইনি যে ধর্মীয় দল চালাতেন তাতে একাধিক শিশুদের যৌন হয়রানির অভিযোগ আনা হয়। তার কিছু নারী

অনুগামী ও এ অভিযোগ জানান। এই সমস্ত কলঙ্কময় ঘটনার মধ্যে তিনি আত্মহত্যা করেন।

((নিয়মের বাঁধন যতো কঠিনতর হবে ততো ভালো))

অনেকে প্রশ্ন করে, মহম্মদ যদি এত বড় মিথ্যাবাদী হবেন, তবে তিনি এমন ধর্ম কেন সৃষ্টি করবেন যেখানে সবকিছুতে এত বাধা ? তার প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি ধর্মের প্রসার ই ছিল তাহলে তিনি তো সহজ ধর্মীও নিয়ম, আচার-বিচার এর নির্দেশ দিলেই পারতেন? এমনকি পৃথিবীর কঠিনতম ধর্ম নিয়ম পালন করতে হয় ইসলামে। এর নিয়মে চাহিদা অনেক বেশি নিষেধাজ্ঞা অনেক বেশি অনেক নিয়ম কানুন, আচার বিচার। একটি ধর্ম পালন করতে কঠিন হবে তার মানে তো সেটি সত্যি; তাই না? এটি ই তো তার সত্যতার প্রমাণ!!

মানুষের স্বভাব হল যে জিনিস যত বেশি নিষেধ জারি হয় সে জিনিস সে বেশি বেশি করতে চায়। তেমনভাবে যে ধর্ম পালন করা যত বেশী কষ্টকর তার আকর্ষণ ততবেশি। মানুষের মনে এভাবেই কাজ করে। গ্রহণযোগ্যতা পেতে আমরা সবকিছু করতে পারি সবথেকে কঠিন ধর্ম পালন করতে পারি। যেখানে সারা পৃথিবীতে যত ধর্ম এবং ধর্মগুরু আছে তারা সবাই কঠিন ,কঠোর ,কৃচ্ছতা সাধন এর নির্দেশ দেন। সেই হিন্দু ধর্ম হোক বৌদ্ধ হোক ধর্ম হোক বা খ্রিস্টধর্ম হোক। এমনকি নতুন প্রবর্তিত ধর্ম গুলির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আমাদের মনে এটি গ্রহণ করে যে ধর্মপালন ঈশ্বরের আরাধনা কখনো সহজ হতে পারে না তার জন্য কষ্ট করতে হয় মাথার ঘাম পায়ে ঝরাতে হয় কৃচ্ছতা সাধন করতে হয় মনকে সংযত রাখতে হয়। তবেই ভগবান ধরা দেন। ভগবানের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে ধর্মগুরুর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে অনুগামীরা চরম উচ্চপদের কৃচ্ছতা সাধন করতে পারে। যেটা আমরা মুসলিমদের মধ্যে হতে দেখি এবং পৃথিবীর বাকি ধর্ম এর ব্যতিক্রম নয়। অনুগামীরা সমস্ত প্রকার সংযম এবং কৃচ্ছতা পালন করে, যেখানে ধর্মগুরুদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত কোন নিয়মই খাটে না, কারণ তারা স্বয়ং ভগবানের রূপ তাদের ক্ষেত্রে ছাড় আছে ! মর্মন রা দূরদর্শন দেখতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আবার David koresh , নিজে তার অনুগামীদের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতো, এবং তাদেরকে (স্বামীদের কে) ব্রহ্মচর্য পালন করার নির্দেশ দিত। কিন্তু এত গ্লানিকর অভিজ্ঞতাও অনুগামীদের ধর্মপালন থেকে

থামাতে পারেনা। এমনও নিদর্শন আছে যে, ধর্ম পালন ঠিকঠাক না হওয়ার ফলে ধর্মগুরুর দল থেকে বের করে দিয়েছে বলে কিছু অনুগামী আত্মহত্যা বরণ করেছে। শুধুমাত্র মানসিক যন্ত্রণার কারণে।

এখানে কিছুটা মানসিক গোলযোগ বা চিন্তাধারার ব্যবহার দেখা যেতে পারে। ধর্মগুরু তাদের চিন্তাধারা এমন ভাবে পাল্টে দেয় যে তার অনুমোদন অনুগামীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এ পরিণত হয়। এখন সেই ধর্মগুরু কোন নিষেধাজ্ঞা পালন করতে সে যেমন তৎপর থাকে ,তেমনি ধর্মগুরু চোখ রাঙালে তাদের মনে চাও পরে, ঠিক অন্যায় করার পর একটু শিশু র মায়ের কাছে বোকা খাওয়া র মত। আবার দল থেকে বের করে দিলে তার প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রনা হতে পারে যার ফলে এই আত্মহত্যা।

এটিও দর্শনীয় যে ধর্মগুরুরা তাদের অনুগামীদের থেকে তাদের নিজস্ব পরিবারকে আলাদা রাখে। নিজেরা অনেকটা টাকা পয়সার অভাব নাই এবং তাদের জীবনযাত্রা অনুগামীদের কঠিন জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং লাস্যময় হয়। অপরদিকে অনুগামীদের জীবনযাত্রা ধর্মগুরু এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে তার কথা শোনা ছাড়া তাকে অনুসরণ করা ছাড়া তাদের কাছে আর অন্য কোন উপায় থাকে না মানসিকভাবে, আর্থিকভাবে ,এবং শারীরিকভাবে। একই ঘটনা আমরা পুর্ব অধ্যায়গুলোতে মাহমুদ তার পরিবার এবং তার অনুগামীদের হতে হতে দেখেছি।

তারা অনুগামীদের কাছ থেকে ট্যাগ দেখতে চাই তাদেরকে ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য করে। তাদের মতে এটি আনুগত্য দেখানো সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যত বেশি ত্যাগ ততবেশি স্বর্গীয় লাভ। এটাই মন্ত্র। তাদেরকে এটা বোঝানো হয় এইভাবে যে ত্যাগ স্বীকার না করলে কৃচ্ছতা সাধন না করলে ভগবান তোমার কাছে আসবে কেন? ধর্মের মত মহৎ জিনিসের নাগাল তুমি পাবে কেন ? এবং তারা যে ত্যাগ স্বীকার করবে তাতে লাভ হবে ধর্মগুরু র; কারণ ইহজগতে তিনি ভগবানের স্বরূপ। যেমন ইসলামে তার অনুগামীদের জীবনের বিনিময়ে , মোঃ জান্নাতে সম্পূর্ণ জীবন , অখকয়তা অর্জন করেছিলেন ,যেখানে তিনি চল্লিশ জন অপূর্ব দর্শন কুমারী দের সাহচর্যে এবং 80 জন পুরুষের যৌন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে তার পরলৌকিক জীবন কাটাবেন। এবং তুমি যত বেশি উপহার পেতে চাও যত বেশি স্বর্গের সুবিধা নিতে চাও তোমার ত্যাগের পরিমাণ ততটাই বাড়বে।

" not equal are those believers who sit(at home) and receive no hurt, and those who strive and fight in the

cause of Allah with their goods and their persons; Allah has granted a grade higher to those who strive and fight with the goods and persons then to those who sit (at home) unto all (in faith) Allah has promised good but those who strive and find has he distinguished above those who sit at home by a special reward"(4:95)

সোজা কথায় বলতে গেলে তুমি যদি বিশ্বাস করো তুমি পুরস্কার পাবে।কিন্তু তোমার পুরস্কার তাদের পুরস্কার এর সমান হবে না, যারা জিহাদ করছে এবং তার জন্য তাদের সম্পত্তি এবং জীবন উৎসর্গ করছে ত্যাগ স্বীকার করছে।

ধর্ম গুরুদের কাছে মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই কারণ তারা মানুষের কথা ভাবি না তারা ভাবেন নিজের কথা নিজের মানসিক তৃপ্তি কথা আধিপত্য কায়েম করার কথা। এরপরেও যাতে অনুগামীরা তাদের কথা শুনে তার জন্য এরা স্বর্গীয় পুরস্কারের লোভ দেখায় এটিও সমস্ত ধর্মে বর্তমান।

একটি ধর্মীয় দল যত মারাত্মক হবে তার উপাদান তত্ কঠোর হবে। ইসলামে ধর্ম গ্রহণের পরেও, তোমাকে একজন প্রকৃত ইসলাম বলে মানা হয় না যতক্ষণ না তুমি খুব বড় ত্যাগ স্বীকার করে নিজের আনুগত্য প্রমাণ করছো।

এই ধরনের মানসিকতার ব্যাখ্যা মনস্তত্ত্ববিদ osherow করেছেন, " considered the prospective members initial visit to the people temple (Jim Jones cult) for example when a person undergoes a severe initiation in order to gain entrance into a group ,he or she is apt to judge that group as being more attractive in order to justify expanding their efforts are in during the pain"

ঠিক যেমনভাবে আমরা বাড়িতে বেশি মূল্যবান জিনিসপত্র থাকলে পাহারাদার এর বন্দোবস্ত করি, তেমনি আমাদের মাথার মধ্যে এটাই চলে যে যে জায়গায় সংরক্ষণ যত বেশি হবে বাধা যত বেশি হবে সেই জায়গার আকর্ষণ এবং মূল্য ততবেশি। এই কারণে পৃথিবীর সমস্ত মন্দির মসজিদ গির্জা সব জায়গাতে, অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত করা থাকে। সুরক্ষা দানের থেকেও তাদের আসল কাজ হল জায়গাটিকে তীর্থ যাত্রীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।

মনস্তত্ত্ববিদরা এটাও পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী কে একটি বিষয়ের অপারগতার ওপর অপমান করা হলে, পরের দিন থেকে শেষ এই বিষয়ের

প্রতি বেশি মনোযোগী হয় যদি বিষয়টি অস্বস্তিকর বা আকর্ষক না হয় তবুও। তেমনভাবে মস্তিষ্কের ডান এবং বাম গোলার্ধে ক্রমাগত অল্প অল্প করে বৈদ্যুতিক শক তা হতে থাকে কোন অনাকর্ষণ বিষয় আকর্ষক মনে হতে পারে। কারণ তখন আমাদের মস্তিষ্ক বেশি আকর্ষণ অনুভব করে। আকুই কারণে নতুন ধর্মে প্রবেশ করার সময় বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ধর্ম গ্রহণকারী কে দিয়ে করানো হয়। যাতে সেই ধর্ম পালন এবং ধর্মের নিয়ম বিচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ আনুগত্যের লাভের জন্য তার মানসিক প্রস্তুতি থাকে।

এই কারণেই, এটি ব্যাখ্যা করে যে মোহাম্মদের এত রকম অত্যাচার এবং নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন দলে দলে ইসলামে যোগদান করে। কারণ আমাদের মনে, দুর্বোধ্য কঠোর জিনিসের আকর্ষণ বেশি। তাই যুদ্ধ করে এসে রক্তে স্নাত হওয়ার পরেও তারা মোহাম্মদের পায়ে পড়তে পারে লুট করা জিনিস তকে দিতে পারে। সবই মানুষের মানসিকতা এবং আকর্ষণের খেলা।

বৃহৎ মিথ্যার ক্ষমতা:

অ্যাডলফ হিটলার তার আত্মজীবনী মেইন ক্যাম্প লেখেন, "the broad mass of a nation will more easily fall victim to a big lie then to a small one" হিটলার অতি পারদর্শী মিথ্যাবাদী ছিলেন। তিনি আরো লেখেন,

" in the big life there is always a certain force of credibility, because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deepest starte of their emotional nature then concessionary or volunteer day does in the premitive simplicity of their minds there more readily fall victim to the big lion then the small life says they themselves of Intel small lies in little matters what would be a shame to resort to large-scale falsehoods.it would never come into their heads to fabricate incolossal on truth and they would not believe that others could have importance to desert the truth so infamously. even though the facts which prove this to be so may the broad clearly to their minds there is still doubt and waiver and will continue to think that there may be some other explanation. for the grossly input and fly always leaves

traces behind it even after it has been nailed down a fact which is known to all expert liars in the world and to all who conspired together in the art of lying."

হিটলারকে আমরা যতই অপছন্দ করি না কেন তার এই কথাগুলি অত্যন্ত সত্যি। এখানে তার কৃতিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। তিনি একদম পাক্কা দার্শনিকের মত ব্যাখ্যা করেন বৃহৎ মিথ্যা কথার ক্ষমতা এবং এটি কি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ কে মূর্খ বানায় দিতে পারে।

আরেকটি ভালো উদাহরণ হল জর্জ অরওয়েল পলিটিক্স অ্যান্ড দা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এর লেখক। যিনি লেখেন রাজনীতি সম্পর্কে , " political language….. is designed to make lies sound proof full and murder respectable and to give an appearance of solidarity to pure wind"

বড় ধরনের মিথ্যা দর্শককে হকচকিয়ে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ হঠাৎ করে বিশ্বাস করতে পারেনা যে মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে এক ব্যক্তির এত সাহস থাকতে পারে যে সে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে মিথ্যা কথা বলবে। আমাদের এই মানসিকতার কারণেই কিছু কথা মিথ্যা জানা সত্ত্বেও ,আমরা সেটা শুনি এবং অনুসরণ করে চলি। লোকসম্মুখে মিথ্যার অবতারণা আমাদের কাণ্ডজ্ঞান' কে গুলিয়ে দেয়। একটা মিথ্যা ঠিক কতটা মিথ্যা এবং কত বড় মিথ্যা সেটি আমরা ঠিক কিলো বা টন দিয়ে মেপে উঠতে পারিনা। আমাদের হিসেবের বাইরে চলে যায় সেটি। যেহেতু আমাদের পান্ডব গানে আমাদের সাধারন মস্তিষ্কে সেই মিথ্যার ওজন আমরা ধরতে পারিনা তারমানে এই নয় যে মিথ্যাটি সত্যি হয়ে যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার সমাজবিরোধী লোক এরা সামাজিক মানুষের চোখে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয় এটা তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। তাদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলার মতো একটি সামান্য নৈতিক নীতি লংঘন করা কোন ব্যাপার নয়। কারণ তাদের স্বার্থ এদের থেকে অনেক বেশি তাদের স্বপ্ন পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করা যা কোন সত্য বা মিথ্যা আটকে রাখতে পারে না।

যখন মাহমুদ প্রথমবারের মতো তার স্বর্গীয় অনুভূতির কথা বা স্বর্গ দর্শনের কথা বলেন তখন তার সামনে থাকা শ্রোতা, আবু বকর একদম হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি মোহাম্মদের কথা বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি। তার কাছে তিনটি রাস্তা ছিল, প্রথমত ;;মনে-মনে গ্রহণ করে নেওয়া যে এই মানুষটি তাদের নবী উদ্ধার এবং তার সমস্ত কথা বিশ্বাস করা, যার জন্য সে অস্বাভাবিক ত্যাগ

স্বীকার করেছে, নিজের শহর এবং পরিবার ফেলে চলে এসেছে, ধন সম্পত্তির বিনাশ ঘটিয়েছে। চুরি-ডাকাতি, মানুষ হত্যা করতে রাজি হয়েছে। এখন যদি মোঃ এর উপর থেকে তার বিশ্বাস উঠে যাই, তাহলে সমাজ তাকে কি বলেন ? তার স্ত্রী কে সে কি জবাব দেবে ? সমাজের চোখে হাসির কৌতুক এর পাত্র হয় এ উঠবে তো !

দ্বিতীয়তঃ, মোঃ কে ছেড়ে চলে যাওয়া। (তাহলে তার সব ত্যাগ স্বীকার জলে গেলো) অথবা তাকে মিথ্যাবাদী, পাগল বলে ঘোষণা করা বা মেনে নেওয়া।

যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যায় তার পক্ষে প্রথম টি পড়া সম্ভব ছিল ,কারণ শেষের দুটি সে স্বীকার করতে পারত না। তাতে তার নিজেরই ক্ষতি।

ইবন ইসা যখন মোঃ তার দর্শনের পাতায় সবাইকে জানান, তখন অনেকে তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে, এবং আবু বকর এর কাছে গিয়ে মোঃ এর ব্যাপার এ আরো ভালো ভাবে জানতে চায়। বাকর এর হয়ত নিজেই এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল কিন্তু সে উত্তর দাও "উনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই সেটা ঠিক, এতে এত অবাক হওয়ার কি আছে? তোমরা সবাই জানো, তিনি আল্লাহ এর সাথে কথোপকথন চালান। তার এরকম অভিজ্ঞতা হিতেই পারে। এটি তার মহনতার নিদর্শন।"

এই উত্তর যুক্তিযুক্ত। যখন কেউ তাদের যুক্তি বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অন্ধের মত ধর্ম অনুসরণ করতে এবং তার গালগল্প বিশ্বাস করতে শুরু করে তখন তারা সব কিছুতে বিশ্বাস করবে। একবার ধর্মের নাম দিয়ে বুঝি বিসর্জন করি করলে সেই বুদ্ধি আর ফেরত পাওয়া যায় না। অনুরাগীরা মূর্খের স্বর্গে বাস করতে শুরু করে। এমন কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কি আছে? যে মোঃ কে তার নিজের মেয়েকে যৌণ হেনস্থা করার অনুমতি দেবে ? আবু বকর দিয়েছিল। চরম মূর্খতা এর জন্য দায়ী।

এবং সমাজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে নিজের হেনস্থা স্বীকার করার থেকে বাকর সবাইকে ঠকানোর পথ বেছে নেয়, মোঃ এর কল্পিত গল্প গুলো ছড়িয়ে দিয়ে। আর যেহেতু মোঃ কোন সময় লাগছে না এবং আপত্তি সহ্য করতেন না, তার কাছে এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

((হিংস্রতার ব্যবহার))

এক সমাজবিরোধী মানসিক রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি যে শুধু নিজের মিথ্যা তা বিশ্বাস করে তাই নয়, তাদের উপর সেটাও জোর করে চাপাতে হিংস্রতার পথ অনুসরণ করতেও পিছপা হয়না। এটাকে বলে " argumentum ad baculum" এটা তখনই হয় যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর হুমকি দিয়ে, অথবা জোর করে তার কথা সবাইকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

সরাসরি হুমকি এরকম হতে পারে:

"Slay the idolaters wherever you find them"(9:5)

"I will install Tera into the hearts of the unbelievers. smite you above then necks and smite on your fingertips off them "(8:12)

অথবা পরোক্ষভাবে হুমকি দেওয়া যেতে পারে

"as for those who disbelieve and rejected science they are the people of hell"(5:10)

"For him (the believer) that is disgrace in this life and on the day of judgement, we shall make him taste the penalty of burning fire"(22:9)

" (as for)those who disbelieve in our communication. We shall make them an entire fire ,so often as their skins are thoroughly burned, we will change them for other skins, that they made taste the chastisement; surely Allah is mighty, wise"(4:56)

এই ধরনের হুমকি ও একটি বৃহৎ মিথ্যা যে মানুষের মনের নাটকীয় পরিবর্তন এবং ভয়ের উদ্রেক করে। এর প্রভাব এত বেশি হয়, যে হুমকির অপর পাশে থাকা মানুষ মনে করতে শুরু করে, " সে এতটা বিশ্বাস করে কিভাবে বলছি যে যে তাকে অনুসরণ করবে না ভগবান তাকে শাস্তি দেবে? কোথা থেকে আসছে এত বিশ্বাস?",, অথবা ," শুধুমাত্র অনুসরণ না করলেই মেরে ফেলা হবে ? এত ক্ষমতা ?!"

যেমন মোঃ তার অনুগামী দের নির্দেশ দেন " তোমার হাতের কাছে কোনো ইহুদি আসলেই তাকে মেরে দেবে, এটাই তাঁর ইচ্ছা" । যেভাবে হুওয়্যিসা ইসলাম গ্রহণ করে, তার ভাই এর হিংশত মানসিক পরিবর্তন দেখে, ধর্মের জন্য যে নিজের ভাইকে পর্যন্ত মারতে প্রস্তুত ছিল। ধর্মের এই মহাত্য, এই মোহ তাকে আকৃষ্ট করে

তোলে। আর এইসব জালে মানুষ পাওয়া যায় কারণ তাদের মন দুর্বল। যুক্তিবাদী মানুষ যারা মাথা দিয়ে ভাবে তাদের সংখ্যা খুবই কম তারা দুর্লভ। এবং আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে যৌক্তিকতার থেকে বেশি ঐতিহ্য, প্রথাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তা সে যতই অযৌক্তিক এবং হাস্যকর হোক না কেন। যে কারণে নর্থ কোরিয়ার জনগণ তাদের সমাজবিরোধী পাগলাটে দেশ নেতাদেরকে পাগলের মত সম্মান করে, রীতিমতো তাদের আরাধনা। যদিও তাদের জীবনের সমস্ত রকম অসুবিধার জন্য ওসব দেশ - রাজনৈতিক নেতা রাই দায়ী।

সমস্ত পাগল ধর্মগুরুদের অনুগামীদের মধ্যেই এটি লক্ষ্য করা গেছে। তারা যখন কোন কিছু করার জন্য আহ্বান করেন, সে অন্যায় কাজ হোক বা ন্যায়; অনুগামীরা ছুটে আসে, তাদের গুরুর মন রক্ষা করার জন্য তারা চরম সীমা পার করে যায়। শকো আসহরা , ডেভিড , যে নাম এ নিন , তাদের সবার প্রভাব এক। এদের পানথার শুনতে গিয়ে মানুষজন পরিবারের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তার পর যখন এরা আইনের হাতে পড়ে এবং জেল থেকে ছাড়া পায় তখন তাদের ফিরে যাওয়ার কোন রাস্তা থাকেনা কারণ পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক তা নিজে হাতে চিহ্ন করেছে কেউ কেউ পরিবারের সদস্য মেরে দিয়েছে। এমনও নয় যে এরা অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তি ছিল সবাই ছিল সুশিক্ষিত কলেজ স্কুল আমি উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মঠ মানুষ। কিন্তু তাদের শিক্ষা ও তাদের কে এই পাগলামি হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। যেমন , ডাক্তার ইকুও হায়াশি ছিলেন অন্যতম বিখ্যাত এবং সম্মানীয় ডাক্তার যিনি ছিলেন অসহরার অন্যতম উদ্দীপনা পূর্ণ অনুগামীদের মধ্যে একজন। টোকিওর মেট্রো ট্রেনে বোমা রাখার নির্দেশ তাকে দেয়া হয়েছিল। যদিও ডাক্তার হিসেবে তিনি Hippocratic oath নিয়েছিলেন, মানুষ এর প্রাণ বাঁচানোই ছিল তার প্রধান ধর্ম। তার তার আদালতে বিচারের সময় তিনি জানান," যখন তিনি ব্যাগ বোমা ভর্তি ব্যাক্তি ট্রেনে রাখি রেখে বেরিয়ে আসছিল তখন তার ট্রেনে বসে থাকা এক মহিলার দিকে চোখ পরে, এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিবেক দংশন এ আক্রান্ত হন এবং তার মনে হয় যে এই মহিলার মৃত্যুর জন্য দায়ী তিনি হবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার বিবেকের চুপ করিয়ে নিজের মনকে বোঝান যে, অসহরা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সে সব জানে, সে যখন বলছে , তখন তার আদেশকে প্রশ্ন করা উচিত হবে না।

অন্ধবিশ্বাস মারাত্মক। মোঃ এর সাতে উমাইর বলে 14 বছর বয়সী বালক ভাববে যে তার সাথে যুদ্ধে যেত । এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করত। মোঃ এর মুখে আত্ম বলিদান এর কথা শুনে এত উৎসাহিত হয়েছিলো, যে জীবনের শুরুতে ই কচি বয়সে, নিজের প্রাণ দিতে দুবার ভাবেনি।

একবার তুমি যদি বিশ্বাসী হয়ে যাও, তোমার সমস্ত যুক্তি জানলা দিয়ে পালায়। গুরুর বিরুদ্ধে বালার যেকোনো যুক্তিপূর্ণ কথা ,বিশ্বাস ঘাতকতা এবং তীব্র সমালোচনা বলে মনে হয়। গৃহীত সমাজবিরোধী গুরু দের কোন বিবেক বোধ থাকে না তাদের সে বিবেক হীনতা, তারা অনুগামীদের মধ্যেও চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কারণ তাদের কাছে অনুগামী রা সংখ্যা মাত্র, একটা গেলে, আরেকটা আসবে।

সকামী ব্যক্তি এরা নিজেরা প্রতিত নিজের বিশ্বাসের প্রতি অসীম ভরসা, এবং তাদের নিজের এই প প্রতীত বিশ্বাস তারা জনগণের মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে দেয়। হিটলার তার অন্যতম বিখ্যাত একটি বক্তব্যে বলেছেন, " hence, today I believe that I am acting in accordance with the will of the almighty creator. By defending myself against the law, I am fighting for the work of lord" তার নিজের কথার প্রতি এত দৃঢ় বিশ্বাস তার অসংখ্য অনুগামী জার্মানদের কে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তিনি অসম্ভব ভালো মোহময় বক্তা ছিলেন। যখন তিনি বক্তৃতা দিতেন তার গলার আওয়াজ উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠত, এবং তার শত্রু দের প্রতি তার ভিতরের রাগ তিনি তার অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন।বিশ্বাস করতেন মিথ্যা কথা যত বড় হবে সেটি সত্যি হিসেবে প্রমাণ করা তত সহজ। কার কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে, তার প্রতি ভালবাসায়, উদ্বুদ্ধ বক্তব্যে জল ভরা চোখ নিয়ে, জার্মানরা লক্ষ্য লক্ষ্য ইহুদিদের মেরে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল।

ইবন ইসা র কাহিনীতে মোহাম্মদ আমাকে ফ্ল্যাটের আরো অনেক মিল পাওয়া যায়। " নবীর কথা বলতে বলতে রাগে কাঁপতে থাকতেন তার গলার স্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে যেত এবং চোখ মুখ লাল হয়ে যেত, তার কথা শুনে আমাদের রক্ত গরম হয়ে উঠতো, আমরা উদ্দীপনা, উৎসাহে কাপতে থাকতাম।, কথা বলার সময় তিনি একটি লাঠি ব্যবহার করতেন লাঠি উঁচিয়ে উঁচিয়ে বলতেন।"

Swakami না হলে একজনের পক্ষে দক্ষ নেতা , নিপুণ বক্তা হাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের সাথে তাদের সব থেকে বড় পার্থক্য হলো তাদের বিবেকের অনুপস্থিতি।

((বিরাগ দেখানো, ভ্রু কুঞ্চিত করা))

ইসলাম সমাজ কর্মহীন, পিতৃশাসিত , স্ত্রীদ্বেসী এবং স্বেচ্ছাচারী। শিশুরা সেখানে অত্যাচারিত এবং হেনস্থার শিকার। ফলস্বরূপ তারা ভয়ে ভয়ে বড় হয়ে ওঠে তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে তো বোধ থাকে না বললেই চলে, জীবনে কোন সুখ শান্তি না থাকায় তারা বিলাসিতা কল্পনা করে, এবং এবং বাকি সুস্থ সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ হয়। ইসলামিক দেশ গুলি কখনোই গণতান্ত্রিক বা প্রজাতন্ত্র (ডেমোক্রেসি) দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না ,কারণ তাদের (demos) জনগণ ই, যারা দেশ তৈরি করবে , তারা মানসিকভাবে এবং শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

বালক বয়সে এবং কিশোর বয়স এ যখন আমি পাকিস্থানে থাকতাম, তখন আমার এক আফগানি বন্ধু ছিল, যার এই সমস্ত চারিত্রিক দোষ ছিল। আমাকে সে একদিন জানিয়েছিল বড় হয়ে সে হিটলারের মত হতে চায়। ইসলামিক দেশগুলিতে হিটলার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কিশোর এবং যুবকদের উপাসনার পাত্র। আমি তার এই অদ্ভুত বাসনা শুনে তার সাথে ঝগরা করে বন্ধুত্ব ভেঙে দিয়ে চলে আসলাম। পরের দিন সে আমার কাছে হাজির হয়ে বলল, যে আমাদের নবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার ওপর বিরাগ প্রকাশ করেছে, এবং জানিয়েছেন যে তার একটি "স্পিরিচুয়াল হিটলার" হয়ে উঠা উচিত। আত্মকাম মূলক ব্যক্তির চিন্তাভাবনা এরকমই হয়। সেজে একটি অদ্ভুত অগ্রহণযোগ্য কথা বলেছে এটি স্বীকার করার বদলে, তারা নতুন নতুন মিথ্যার জাল ফাঁদে। সূরা তে আবাসা বলে এক বিরাগ প্রদর্শনকারী বানি আছে।

যারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা সবাই ছিল অপ্রয়োজনীয়' কিশোর এবং ক্রীতদাস শ্রেণীর লোক। সেই জন্য মহম্মদ তার দলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোক ঢোকানোর জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকেদের জোগাড় করে তাদেরকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন, যখন এক অন্ধ ব্যক্তি তার কথার মাঝে একটি প্রশ্ন করে বসে, মোঃ কথা ই বাধা পাওয়া তে বিরক্ত হয়, এবং ভ্রু

কুঞ্চিত করে তার দিকে রাগের চোক্ষে তাকায়। মক্কার জনগণ মোহাম্মদের দ্বিচারিতা লক্ষ্য করে। এবং ধনী ব্যক্তিদের দিকে থাকে হাসি মুখে কথা বলা এবং গরীবদের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ রাগ প্রদর্শন করার জন্য তাকে তীব্র সমালোচনার শিকার হতে হয়। তখন সেই লজ্যজনক, হতবুদ্ধি কর অবস্থা থেকে বেরোতে মোঃ পরের দিন সূরা হায়াতের এক বানি সবার সামনে উপস্থিত করে, জানায়, যে আল্লাহ তাকে এরকম নির্দেশ দেন ,

" He frowned and turned (his)back
because there came to him the blind man
and what would make you know that he would purified himself
or became remind it so that the reminder should profit him ?
as for him who considers himself free from need (of you)
to him do you address yourself.
and no blame on you if he would not purify himself
and as to him who comes to use striving hard
and he fares from him will you divert yourself
nay! surely it is an admonishment
so he let him who pleases mind it
in honoured books
exalted purified
in the hands of scribes "(80:1-15)

নিজের ভুল শোধরানোর বদলে তিনি আল্লাহর নামে সেটির বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা জারি করেছিলেন। যেমনটি আমার মূর্খ আফগানি বন্ধু করেছিল। তার একটি প্রমাণ যে, কোরান এবং সূরার সমস্ত বাণী মোহাম্মদের নিজের স্বার্থপর চিন্তা ভাবনার ফসল।

((সবাই কেন মোহাম্মদের প্রশংসা করত?))

সবার প্রশ্ন হলো, মোঃ এর চরিত্র এত খারাপ এবং অশুভ হওয়া সত্বেও, সবাই সেটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ কেন হল? এবং তাকে কেন এত প্রশংসায় ভরিয়ে দিতো? এমনকি তার মৃত্যুর এত বছর পরেও ?

ধর্মীয় সমাজে নিজের মনের সব কথা খুলে বলা নিরাপদ নয়। সামান্যতম সত্য সমালোচনা তোমাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এর দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কারণ , বেশিরভাগ সময় ভেড়ার মত তাদের ধর্মগ গুরুর অনুসরণ করে এবং প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়। স্রোতে র সাথে বিয়ে চলা চাড়া আর কোনো কাজ করতে পারেনা। ঘাড়ে মাথা রাখতে গেলে, কথা শুনে চলাটাই নিয়ম, এটাই গুরু র বোঝায়।

যেহেতু সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাই অনুগামীরা তাদের আকর্ষণের ন্যায্যতা যাচাই করতে ধর্মগুরুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকে। মানুষকে বোঝায়, এত মহানতা এবং দৈবীক শক্তির কারণেই তারা তাকে অনুসরণ করে চলেছে। তাদের গুরু শ্রেষ্ঠ গুরু। মানুষ সব সময় নিজের সিদ্ধান্তকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে প্রমাণ করতে চায়। ধর্মের সিদ্ধান্ত তার ব্যতিক্রম নয়।

এই কারণে প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী মানুষের সংখ্যাও খুব অল্প হলেও, দিনে দিনে যত মানুষের কাছে এটি গ্রহণযোগ্যতা বাড়লো, তাইতো মাহমুদের মিথ্যা প্রশংসার মানুষ মুখর হয়ে উঠতে লাগলো। তার সমস্ত অন্যায় কাজের ন্যায্যতার প্রমাণ তাদের কাছে ছিল। আল্লাহ এর পবিত্র কাজ বলে তার যুক্তি দেখালো। মোঃ এর মতই বিকৃতকাম এবং সমাজবিরোধী খুনীর দল এ পরিণত হলো।

আজ চৌদ্দশ বছর পরেও লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলিম একদম মোঃ মতো ব্যবহার করে চলেছে। মদিনা টে এখনও তার প্রচলিত নিয়াম পালন করা হয়।যারা অন্য অভিমত পোষণ করে তারা প্রাণের দায়ে কথা বলতে সমালোচনা করতে অস্বীকার করে। কোনো আধুনিক পন্থী যুক্তিবান যুবক-যুবতী বলে ফেলে, নিজেদের অকাল মৃত্যু ডেকে আনে। আর মৌলবাদী রা নবীর গুণাবলী র উপর নির্ভরশীল হতে যুক্তিহীন মেরুদণ্ডহীন জীবন কাটায়। এরকম ত্রাসের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতা গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব?

মোঃ এর দখখিনহস্তের অনুগামী, উমর যারাই তার প্রভুর কথা অমান্য করবে তাদেরকে তার ফলোয়ার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারার হুমকি দেয়।
মোঃ তার এই হীন উদ্দেশ্য কি উৎসাহিত করেন এবং প্রত্যেক সমালোচনাকারীর মাথা কেটে শাস্তি দেন।কারণ বৃহৎ মিথ্যার অবিচল সাথী জুলুম।

কিছু বছর আগে উত্তর কোরিয়াতে একদল চক্ষু চিকিৎসক জান সেখানকার দুর্বল দৃষ্টি যুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করতে। দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পরই রোগীরা সর্বপ্রথম জা দেখেন সেটি হল কিম জন এবং তার বাবার দেয়ালে টাঙ্গানো প্রতিকৃতি এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে থাকে। তারা কিন্তু সেই চিকিৎসকদের প্রতি

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নি। অথচ সেই স্বৈরাচারী শাসকের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছে যারা তাদের অন্ধত্ব এবং দারিদ্র্যের মূল কারণ। ধর্ম বা ব্যক্তি আরাধনার এটি একটি চরম নিদর্শন।

মোঃ এর সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল এই যে সে ব্রিকৃত মনস্ক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক খুঁজে খুঁজে নিজের অনুগামী বানিয়েছিল। নিজেকে মহৎ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যেসব গুন প্রয়োজন , টা তার অনুচর দের মধ্যে আগে থেকেই ছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদী ,ধর্মান্ধ ,বদমেজাজি ,অহংকারী, নির্বোধ, লোভী, অন্যকে নিচে দেখানো, সবই ইসলামের ইতর নিচ বৈশিষ্ট্যাবলী, যা তাদের নেতা এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মানুষের মধ্যে বর্তমান ছিল। এবং আজকের দিনেও, খুনি, ধর্ষক, চোর ডাকাত, মুখ্য লোকেদের প্রিয় ধর্ম হলো ইসলাম, যেখানে এই ধর্ম এ জন্মানো বুদ্ধিমান মানুষ এটি ছেড়ে চলে যেতে ব্যগ্র।

সপ্তম অধ্যায়

((যখন বিবেকবান, সুস্থ মানুষ। উন্মাদ ,সমাজবিরোধী, বিকৃত মানসিকতার মানুষকে অনুসরণ করে))

মুসলিম দের দেখে সম্পূর্ণ সাধারন মানুষ মনে হয়। তারা কাজ করে এবং পরিবার নিয়ে বাকি সবার মত বাস করে। সাধারণের মতোই তারা কর্মচারী, সহকর্মী, মনিব , প্রতিবেশী এবং দেশের নাগরিক। বাকি জনসাধারণের মতই তাদের স্বপ্ন, আশা, ভয় একই। কিন্তু তাদের একটি কালো অন্ধকার দিকও আছে। যতক্ষণ তারা ইসলামের রীতি নীতি টে বিশ্বাসী , ততক্ষণ তারা শুধুমাত্র একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীও দল। সাধারণ মুসলিম ইসলামের প্রভাবে dr jackll যেমন mr hide এ পরিবর্তিত হিয়, তেমন ভাবে ভালো থেকে খারাপের দিকে পরিবর্তিত হতে পারে। কোন কারণ এবং পূর্বাভাস ছাড়াই এক মুহূর্তের মধ্যেই পরিবর্তন ঘটতে পারে।

" Fanaticism is defined as excessive enthusiasm, unreasoning zeal or wild and extravagant notions on any subject ,specially religion. " এটি অন্ধ গোড়ামি র বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা।

কিন্তু খুনি এবং আতঙ্কবাদী হওয়ার জন্য তো কেউ ধর্ম অনুসরণ করে না? তাহলে কেন ধর্মের নামে এত মানব হত্যা ?

পূর্ব আধামরা দেখেছি ইসলাম ধর্মীয় দলের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। একানে আমি আরো গভীরে গিয়ে আলোচনা করবো। কারণ ভেতরে ভেতরে এসব ধর্মীয় দল অনুরূপ। সবার সাথে সবার তুলনা আমরা করতে পারি এবং অভিন্ন ফল পাওয়া যাবে। আমরা ইসলামের তুলনা করবো "people's temple" এর সাথে।

উন্মাদ ধর্মগুরু দ্বারা পরিচালিত এই দলের অনুরাগীরা বিষ মেশানো পানি ও তাদের সন্তানদের খাইয়ে এবং নিজে খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায় পাশাপাশি শুয়ে থাকা অবস্থায়, একদম হতে হাতে লাগিয়ে ,মৃতদেহের সংখ্যা 900 র অধিক। কিন্তু এরকম দুঃখজনক মৃতদেহ ঘটনার কারণ কি? কি হয়েছিল? এত লোক একসাথে এরকম বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেল কিভাবে? এখানে আমরা দেখব, ইসলাম এবং people's temple এর মধ্যে ভয়াবহ সাদৃশ্য এবং তার পরিণতি।

এই ঘটনার প্রায় কুড়ি বছর আগে জিম জন্স তার ধর্ম প্রচার শুরু করেন 1965 সালে অনুগামী ছিল মুষ্টিভর। জাতিগত সাম্য সৃষ্টি করতে তার এই দলের প্রচলন। তিনি গরীব দের সাহায্য করতেন এবং তাদের কাজ খুঁজে দিতেন। তার নরম ব্যবহার ,সহজাত দক্ষতা এবং মানুষকে বোঝানোর ক্ষমতা তাকে দিনে দিনে বিখ্যাত করে তুলল। অনুচরের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। নতুন ধর্মীয় দল তৈরি হলো যার মূল কেন্দ্র স্থাপিত হলো সানফ্রান্সিসকো তে।

((পূর্ণ শর্তহীন আনুগত্য))

তার অনুগামীদের কাছে জোনস ছিল প্রেমময় এক দলনেতা। ভালোবেসে তাকে তারা "পিতা" বলে সম্বোধন করত। সময়ের সাথে সাথে সে মাসীহ র স্থান অর্জন করলো। আরো বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য দাবি করতে লাগলো। তার অনুগামীরা ভালোবেসে সেটাই করতে রাজি হয়ে গেল। সে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে, এই পৃথিবীর শীঘ্রই একটি নিউক্লিয়ার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাকে যদি অনুসরণ করে তবেই তারা সে ধ্বংসাত্মক পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে পৃথিবীর শেষ দিনের ভয় দেখানো ধর্মগুরুদের ক্ষেত্রে এমন কিছু নতুন নই। আধিপত্য বিস্তারের উত্তম উপায় এটি। মোঃ ও বার বার তার অনুচর দের day of judgement এর ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করছেন।

Neal osherow এই ধর্মগুরু এবং তাদের অনুচিরদের মানসিকতার ব্যাখ্যায় বলছেন ," many of his harangues attacked racism, and capitalism, but his most vehement anger focused on his enemies of the people's temple-its detractors and especially it's defectors"

মোঃ এর ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যেতে পারে। তিনি তার ধর্ম প্রচার এর প্রথম বছর গুলিতে শান্তির কথা, মানব উদ্ধার এবং কল্যাণের কথা, দরিদ্রের সহায়তার কথা বলে মানুষ আকৃষ্ট করলেও, পড়ে ক্ষমতার সাথে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা র দিক পরিবর্তন হলো, তার মূল কাজ হতে দাড়ালো ইসলামের শত্রুর এবং সমালোচকের বিনাশ।

মোঃ যেমন তার কিশোর অনুগামীদের কে সবার থেকে দূরে মদিনা টে নিয়ে যান; "As to those who believed but not come into teh exile, you owe no duty if protection to them until they come into exile"(8:72) তেমনি জন্স তার অনুগামীদের গুয়ানা র জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে আসে। বাইরের পৃথিবী থেকে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের উপর সম্পূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক আধিপত্য কায়েম করা ছিল তার উদ্দেশ্য।

মোঃ আরো একধাপ এগিয়ে তার অনুচর দের নির্দেশ যারাই মক্কা টে ফিরে যেতে চায়, তাদের মৃত্যু ই শ্রেয়। তাদের মনে করিয়ে দেন," Allah is the All seer of what you do"

মোঃ এর সাতে George Orwell এর বিখ্যাত উপন্যাস "1984" চরিত্র , এক হেয়ালিপূর্ণ স্বৈরাচারী শাসক বিগ ব্রাদার এর মিল রহস্যময় এবং অলৌকিক। যেখানে সবাই কোনো প্রশ্ন করলেই বাকিদের মনে করিয়ে দেই "big brother is watching you" ।

উপন্যাসে এই বিগ brother এর অস্তিত্ব আদেও আছে কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় না, সে একটি প্রতীক, স্বৈরাচার এর, আধিপত্যের প্রতীক। একটি শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা জাহিরকারি প্রতিধ্বনি।

মোঃ এর আল্লাহ ও একদম এই কাল্পনিক চরিত্রের মত, তাকে কেও দেখেনি, তার কথা কেও নিজের কানে শোনেনি, (এক বাতিকগ্রস্ত মানুষ ছাড়া) । কিন্তু তার ভয় এ সবাই তটস্থ। কোরআনের আয়াত অনুসারে," Allah!!! , indeed, your lord is always watchful(89:14), who sees you when

you stand up and see your every movement"(26:218-219)
এবং মানুষ এর এই মূর্খতার সুযোগ নিয়ে আসছে মোঃ এবং জিম জন্স এর মত দূষিত বিকৃত কামি মানুষ, যারা পৃথিবীর বুকে অভিশাপ।

((আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে মৃত্যুবরণ))

Osherow বলেন, " but whenl in 1978 the concerned relatives of people's temple persuaded the congressman Leo Ryan to investigate the cult. he and the journalist that accompanied him heard most residents Praise the settlement ,expressing their Joy at being there and their desire to stay . Two families however sleeves messages to Ryan thst they also, wanted to leave with him. But when the visiting party and these defectors tried to board planes, they were ambushed and fired at, until five of them, including if Ryan , were murdered. Then Jim Jones gathered his followers and told them to drink teh poison - laced beverage and 'die with dignity' "

এই টেপ টি অনুগামী দের মরণ অনুষ্ঠানের ঠিক আগে রেকর্ড করা। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একজন ধর্মগুরু হিসেবে জিম জন্স এর প্রভাব কত বড় ছিল !? মোঃ এর প্রতিও তার অনুসরণকারী এরকম অন্ধ বিশ্বাস এবং গোড়ামি ছিল। যেটি আমরা পূর্ব অধ্যায় গুলিতে দেখেছি, যে তারা তার জন্য উৎসাহিত হয় এ যুদ্ধে যেতে এবং হাসিমুখে মরতে রাজি ছিল।

সেরকমই জোনসের কথামতো পৃথিবীতে শান্তি এবং বিপ্লবের জোয়ার আনতে তার অনুচর র হাসিমুখে প্রাণ দিতে রাজি ছিল।

তাদের গণ আত্মহত্যা বরণ করার ঠিক আগে জোনসের সাথে তার অনুগামীদের কথোপকথনের একটি(ইউটিউবে সুলভ) টেপ রেকর্ডিং আছে যেটি হতবুদ্ধিকর। কিন্তু এটি একটি প্রথম প্রমাণ এক ধর্মগুরুর প্রভাব তার অনুচরদের উপর।

** Copy paste the dialogues from 209 number page***

এই টেপ রেকর্ডিং এর মুক্তি সারা পৃথিবীতে বিস্মিত, স্তব্ধ করে রেখে দিয়েছিল। অথচ এখনো পর্যন্ত যুক্তিহীন আনুগত্য ইসলাম একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য. ইসলামে এবং মুসলিমদের ক্ষেত্রে অন্ধ আনুগত্য হলেও তাদের বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ

প্রমাণ প্রশ্ন করা মানেই বিশ্বাসঘাতকতা। কোরআন বলে, " o you! that stand on Judaism, if you think that you are friends to Allah to the exclusion of other (other) men, then express your desire for death if you are truthful"(62:6)

কারণ সকালে ধর্ম গুরুদের কাছে ভক্তের পরিকষ্ঠা হল মৃত্যু। প্যালেস্টাইন দূরদর্শনে প্রায় দেখানো হয় যে, আত্মঘাতী বোমা বহনকারী খুনি জিহাদিদের মায়েরা কত গর্বের সাথে তার সন্তানদের আত্মত্যাগের কথা বলছে এবং বাকিদের সন্তানকেও সে পথ অনুসরণ করতে উপদেশ দিচ্ছে। মূল্যবান জীবনের প্রতি অভক্তি এবং অনাদরে ধর্মীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

((শাস্তি এবং বল প্রয়োগ))

Osherow ব্যাখ্যা করেন ," if you hold a gun at someone's head you, can get that person to do just about anything . the temple lived in constant fear of severe punishment ,brutal beating ,coupled with public humiliation, for committing trivial or even accidental offence. Jim Jones used the threat of severe punishment to impose the strict discipline and absolute devotion, that he demanded and he also took measures to eliminate those factors that might encourage resistance or rebellion among his followers"

ইসলামে ও মুসলিমরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার ভয়ে ভয়ে থাকে। তারা আমার লেখার সমালোচনা করে না। তারা সরাসরি আমাকে মৃত্যুর হুমকি এবং নরকের পুড়ে মরার অভিশাপ দেয়। কোরআনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখিত বস্তু হল "নরক" যেটি 200 বার এরও অধিক সময় উল্লেখ করা হয়েছে, একইসাথে "ডে অফ জজমেন্ট "এর উল্লেখ আছে 163 বার। আর ১১৭ বার উল্লকেঃ আছে "পুনরুজ্জীবন" লাভ করার।

শুধুমাত্র নরকের হুমকি নই, দৈহিক শাস্তি ও ইসলাম এ সচারচির। ইসলামিক মাদ্রাসাগুলিতে ছোট ছোট শিশুদের মেরে মেরে শিকলে বেঁধে মানুষ করা হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ও একই অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চলে। জনসমক্ষে বেত মারা হয়, অপমান করা হয় ,হাত-পা কেটে দেওয়া হয়, এমনকি পাথর ছুড়ে ছুড়ে মেরে ফেলা হয়। এই অত্যাচারের কারণ হতে পারে রমজান মাসে জনসমক্ষে

খাবার বা জল গ্রহণ করা ,অথবা নারীদের ক্ষেত্রে চুলের পরিমাণ একটু বেশি দেখিয়ে ফেলা।

সবরকম স্বাধীনতা থেকে মানুষকে দূরে রাখা হয়। সমালোচক, মুক্তচিন্তক ,সমাজ সংস্কারক, এবং ধর্মত্যাগীদের সরাসরি খুন করে দেওয়া হয়।

বুখারি হাদিস এ মোঃ বলেছেন , " Allah has forbidden for you to ask" এবং ইসলামের মতো একটি ধ্বংসাত্মক ধর্মে কোন জ্ঞান অর্জন না করে, মূর্খ হয়ে থাকায় ধর্ম পালনের একমাত্র উপায়।

((মতানৈক্যের বর্জন))

আমরা বারবার একই কথা বলছি যে ধর্মগুরুরা জানে অন্ধ আনুগত্য অনুগামীদের ওপর আধিপত্য; সম্পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করার একমাত্র উপায়। তাই তারা তাদের অনুগামীদের কোনরকম মতবিরোধ বা মতানৈক্য সহ্য করেনা ।কেউ সাহস করে তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করলে তাকে জনসম্মুখে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, মেরে পর্যন্ত ফেলা হয়।

মোঃ এবং জিম জন্স , এদের মধ্যে কেও ই ভিন্নমত সহ্য করতে পারতেন না। তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ প্রশ্ন করলে তারা সেটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিচার করতেন। মোঃ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিল যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, যদি তারা ইসলাম এবং তার মালিকত্ত এর অর্থ মেনে নেয়, কিন্তু যারা তার সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন করেছিলো ভিন্নমত পোষন করেছিলো তাদের তিনি রেহাই দেয়নি।

jenne mills , যিনি 6 বছর ক্রমাগত পিপলস্ টেম্পল এর এক উচ্চপদস্থ সদস্য ছিলেন, এবং সেই সামান্য koyekjon এর মধ্যে ছিলেন যারা গোষ্ঠী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, জানান, ," there was an unwritten but perfectly understood law in the church, that was very important, no one is to criticize father ,wife or his children "

মোঃ দাবি করেছিলেন যে তার সকল স্ত্রী রাহুল অবিশ্বাসীদের মাতা এবং তাদের স্থান খুবই উচ্চ। পাকিস্তানের এক অধ্যাপক মন্তব্য করেন যে মোহাম্মদের মাতা-পিতা মুসলিম ছিল না। এরফলেই মোহাম্মদ তাদের কবরে গিয়েও নিজের মা এর জন্য প্রার্থনা করতে অস্বীকার করেন , " it is not for the prophet

and those who believe to pray for the forgiveness of idolaters even though they may be near of kin to them after it has become clear that they are people of hellfire"(9:113)

আজকের দিনেও এটি হয়ে আসছে। যারাই ইসলামের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে তারা মরেছে। এমনকি আপনি যদি একটি অমুসলিম দেশে বাস করেন তবুও আপনার প্রাণের কোনো রক্ষা নেই। ডাচ চিত্র পরিচালক থেও ভ্যান গগ এই ব্যাপারটি একটু বেশি দেরিতে বুঝেছিলেন। মুসলিম র তাকে মেরেছিল কারণ তিনি এক মুসলিম পরিচালক যিনি ইরান এর নারী দের জীবন নিয়ে চলচ্চিত্র বানাচ্ছেন, তাকে সহযোগিতা করেছিলেন।

দ্য স্যাটানিক ভার্সেস এর লেখক এটারও ক্যাপ্রিওলো ও বিভৎসভাবে আহত হয়েছিলেন। কারণ সেই বইতে মুসলিমবিরোধী কথা ছিল। এই বইটির জাপানি অনুবাদক কে মেরে ফেলা হয় এবং উইলিয়াম নিজ্জার্ড নামক নরওয়েইঅন অনুবাদক কে ছুরি মারা হয়।

এর পেছনের কারণটি হলো আতঙ্ক এত বেশি ছড়িয়ে দাও যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস ই না করে।

((অসংগতি))

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এরা অনেকেই বুঝেছিলো যে এই ধর্ম এবং ধর্ম নেতার কথা এবং বাণী অবান্তর এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। জিম জন ছেলে বহু নারী সদস্য ছিলেন যাদের সাথে তিনি খোলাখুলি মেলামেশা করতেন এবং এই ব্যাপারে তার কোন রাখ-ঢাক ছিলনা। একইভাবে মোহাম্মদ খোলাখুলি অন্যায় অবিচার করে বেড়াতেন কোন রকম যুক্তি এবং প্রশ্ন ছাড়া।

হাবিব হে আয়েশা বলেছেন "যে নারীরা নবীর সঙ্গ লাভ (যৌণ সঙ্গম) করেছেন, তাদের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতাম 'কোন রাজকুমারী কি নিজেকে একজন সাধারন মানুষের হাতে সঁপে দিতে পারে'?" লোকের মুখ বন্ধ করার জন্য তখন মোঃ বানি বানান, " you can postpone the turn of whom you will of them your wives and you may receive any of them whom you will there is no blame on you if you invite one those turn you have set aside"(33:51)

এটি শুনে আয়েশা মন্তব্য করেন "প্রভু যে দেখি শুধু তোমার খুশি র খেয়াল রাখে !'

আয়েশা শুধু সুন্দরী ছিলেননা, বুদ্ধিমতী ও ছিলেন। তার কথার মন্তব্য থেকে আমরা মোহাম্মদের ছলচাতুরি অনেকটা বুঝতে পারি। যেমন তার এক অনুগামী র ছোট্ট, হামাগুড়ি দেওয়া ছোট্ট শিশু কন্যার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে মোঃ বলেন ও যখন বড় হবে, আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকি ,আমি এই মেয়ে কে বিয়ে করবো"

মোঃ এর বিকৃতকামী যৌনতার কোন কোন শেষ ছিল না। 61 বছর বয়সে এসে তিনি দুই বছর বয়সে একটি শিশু কন্যার উপর লালসাপূর্ন দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

মক্কার জনগণের মধ্যে কিছু যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা ভাবলো ,যদি মহম্মদ ভগবানের দূত ই হবে তবে সে নিজে এত যুক্তিহীন ধর্মবিরোধী কেন ? বলাই বাহুল্য সময় সাথে সাথে তার পাগলাটে পূর্ণ চমৎকৃত কথাবার্তা শুনে মানুষের মন ভরে যায় এবং তার গ্রহনযোগ্যতা বাড়তে থাকে। তার জন্য তার এক কিশোর অনুগামী তার পিতা মক্কার সম্ভ্রান্ত বয়স্ক মানুষ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কে মেরে দেয়। কারণ সে ইসলামের রীতিনীতি এবং অযৌক্তিক কথা মেনে নেয়নি। যখন বাকি অনুগামীরা এই অন্যায়ের ন্যায্যতা কে প্রশ্ন করে, তিনি উত্তর দেন কোরআন এর বানি টে , " ask Pardon for them, or ask not for them for them. If you ask pardon for them 70 times God will not pardon them ,Allah has given the messenger an option of justice"(9:80)

যেমন আমরা পুর্ব আধ্যায় রেখেছি মোহাম্মদের বদমেজাজের যুক্তিও কোরআন হাতে দেওয়া আছে। "নবীর মুখের মিষ্টি কথা" বলে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

এ রকম অবান্তর এবং অসঙ্গতিপূর্ণ মানসিকতার মধ্যে শাস্তি , দৈহিক বলপ্রয়োগ ও যুক্ত, Osherow জানান, " conditions in the people sample became so oppressive, that the discrepancy between Jim Jones stated aims and his practices so pronounced that it is almost inconceivable that members failed to entertain question about the church. there were no allies to support was disobedience of the leaders commands and no phalodi centres to encourage the expression of disagreement with the majority public disobedience for decent was quickly punished.

questioning Jones word even in the company of family or friends was dangerous. informers and counselors were very quick to report in description even the relatives"

জোন্স এর মত মহম্মদের ও চারিদিকে একটি ভারী গুপ্তচর বাহিনী ছিল। তাদের কাজ ছিল সবার ভেতরের খবর মোহাম্মদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাতে তিনি বুঝতে পারেন তাঁর বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করছে কিনা। সমস্ত মুসলিমের উপর নজর রাখা হতো তারা ঠিকঠাক ধর্ম পালন করছে কিনা সেটি রাখার জন্য। এটিকে বলা হতো, " amr bil ma'roof"। মোহাম্মদের এই বাতিকগ্রস্ত সংশয় এবং ভীতি আজ ও প্রত্যেকটি মুসলিমের রন্ধে রন্ধে বর্তমান। তিনি যদি খবর পেতেন যে কেউ তার বিরুদ্ধে কোনো রকম - কথাবার্তা বলেছে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে এনে জনসমক্ষে প্রথমে প্রহার, অপমান এবং শেষে হত্যা করা হতো। সমাজ সংস্কারক দেরও পরিণত ছিল এখন।

Osherow এটাও বলেন , " while Jones preached that a spirit of brotherhood should pervads his church, he made it clear that its members personal dedication should be directed to "father""

সেরকমভাবে প্রত্যেকটি মুসলিমের প্রথম এবং প্রধান আনুগত্য প্রকাশ হবে আল্লাহ এবং তার দূত এর কাছে। এটাই নিয়ম। এর ভঙ্গের অপরাধ নরকের আগুন এবং চিরন্তন শাস্তি। এর থেকে অসংগতি আর কি হতে পারে !?

ইসলাম এবং পিপলস সিম্পল এর মধ্যে কার মিল বিস্ময়কর। কিন্তু এটি সমস্ত স্বৈরাচারী শাসকদের দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নাজিসম ফ্যাসিজম থেকে শুরু করে কমিউনিজম পর্যন্ত সবাই একই রীতিনীতি নিয়ে বিশ্বাসী, অনুচর কারীদের উপর আধিপত্য বজায় রাখে।

((পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন))

জন্স বিশ্বাস করতেন যে "পরিবার হল শত্রুদলের অংশ, অহেতুক পিছুটান"। কারণ পরিবারের সদস্যরা তাদের সন্তানদের শুভাকাঙ্ক্ষী, বাড়ির লোকের যুক্তিহীনতা তারা মেনে নেয় না। ফলে জলের মতো সোজা ছাড়ি ধর্মনেতাদের কারণ দেখাতে সমস্যা হয় ,সেটি বোঝাতে সমস্যা হয়।

মোহাম্মদ তার অনুগামীদের বোঝাতেন পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, নিজের জন্মভূমি ছেড়ে ,ধর্মের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করাই হল আনুগত্যের পরিকাষ্ঠা। আল্লাহ এবং নিজের সাথে অনুগামীদের সংসার বাবা-মা আর এর তুলনা করে বলতেন এবার বাছ, কোন পথ তুমি বাছতে চাও। " now we have enjoyed on man goodness towards his parents; yet(even so) should they endeavour to make you commit Shirk (disbelieve) with me of something which you have no knowledge of obey them not"(29:8)

যেমন মহম্মদ তার নিজের কন্যা জয়নাব কে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নিজের স্বামী ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করেছিল। আজকের দিনে এমন ঘটনা ঘটে। প্রেম জিহাদের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের মেয়েদের কে ফাঁসিয়ে, তাদের বিয়ে করে ,মুসলিমরা তাদের পূর্ব পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। মেয়ে টি প্রেমের খাতিরে অপরিচিত ধর্মের অপরিচিত মানুষের মধ্যে একা থাকতে বাধ্য হয়।

এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছিল মোহাম্মদের আমলে মক্কাতে। মুসব ইবন উমাইর ছিল ধনী পরিবারের সন্তান বাবা মায়ের আদরের দুলাল। তার মা ছিলেন সুন্দরী ভদ্রমহিলা নিজের ছেলেকে সমস্ত রকম প্রার্থীর সুখ এবং জিনিস দিয়ে তিনি ভরে রাখতে। হুমায়ুনের কাছে ছিল সবথেকে দামি এবং সুন্দর জামা কাপড় , দামি সুগন্ধি ,কেতাদুরস্ত নতুন জুতো। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সে ছিল একজন। এই কিশোর তার বাড়ির লোক দের কাছ থেকে নিজের ধর্ম পরিবর্তন গোপন রেখেছিল। পরে তার মা জানতে পারায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেন। সেই সময় মহম্মদ তার সমস্ত অনুগামীদের কে মক্কা ছেড়ে মদীনায় দিকে যেতে নির্দেশ দিলে, তার মা খুম্মন অনেক কান্নাকাটি করে তাকে যেতে বারণ করে।কিন্তু মা এর কান্নার উপর নজর না দিয়ে উমাইর চলে গেলে খুমান অর্থ সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। সে ফাটা ছিড়া জামা কাপড় পড়ে দিন কাটায় এবং নিজের বিশ্বাস থেকে নড়ে না।

পরবর্তীতে যখন মুসআব মক্কায় ফিরে আসে সে নিজের মায়ের সাথে দেখা পর্যন্ত করতে চায়না। তার মায়েরে জানতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন "আমি তোকে এই শহরে এত কষ্ট করে মানুষ করেছি !তোর কি একবারও মনে হলো না আমার সাথে দেখা করার কথা?" মুসাব জবাব পাঠায়, " বেশি জোরাজোরি করোনা মা !যদি কেউ জেনে যায় তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হব!?" মা

অশ্রু কাতর চোখে এর কারণ জানতে চাইলে মুসআব জানায় "এটাই আল্লাহ এবং তার দূত এর নির্দেশ !"

এরকম ঘটনা নিদর্শন শত শত। মোহাম্মদ নিজের ভালোবাসা প্রেম সহানুভূতি অপারক ছিলেন এবং বাকিদের অনুভূতির কোনো মূল্য তিনি কোনদিনও দেননি। সন্তানের কাছ থেকে আমাকে আলাদা করে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে আলাদা করে পিতার কাছ থেকে কন্যাকে আলাদা করে সারা জীবন ধরে তিনি মানবকল্যাণকর ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেছে।

এখনো মুসলিমরা আধুনিক সমাজের যুবক যুবতীর উপর ধ্বংসাত্মক থাবা বসিয়ে চলেছে। যদি গুগোল এ "লাভ জিহাদ" বলে সার্চ করা যায়, তাহলে আমরা শত শত এরকম হতবুদ্ধিকর কাহিনী এবং ঘটনার সামনে উপস্থিত হব।

আপনারা এইবেলা নিজেদের সন্তান দের কে সাবধান করুন যে বাইরের শিকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।আপনার মেঁয়ের, একটি সুন্দর, ছোট্ট মুসলিম বান্ধবী ভেড়ার বেশে ঘরে ঢুকে নেকড়ের রূপ নিতে পারে। তার মনকে সমাজের বিরুদ্ধে মিশে যেতে পারে নিজের পরিবারের। এদের সমাজের কাউকে বিশ্বাস করা সুরক্ষিত নয়। ইসলাম মারক রোগ এর মত ছড়ায় ,এই ভাবেই তাদেরকে বড় করে তোলা হয়, তাদের বিশ্বাস টাই এরকম। নিজেদেরকে অত্যাচারী বলে দাবি করতে থাকলো তারাই অত্যাচারে চালাই।খুব দের হাওয়ার আগে থেকে তাদের হাত থেকে সুরক্ষিত হয়ে সতর্ক থাকা ভালো।

((**ভিন্নমত পোষণ এর উপর নিষেধাজ্ঞা**))

অনেকে এই ধরনের ধ্বংসাত্মক ফরিদের কথা জানা সত্ত্বেও কেনো মানুষ এই ধর্ম ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে না ? এর কিছুটা উত্তর Osherow এর কথায় পাওয়া যাই , " once inside the peoples temple, leaving was discouraged .defectors were heated. nothing upset Jim Jones so much ;people who left become the targets of his most vitriolic attacks and where they blamed for any problems that occurred. one member recalled that after several teenage team member left the temple "we hated those eight with such a passion, because ,we knew any day they were going to try Bombing us. I mean Jim Jones had just totally convinced of this"

এই ধর্ম নেতারা যেত নিজেরা কোনরকম ভিন্নমত সহ্য করতে পারে না তার অনুগামীদের মধ্যে এই ধরনের বিষাক্ত বিশ্বাস ছড়িয়ে দেয় যে যারা সমালোচনা করছে তার মানে তারা সব থেকে বড় শত্রু।

মুসলিম দের সবথেকে বড়ো শত্রু হলো ধর্মত্যাগী ,মুক্তচিন্তক এবং সমালোচক, যাদের একমাত্র পরিণতি হলো মৃত্যু। এই ব্যাপারে মোহাম্মদ সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেছেন এবং মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছেন। আমার ব্লগ এ এক মুসলিম এই মন্তব্য করেছে, " mr, Ali Sina, …..I wish that if I can get you some time in my life and I promise to God I'll kill you, kill you an kill you ," এটা নয় যে এই ব্যক্তির ঠিকঠাক ইংরেজি লিখতে পারেনা। ব্যাপারটা হল যে যখনই এদের প্রিয় ধর্মের সমালোচনা করা হয়, তখন এদের মাথার রক্ত এত গরম হয়ে যায় যে ঠিকঠাক লেখার ক্ষমতা এরা হারিয়ে ফেলে।

Osherow এটাও লেখেন, " defecting became quite a risky enterprise ,and for most members the potential benefits were very uncertain, escape was not a viable option .resistance was too costly .with no other alternative apparent compliance become the most reasonable course of action .the power that Jim Jones will it kept the membership of the people temple in line, and the difficulty of defecting helped to keep them in"

কোরআনের বাণী শুনলে এটি আরও স্পষ্ট হয় যে ধর্মত্যাগ কোন বিকল্প হতে পারে না, " if you renounce the faith you should do a will in the land, and violet the ties of blood, such as those on whom, God has laid his curse. leaving them deaf and sightless... those who returned to unbelieve after god's guidance has been revealed to them are seduced by Satan and inspired by him"(47:23-28)

প্রশ্ন করা, ভিন্নমত পোষণ করা, এবং ধর্ম ত্যাগ করার একমাত্র গ্রহণযোগ্য শাস্তি হলো মৃত্যু। এটি মোহাম্মদের প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি আচরণে, এটি অত্যন্ত পরিষ্কার। আল্লাহর ভয় নরকের ভয় এবং শয়তানের ভয় দেখিয়ে তিনি বছরের পর

বছর ধরে মানুষের মানসিকতা বিকৃত করেছেন ।এবং মূর্খের মতো তার অনুগামীরা সেটির মেনে নিয়েছে।

হায়াতের অন্য একটি বাণীতে আছে খুঁজে মহম্মদ আলি কে নির্দেশ দিয়েছিলেন মক্কা গমনকারী ধর্মত্যাগীদের কে পুড়িয়ে মারার জন্য।কারণ "আগুন" আল্লাহ র দেওয়া চরম শাস্তি, এবং একমাত্র মোঃ এর ই ক্ষমতা আছে সেই শাস্তি র প্রয়োগ করার।

((প্ররোচনার শক্তি))

জিম জন্স এর গির্জার প্রতি মানুষের আকর্ষণ এর কারণটা কি ছিল?এটা বিচার করে দেখা যাক এবং এর সাথে ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণ এর তুলনা করা যাক।

Osherow এর জন্য জোনসের সুন্দর চারিত্রিক ব্যবহার কে দায়ী করেছেন।তার মানুষকে বোঝানোর ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। সুন্দর বক্তা ছিলেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলতে পারতেন। তার কথা অনুযায়ী , " nothing is so unbelievable that oratory cannot make it acceptable !"

বাগ্মীতার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মক্কাতে তার দেওয়া মনমুগ্ধকর বাণী এবং কথা মক্কার মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষ করে অল্প বয়সী কিশোর এবং যুবকরা তার কথা শুনে উৎসাহিত বোধ করত। তার এই ক্ষমতা সম্পর্কে অহংকার করে তিনি বলেছেন, " I have been given the case of eloquent speech and give in victory with terror"

একই বাগ্মিতার ক্ষমতা ছিল হিটলার, মুসোলিনি, জিম জিন্স এবং অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসকদের।

Osherow এব্যাপার লেখেন, " the bulk of peoples temple membership was comprised of societies needy and neglected; the urban poor ,the Black the elderly and a sprinkling of addicts and ex-convict"

এখানেও জোনাস এর সাথে মহম্মদের প্রথম অনুচরদের মিল রহস্যময় ভাবে এক। কারণটা পরিষ্কার। তারা ভালো বক্তা হলেও একমাত্র নিষ্কর্মা, অপদার্থ লোকেরা, যাদের জীবনের কোনো দিশা নেই, ধর্মের মত পাগলামিতে মাথা ঘামায়। এরা সাম্যবাদ, দারিদ্রতা দূর করা, সমাজের উঁচু নিচু ভেদাভেদ উঠিয়ে দেওয়ার মতো কথা বলে এইসব নিষ্কর্মা লোকেদেরকে আকর্ষণ করে। তারপর দলে ভিড়ে

গেলে তাদের উপর আধিপত্য কায়েমের এবং সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা জারি করে দেয়। ইবন সাদ এর কথাতেই জানা যায় যে প্রথম মুসলিমরা ছিল একদল ক্রীতদাস ,চোর ,ডাকাত এবং খুনি। আজকে মুসলিমরা তাদের থেকে আলাদা কিছু নয়। তারা যত বিশ্বাস করে, ততো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

((মহত্ত্বের দাবিদার))

ধর্মীয় নেতারা নিজেদেরকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে মনে করে। মোহাম্মদ এবং জন্স দুজনের মধ্যেই এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ।তাদের আত্ম অহংকার ছিল পাহাড়ের সমান। জোনস এর প্রচারপত্রে লেখা থাকতো "pastor Jim Jones….. incredible! miraculous !amazing! the most unique prophetic healing service you have ever witnessed!! behold the word made internet in your midst!"

মোঃ অনুরূপ ভাবে নিজের সম্পর্কে এক বাণী বানিয়েছিলেন,

We sent you not, but as a mercy for all creatures"(21:107)

And surely you have sublime morals"(68:4)

Indeed in the Messenger of Allah you have a good example to follow (33:21)

Verily this is the word of a most honorable messenger"(81:19)

"but no! by the lord! they can have no real faith and till they make you judge in all disputes between them and find in their souls, no resistance against your decision, but accept them with the foolish convictions"(4:65)

একদম শেষ বানি থেকে বোঝা যায় যে, মহাম্মদ নিজেকে এতটাই মহান ভাববেন যে তিনি দাবি করতেন সম্পূর্ণ আনুগত্য তার প্রাপ্য।

এখনো এটি ইসলামের একটি রূপক। এখনো মৌলবী র নিজেদের কে আল্লাহ এর এবং নবীর প্রতিরূপ বলে মনে করে। এবং , নানা নীতি নীতি প্রয়োগ করে মানুষ এর জীবন অতিষ্ট করে তোলে।

((গুপ্ত জ্ঞান এর দাবি দার))

নানারকম অলৌকিক কান্ড ঘটিয়ে এবং আজগুবি কথা বলে, সেটিকে গুপ্ত জ্ঞান হিসেবে প্রচার করে, ধর্মীয় নেতারা নিজেদেরকে আকর্ষক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। জিন জোনসের অনেক অলৌকিক কান্ড ঘটানোর গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি ছিল, নতুন সদস্যদের জীবন সম্পর্কে এমন কিছু বলা যেটি কেউ জানে না। তার এই অলৌকিক কান্ড ঘটাতে তার গুপ্তচরেরা সেই সদস্যের খুঁটিনাটি সব ঘটনা আগে থেকেই জোন্স কে বলে দিত। এটি ই তার নকল গুপ্ত জ্ঞান এর প্রদর্শন!!

মোহাম্মদ অনুরূপভাবে তার গুপ্ত জ্ঞান অর্জন করার জন্য চারিদিকে গুপ্তচর ছড়িয়ে রাখতেন এবং খবর পাওয়ার পর এসে বলতেন "গ্যাব্রিয়েল আমাকে এসে বলেছে".... অথবা " আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে জানিয়েছে"

যেমন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের মোহাম্মদের পরিচারিকা মারিয়ার সাথে যৌন সম্পর্কের কলঙ্কের কথা আলোচনা করেছি। যদিও তিনি নিজে কোন দোষ করলে সেটি আসলে দোষ ছিলনা। একইরকমভাবে পরে গুপ্তচর লাগিয়ে তিনি মারিয়ার আর প্রেমের খবর পান, এবং প্রেমিককে মারতে উদ্যত হন। তার স্ত্রী আয়েশার উপর গুপ্তচরগিরি করেও তিনি একই রকম একটি কলঙ্কের আভাস এনে ছিলেন। যেটি পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। তিনি দাবি করেছিলেন যে এই সমস্ত খবর তিনি পাচ্ছেন, কারণ আল্লাহ স্বয়ং এসে তার কাছে বলে গিয়েছেন;;

" and when the prophet secretly communicated a piece of information to one of his wife but when she informed others of it and Allah made him know it he made known part of it, and our it part so when he informed her of it she said 'who informed you of this'? He said' the knowing! the one aware! informed me!"

কারণ আল্লাহ, যিনি জগতের স্রষ্টা !তাঁর একমাত্র কাজই তো এটাই ছিল !? যে তার নবী, কার কার ওপর লালসা দৃষ্টি দিয়েছেন, তার সমস্ত খবর তার প্রিয় নবীকে এসে জানানো !? তিনি নিজে প্রথমে গুজব ছাড়াতেন তারপর কলঙ্ক ছড়াতেন, তারপর তাদের মানসিক অত্যাচার করে সত্যি কথাটা বের করে আনতো। আসল ব্যাপার হলো এই সমস্ত অলৌকিকতা, গুপ্ত গোপন জ্ঞানের কথা সমস্ত মিথ্যা। ভুংভাং।

((**অলৌকিক ঘটনার অনুষ্ঠান**))

অনুগামীরা সবসময় তাদের নেতাদের অলৌকিকতার নাটক ঢাকতে প্রস্তুত থাকতো। কেন ?

Jenna mills, Jim Jones এর প্লেটের রাখা খাবার এর সংখ্যা, পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার অলৌকিক ঘটনার পিছনে রহস্য ফাঁস করেছেন,

" There were more people than usual at the Sunday service and for some reason the church members had not brought in a food to feed everyone. it became apparent that the last 50 people in line were not going to get any meat. Jim announced 'even though there isn't enough food to feed this multitudes, I am placing the food that we have and multiplying it just as Jesus did in biblical Times"

" sure enough, a few minutes after he made this startling announcement Eva pugh came out of kitchen beam carrying two platters filled with fried chicken, A big cheer came from the people assembled in the room, specially from the people who had at the end of the line"

" the blessed chicken was extremely delicious! and several of people mentioned that Jim had produced the best tasting chicken they had ever eaten"

" one of the men, Chuck bakeman jokingly mentioned to a few people standing near him that he had seen Eva drive a few moments are there with buckets from the Kentucky fried chicken stand he smiled and he said the person that blessed this chicken was colonial Sanders"

" an hour later appeal and shaken takbak man walked out of the mans room and up to the front being supported by one of the gods asked him do you have anything you would like to say

"Look up quickly and insert gym I apologize for what I say please forgive me"

"as we looked at Chuck , in our hearts we vowed that we would never question any of James miracle! at least

not out loud! years later we learnt that his jim had put a mild poison in a piece of cake and given it to chuck!"

জিম এর সব অলৌকিকতার সাক্ষী এবং সঙ্গী ছিল এই নারী,ইভা। কিন্তু কেনো সে এত মিথ্যাচার করতে রাজি হবে ? কারণ এভাবেই তাকে বোঝানো হয়েছিল। জিম এর প্রেমে এ সে মুগ্ধ ছিল তার জন্য সব করতে পারতো।

Hadith এ এমন এ এক অলৌকিকতার বর্ণনা আছে। যেখানে মোহাম্মদ তত্ব মরুভূমির মধ্যে জল জোগাড় করে ফেলেছিলেন ।পড়ে জানা যায় যেতার পাঠানো জল নেওয়ার আগে থেকেই হাজির হয়েছিল কেউ সেটি না জানাতে তিনি সবাইকে বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু অবশ্যই তাঁর নির্দেশ মতো এই ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলেনি।

মোঃ এর দ্বারা প্রদর্শিত এরকম অলৌকিকতার সংখ্যা সাংঘাতিক। এমনও কিছু অলৌকিক কথা আছে যা তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ দেখেননি, পরে এসে তিনি দাবি করেছেন যে রকম অলৌকিক কান্ড ঘটেছে এবং সেটি আল্লার আশীর্বাদ। এই ধরনের গল্প বলে হয় মিথ্যা না হয় অতিরঞ্জিত। কিন্তু যতই হাস্যকর হোক না কেন এটি বিশ্বাস করতে মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মের অনুরাগীরা পিছপা হয় না। এই কাহিনী গুলির বেশিরভাগই তার মস্তিষ্কপ্রসূত হ্যালুসিনেশনের ফল। কিন্তু সেই কল্পনাকে দৈবিক উচ্চতা নিয়ে যাওয়া এটা সম্পূর্ণ ই তার কৃতিত্ব।

জিম জোনসের ব্যাপারটি হয়তো অতটা জটিল নয় সে নেহাতই এক মিথ্যাবাদী জোচ্চোর ছিল। এবং তার অনুগামীরা অতিগোপনে ব্যাপারটি লোকচক্ষুর আড়ালে ঢেকে রেখে দিয়েছিল বহু সময় ধরে।

" men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction" ইতিহাস পাস্কেলের এই অতি সত্য উক্তির সাক্ষী আছে। ধর্মের মুখোশ পরে পৃথিবীতে সবথেকে বেশি অপরাধ ঘটে চলেন। অন্ধবিশ্বাস এবং আনুগত্যই এর কারণ।

ইসলাম এ ইমাম গাজ্জালী এর কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। তিনি বলেন , " when it is possible to achieve such an aim by lying but not by telling the truth it is permissible to lie if attaining the goal is permissible"

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কাসিন ব্রথের একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়, " Jim Jones skillfully manipulated the impression is charged with convey to newcomers .he carefully managed its

public image. he used the letter writing and political clout of hundreds of member to praise and impress the politicians and press, that supported the "people's temple" as well as to criticize and intimidate its opponents".

" যদি কোনো সংবাদপত্রে মুসলিম বিরোধী সামান্য কোনো মন্তব্য করা হই, তারা দলে দলে এসে সেই সংবাদপত্রের অফিসগুলি তে ভিড় জমায় এবং উচ্চস্বরের অভিযোগ জানাতে থাকে। তাদের হেনস্থা ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না একটি লিখিত ক্ষমা পত্র/ কৈফিয়ত পত্র তাদের হাতে জমা দেওয়া হচ্ছে। আমরা সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা কি করে ভুলতে পারি যখন একটি ড্যানিশ পত্রিকা, মোঃ এর কিছু ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল পোপ Benedict xvi এর কথা দিয়ে যেখানে পোপ এক বাইজেন্টাইন সম্রাট এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, " show me just what Mohammed brought , that was new ?"

((**বাড়ির লোকেদের অবিশ্বাস করা সন্দেহের চোখে দেখা এবং আত্ম দোষ দেওয়া))**

Osherow লেখেন, " jones inculated at distrust of any contradictory messages, labelling them the product of enemie,s by destroying the credibility of their sources he inoculated the membership against been persuaded by outside criticism"

মুসলিম দের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। যারা তাদের যেকোনো সমালোচক কে আক্রমণ করে এটা বলে যে তারা শত্রুপক্ষের পেশাদারী চর। যারাই সমালোচনা করে , তার মানেই তারা বিপক্ষের লোক, বিশ্বাসঘতক, কাফের। কিছু "বিদ্বান" মুসলিম পোপের এর কথার উত্তরে তার মৃত্যু এবং নরকে যাওয়ার কথা প্রকাশ উল্লেখ করে। তাহলে তো তারা এই বইটি কেউ মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতে পারে তাই না? কিন্তু আশা করা যায়, বই টি পরার পর তারা ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে আসার মত মানসিকতা তৈরি করতে পারবে।

((অসীম উপাসনা))

তিনজন এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারতেন। Osherow লেখেন, " analysing

jonestown in terms of obedience and the power of the situation can help to explain why the people acted as they did. once the people's temple had moved to johnstown there was little the members could do that then followed Jim Jones dictates. They were comforted by an authority of absolute power. They were left with few options. being surrounded by armed guards and by the Jungle having given their passports and various documents and confessions to Jones, and believing that conditions in the outside world where even more threatening. the members for diet heavy workload lack of sleep and constant exposure to zones distribes exacerbated the coerciveness of their predicament ; tremendous pressure encouraged them to obey"

আমরা জানি ধর্মত্যাগী বা মতানৈক্য কারীদের কে মোঃ ভালো চোখ এ দেখতেন না। বলাই বাহুল্য, মোঃ আর জন্স এর ভাবনাচিন্তা র পার্থক্য নেই। এক মহিলার মৃতদেহ, তার হাতে এই লেখা টি পাওয়া যায়," jim jones is the only one " । তাদেরকে শুধু যে মরতে বাধ্য করা হয় সেটা নয় মরণের বা মৃত্যুর সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদের একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছিল। মৃত্যুর আগে তারা সবাই একত্রিত হতে বলে, এটি একটি অসাধারণ পবিত্র মুহূর্ত। আমরা সবাই একসাথে মরতে চলেছি।

একজন জীবিত, ভক্ত, যে ডাক্তারের কাছে যাওয়াতে শেষ আরাধনা ই উপস্থিত থাকতে পারেনি, সে এক সাক্ষাৎকারে জানায় "আমি যদি ওখানে থাকতাম, আমি সবার আগে পিতার হাত থেকে বিশ নিয়ে স্বগর্বে পান করতাম, আমার একমাত্র অনুতাপ হলো আমি শেষের সেই সৌন্দর্যময় দিন টি হারালাম। "

একসাথে এতগুলো মানুষ কিভাবে এমন মর্মান্তিক পরিণতি দিকে এগিয়ে গেল? একবার যদি মানুষ দৈবিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে যেমন আমরা আগেই বলেছি সে মনে মনে বাকে যুক্তি হারিয়ে ফেলে। কারণ সমস্ত অযৌক্তিক হাস্যকর ঘটনা ব্যাখ্যা তখন দৈবিক হয়ে যায়। এমন এক মানুষের কথা তৈরি হয় যেখানে তারা নিজেদেরকে আঘাত করতে নিজেরা মুহূর্তে ভালোবাসে ,আত্মত্যাগ স্বার্থত্যাগ এর কথা ভাবে।

মোঃ এর অনুগামীদের একই অবস্থা ছিল। তার জন্য তারা যুদ্ধ করতে ঢাকাতে করতে খুন করতে সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল। বাড়ি ঘর, সংসার, পরিজন ছেড়ে চলে এসেছিল। মোঃ জন্য তারা অসীম পার করতে পারতো। মোঃ এর স্পর্শিত সমস্ত জিনিস কে পবিত্র বলে মনে করা হতো। যেমন হাদীসে উল্লেখ করা আছে, মোঃ এর ব্যবহার করার পর, তার সেই ব্যবহৃত জল অনুগামীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত পবিত্র জল হিসেবে।

একইরকম ভাবে তার লালা এবং দেহ নির্যাস অনুগামীদের মধ্যে পবিত্র জিনিস হিসেবে ভাগ হতো। এসবই অসীম, ভক্তি ,উপাসনা র প্রদর্শন। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এটাকে বলা হয় Placebo effect। কারণ বিশ্বাস ই সব। বাংলা প্রবাদ বচন আছে "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"। বিশ্বাস যে বস্তুর উপর করা হচ্ছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিশ্বাস নিজে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ইরানের জনগণ এটা বিশ্বাস করতো যে তাদের অনেক রোগ ঠিক হয়ে যায়, খোমেনি র কবরের জল ব্যবহার করলে। খোমেনি একজন গণ হত্যা রক ছিল।

((বিচ্ছিন্নতা))

জিম জন্স তার jimstown এ সবাইকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা ছিল পরিবার-পরিজন থেকে। যেটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কারণ ধর্মীয় নেতারা খুব ভালোভাবেই জানেন পরিবার পিছুটান ছাড়া আর কিছুই নয়, এদের উপর আধিপত্য কায়েম করতে অসুবিধা হতে পারে। যদিও সেই একাকিত্বে নেতারা তাদের উপর অকথ্য শারীরিক -মানসিক অত্যাচার চালাত তবুও তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা অনুগামীরা ভাবত না, অটুট বিশ্বাস তাদেরকে সেখানে ধরে রাখতে।

মোঃ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারতেন না। তার কোন গুপ্ত জ্ঞান ছিল না। এমন কিছু অবাক ক্ষমতাও ছিল না যার জন্য মানুষ আকৃষ্ট হবে। কিন্তু ,তার ছিল দুটি মোক্ষম অস্ত্র। বাগ্মিতা এবং কল্পনা। অতিরঞ্জিত কল্পনা এবং দক্ষ এবং বাগ্মিতায় তাকে প্রথমে নেতা পরে ধর্মগুরু করে তোলে। জোনস এবং অন্যান্য ধর্মীয় গুরু দের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। মোঃ মক্কা ছেড়ে মদীনায় গমন করেন করার প,র ফিরে এসে মক্কা ও জয় করেন। সেখানে শহরের সম্মানিত ব্যক্তিদের খুন করার কোন দরকার ছিলনা ,যে তিনি শহরের ওপর আধিপত্য কায়েম করে ফেলেছিলেন। তবুও তিনি ইবন আবি সহর শহরের সবথেকে ধনী ব্যক্তি কে খুন করেন এবং

অলৌকিকতার দাবি করে, বলেন আল্লাহর নির্দেশে সমস্ত অবিশ্বাসীদের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু প্রথমে তিনি তার মন জয় করার চেষ্টায় ছিলেন যখন দেখলেন তাকে গলানো অত সহজ নয় সাথে সাথে তাকে খুন করে দেয়া হলো। ঠকবাজ আর কাকে বলে !?

Hadith এই ব্যাপারে ব্যাখ্যায় দেই ," I thought that I should order the prayer to be commenced and command a person to lead people in prayer, and I should lead then go along with some persons having a fagot of fuel with them to the people who have not attended the prayer (in congregation) and would burn thier houses with fire "

তার কথার অবিশ্বাস এবিএম খেলাপ করাই, মোঃ একবার মদিনা টে,মসজিদ এর মধ্যে থাকা সমস্ত সমালোচক দের জীবন্ত পুড়িয়ে মারেন। এবং যথারীতি, মদিনা র সবাইকে , "আল্লাহ" র নির্দেশ এর কথা মনে করিয়ে দেন। তার দৌলতে মদীনার মন্সুহের জীবন যাত্রা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, দুঃস্বপ্নের অন্ধকার তাদের জিবনে নেমে আসে। মোঃ এর আগমনের আগে মদীনার মানুষ শান্তি পূর্ণ জীবন যাপন করতে,তারা ছিল, কৃষক ব্যবসায়ী কুমার, কামার ইত্যাদি। মোঃ মদিনা কে ঠক, জোচ্চোর , খুনি , ডাকাতের শহর বানিয়ে তোলেন। যারা বিরোধিতা করে , তাদের প্রাণ দিতে হই।

((ক্রমাগত শোষণ))

ধর্ম বিশ্বাসী দের জীবন আবর্তিত হয় শ্রমসাধ্য এবং ভিত্তিহীন ধর্মীও আচার পালন এর মধ্যে দিয়ে। যেমন , peoples temple এর নাটক গুয়ানা টে নই, তার বাইরে , বাড়ির কাছে , অনেক আগে শুরু হয়েছিল। প্রথম অনুরাগীদের কাজ ছিল ধর্মীয় সমাবেশ গুলিতে যাওয়া এবং জোনসের কথা শোনা। পরবর্তীতে জোনস এর প্রভাব বাড়ার সাথে সাথে নিয়মকানুন আচার-বিচার এর পরিমাণ বাড়তে থাকল। কারণ একই! কৃচ্ছতা সাধন ছাড়া, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া আত্মিক সাধনা এবং ভগবান লাভ করা যায় না।

একই রকম ভাবে ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে আসা পূর্ব মুসলিমদের অভিজ্ঞতার কথাও জানা যায়। যাদের সারা দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যেত আচার-বিচার ,নিয়মকানুন পালন করতে ঠিক মত নামাজ পড়তে ,প্রার্থনা করতে। এই ধরনের

খাবার খেতে হবে ওই ধরনের পোশাক পরতে হবে কোনটা হালাল কোনটা হারাম কিভাবে প্রার্থনায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করতে হবে, সমস্ত কিছু করা শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে এত টাকা-পয়সা খরচ করে আড়ম্বরপূর্ণ আচার-বিচার পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা জীবন আগেই দেখেছি আচার-বিচার ভঙ্গের শাস্তি নরক এর বিধান স্পষ্ট দেওয়া আছে। আর রমজান এর সময় জনসমক্ষে খাবার গ্রহণ করলে যে কী পরিণতি হতে পারে তার বর্ণনা আমরা আগে দিয়েছি আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। খ্রিষ্টানরা প্রায়ই ইয়ার্কি মেরে ইসলাম সম্পর্কে বলে থাকে, " more catholic than the Pope"

আর এদের আতঙ্ক ছড়ানোর ন্যায্যতা স্বীকার তো প্রশ্নাতীত। Pew research center এর তালিকা এবং রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকাতে সবথেকে ভয়ঙ্কর মারাত্মক নাগরিক হলো কালো বর্নের মুসলিম, (black muslim converts) , " fully 28% of us born back Muslim respondents said 'suicide bombing and other violence against civilians can be justified sometimes or at least in rare cases.' That compares with nine per cent of foreign born Muslims who hold the same view. Pew also found that 11% of black Muslims living in the US having a favorable opinion of Al-Qaida more than double the shadow of us Muslim overall who hold that view"

আমি আমার জীবন এ এমন মুসলিম মহিলার সাথেও আলাপ করেছি যারা বিশ্বাস করে , কোরআন অনুযায়ী , মেয়েদের কোনো চিন্তা ক্ষমতা, বিচার বুদ্ধি থাকে না ,থাকতে পারে না। আবার, একই সময় তারা এটাও বিশ্বাস করছে যে ইসলাম মেয়েদের কে স্বাধীন করে। বিশ্বাস মন- চিন্তা ভাবনা অসাড় করে দেওয়া চেতনানাশক, যা থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

ওই মহিলার সাথে আলাপ হয় কারণ তিনি অনলাইনে একটি গ্রুপ খুলেছিলেন খাদিজা ইন নিকাব বলে, ইসলামের প্রচার এবং প্রসার বাড়ানোর জন্য। এর ফলস্বরূপ আমেরিকান আধুনিক মহিলারা ইসলামের প্রতি আকর্ষণবোধ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর এমন এমন কাজ করতে রাজি হয়ে যা তারা স্বপ্নএও করবে ভাবেনি। যেমন একজন আমেরিকান মহিলা যখন সর্বপ্রথম একদল মুসলিম মহিলা কে রাখেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো বোরখা ঢাকা, তা দেখে তিনি হাসেন এবং

তাদের প্রতি করুণা বোধ করেন। পরবর্তীতে সেই মহিলাই যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন দেখা যায় তিনি সব থেকে কঠোরতম বোরখা আর চোখ রেখে দেয় হিজাব এবং নেকাব করে বসে আছেন। তিন বছর ধরে ক্রমাগত ইসলামের অত্যাচার সহ্য করার পর তার বোধোদয় হয় এবং তিনি ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তারা এত দূর অব্দি অবনতি হয়েছিল যে তিনি তার অমুসলিম স্বামীকে বলেন ইসলাম গ্রহণ করতে এবং আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ করতে। এই মানসিক পরিবর্তন এবং মগজ ধোলাই অচিন্তনীয়

জন ওয়াকের নামক এক যুবক ইসলাম গ্রহণ করে আফগানিস্তান এ গিয়ে আতঙ্কবাদী যুক্ত হয় এবং অসংখ্য আমেরিকার সৈন্যের মৃত্যুর কারণ হয়। এইযে আতঙ্কবাদী মানসিকতা এটা কিন্তু রাতারাতি আসেনা। জন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন 12 বছর বয়স থেকে। তার মা তাকে spike Lee এর চলচ্চিত্র ম্যালকম এক্স দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। "সারা পৃথিবীর সারা দেশের লোক এক ভগবানের কাছে মাথানত করছে এই দৃশ্য দেখে ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল" তার মা জানান। মানুষ ইসলামকে হুমকি বলে সচরাচর মনে করে না। বর্তমানের ইন্টারনেটের যুগে যুবক-যুবতীরা সব রকম ধর্ম এবং বিশ্বাস এর সাহচার্যে আসে। ইসলামে অতিরিক্ত সাহচর্যে কত মারাত্মক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার কোনো ধারণা মা-বাবা রাখেনা।বেশিরভাগ সময়ই তারা সন্তানের মাদকদ্রব্যের ব্যবহার , ধূমপান এবং অন্যান্য বদভ্যাস স্নেহ বশত মেনে নেয়। এই ছোটখাটো ছাড় যে একদিন মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে সে ব্যাপারটি মাতা-পিতার বোঝা উচিত, ছেলেমেয়েকে বিপদ থেকে দূরে রাখা উচিত। কারণ সব সময় মনে রাখবেন" ইসলামিক অ্যাথিতেয়তা / হসপিটালিটি" হল একটি মুখোশের আড়ালে ভয়ংকর সত্য এবং অত্যাচারের ইতিহাস লুকিয়ে আছে।তাদের অহংকার এর যেমন কোনো সীমা নেই তেমনি লজ্জাবোধ নিরতিশয় কম। ইসলামের সাথে যুক্ত হলেই তারা সবকিছু মহৎ ভাবা শুরু করে দেয়।

যেমন কিছু মুসলিম বলে, ওসামা বিন লাদেন, লক্ষ লক্ষ জর্জ বুশ বা হাজার হাজার Tony Blaire এর থেকে মহৎ এবং উত্তম। এর কারণ, সে মুসলমান ! যাকিছু অমুসলিম, সে সব কিছুর প্রতি ই মুসলিম দের চূড়ান্ত অনিহা।

কিন্তু আশার বিষয় হলেও যে মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামের দ্বিচারি ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।" ৯/১১ এ চার হাজার ইহুদি কাজে আসেনি", সেই সচেতনতা র এটিএকটি প্রমাণ। সেইদিন ওসামা বিন লাদেন এর জয়োল্লাশ কাহিনী

কার অজানা ? জন এর মত যুবক-যুবতীদের বিশ্বাস করানো হয় যে ইসলাম হলো পরম ধর্ম।জন খুব নিষ্ঠা এবং ভক্তি নিয়ে ইসলামের আচার-বিচার শিখেছিল, কোরআন মুখস্থ করেছিল। চরম আকর্ষণ এর কারণ। তার নোটবুকে সে লেখে " we shall make the head as long as we live, we are those who have given a place of alliance to Mohammed that we will I carry on the head as long as we live"

ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে জন সেই যে ইসলামের বিষাক্ত, দূষিত ,অন্ধকার জগতে পা রাখে, সে আর কোনদিনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। মিথ্যাচার তার দ্বিতীয় ধর্ম হয়ে ওঠে। একদিকে সে নাইন ইলেভেন এর আতঙ্কবাদী হামলার কথা অস্বীকার; করে অপরদিকে সগর্বে বলে বেড়ায় যে যতদিন বাঁচবো, জিহাদ করে যাব। নিজের মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করে "জর্জ বুশ তোমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি ,আমার নয়," মুসলিমরা র যেকোনো অবিশ্বাসী বা অমুসলিমের রাজত্ব, ক্ষমতায় আধিপত্য মেনে নিতে পারে না। তা দের ধর্মই হলো সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে মারার ষড়যন্ত্র করা।

কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রদের পড়ার জন্য, নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার মাইকেল সেল কুরআনের শুধুমাত্র ভালো এবং ধনাত্মক দৃষ্টি বাচক জিনিসগুলি খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে তাদের সিলেবাসে যোগ করেন ! সমস্ত অন্যায় অত্যাচার কোন ডাকাতি লুটপাট মানব হত্যার কাহিনী বাদ দিয়ে দেন ! কেন? ছেলেমেয়েদের অর্ধসত্য শেখানো হবে কেন ? বোঝাই যায় এর উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিকভাবে ইসলাম শান্তির ধর্ম তার প্রতি যুবক-যুবতীদের আকৃষ্ট করা। এরপর যখন তারা ফাঁদে পা দিয়ে, জালে পড়ে যাবে; তখন তাদের সামনে মারাত্মক ভয়ঙ্কর, অন্ধকার, দিকটি তুলে ধরা হবে, কিন্তু তখন তাদের বেরিয়ে আসার কোনো পথ থাকবে না।

এখন প্রশ্ন হলো এরা ইচ্ছাকৃতভাবে কেন অর্ধসত্য ছড়ায় ? এটাকি নেহাতই ছেলেমেয়েদেরকে ভয়ঙ্কর দিক থেকে বাঁচানোর চেষ্টা? নাকি এর পেছনে আরও কোনো মারাত্মক মাতলব আছে ? এই সমস্ত অর্ধসত্য রচিত বই পড়ে সাধারণ জনগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরে তাদের জীবন দিয়ে ফল ভোগ করে। এই জন্য কি এই প্রবঞ্চক publisher-রাই দায়ী নয় ?অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ: হিন্দু

ধর্মগ্রন্থ, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থ ,ইহুদি ধর্ম গ্রন্থ কোথাও কিন্তু রক্তপাতের ইতিহাস বাদ দেওয়া হয় না। ঈদের মিথ্যাচার প্রবঞ্চনা মানবের চরম ক্ষতির জন্য দায়ী।

Osherow এর পেছনের মানসিকতা টি তুলে ধরেন, " according to dissonance theory when a person commits an act or holds a cognition that is psychologically inconsistent with his or her self concept, the inconsistency arouses and unpleasant state of tension. the individual tries to reduce this tension usually by altering his or her attitude to bring them more into line with the previously described action or belief. a number of occurrences in The peoples temple can be illuminated by viewing them in the light of this process. the horrifying events of johnstown were not due nearly to the threat of force nor did they erupt instantaneously . that is it was not the case that something snapped in people's mind suddenly causing them to believe in bizarre ways. rather as the theory of cognitive dissonance fails out people Sikh to justify the choices and commitments. just as a towering waterfall can bring begin as a trickle so to can the impression for during extreme or kilometres actions be provided by the consequences of agreeing to do seemingly trivial ones. in the people sample the process started with the effects of undergoing a civil CVR any station to join the charts was reinforced by the tendency to justify once commitments and was frightened by the need to rationalize one's behaviour.

Peoples temple এও দেখা গেছে যে সদস্যরা সমস্ত জাগতিক কাজকর্ম সেরে পরমার্থিক লাভের দিকে ঝুঁকে আছে আচার-বিচার নিষ্ঠা পালনে তাদের দিন কাটছে। ধীরে ধীরে সে বিচার এবং ধর্মান্ধতা তাদের চিন্তার লোক এমন ভাবে করে দিচ্ছে যে ধর্মগুরুর কথার ন্যায্যতা বোঝার ক্ষমতা তাদের থাকছে না। একটা কথা যত অবাস্তব হোক না কেন, অযৌক্তিক হোক না কেন, সেটি মাথা নত করে স্বীকার করে নিচ্ছে এবং সেই হিসেবে কাজ করছে।

প্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কোন ধারণা ছিল না এই ধর্মের উদ্দেশ্য কি তা জানা ছিলোনা। ধীরে ধীরে মোঃ প্রতিপত্তি বাড়তে থাকল এবং দলের চোর-ডাকাত, মিথ্যাবাদী প্রতারক ,এর সংখা বাড়তে লাগলো। ধর্মটি মদিনায় এসে রাতারাতি প্রতারকদের ধর্মে পরিণত হল। খানদানি মেয়েদের চুরি করে এনে তাদের স্বামী বা পিতাকে হত্যা করে তারা মদিনা সম্পূর্ণ দখল করে নিল। যে ধর্মের শুরু এবং প্রসারী এমন অন্যায় কাজের মাধ্যমে, তা থেকে কি ভালো হতে পারে ? এবং সেই জন্যেই বর্তমান যুগেও অপরাধ মনস্ক মানুষের প্রিয় ধর্ম ইসলাম। কারণ ইসলাম অপরাধ করা কে উৎসাহিত করে, খুন ডাকাতি প্রতারণার শাস্তি ইসলামে নেই, উপহার আছে। ইসলামিক দেশগুলির দশা আজকের দিনে শোচনীয়। পাকিস্তান ধীরে ধীরে পাগল এর বাসস্থান হয়ে উঠছে।

সালমান তাছির একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ যিনি নারী স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন করতে বই লিখতেন, তাকে তার নিজের অঙ্গ রক্ষক গুলি করে মেরে ফেলেছিল, তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলে সে বলে, " ওই ধর্মত্যাগী, অবিশ্বাসীকে একটি শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল!" পাকিস্তান এ সেই অঙ্গ রক্ষক এর শাস্তির কোনো ব্যবস্থা তো হই ই না , উল্টে সে একটি জাতীয় নায়ক হয়ে ওঠে, বহু মানুষ তাকে পূজো করা শুরু করেন, কারণ সে এক অবিশ্বাসীকে হত্যা করে সমাজকে দূষণমুক্ত করেছে। ভাবা যায় ??

পাকিস্তানের পেনাল্টি কোডের,। সেকশান ২৯৫-C র ল হলো , " whoever by was either spoken or written or by visible representation or by any imputation , innuendo, or insinuation; directly or indirectly defiles the sacred name of the holy prophet Mohammed, shall be punished with death and shall also be liable to a fine "

((**চূড়ান্ত বলিদান দাবি করা**))

এক আত্মরতি মূলক ব্যক্তির চূড়ান্ত কামনা হলো তার ভক্তদের জীবন মরণের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। এটি তাকে স্বয়ং ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠা করে। তারা সম্পূর্ণ ত্যাগ দাবি করে সে তাদের মধ্যে জীবন ত্যাগ ও বর্তমান। কারণ আমরা আগে আলোচনা করেছি। আত্ম বলিদান কারী শহীদদের জন্য কোরআন বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে,

" Think not of those who are slain in Allah's way as dead, no they live finding their substance from their lord, didi Joyce in the bounty provided by Allah….. The Mati its Glory in the fact that on them is no fear nor they have any grieve. The rejoice in the grace and the bounty from Allah. And in fact that suffers not the reward of the faithful to be lost (in the last) "(3:169)

মোঃ তার অনুগামীদের ক্রমাগত বোঝাতে থাকতেন আত্ম বলিদান আনুগত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। নিজের জীবন বিসর্জন দাও আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি করো, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের অধিকারী হও। আপু এরকম মানসিকতা এবং একই রকম ভক্তদের প্রতিক্রিয়া জিম জোনস এর দলের মধ্যেও দেখা যায়। " Ultimately Jim Jones and the cause required the members to give their lives. what could cause people to kill that children and themselves ? From a detached perspective the image seems unbelievable. in fact at first glance so does the idea of so many individuals for meeting so much of their time giving all of them money and even sacrificing the control of their children to the peoples temple. Jones to CAD Vantage of rationalisation process that allow people to justify their commitments by raising the estimations of the goal and minimising its cost"

ধর্মীয় নেতারা তাদের ভক্তদের বোঝায় তিনি যে ভক্তদের সময় দিচ্ছেন এতে ভক্তরা উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে জীবন পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর এটি সর্বোত্তম উপায়। নিজেকে যে মোহাম্মদ স্বয়ং আল্লাহ বলে বিশ্বাস করতেন তাঁর আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় কোরআনের এই বাণীতে, " I have only created jiins and men that they may worship me"(51:56)

যেহেতু এদেরকে ক্রমাগত বোঝানো হয় যে, ধর্মগুরুর এবং ভগবানের আরাধনা করে তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই জন্যেই তাদের সৃষ্টি ,এটা ছাড়া আর কিছু করার কোন উপায় থাকে না। তাদের মানসিকতা এইভাবে বিকৃত হয়ে যায়। এটিই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। তার জন্য যদি অন্যায় করতে হয় সেটাও সঠিক। তারা নিজেকে মানবজাতির একমাত্র উদ্ধারক বলে দাবি করে। অসাধারণ বাগ্মিতা এবং দক্ষ প্রদর্শনের মাধ্যমে সেটি মানুষকে বিশ্বাস করতে বাধ্য

করে। আস্তে আস্তে যেমন জীবন্ত পতঙ্গ পুড়ে গিয়ে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেয়, তেমনি ভক্তরূপে ভেড়ারা ধর্মনেতাদের জালে জড়িয়ে পড়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ফেলে।

Osherow জোনস এর প্রতি মানুষ এর বিশ্বাস নিয়ে লেখেন , " matches he gradually increased his demands Jones carefully orchestrated the members exposure to the concept of a final ritual. gaining a foot in the door by getting a person to agree to a moderate request makes it more profitable and probable, that he or she will agree to do a much larger did letter as social psychologists and sale people have found"

ভক্তদের মনে আত্মহত্যার বলিদান এর ধারণা ভালো করে ঢোকাতে, জোন্স শেষের কয়েক মাস প্রতি মাসে একবার করে নকল বলিদান এর অনুষ্ঠান পালন করতেন। যাতে প্রত্যেকটি ভক্ত মনে মনে প্রস্তুত থাকে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে। কিন্তু ভক্তদের আগে থেকে জানিয়ে রাখা হতো না যে তাদেরকে যে বিষ্ দেয়া হচ্ছে সেটি আসলে বিষ নয়। এটি আর এক ধরনের ধর্ষকামী মনোভাব দেখা যে তার জন্য তার ভক্তরা কত দূর অব্দি যেতে পারে কতবার মরতে রাজি হতে পারে!

Osherow জানান, " after the temple move to jonestown the "white nights" as a suicide drills were called occured repeatedly and an exercise that appears crazy was a regular justifiable occurrence of the prophets temples participants" ক্রমাগত 6 মাস ধরে এই প্রক্রিয়া চালানো হয় এবং প্রতিবার অনুগামীরা মনে করতে থাকে এটাই তাদের জীবনের শেষ দিন। যখন সে সে কিছুই হয় না তখন জোনস হেসে জানান, " I see you are not dead" কিভাবে এদের মানসিক প্রস্তুতির যদি কোন ধর্মীয় নেতা নিয়ে থাকে তৈরি স্বাভাবিক যে তারা মৃত্যুর জন্য যেকোনো মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। এবং এদেরকে গর্বিত মনে করব, বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর এক কারণ এবং অংশ মনে করে।

মোঃ যদিও আত্মহত্যার কোন বিধান দেননি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আত্ম বলিদান দেওয়া বা শহীদ হওয়ার কথা বারংবার বলেছেন। দিদি আমরা করব জয় গুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। যেখানে যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের

মানুষ দেখতে পারি যে ভগবানের নামে মানব হত্যা অপরাধ এবং পাগলামি, মুসলিমরা সেটি দেখতে পায় না, তাদের কাছে সেটি ভগবানের নির্দেশ, চরম আনুগত্য এবং কর্মের নিদির্ষণ। জিহাদ ইসলামের মূল স্তম্ভ এবং এর বিপরীত ভিন্নমত পোষণ করে সে প্রকৃত মুসলিম নয়। "মধ্যপন্থী, সহনশীল মুসলিম" কথাটি হাস্যকর। কেউ একইসাথে সহনশীল হয়ে যে ধর্ম মানবহত্যার ন্যায্যতা ডান করে সেটি পালন করতে পারে না।

জোনসের শেষ মৃত্যু অনুষ্ঠান সম্পর্কে osherow জানিয়েছেন , " The reader might ask whether these the fake dress cause the members to think that the actual suicide were merely and other practice but there were many indications that the new the poison was truly deadly on that final occasion. The Ryan visit had been climatic, there were several new defectors the folks who had been excused from the prior drills in order to prepare the upcoming meals were included. Jones had been growing increasingly angry desperate and unpredictable. And finally everyone could see the first babies die. the membership was manipulated but they were not aware that this time the ritual was for real"

((আত্মপক্ষ সমর্থন))

Osherow বর্ণনা করেন যে বেশির ভাগ সময় দেখা যায় মানুষ ধর্ম নেতার কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বা সম্পর্কে প্রশ্ন মনে মনে করে না , যা বলে সেটাই সরাসরি করা শুরু করে দেয়। ধর্মীয় মগজধোলাইয়ের একটি চরম নিদর্শন।

কারণ, " A dramatic example of the impact of self justification, concerns the physical punishment that was meted out in the peoples temple. as discussed earlier the state of being beaten or humiliated forced the member to comply with Jones order a person will obey as long as he or she is being threatened and supervised. "

স্কুলে বাচ্চাদের কে যেমন শিক্ষকরা লাঠির ভয়ে দেখে পড়া পড়তে বাধ্য করে ধর্ম সংস্থাগুলিও সে একই প্রক্রিয়া ভক্তদের মধ্যে চালায়। তারা মার খেতে

খেতে অপমানিত হতে হতে শিক্ষিত কুকুরের মত হয়ে ওঠে। মালিকের হুকুমের অপেক্ষা করে কুকুরের সাথে সাথে হুকুম পালন করতে দৌড়ায়। রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সন্দেহ ছাড়া।এবং একদম পোষা কুকুর এর মতই ,মালিক এর বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা বলা হই, তাকে মারতে ছুটে যায়। এই ধরনের ব্যবহারকে কিছুটা স্টকহোম সিনড্রোম এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ব্যাপার টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম এবং people's temple এর সদস্য দের প্রধান কাজ ছিল, কোনো অবিশ্বাসী, বিধর্মী, তাদের পরিবার এর সদস্য (যারা বিধর্মী) তাদের কে শাস্তি দেওয়া, করেন তারা ন্যায্য মানুষ হতে পারে না। যেহেতু তারা এত অত্যাচার সহ্য করে এই ধর্ম মত পালন করছে, তার নিজের বিবেকের কাছে দোষী হায়ে, তারা বাকিদের কে ও দলে টানতে চায়, বোঝাতে চায়, যে বাইরে অবস্থা খারাপ হলেও , আধ্যাত্মিক ভাবে তারা অসম্ভব ভালো আছে, পৃথিবীর রহস্য তাদের হাতের মুঠোই। মুসলিম দের প্রথম কাজ ছিল নিজের পরিবার ত্যাগ করা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করা। এই অন্যায় ছিল ন্যায্য এবং যুক্তিপূর্ণ। কারণ তাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। সেই পালন শ্রেষ্ঠ পালন। এবং এই আক্ষরিক অন্যায় উপহার পাওয়ার যোগ্য।

পেপার স্যাম্পল গুয়াহাটির স্থানান্তরিত হওয়ার আগে 2 বছর আগে, jenna mills, তারপর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। জিম জোনস এর সাথে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল 6 বছরের। তার লেখা গ্রন্থে " six years with God "(1979) তিনি লেখেন, " every time I tell someone about the six years we spent as members of the people's Temple, I am faced with an unmistakable question , If the church was so bad , why did you and your family stay in for so long ?" এব্যাপারে osherow ব্যাখ্যায় দেন ," several classic studies from social psychological research investigating processes of self justification and the theory of Cognitive dissonance can point to explanations for such seemingly irrational behaviour "

এবং আত্মপক্ষ সমর্থন ইসলামের মূল। তারা যতরকম অন্যায় করা যায়, সব করে , পড়ে সেগুলোকে ন্যায্যতা দান করে। যেমন আমরা আবু হুফাইফা র কাহিনী টে দেখিয়েছি। যেখানে সেই কিশোর - যুবক বাঁদর এর যুদ্ধে তার বাবা ভাই এর

বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলো। নিজের বিশ্বাস এর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার যুদ্ধের সে জয়ী হয় ঠিক ই, কিন্তু নিজের রক্তের বলিদান দিয়ে, নিজের পরিজন কে মেরে।

Tolstoy এর উক্তি অনুযায়ী , " Both salvation and punishment for men lie in the fact that if he lives wrongly he can befog himself so as not to see the misery of his position"

((দায়িত্ব থেকে পৃথকীকরণ))

হাজার হাজার সাধারণ জার্মান জনতা নাৎসি দের অধীনে থেকে ভয়নকর পাশবিক দুস্কর্য সাধন করেছিল , এবং অমানবিক ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের দোসর হায়েছিল। তাদের কোর্ট শুমারিতে তারা নিজেদের এই বলে রক্ষা করেছিল যে তারা আদেশ পালন করছিল মাত্র। ইয়ালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিদ স্ট্যানলি মিলগ্রাম এই দাবির সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেন। ১৯৬১ তিনি একটি মনস্তাত্বিক পরীক্ষার মধ্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যদিও তারা এরকম কথা করতে বলেছে তাদের সবার অভিমত ছিল একই। ইহুদিদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ তাদের রন্ধে রন্ধে বর্তমান।

পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর (ত্রিশটি বোতামের) তৈরি করেন। জেনেটার সুইচ গুলি 15 থেকে 450 ভোল্ট পর্যন্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহন করতে পারে। সমস্ত অপরাধীদের কে নিয়ে গিয়ে ক্রমাগত 45 টি বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়, যা ছিল যন্ত্রণাদায়ক। তাদেরকে বলা হয় তাদের স্মৃতি এবং বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের জন্য এটি প্রয়োজনীয়।

পরীক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটি অপরাধীর সাথে একটি করে এক্সপেরিমেন্টের যোগ করা হয়। যা সাজে পরীক্ষা করা হবে একজন হবে "টিচার" আরেকজন হবে "লারনার্"। একটি লটারি খেলার মাধ্যমে তাদের অভিমত বিচার করা হবে। মিলিগ্রাম এর পরীক্ষার মাধ্যমে এটি দেখতে চেয়ে ছিলেন যে যখন ওরা একে অপরকে শক, দেবে কে কতক্ষণ শক দিয়ে চলতে পারে, যদিও তারা জানে অপর পক্ষে অসম্ভব যন্ত্রণা ই আছে। এটা মনে রাখা দরকার যে দুই পক্ষই দুই পক্ষ সম্পর্কে অবহিত তাদের কথোপকথন হয়েছে যথেষ্ট পরিচিত। দেখা গেল যে, যে পক্ষ অপরাধী পক্ষকে শক দেবে সে শক দিতে পারল না। পাশের টেপ রেকর্ডিং এ সামান্য প্ররোচনা দেওয়া হলেও সেটি উপেক্ষা করে সে বেরিয়ে আসলো।

কিন্তু যখন অপরাধী পক্ষের শক দেওয়ার পালা আসলো, সেই সামান্য প্ররোচনা, যেমন , " please continue" "please go on" " the experiment requires that you go on" "it is absolutely essential that you continue" "you have no other choice, you must go on " প্ররোচনা তার অপেক্ষা করতে না পেরে শক দিয়েই চলল। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এ জন্য দায়ী তারা, বলতো, " আমরাই দায়ী"।

এই পরীক্ষার অন্তিম সিদ্ধান্ত পৃথিবী কে হতবাক করে দেয়। গবেষকরা জানালেন যে এক থেকে দুই পার্সেন্ট অপরাধী নিঃশব্দে চলতো তাদের যত যন্ত্রণা হোক না কেন। একমাত্র সমাজবিরোধী রাই হুকুম তামিল করতে এরকম অমানবিক কাজ করে চলতে পারে। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে ৬৫ % মানুষ তাদের বিশ্বাসী নেতা বা কর্তৃত্ব কারী ব্যক্তির হুকুমে চরম অপরাধ মূলক কাজ করতে পারে , কোনো রকম বিবেক দংশন ছাড়া। এই পরীক্ষা ই সেই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কারী ব্যক্তিত্ব ছিল সাদা কোট পড়া একজন মানুষ। সেই অপরাধীদের মধ্যে কেউ ইলেকট্রিক শক দেওয়া থামল না, এমনকি যখন লার্নার রা অভিযোগ করল যে তাদের হৃদপিন্ডের সমস্যা হচ্ছে। সম্পূর্ণ গবেষণাটি ইউটিউবে সহজলভ্য।

স্ট্যানলি মিলগ্রাম এর এই গবেষণা মানব মনের এক অন্ধকার গহ্বরে আলোকপাত করে। এটা দেখায় যে বেশির ভাগ মানুষ ভয়ঙ্কর অপরাধ করতে পারে যদি তাদেরকে সেইরকম নির্দেশ ঠিকঠাক ভাবে দেওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি তাদের মনের উপর সেই রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এবার ভাবুন , যদি সামান্য মানুষের কতৃত্বে মানুষ এরকম অপরাধমূলক কাজ করতে রাজি হয়, তাহলে ভগবানের কর্তৃত্ব বিশ্বাস করে কতদূর যেতে পারে!? অচিন্তনীয় !! এবং ইসলামের ভয়ংকরতা এখানেই। এই তথ্য থেকে সবথেকে ভালো ব্যাখ্যা করা যায় কেন মুসলিমরা অমুসলিমদের উপর এত অত্যাচার করে কোনরকম, বিবেকবোধ, আক্ষেপ ,অনুতাপ ছাড়া ই।

একবার যদি কোন মানুষ r2b কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয় সেটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তাহলে তার বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তা বন্ধ হয়ে যায়। "ভগবান" খুবই চমৎকৃত একটি শব্দ। অদৃশ্য এক পরমাত্মা! যার নাম নিয়ে ভালো কাজ যেমন হয় খারাপ কাজ হয়, অন্ধকারে সাধারণ চক্ষুর আড়ালে তারও বেশি।

ভারতের প্রথম অঞ্চলে ডাকাতরা তাদের দেবী কালীর পুজো করে ডাকাতি করতে বেরোনো ঠিক আগে৷ দেবীর কাছ থেকে অপরাধ করার শক্তি চেয়ে নেই৷ একদল এইরকম ডাকাত যখন থানাতে ধরে নিয়ে আসা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, জানা যায় দেবীর নির্দেশে তারা এ কাজ করেছে তারা গর্বিত তাদের কোনো আক্ষেপ নেই৷

এই ধরনের ডাকাতদল এবং মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য অনুপস্থিত। জিহাদিদের মনোভাব ও অভিন্ন। তারা ধর্মের নামে মানুষকে শিক্ষা দিতে যায় বিধর্মীদের মেরে পৃথিবী কলুষমুক্ত করতে চাই৷ যখন তার অনুগামীরা পর পর হত্যা এবং ডাকাতি করে চলেছে তখন মহম্মদ এদেরকে আসার জন্য বলেন, " you killed them not but Allahl killed them, and you see you not when you did threw but Allah did, that he might test the believers by a fair trial from him verily Allah is the all hearer , all knower"(8:17)

((মনের উপর সম্পূর্ণ প্রতিপত্তি))

আব্দুল্লাহ ইবন কাব বি মালিক এর দ্বারা বর্ণিত এক কাহিনী থেকে জানা যায়, অনুগামী দের চিন্তা ভাবনার উপর মোঃ এর কতটা নিয়ন্ত্রণ ছিল৷ কাব জানায় ,সে ছিল এক বিশ্বস্ত ভক্ত এবং মদিনা টে হাওয়া সব ডাকাতি তেই সে মোঃ এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিল৷ ফলস্বরূপ সে ছিল ভালোই ধনী ব্যক্তি৷ কিন্তু একবার গরমকালে মোঃ হঠাৎ এ তাবুক এ ডাকাতি করতে যাওয়ার নির্দেশ দিলে , কাব যেতে দেরি করেন৷ কারণ তখন পাকা ফলের সময় ছিল, কাব তার পরিবারের সাথে সেটি উপভোগ করতে ছেয়েছিল৷ ডাকাতি থেকে ফিরে এসে মোঃ যারা যারা ডাকাতি করতে যাইনি , তাদের কাছ থেকে অনুপস্থিতির কৈফিয়ত চাইলে কাব সত্য কথা বলেন, যেখানে অন্যান্য অনুগামী রা মিথ্যে অজুহাত দেই৷ মোঃ তাদের মিথ্যা বুঝতে পারে , তাদের কোনো মতে রেহাই দিলেও, তাদের অনন্ত নরক বাসের অভিশাপ দেয়৷ কাব এবং বাকি দুজনের সত্যি কথা শুনে মোঃ তাদের কে শাস্তি স্বরূপ দল থেকে দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেন৷ তারা সবাই " আল্লাহ এবং তাঁর আজ্ঞাবহ সর্বজ্ঞ " বলে হুকুম পালন করতে থাকে৷ দুদিন পর মোঃ বলেন , তোমাদের ব্যাপার আমি আল্লাহ এর সাথে আলোচনা করেছেন, তার নির্দেশ হলো

তোমরা তোমাদের স্ত্রী দের কাছ থেকে দূরে থাকবে৷ তারা জিজ্ঞেস করে , কি রকম দূরে থাকবো ? তালাক দেবো ? মোঃ বলেন , না , দূরে থাকবে , তাকে স্পর্শ করবে না । ক্রমাগত ৫০ দিন কৌমার্য পালন করবে৷

এবং তারা মোঃ হুকুম (নিজের পরিবার থেকে দূরে থাকার) অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য হই৷ তাদের মনে কোনরকম মতবিরোধ জাগে না । সবার উপর অত্র মানসিক নিয়ন্ত্রণ এত বেশি ছিল , তার জন্য শাস্তির ভয় এ মিথ্যা কথা বল লেও পড়ে সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হতে, শাস্তি গ্রহণ করতো,!, মোঃ তাদের বিশ্বাস করিয়েছিল যে, আল্লাহ তাদের সমস্ত খবর রাখে তাদের মনের সমস্ত গোপন চিন্তাভাবনার সম্পর্কে অবহিত৷ অনুগামী রা, বুঝতে পারছিল যে মোঃ তাদের সব ভাবনা পরিষ্কার দিনের আলোর মত দেখতে পায়৷ এটি হলো চরম মানসিক নিয়ন্ত্রণ৷ একবার বিশ্বাস করলে এর থেকে বেরোনো অসম্ভব৷ তাদের বিশ্বাস ছিল ," আল্লহ সব দেখে, সব জানতে পারে , আল্লহ সর্বজ্ঞ"

Jenna mills এর সাক্ষ্য দান এ জানা যায়, তার অভিজ্ঞতা ও ওই প্রাচীন মুসলিম দের মত ছিল৷ তারা মিথ্যা বলতে, এমনকি জোনস এর সম্পর্কে কুচিন্তা পর্যন্ত করতে ভীত ছিল৷ তাদের বিশ্বাস ছিল জন্স, স্বয়ং ভগবান, মনের সব খবর তার জানা৷ তার সেই কর্তৃত্ব ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই তাদের সময় লেগেছিল৷ এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ চরম নিয়ন্ত্রণ৷ কারণ টা মন কে দখল করে নেয়, চিন্তা ভাবনা র উপর শাসন জারি করে৷ । এটি তারা সবার সাথে করে৷ একজন মুসলিম মহিলা মুসলিম পুরুষ কে নিয়ে করে যে অত্যাচার এর স্বীকার হয়, একজন অমুসলিম নারী ও মুসলিম বিবাহ করে একই যন্ত্রণার স্বীকার হয়৷ কিন্তু পার্থক্য হলো , দ্বিতীয় জন অত্যাচার এর ইতিহাস সম্পর্কে অনবহিত থাকে৷ এবং যে মুসলিম নেয়ে, সে তো আগে থেকেই অত্যাচার এর ইতিহাস জন্য, সে তার মা কাকিমা, দিদমা সবাইকে অত্যাচারিত হতে দেখে বড়ো হয়েছে, সে অভ্যস্ত৷ তার বেরোনোর উপায় নেই৷ নারিজিবনের অঙ্গ হিসেবে এটিকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা তাকে দেওয়া হয়েছে৷ কিন্তু , এক অমুসলিম মেয়ে যখন এদের জালে পা দিয়ে , বিয়ে করে আসে , তার পক্ষে এটি আরো দুঃখ জনক, তার ক্ষেত্রে অত্যাচার এর মানসিক চাপ অধিক ভোয়াবহ৷

খ্রিস্টান, ইহুদি , হিন্দু , অনকেই ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে চলে আসে, কিন্তু তাদের পুরাতন ধরনের প্রতি এটি তীব্র ক্ষোভ থাকে না । পরন্তু, এক মুসলিম যখন

ধর্ম ছারে, সে বড়ো দুঃখ কষ্ট পেতে ত্যাগ করে। ধর্ম অভিজ্ঞতা তার মনে গাঢ় তিক্ততার চাপ ফেলে। কারণ সে বুঝতে পারে , তারা কতটা পরাধীন, কতটা মুখ্য, কোটি পিছিয়ে , যেখানে বাকি সমাজ এগিয়ে চলেছে , সেখানে মুসলিম রা তাদের মধ্যযুগীয় পাশবিক ধ্যান প্রার্থনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। নিজের ধর্মের , সেই ধর্ম পালন করি অসহায় মানুষ দের অজ্ঞানত এবং মূর্খতা দর্শন অসহ বেদনাদায়ক।

((তথ্য জ্ঞান এর নিয়ন্ত্রণ))

Osherow লিখেছেন , " weed in the peoples temple and especially in johnstown Jim Jones controlled the information to which member would be exposed. effectively shifted any decent that might arise within the charts and instilled discuss in each member for contradictory message from outside. after all what credibility could be carried by information supplied by 'the enemy' that was out to destroy the purpose temple with 'lies'? seeing no alternative and having more information and members capacity for decent or resistance was minimised, moreover for most members part of the temple attraction resulted from their willingness to relinquish much of the responsibility and control over their lives. These were primarily the poor the minorities the elderly and the unsuccessful. They were happy to exchange personal autonomy (with its implicit assumption of personal responsibility for their plight) for security , brotherhood, the illusion of miracles, and the promise of salvation. Stanly cath , a psychiatrist who has studied the conversation techniques used by cults, generalizes , ' converts have to believe only what they are told. They don't have to think and this release tremendous tensions' (Newsweek 1978a)"

মুসলিম দের অবস্থাও উপরুক্ত ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার দেওয়া যায়। ইসলামিক দেশগুলিতে প্রত্যেকটি তথ্য-উপাত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ন্ত্রণ থাকে, যে দেশের বাইরে

খুব কম খবর বেরোয়, যে কারণে ওখানে যুদ্ধ চলো আমরা যুদ্ধের খবর যেমন পায় না তেমনি ওখানকার মানুষের দৈনিক জীবন যাপনের খবর পাওয়া অসাধ্য। এবং একইভাবে বাইরের পৃথিবীর খবর এখনকার সাধারন জনতা পায়না। যেটুকু ও সেন্সর এর কাচি চালিয়ে আসল খবর কমানোর চেষ্টা করে। আর মুসলিম বিরোধী কথার কোনো আভাস পেলেই , যুদ্ধ করার হুমকি দিতে থাকে। পূর্বকালে মোঃ ও আশেপাশের খবর এবং তার দলের মানুষ দের চিন্তা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন , যে তার মুখের যেকোনো কথাই তারা খবর বলে মেনে নিত। সমালোচনা র পরাকাষ্ঠা বলে বিচার করত।

Jenna mills মন্তব্য করেন,

" I was amazed at how little disagreement there was between the member of this church. Al and I could not even agree on whom to vote for in a presidential election. Now that we all belong to a group family arguments where becoming a thing of the past. There was never a question of who was right because Jim was always right. when our large household made to discuss family problems who didn't ask for opinions instead we put the question to the children what would Jim do .it took the difficulty out of life. there was a type of manifest destiny which said the cause was right and would succeed. Jim was right and those who agreed with him were right if you disagree with him you are wrong, it was as simple as that.

Osherow বলেন ,

" do it is unlikely that he had any formal exposure to the social psychological literature, Jim Jones utilise several very powerful and effective techniques for controlling people's behaviour and altering their attitudes. some analyses have compared his tactics to those involving in 'brainwashing', for both include the control of communication, the manipulation of guilt, and the power of people's existence , as well as isolation, and exacting regiment physical pressure, and the use of confessions.

But using the time brainwashing makes the process sound so esoteric and unusual. there was some unique and scary elements in Jones personality paranoid delusions of grandeur, sadism and a preoccupation with suicide. whatever his personal motivation however, having formulated his plans and fantasies he took advantage of fail established social psychological tactics to carry them out. The decision to have a community destroyed itself was crazy but those who perform the dead were normal people who are subjected to a tremendously provocative situation the victims of powerful internal forces, as well as external pressures. "

এই সংজ্ঞা খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে যে কিভাবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে পাগলামির চরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়। যদি সে পাগল নেতার মধ্যে সেরকম উন্মাদ ক্ষমতা থাকে। একই ঘটনা ঘটে জার্মানিতে। হিটলার উন্মাদ ছিল। কিন্তু লক্ষ্য লক্ষ্য সাধারন জনতা বিশ্বাস করেছিল যে সে দেবতার সমান ,সমাজে তার লক্ষ্যে ই মূল লক্ষ্য।

অনুগামীদের চিন্তা ভাবনার উপর, এরকম ভাবে কব্জা করে রেখেছিল মোঃ । এ অনুগামীরা তাকে নিজের থেকেও বেশি সম্মানে সুরক্ষায় রাখত। একবার মদিনার বাজারে অসরা বলে এক ব্যক্তি মোঃ কে স্পর্শ করতে চাইলে, (বা ভুল করে স্পর্শ করে ফেললে) তার অনুগামীরা হইহই করে, তাকে ঠেলা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে *পিছিয়ে যাও, আমাদের নবীর গায়ে স্পর্শ করার মতো ক্ষমতা তোমার এখনো হয়নি!"

অশ্রা মোঃ এর উপর তার অনুগামী দের ভক্তি এবং নিষ্ঠা দেকেহ মুগ্ধ হয়, সেকথা মক্কায় ফিরে গিয়ে, সে তার মালিক, যারা মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন তাদেরকে জানাই। মোহাম্মদকে মক্কাতে যেমন সম্মান পেতে কখনো দেখেনি, যেখানে মদিনাতে তার অনুগামীরা তার নামাজ পড়ার আগে তার জল জোগাড় করার জন্য হুলুস্থুল হলো কান্ড করছিল। সে জানায়, মোঃ মদিনা টে স্বয়ং ভগবান এর রূপ ধরনের করে রাজত্ব করছে। এবং কালক্রমে তারাও সিঁড়ি বিশ্বাস করতে শুরু করে। মানুষের মনে সাধারণত একটি জিনিসই কাজ করে; অসংখ্য মানুষ যখন একটি নির্দিষ্ট মানুষ, বা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস কে অনুসরণ করে চলেছে, সেটা মিথ্যা

হতে পারেনা। এইভাবে আহমদ ছফা চিন্তাভাবনা ঘুরিয়ে দিয়ে সবার যুক্তির লোক ঘটিয়ে সবাইকে আল্লাহর আশ্রয়ের নিচে নিয়ে আসে এবং তারপর নিজে ভগবান হয়ে বসে।

জোনস town এর গণ আত্মহত্যার মর্মান্তিক ঘটনার তিন মাস পর মাইকেল প্রক্স বলে এক ব্যক্তি, যার ওপর চার্চের থেকে একটি ফান্ড এর বাক্স বাইরে, নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সে সমস্ত সংবাদপত্রকে ডেকে একটি প্রেস মিটিংয়ের আয়োজন করে। সেখানেই জনসমক্ষে সে জানায় জোন্সকে ভুল বোঝা হচ্ছে এবং আত্মহত্যা করার ঠিক আগের যে টেপ রেকর্ডিং সেটি জনসমক্ষে প্রকাশের আবেদন জানায়। (আগেই উল্লিখিত)। বাক্সটি সংবাদদাতা দের হাতে তুলে দিয়ে সে বাথরুমে প্রবেশ করে এবং নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর আগের একটি নোটে সে জানায় "তার মৃত্যুর জন্য যদি কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে এই আত্ম বলিদান সার্থক!"(Newsweek, ১৯৭৯l) এই ঘটনা কি আত্মহত্যার পিছনের মনোরোগের একটি বড় ব্যাখ্যা নই ?

Jenna mills এবং অন্যান্য কিছু ভক্ত যারা পেপার স্যাম্পল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল এবং সবথেকে সোচ্চার তাদের সবাইকে মৃত্যু তালিকার একদম শীর্ষে রাখা হয়। জেনা জন স্থান থেকে বেরিয়ে আসার পরেও ক্রমাগত মৃত্যুভয় বুক দুত কারণ সে জানত তার প্রাণ এর উপর জোনসের চোখ পড়েছে। যেকোনো সময় যেকোনো মুহূর্তে তাকে মেরে দেওয়া হতে পারে। এবং সত্যি পেপার স্যাম্পল এর গণ আত্মহত্যার এক বছরেরও অধিক সময় পর তাঁকে এবং তাদের মেয়েকে তাদের বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাদের কিশোর ছেলে যেও একসময় পিপলস্ টেম্পল এর সদস্য ছিল, তাকে মারতে পারে না , সে অন্য ঘর এ লুকিয়ে থাকায়। সে জানাই, তারা জানত তাদের কে করা মারতে আসছে। মৃত্যু স্থানে কোনো ধস্তাধস্তি র চিনহ পাওয়া যায় নি। একদম কাছ থেকে গুলি চালিয়ে মারা হয়। Jenna mills কে প্রায় বলতো, " মৃত্যু আমাদের হবেই, আমদের মেরে দেওয়া হবে, সে আজ না হোক, কাল !" Jonestown এর শেষ টেপ রেকর্ডিং এ জোনস এর মুখে নাম উল্লকে করে jenna কে দোষারোপ করতে শোনা যায়। এবং প্রতিজ্ঞা জানতে শোনা যায় যে , "তাদের মৃত্যু বিফলে যেতে দিতে তিনি পারেন না"(Newsweek, ১৯৮০)

মুসলিম রা ও অনুরূপ ভাবে ধর্মত্যাগী কে খুন করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। ধর্মত্যাগী দের প্রতি তাদের ঘৃণা অচিন্তনীয় উন্মাদনায় ভর্তি। আপনি যদি ধর্ম ত্যাগ করে , সেটি গোপন রাখেন, তাহলে আপনি রক্ষা পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু , আপনি যদি এব্যাপারে এবং অত্যাচার এর ব্যাপারে সোচ্চার হন, আপনার মৃত্যু অবধারিত। যারা ইসলাম এর বিরুদ্ধে যায়, তারাই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। কারণ মোঃ এর বাণী অদ্ব্যার্থক, " But if they turn renegades, seize them and slay them , whenever ye find them " (4:89)

অষ্টম অধ্যায় ::

((ভীতির মনোবিদ্যা))

আত্মরতিমূলক ব্যক্তিদের ভালোভাবে বুঝতে গেলে আগেই সাইকোপ্যাথিক ব্যক্তিদের ব্যাপারে দু-একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হাওয়া ভালো। আত্বরতির র বৈশিষ্ট্য গুলো সূক্ষ্ম, এবং তারা কপটতা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ কার্যক্ষম।আবার সাইকোপ্যাথ বা মনবিকার গ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই আত্মরতি মূলক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য গুলি অতিরঞ্জিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা যদি এই বৈশিষ্ট্য গুলো সম্পর্কে একদম ঠিকঠাক জ্ঞান লাভ করতে পারি , তাহলে, কপটতা আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও আমরা একজন আত্মরতি মূলক ব্যক্তি কে সহজে শনাক্ত করতে পারবো।

সাইকোপ্যাথ এবং sociopath কথা দুটি চলিত আখ্যা। মনোরোগবিদ্যা আর বিজ্ঞানে যে বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহৃত হয় সেটি হল, " antisocial personality disorder"(ASD). এই অধ্যায়ে আমি চলিত শব্দগুলি ব্যবহার করব।

NPD (narcissistic personality disorder) মনোযোগ আকর্ষণের প্রতি এক আবেগপ্রবণ, আকুল কামনা প্রকট করে তোলে। অপরদিক, সাইকো/ সোসিওপাথি আত্ম পরিতৃপ্তির প্রতি এক আকুল কামনা জাগিয়ে তোলে। মনে করা হয়, দ্বিতীয় টি প্রথম টির কম বাধাযুক্ত এবং কম বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন প্রকাশ। অনেকে মনোবিদ র এটিও মনে করেন , যে দুটির মিশ্রণে একটি নতুন ধরনের মনোবিকার দেখা দিতে পারে , যাকে " psychopathic narcissism " যেটি জানা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো সামান্য তারতম্য থাকলেও NPD, psychopathy narcissism, এবং Anti-social personality disorder এর একই মানসিক রোগ এর মাত্রবিন্যাস।

বাকনিন বলেন , " psychopaths , like narcissists, lack empathy , but many of them are also sadistic; they take pleasure in inflicting pain on their victims or in deceiving them. They even find it funny !" তার গ্রন্থ " Malignant self love " এ তিনি লেখান ,

" Narcissist are simply indifferent they are not evil balak the intention to cause harm. Callous and careless in the conduct and in their treatment of others. That I will conduct his of handed and absent minded not calculated and premeditated like psychopaths. …. When the egocentricity, lack of empathy,sence of superiority of the narcissist cross fertilizes with the impulsivity , deceitfulness, and criminal tendencies of the anti social , the result is a psychopath, an individual who seek the gratification of selfish impulses through any means without empathy or remorse."

" Like narcissist , psychopaths lack empathy and regard other people as mere instruments of gratification and utility or as objects to be manipulated. Psychopath and narcissist have no problem to grasp ideas and to formulate choices, needs preferences, course if action and prioritirs. But they are shocked when other people do the vary same.

Most people accept that others have rights and obligations. The psychopath rejects this quid pro quo. As far as he is conserned, only might is right. People have no rights and he , teh psychopath , has no obligations that derive from the 'social contract' . The psychopath holds himself to be above conventional morality and the law. The psychopath cannot delay gratification. He wants everything and wants in now. His whims urges catering to his needs , and teh satisfaction of his drive take precedence over the needs, preferences and emotions of even his nearest and dearest. "

মোঃ এর মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য গুলি ই উপস্থিত ছিল। তার চোখে অন্য মানুষ এর জন্য অধিকার ছিল না।তার কথা ই শেষ কথা, অন্যথা হলে ধ্বংস। তার সিদ্ধান্ত শেষ এবং ভগবান এর সিদ্ধান্ত। কোনো যুক্তি ছাড়াই , হুমকি ইবিং মৃত্যু ভয় দেখিয়ে মানুষ কে বশ এ এনেছিল। দাবি করেছিল যে তার অনুগামী র শুধু তার কথা মেনে চলবে , সব কিছু ত্যাগ করে, তার কথাই মাথা পেটে নেবে।

" But no! by the lord! The can have no real faith until they make you judge in all disputes between them ! And find India shows no resistance against your decisions. But except him with the fullest conviction"(4:65)

" No we living man and no believing women has a choice in their own affairs when Allah and his messenger have decided on an issue"(33:36)

Vaknin এর মতে এরকম মানুষ কোনো রকম অনুশোচনা বোধ করে না। তারা মানুষ কে নিজের জালে ফাসাই। তার কথা শুনে যে চলে, তার সব ভালো, তার সমালোচনা যারা করে তাদের সব খারাপ। তারা পৃথিবী টে শ্বাস নেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আত্তকামি ব্যক্তি, সমাজ বিরোধী সাইকোপ্যাথ, এটা প্রেম ভালোবাসা অনুভূতি সম্পর্ক অপারক হয়।

মোঃ এর এত অন্যায় করার পরেও, অগণিত মানুষ এর মৃত্যুর র কারণ হবার পরও কোনো অনুশোচনা ছিল না। তার অত্যাচার এর বর্ণনা আমি পূর্ব আধ্যায় গুলিতে দিয়েছি। সব অন্যায় এর ন্যায্যতা দান করেছিল দৈবিক আত্মপক্ষ সমর্থনে র মাধ্যমে।

একজন সাইকোপ্যাথ এর মানসিকতা সবথেকে ভালো বোঝা যায় উদাহরণের সাহায্যে। যেমন , cameroon hooker নামক এক ব্যক্তির ঘটনা যেটি বর্ণনা করেছেন ক্যাথরিন রমসল্যান্ড। আপনার মনে হতে পারে এর সাথে মোঃ এর কি সম্পর্ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়ে মিল দেখে আশ্চর্য হবেন।

১৯৭৭ সালে কুড়ি বছর বয়সী কোলিন স্টার ওরেগন ছেড়ে তার বন্ধু র সাথে দেখা করতে বেরিয়েছিল, যে ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকে।

সে রাস্তায় গিয়ে হাত তুলে একটি গাড়ি থামাল দেখল গাড়িতে বসে শিশুসহ এক দম্পতি। সে কোনো বিপদ এর আভাস পেলো না এবং তাদের সঙ্গ নিল। কিছুদুর গিয়ে পুরুষটি জানালো যে সামনে রাস্তায় বরফ থাকার সম্ভাবনা আছে। রাস্তা একটু বদল করতে হবে। কোলিন রাজি হল। তারপর গাড়ি চালিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে একে নির্জন জায়গায় দাঁড় করিয়ে, ক্যামেরন কলিম কে জোর করে গাড়ি থেকে নামল এবং তার গলায় ছুরি ধরে বলল তার সাথে সহযোগিতা না করলে সে টাকে মেরে ফেলবে। তার হাত মুখ বেধে, তার মাথা এক বাক্সের মধ্যে রেখে তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলো। এ সবকিছুতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল তার স্ত্রী জেনিস।

বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোলিন কে তারা একটি অন্ধকার ঘর এ বন্দী করে , তার দুহাত মাথার উপরে তুলে একটি চামড়ার দড়ি দিয়ে উপরের একটি পাইপ এ বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল। চোখ বেঁধে দিল, এবং হুমকি দিলে এখনো কিছুই শুরু হইনি। রাত এখনো বাকি !!

কোলিন চিৎকার করলে সে জানালো, বেশি শব্দ বের করলে, তার গলা চিরে তাকে মেরে ফেলবে। তারপর সে তাকে চাবুক দিয়ে ক্রমাগত নির্মম ভাবে আঘাত করতে শুরু করে। সম্পূর্ণ দেহে আঘাত করে। যতই সেই নিহসহাই মেয়ে টি চিৎকার করতে লাগলো, ততই ক্যামেরন এর ধর্ষকামী বাসনা বাড়তে থাকলো। তারপর সে তার পায়ের নিচে একটি পত্রিকা রাখল, কোলিন তার বাধা চোখের কাপড় এর নিচে দিয়ে সামান্য তাকিয়ে দেখলো, সেই অশ্লীতাপূর্ণ পত্রিকা টিতে এমনি এক হাতপা চোখ বাধা নগ্ন নারীর চিত্র রয়েছে, যার সাথে একইরকম অত্যাচার করা হচ্ছে ।

এর ঠিক পরে কামরুন এবং তার স্ত্রী জেনিস ওই ঘর এ ফিরে এসে কোলিন এর সামনেই যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলো। কোলিন এর সাথে এই অত্যাচার সারারাত চললো। এই ঘটনা বুদ্ধি স্তব্ধ কারী এবং মর্মান্তিক।

এই দম্পতি এমন কিছু ডাকাবুকো লোক ছিল না। শান্ত ভাবে থাকতো , এক ভাড়া বাড়িতে, তাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন, এক বৃদ্ধ দম্পতি। তারাও কোনোদিনও অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেনি।

ক্যামেরন এবং জানিস এর দেখা হয়েছিক ১৯৭৩ সালে। যখন জেনিস এর 15 বছর বয়স। একজন মেয়ে মৃগী রোগী এবং তার আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল একদম কম, তার স্বামীর সমস্ত ইচ্ছার প্রতি সে মাথানত করতো। বিবাহের পর ক্যামেরুন তার পরিচয় করিয়ে দেয়, হিংস্র যৌণ সম্পর্কের সাথে এবং তার অনুমতি টে তার সাথে এক ধর্শ মর্শ কামি যৌন সম্পর্কের সূত্রপাত করে। মেরুদণ্ডহীন জেনিস স্বামীর মনোযোগ অর্জন করার জন্য সবকিছুর মতো এটি তার স্বামীর ইচ্ছা মেনে নেয়।

Roy Hazelwood এবং ann burges, ২০ কুড়ি জন মহিলার ওপর গবেষণা করে যাদের পার্টনার রা যৌণ ধর্ষকামী ভাবনা পোষণ করে, এবং গবেষণা শেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বেশির ভাগ সময় পুরুষ এর যৌন কল্পনার দোসর হয় তার স্ত্রীর সঙ্গী। পুরুষ টি স্ত্রী কে নিজের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে এবং তার খেয়াল খুশি ধর্ষকামী কল্পনা তার উপর চাপিয়ে দেয়।

এই একই রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক ধর্মীয় নেতা এবং তার অনুগামীদের মধ্যে। নেতা তার কল্পনা অতিরঞ্জিত করে অনুগামীদের মাথায় চাপিয়ে দেয় এবং শাস্তি অত্যাচার মাধ্যমে তাদেরকে সেটা পালন করতে বাধ্য করে। সময় বাড়ার সাথে সাথে অত্যাচার বাড়তে থাকে এ অনুগামীরা নেতার সকল প্রকার ইচ্ছা মাথা পেতে নেই।

Hazelwood বলেন , " it is important to understand that the ritual is an heterosexual sadist inheritanly believes that all women are evil. consequently if and when businessman set out to prove the hypothesis is this select nice middle class women who are apparently normal." নারী দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ধর্মীয় নেতারা যেভাবে সাধারণ মানুষের দিকে তাকায় তার কোনো পার্থক্য নেই। তাদের বিকৃত মস্তিষ্কের চলে যে সে নিজে ছাড়া বাকি সব মানুষ শয়তানের প্রতিরূপ। যার কারণে বারবার এই শাস্তি এবং অনুশোচনার কথা বলা।

মোঃ এর নারীদের প্রতি ধারনা ছিল অনুরূপ। সে ভাবতো নারীরা সাধারণত বুদ্ধিহীন এবং বিশ্বাসী হীন। তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো পাপ করা এবং সঠিক দেখাশোনার অভাবে উচ্ছন্নে যাওয়া। সেই কারণে ওদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন। মুসলিম মহিলা দের হিজাব পড়তে বাধ্য করা হয় ওই জন্য, যাতে তারা সংযত থাকে।

সবাই নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবী কে দেখে। সৎ মানুষ মনে করে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ সৎ এবিং বিশ্বাসী। এটিকে বলা হয় অভিক্ষেপ নীতি অভিক্ষেপ নীতি। Sigmund Freud এর মতে , " projection is the psychological defence mechanism whereby one projects once owned undesirable thoughts motivations desire and feeling on to someone else, emotions or excitations which the ego tries to word of our spirit out and then failed as being outside ego …...perceived in another person."

মোঃ এর নিষিদ্ধ ভাবনা চিন্তা ছিল পাপে পরিপূর্ণ। সাধারন ভাবেই তিনি ভাবতেন তার আশেপাশের মানুষের ভাবনা-চিন্তাও একইরকমভাবে পাপে পরিপূর্ণ এবং তাদেরকে সংযত করার একমাত্র উপায় হল শাস্তির ভয় দেখানো। আগে রাধা এতে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে চিন্তা ভাবনার উপর নিয়ন্ত্রণ তথ্য নিয়ন্ত্রণ এবং শারীরিক শাস্তি দানের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় নেতারা এ ধরনের আধিপত্য বজায় রাখে।

পূর্ণ বয়স্ক নারী রা তাদের ঋতুমাস এর সময় শারীরিক দুর্বলতার কারণে ঠিকঠাক উপোস করতে পারে না বলে, মোঃ সেদিকে তাদের "ধর্ম পালনের অক্ষমতা" বলে উল্লেখ করেন। এবং একই কারণে তার বিকৃত মস্তিষ্ক ধারণা করি নাই তারা বুদ্ধি বিচারেও অপারক।

মোঃ এর ধারণা অনুযায়ী একদম শেষের দিন না আসা পর্যন্ত কোন মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না। ততদিন মৃত্যুর পরও তারা কেবল তাদের কবর স্থান পায়, এবং নারী দে র জানতে কোন স্থান নেই সেটি তিনি স্পষ্ট বলেন।

Hooker দের বাড়িতে ফিরে আসা যাক। সেখানে ক্যামেরুন কোলিন এর উপর সব রকম অত্যাচার যে মানুষের কল্পনার অতীত চালাচ্ছিল। একদিন তাকে অভুক্ত রাখার পর তৃতীয় দিনে তাকে ডিম সালাদ খেতে দেওয়া হয়। হটস্টার জর্জরিত কোলিন সেই খাবার পুরো খেতে না পারলে, তাকে আবারো বেত্রাঘাত করা হয় এবং ক্যামেরন তাকে জানায় খাবার পাওয়ার জন্য কোলিন এর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তার স্ত্রী কোনদিনও ক্যামেরুনের এই অত্যাচারের বিন্দুমাত্র বিরোধিতা

করেনি। ক্যামেরুন যখন তাকে একটি যৌনদাসী ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল, এখন বিনার আগে সে রাজি হয়ে গিয়েছিল কারণ স্বামীর মনে ভঙ্গ করার সাহস তার ছিল না। এই দম্পতির বাড়িতে বন্দি হয়ে ,শারীরিক অত্যাচারের জর্জরি,ত হয়ে কোলিন 8 মাস কাটিয়ে দেয়। তাকে আঘাত করে এবং তার চিৎকার শুনে বিকৃতকামী পরিতৃপ্তি পেলেও ,ক্যামেরুন তার সাথে কখনো যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় নি। যখন জানতে চেয়েছে কবে টাকা ছাড়া হবে তখনই ক্যামেরুন উল্টে জানিয়েছে "তাড়াতাড়ি ই ছাড়া হবে"। শুধু শুধু বেত্রাঘাত নয়, তাকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়, একটি লং কেরালার চামড়াও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দিনশেষ এ তাকে একটি ছোট্ট অন্ধকার ঘরে শিকল ছাড়া থাকতে দেওয়া হয়। শেখহাটি ধিনে ধিনে ধিনে স্বাধীনতা র জায়গা হয়ে ওঠে।

((**শারীরিক নিয়ন্ত্রণ বনাম মানসিক নিয়ন্ত্রণ))**

আত্মরতিমূলক ব্যক্তি এবং সমাজবিরোধী সোশিওপ্যাথ রা শিকারি। এটা সবার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাই। যেমন আমি আগেই উল্লেখ করেছি সবার খাওয়া বসা জন্ম-মৃত্যুর উপর কর্তৃত্ব কায়েম করা তাদেরকে চরম দৈবিক পরিতৃপ্তি দেয়। নিজেকে ভগবান বলে ভাবতে শুরু করে। চরম ক্ষমতা নিদর্শন। প্রথমে তারা সার্বিক ভাবে তাদের শিকারকে বন্দী করে রাখে পশুর মত তাদের সাথে ব্যবহার করে এবং সর্বশেষে তাদের চিন্তা ভাবনার উপর দখল করে নেয়।

কুলীন তার জন্মদিন কাটায় সেই ছোট্ট ঘরের মধ্যে, যেরকম ভাবে কাটায় ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ার। এক বছরের বেশি সময় হয়ে যায়। তাকে বন্দী করার 8 মাস পর ক্যামেরুন একটি গোপন পত্রিকা নিয়ে আসে, যেখানে লেখা থাকে, " they sell themselves body and soul when they sign THE SLAVERY CONTRACT"

ক্যামেরুন জোর করে কোলিন এর স্বাক্ষর করার সেই কাগজে। এবং তাকে মানসিকভাবে ভাবতে বাধ্য করে যে যেকোন সময় তাকে অপরের কাছে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার তার আছে। সে যেন সংযত ব্যবহার করে। সে তার মালিক (master), দেহগত এবং মনোগত ভাবে। ক্রীতদাসী হিসেবটা নতুন নাম দেওয়া হয় K , এবং নিজেকে ক্যামেরন micheal powers বলে উল্লেখ করে। সেই স্বাক্ষরিত কাগজের মাধ্যমে তাকে নির্দেশ দেই, তার উপর যখন খুশি অত্যাচার এর অথিকার তার আছে , এবং তার কোনো নির্দেশ এর অমান্য যদি কোলিন করে ,

তবে তাকে এমন কোনো ব্যক্তি কিনে নিতে পারে, যে হইতো কামরুন এর মত এত ভালো ব্যবহার তার সাথে করবে না !

এইরকম আত্মরতি মূলক ব্যক্তিদের সবথেকে বিরত মানসিক ব্যাপার টি হলো এরা নিজেদের কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করে৷ মোঃ এর জীবন এর প্রত্যেকটি অধ্যায় এর কাহিনী নির্মমতা , অত্যাচার এবং মিথ্যাচার এ পরিপূর্ণ। তবুও সে মনে করেছিল , সে সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব, সবার কাছে দৃষ্টান্ত৷

কামরুন কোলিন কে ভয় দেখিয়ে রাখে , যে তার বাড়ির চারপাশে সবসময়ই মানুষ পাচারকারী কোম্পানি র লোকজন এর যাতায়াত করছে৷ সবদিকে গুপ্তচর ভর্তি৷বাড়িতেও ক্যামেরা লাগলো আছে। সে যদি কোনো অসহযোগিতা করে, সাথে সাথে তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে৷ তার স্ত্রী ও ক্যামেরন এর মিথ্যাচার এ সম্পূর্ণ সায় দেয়, এবং কোলিন কে মানসিক ভাবে বিদ্ধস্ত করে তোলে৷ পরে এক সাক্ষাৎকারে কোলিন জানাই, " he always had things to backup his stories and I believe what he said "

শারীরিক অত্যাচারের একটি সীমা আছে৷ বেশিবার বাড়াবাড়ি হলে মৃত্যু ঘটতে পারে৷ কিন্তু মানসিক অত্যাচারের কোন সীমা নেই৷ যতক্ষণ একটি মানুষ শারীরিকভাবে জীবন্ত থাকে তারপর অকথ্য মানসিক অত্যাচার চালানো যায়৷ এবং মানসিক অত্যাচার শারীরিক অত্যাচার থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি যন্ত্রণাদায়ক৷ যখন অত্যাচারের শিকল মানসিকভাবে বাঁধা থাকে তার থেকে মুক্তি অসম্ভব৷

কামরুন জানত যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে গেলে , তার একজন কল্পিত সহযোগীর প্রয়োজন। সে কোলিন কে বিশ্বাস করতে বাধ্য করায়, যে সে আর শুধুমাত্র ক্যামেরুন এর দখলে নেই ,মানব পাচার কারী এক সংস্থা র সম্পত্তি৷ যারা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান , সব দেখতে পায়৷ এবং এই উপায় অবলম্বন করে আত্মকামাক সমাজবিরোধী তার শিকার কে ভগবান স্বরূপ কোনো অস্তিত্বের ভয় দেখায়৷

তার জীবন এর দুর্দশা একটা সময় পর থেকে কোলিন মেনে নিতে থাকে। তার আবেগ অনুভূতি বোধ বন্ধ করে দেয়৷ " The more I played his game , the better it was for me . If I fought , it went kn forever . " সে বুঝতে পারে, মুক্তির আবেদন ক্যামেরন এর লালসা কে বাড়িয়ে দেয়, তাই সে জিজ্ঞেস করা থামিয়ে দেয়৷ সে তার কল্পনা শক্তি কে কাজে লাগায়, বাস্তব থেকে পালাতে , নিত্য নতুন কথা ভাবে , সাধারণ জীবন এর স্বপ্ন দেখে।

কারণ যতই তার মনের উপর নিয়ন্ত্রণ করা হোক না কেন, তার স্বপ্ন দেখা কেও থামাতে পারবে না

কেউ আল্লার স্কে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। তার অসীম শক্তিতে তিনি মানুষের মন পড়তে পারেন। ক্যামেরুন জানত এই মানব পাচারকারী কোম্পানির কথা কোলিন কে জানালো হলেও কোলিন বোঝে যে তার মন কেউ পড়তে পারবে না। কিন্তু , মুসলিম রা জানি তাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনার প্রতি আল্লাহর দখল অসীম। বন্দী অবস্থা টে থাকলেও কোলিন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু একজন মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করার স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারে না। কারণ আল্লাহ জেনে যাবে যে !! ইসলামের দাসত্ব চিরন্তন।

ধর্মীও নেতাদের হতে এই একটি অসাধারণ ক্ষমতা থাকে। আমাদের চিন্তা শক্তি ই আমাদের মানুষ বানিয়ে তোলে, সমস্ত প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে। Descartes বলেছেন , " I think, therefore I am". যদি কেও মানুষ এর চিন্তা শক্তির উপর দখল করতে পারে , তাদের চিন্তা বুদ্ধি বিচার ক্ষমতা থামিয়ে দিতে পারে, সে তোমার জীবন দখল করে নিতে পারে। যে মানুষ প্রশ্ন করতে , সন্দেহ জানতে ভয় পায়, সে আর মানুষ হিসেবে গণ্য নিয়। সে একটি জীবন্ত মৃতদেহ। এবার ভাবুন , আল্লাহ মানুষ এর চিন্তার কথা জানতে পারে , এবং যারা তাকে সন্দেহ করছে , তাদের সবার জন্য নরকের আগুন তৈরি করে রেখেছে। তাদের হাত কেটে আগুনে পুড়িয়ে দেবে , চামড়া জ্বালিয়ে দেবে, ভুলভাল ভাবেল বিষাক্ত ফল খাইয়ে মেরে দেবে। মোহাম্মদের কোন সিদ্ধান্তকে সম্মান করলেই পরিণতি মৃত্যু।

একবার দিবে মানুষ গাঁজাখুরি টে বিশ্বাস করে ফেলে তার চিন্তাশক্তি স্তব্ধ হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য , এই কারণে মোঃ এর অনুসারী র নিয়েজদেরকে ইবাদ "(চাকর) বলে অভিহিত করে।

একজন মুসলিম মহিলা আমাকে অপমান কর কথা বললে , আমি তার কাছে জানতে চায় , ইসলাম যে নারী স্বাধীনতা ই বিশ্বাসী ময় এবং মোঃ কে মেয়ে দের কে বুদ্ধি হীন চিন্তা ক্ষমতা হীন ভাবে , সে কথা কি জান আছে ? তিনি কি সেটা বিশ্বাস করেন ? তিনি আরো ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, " আমি আমাদের নবী র বলা সমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি। আমার বাড়ির র সব নারী রা সেটি বিশ্বাস করে।

মোঃ ঠিক এ বলছেন , আমরা চিন্তা ক্ষমতা হীন, বিচার বুদ্ধি হীন। এবং তোমার বলা নাজায়েজ কথা আমি শত জন্মেও বিশ্বাস করবো না। তুমি নরকের আগুনে জ্বলবে৷ "   এই ধরনের মগজ ধোলাই অচিন্তনীয়৷ শুধু নারী রাই নই মুসলিম পুরুষ দের দশা ও অনুরূপ৷ এরা মানুষ হিসেবে আর গণ্য নই, জীবন্ত দেহ মাত্র৷

ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না, কেবলই মনে করি তার অস্তিত্ব বর্তমান৷ এবার যদি এটি মনে করার সাথে সাথে আমরা এটাও বিশ্বাস করতে থাকি যে ভগবান আমার চিন্তা শক্তির অধিকারী আমার সমস্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী, তাহলে এত চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করা অবাস্তব৷ আল্লহ এর অবতারণা অধর্মীয় প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়৷ সে এমন এক অস্তিত্ব যা মানুষকে সমস্ত রকম অন্যায় করার অনুমতি দান করে এবং যারা অন্যায় করতে চাই না, ভালো মানুষের জীবন যাপন করতে চায়, তাদের শাস্তির জন্য নরক নামক এক অত্যাচার সংস্থা চালায়৷

এই কারণের সৎ এবং ভালো মানুষ সৎ এবং ভালো ঈশ্বর এর পূজা করে, অপরদিকে শয়তান মানুষরা দানবিক ঈশ্বরের পুজো করে৷ মুসলিম এর জগৎ নারকীয় জগৎ৷ কারণ তারা এমন এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাসী , যে ধর্ষকামী , ক্ষমা দান এর অযোগ্য এবং মনবিকর গ্রস্ত৷ যা মানুষ এর সাধারণ অধিকার টুকু কেরে নিতে চায়৷

" Let those believers who sell the life of this world for the Hereafter , fight in the cause of Allah , and whose fights in the cause of allah and is killed or gets victory, we shall bestow on him a great reward "(4:17)

((সরাসরি দাসত্ব))

Ramsland লেখেন, " Eventually Coleen , now referred to in the house as K , was allowed to do house chores like cooking , washing dishes and cleaning teh house. Yet whenever cameron yelled "Attention"! She was to strip off her clothes, stand in her tiptoe , and reach her hands to the top of the doorway between the living room and dining room"

Sociopath ব্যক্তি এবং মোঃ এর চিন্তা ভাবনার মধ্যে মিল অনিবার্য। Hadith তিনি বলেন, " যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রী কে গ্রহণ করতে চায়, স্ত্রী র কর্তব্য/ উচিত সব কাজ ফেলে তাকে গ্রহণ করতে দেওয়া, " আরেক স্থানে এ তিনি উল্লেখ করেন , যে "স্বামী কে পরিতৃপ্ত রাখায় স্ত্রী র সর্বাধিক কর্তব্য। " এবং যদি সে এই নিয়ম না মানে তাহলে কি হবে ? তিনি অভিশাপ দেন , " যদি স্ত্রী তৎক্ষণাৎ স্বামীর আজ্ঞা পালন না করে , আল্লহ তার উপর ক্ষুব্ধ হবেন, যতক্ষণ না স্বামী পরিতৃপ্ত হচ্ছে। " ," স্বামী যদি স্ত্রী এর উপর রেগে শুতে যায়, তাহলে আল্লহ এবং ফেরেশতা রা সকাল হাওয়া পর্যন্ত তাকে অভিসম্পাত করেন "

এই নির্দিষ্ট দাসত্বের অভিধান মুসলিম এবং কোলিন এর জন্য একই। সে বাড়িতে দাসত্বের গলাবন্ধ পরে থাকত। ক্যামেরন তাকে যেসব আজগুবি শাস্তির কথা শোনাতে তার সাথেও আল্লহ নির্দেশিত শাস্তির মিল রহস্যময়।

একবছর এর অধিক সময় ধরে কোলিন কে মানসিক শারিকিক ভাবে অত্যাচার করার পর ক্যামেরন তাকে নিজের শয়ন কক্ষে আনে। তার স্ত্রী পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল। সেই মুহূর্তে জেনিস মানুষ হিসেবে ব্যর্থ হলো, তার ধর্ষকামী স্বামীর এক ইচ্ছা হিসেবে তার অস্তিত্ব থাকলো। কিন্তু কিছুক্ষন পর তাদের কে একা রেখে সে চলে যায়। সেই রাত এ কোলিন ধর্ষিত হয় এবং তারপর থেকে ক্যামেরন তার সাথে নিয়মিত যৌন সম্পর্ক বজায় রাখে।

একটা জিনিষ লক্ষ করুন, ক্যামেরণ কিন্তু ক্যামেরন কিন্তু এক বছর এর অধিক সময় ধরে কোলিন এর সাতে কোনরকম শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে নি। সুতরাং psychoath দের কাছে দৈহিক সম্পর্ক টি জরুরি নই, তারা কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চায় মানসিক এবং শারীরিক ভাবে। তাদের শিকারের জীবনের প্রতি রন্দ্রে তারা আধিপত্য কায়েম করতে চাই, তাদেরকে দাসে পরিণত করতে চায়। চাই যে সবাই তাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করুক তাদের কথা মেনে চলুক।

কোলিন কে ক্যামেরন বাইরে বেরোনোর স্বাধীনতা দিলেও সে কখনো পালানোর চেষ্টা করেনি। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, মানব পাচারকারী কোম্পানির লোকেরা তার ওপর নজর রাখছে। এমনকি সে প্রত্যেকদিন সকালে দৌড়াতে যেত এবং ঠিক ফিরে আসতো।

ক্রিসমাসে কোলিন একটি বাইবেল এর জন্য অনুরোধ করেছিল। ফাঁকা সময় শেষ এই বইটি মনে পড়তো। এটাই তার অত্যাচার নয় জীবনে একমাত্র শান্তির দিশা হিসাবে দেখা দিল।

ইতিমধ্যে জেনিস তার কাজ হারালো। তখন ক্যামেরুন ঠিক করল তার বাড়ির ক্রীতদাসকে দিয়ে সে অর্থোপার্জন করাবে। তাকে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে পাঠানো হলো। কাজটি অপমানজনক হলেও কোলিন সেটা করতে রাজি হল এবং ঠিকঠাক বাড়ি ফিরে আসতে লাগল পালানোর চেষ্টা করেনি। এমনকি রাস্তার কাউকে সাহায্যের জন্য ও ডাকেনি।

যে কথাটা মনে বার বার উল্লেখ করছি মানসিক দাসত্ব শারীরিক শিকল এর থেকে বেশি ক্ষমতাশালী। যেই কারণে মোঃ আল্লাহ এর ভিয় দেখিই মুসলিম দের জীবন নরক করে তুলেছিল।

" as for those who disbelieve garments of fire will be cut out for them boiling fluid will be put down on their heads while bye that which is in their bellies and their skins too will be melted and for them are hooked rods of iron. whenever in the anguish they would go for from thence they are driving back there in and taste the doom of burning"(22:19-22)

কোরআন সূরা এবং হায়াতে এরকম শাস্তির, হুমকির বানি র সংখ্যা অগণিত। যারা আল্লাহর এবং মোহাম্মদের কথা কি লাভ করবে তাদের জন্য এরকম শাস্তি অপেক্ষা করে আছে। এটি প্রয়োগ এর কারণ হল যাতে কেউ কোনো রকম প্রশ্ন বা সন্দেহ না তুলতে পারে।

শাকিলা নামে এক নারীকে আমি ইসলাম ত্যাগ করতে সাহায্য করেছিলাম। সে আমাকে বলেছিল তার পাকিস্তানের ঠাকুমা, এই বলে দুঃখ করে যে কুরআন পড়া সত্ত্বেও কোরআনের আসল অনুবাদ তিনি কখনো পড়ে উঠতে পারেননি। 82 বছর বয়সে তার চোখের দৃষ্টি ভাল না থাকায় শাকিলা তাকে কোরআন সম্পূর্ন পড়ে শোনাই। সমস্ত কিছু শুনে তিনি ভয় কাঁদতে থাকেন। তার মনে পড়ে যায় জীবনে কতবার তিনি নামায পড়েনি কতবার কত নির্দেশ ঠিকঠাক পালন করেননি। এবং তার জন্য নরকের অসীম আগুন অপেক্ষা করে আছে। এই বিশ্বাসে তিনি সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং কেঁদে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। তার জীবনের শেষ চার বছর তিনি ভয়াভয় কাটান। রোগের শয্যাশায়ী হয়ে গেলেও কখনো নামাজ পড়তে আর কোনদিনও ভুল হয়নি তার

এই কারণে "মধ্যবর্তী বা নরমপন্থী ইসলাম" একটি ভুল ধারণা। কোরআনকে বিশ্বাস করে কখনো মধ্যপন্থা অবলম্বন সম্ভব নয়. কারণ সেখানে আনুগত্য যেমন

চরম শাস্তি ও তেমনি চরম। যে সমস্ত মুসলিমরা জিহাদে বা আতঙ্কবাদী কাজকর্মে যুক্ত নয় তার একমাত্র কারণ হল তারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত নয়। পুরাণের আসল সম্পূর্ণরূপ তারা জানে না নইলে জিহাদী হতে তাদের সময় লাগবে না।

Carlos bledsoe , William Andrew young ,,, এরকম অসংখ্য আমেরিকান কিশোর তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত হাতছানি মারিয়ে কোরান পড়ে ধ্বংসাত্মক ধর্মে বিশ্বাস করে আতঙ্কবাদী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং মানব হত্যার কারণ হয়েছে। কিশোর মনে এই যুদ্ধবিগ্রহের আকর্ষণ বেশি। তাই তালিবান আল-কায়েদার আতঙ্ক গোষ্ঠীর নেতারা বৃদ্ধ হলেও যারা জিহাদী হামলায় প্রাণ দেয় তারা কিন্তু সবাই কিশোর তরুণ যুবক।

আমরা আমাদের গল্প চালিয়ে যায়। ক্যামেরণ কোলিনকে জানায় যে তার উপর নজর রাখার জন্য সে 30000 আমেরিকান ডলার সেই মানবাধিকার সংস্থাকে দিয়েছে। কোলিন এর জন্য তাকে অনেক আর্থিক তা করতে হয়েছে এবং তার উচিত আরো ভালো সংযত ব্যবহার করা। ধীরে ধীরে সে তাকে তার পরিবারের সাথে কথা বলার এবং চিঠি লেখার অনুমতি পর্যন্ত দেয়। এবং কোলিন তার পরিবারের সাথে দেখা করার অনুরোধ জানালে তাকে একটি গাড়িতে তার মধ্যে বাক্সে বন্ধ করে এক সপ্তাহ বন্দি রাখে পরিবারের সাথে দেখা করতে নিয়ে যাওয়ার শর্ত হিসাবে। যাতে প্রতিবেশীরা কোনো রকম সন্দেহ না করে তার জন্য তাদেরকে বলে যে সে কিছুদিনের জন্য সাউথ ক্যারোলিনা বেড়াতে যাচ্ছে।

কোলিন সে বাক্সের মধ্যে বসে তিনদিন ধরে গাড়ি যাত্রা করে তার পরিবারের কাছে পৌঁছায় এবং ক্যামেরুন তাকে বলে যে পরিবারকে সে যেন তার পরিচয় দেয় নিজের হবু স্বামী বলে। তাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি করে ক্যামেরন চলে যায়। তার পরিবার তার পাতলা চেন জর্জরিত জর্জরিত দেহ অবস্থা লক্ষ্য করে কিন্তু কিছু বলে না অনেকদিন পর মেয়ের সাথে দেখা হয়। তাকে এতদিন কোথায় ছিল কি করছিলা প্রশ্ন করাতে সে ঠিকঠাক কোন উত্তর দিতে পারে না। কোলিন এর বোন জানায় "আমরা দিদিকে অনেক রকম প্রশ্ন করেছিলাম। কোনো কিছুরই সে ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারেনি। তার চোখে আর বিহ্বল দৃষ্টি ছিল!"

পরের দিন সকালে কোলিন তার মায়ের সাথে চার্চে যায় এবং সেখানেই তাঁর সেই ভ্রমণ শেষ হয়। ক্যামেরুন তড়িঘড়ি করে এসে তাকে আবার ফেরত নিয়ে যায়। এবং পরের সাড়ে তিন বছর আবার কোলিন ক্যামেরনের সাথে বন্দী অবস্থায়

জীবন কাটাতে থাকে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় সে আরো রোগা হয়ে যায় চুল পড়ে যায়। ক্যামেরুন আরো কিছু যৌনদাসী আনার ব্যবস্থা করার কথা বলতে থাকে। এবং তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে কোলিন ও সে ব্যবস্থা করতে রাজি হয় এবং বাড়ির নিচে একটি সুরঙ্গ খুর্তে শুরু করে।

ক্যামেরুন কোলিন এর সাথে যৌন সম্পর্ক আরো ঘন ঘন হতে থাকে। তার স্ত্রী কোলিন এর প্রতি হিংসা বোধ হতে থাকে। মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য সে বাইবেল পড়া শুরু করে এবং চার্চে যাওয়া শুরু করে। কলিন ও মাঝে মাঝে তার সাথে যেতে থাকে এবং ধর্মের শান্তি পায়। বিবৃতিতে দেখা গেছে যে ক্যামেরুনের ও ধর্মীয় আগ্রহ ছিল। কিন্তু সেটি ছিল মূলত নারীর আত্মসমর্পণের গল্পের উপর। সে প প্রায় ই আব্রাহাম ,সারা ,হাগারএবং তাদের যৌন দাসী কথা উল্লেখ করত, এবং বলতো নারীর এই ভূমিকায় ভগবানের ইচ্ছা।

এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে সমস্ত সমাজবিরোধীদের দের একটি ধর্মীয় আগ্রহ থাকে। তারা সবাই ভগবানে বিশ্বাস করে এবং একটি ধর্ম মতে বিশ্বাসী। তাদের অন্যায় এবং অপরাধের ন্যায্য তারা তারা প্রায় ধর্মগ্রন্থ থেকে তুলে দেয়। এতে তারা মাত্র সমর্থন এবং আত্ম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

এই কারণেই মুসলিমরা কখনো মহম্মদের অন্যায়-অত্যাচারের এবং নির্মম মানসিকতার কথা শুনে ঘৃণা টে মুখ ঘুরিয়ে নেয় না। তাদের চিন্তা শক্তির অভাব এর কারণে তারা নেয় এবং অন্যায়ের পার্থক্য ভুলে যায় এবং যেহেতু এক জায়গায় ভগবানের দূত এর ছাপ্পা মারা আছে ,সেটিকে তারা যথেষ্ট প্রমাণ হলে মনে পড়ে।

জেনিস তার পারিবারিক অশান্তির কথা চার্চের কিছু সদস্যদের জানাই। বলে যে তার সমস্ত সম্পর্কই পাপ পূর্ণ। এখন চার্চের ফাদার তাকে জীবন থেকে পাপ দূর করার পরামর্শ দেন।

১৯৮৪ সালের ৯ ই আগস্ট জিনিস কোলিন কে কাজ থেকে তুলে নিয়ে আসে এবং তাকে জানাই মানব পাচারকারী কোম্পানির কথা , দাসত্বের কাজিগ পত্রের কথা , সব মিথ্যে। কুলীন এগুলো শুনে বুঝতে পারে যে ক্যামেরুনের সাথে তাকে বেঁধে রাখবে এমন ক্ষমতা আর কারো নেই। সে তার সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত।

বাস স্টেশন থেকে এসে ক্যামেরনকে ফোন করে করে জানায় সে সমস্ত মিথ্যা কথার কথা জেনে গেছে এবং সে চলে যাচ্ছে, তাকে ছেড়ে সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ক্যামেরুন কাঁদতে থাকে এবং তাকে ফিরে আসতে পারে। সবের স্বাধীনতা অর্জন কারী মুক্ত কোলিন সে কথায় কর্ণপাত করে না এবং বাড়ি ফিরে যায়। সাড়ে

সাত বছরের বন্দিজীবনের পর আবার নতুন করে নিজের জীবন খুঁজে নেওয়ার পথে বেরিয়ে পড়ে। " I got on the bus and I left" সে পরবর্তীতে সাংবাদিকদের জানায়। সত্য তাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে।

এই ভাবেই ধর্মীয় নেতারা ও মিথ্যার জালে আশেপাশে অনুগামিদের কে বেঁধে রাখে। তাদেরকে ধর্মীয় মায়ার জালে জড়িয়ে রাখে।স্বর্গীয় ফলের কথা নরকের শাস্তি কথা সমস্তই তো মিথ্যা !! প্রত্যেক মানুষ কিন্তু এটি জানে! কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা ,মায়ার জাল থেকে বেরোতে পারি না। যদি কোনো মানুষের বোধদয় হয় সে সত্য লাভ করে সে বন্ধন থেকে বেরোতে পারে সে চিরজীবনের মতো স্বাধীন।

উপরুক্ত গল্পটি টে উল্লিখিত দাসত্ব কোম্পানির কোন মানে হয়না। কোলিন ছিল একজন পূর্ণবয়স্ক যুবতী। কিন্তু যেহেতু তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়, বাইরের জগতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হই, সে বন্দি অত্যাচারের জীবন কাটাতে থাকে তার চিন্তাশক্তির যুক্তিবোধ লোপ পায়। সামান্য মিথ্যা সে ধরতে পারে না। জেনিস এর সহযোগিতায় তার মাথা গুলিয়ে দেয়।

ধর্মগুরুরা কিভাবে তাদের চ্যালা চামুন্ডারা দের সহযোগিতায় মানুষের মাথা চিবিয়ে খায়। তারা সেই চ্যালা চামুন্ডারা সহযোগিতায় অলৌকিক কান্ড দেখায় তাদের ধর্ম প্রচার করে, তাদের উভয় পক্ষ লাভ ভোগ করে। এবং যেহেতু অনেক মানুষ আশেপাশে যোগাড় হয়ে যায় যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধিমান মানুষ ও দলে ভিড়ে গিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করে দেয়।

1950 সালে মনোবিদ solomon ash একটি গবেষণা করেন ,জেটিতে প্রমাণ হয় যে কত সংখ্যক মানুষ তাদের নিজেদের যুক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মত দেবে।

প্রথমে একদল মানুষকে আলাদা আলাদাভাবে দুটি চিত্র দেখানো হয় যেখানে দ্বিতীয় চিত্রটিতে প্রথম চিত্র দেখানো একটি সোজা লাইন শনাক্ত করতে বলা হয়। যখন তারা একা উত্তর দিচ্ছে তখন তাদের সনাক্ত করতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যখনই তাদের একটি দলের মধ্যে ফেলা হয় তখন দেখা যায় যে বেশির ভাগ লোক যে কথার উত্তর দিচ্ছে সেটি ভুল হলেও সবাই সেই উত্তরটি দেয়ার চেষ্টা করছে। মাত্র 29 শতাংশ মানুষ ঠিকঠাক উত্তর দিচ্ছে এবং দলের মতামতের সাথে যাচ্ছে না। ভিড়ের মধ্যে ভিন্ন হয়ে উঠে দাঁড়ানো এবং সোচ্চার হওয়ার জন্য সাহস

দরকার হয়। যে সাহস বেশিরভাগ মানুষের থাকে না এবং তারা ধর্মের জালে পা দিয়ে নিজের জীবন নষ্ট করে।

((স্টকহোম সিনড্রোম))

ধর্মীয় নেতা এবং আত্মরতিমূলক ব্যক্তিরা তাদের অনুগামীদের এবং শিকার এর মধ্যে এমন মানসিকতা ঢুকিয়ে দেয় যে তাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরও তারা আনুগত্য ভুলতে পারেনা। তাদের যারা বন্দি করেছিল তাদের প্রতি এক অদ্ভুত আনুগত্য বোধ তাদের জন্মায়।

কুলীন তার মা-বাবার কাছে বাড়িতে ফিরে আসলো ক্যামেরুনের অত্যাচারের কথা পুলিশকে বা তার মা-বাবাকে জানায় না। ক্যামেরনের স্ত্রীর সাথে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে, যদিও তারা দুজনেই তাঁর প্রতি অত্যন্ত নির্মম ছিল। জিনিস তাকে সমস্ত ঘটনা গোপন রাখতে পারে এবং কলিন কোন কারণে সেই কথা শুনে।

ধীরে ধীরে ক্যামেরুন এবং জিনিস প্রমাণ লোপাট করে দিতে দিকে থাকে যাতে বোঝা না যায় যে কোলিন কোনদিনও তাদের বাড়িতে ছিল। ক্যামেরুন ক্রমাগতভাবে তাকে ফিরে আসার জন্য ভিক্ষা করতে থাকে কিন্তু কোলিন ফিরে যায় না। তবু সে তাদের আশ্বস্ত করে যে পুলিশকে সে কিছু জানাবে না।

বাড়িতে থাকতে থাকতে বাড়ির লোকের কাছে কিছু কথা আছে বলে ফেলে এবং বাড়ির লোকেরা তাকে বলে পুলিশকে জানাতে। তার বোন একে জানায় দেশের পুলিশকে ফোন করতে চলেছে কিন্তু কলিন তাকে বারন করে আশ্বাস দিয়ে বলে সে তাদের দুজনকে ক্ষমা করে দিয়েছে এবং তার একটাই কামনা, যাতে তারা আর তার জীবনে কোনদিনও ফিরে না আসে।

তার অত্যাচারের ঘটনা শোনার পর এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে এরকম অপরাধ কে কেও ক্ষমা করে দিতে পারে। Hooker দম্পতি ছিল ভয়ানক। ক্যামেরুন জানিয়েছিল যে আগে একটি মেয়েকে হত্যা করেছে এবং তার স্ত্রী তাদের মত ডিয়েচিকো। তারা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক মারাত্মক। তাহলে কেন কল ইন তাদের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালো না ?

অপরদিকে যেনিস ক্যামেরনকে ছেড়ে চলে যায়। তার ভয় এবং পাপ বোধ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সে কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন মনে করে। এবং এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার রিসেপসনিস্ট কে সব কথা খুলে বলে এবং পরে

চার্চের ফাদার এর কাছে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে। সব শুনে হতবুদ্ধি ফাদার তার অনুমতি নিয়ে পুলিশকে জানায়।

জেমিস, পুলিশকে আরেকটি যুবতীর কথা জানায় যাকে তারা বন্দি করার চেষ্টা করেছিল। সেই সহযোগিতা না করা এবং চিৎকার করতে থাকায় ক্যামেরুন তার গলা কেটে হত্যা করে এবং তার মৃতদেহ জঙ্গলের মাঝখানে ফেলে দিয়ে আসে। সে মৃতদেহ খুঁজে না পাওয়া যায় তামিলনাড়ু পর হত্যার অপরাধ এর শাস্তি অবশ্য দেওয়া যায় না।

জেনিস জানায় কিভাবে সে এবং তার স্বামী মিলে কোলিন কে মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচারের মধ্যে রেখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। সে আরো খুঁটিনাটি ঘটনা বলে এবং এটাও জানে যে সে এবং তার স্বামী তার সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে দিতে ব্যস্ত ছিল। পুলিশ এসে প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা সবাই জানায় এই দম্পতির সাধারণ, নিরীহ, ভালো। তাদের এমন কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি তারা লক্ষ্য করেনি। পুলিশ এটা দেখে হতবাক হয়ে যে কোলিন এর হাতে পালানোর অনেক, অনেক সুযোগ থাকলেও সে কোনো সুযোগই নেইনি এবং বারবার বন্দিজীবনের ফিরে গেছে। এমনকি যখন সে রাস্তায় ভিক্ষা করত তখনো পুলিশকে কিছু জানায়নি কারো কাছে সাহায্য চাইনি।

কোর্টে বিচার চলাকালীন কোলিন এর হতবুদ্ধিকর মানসিকতা বিচারক এবং দর্শকদের বিহ্বল করে। একটি টেপ রেকর্ডিং পাওয়া যায় যেখানে কোলিন তার অত্যাচারী ধর্ষক হরণকারী কে "ভালোবাসে" বলে স্বীকার করছে । কিন্তু অবশেষে বিচার হয় এবং ক্যামেরুন দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তার যাবজ্জীবন কারাগার হয়।

আমি এমন কিছু করবো মুসলিমদের জানি, যারা ইসলাম ত্যাগ করা সত্ত্বেও মোঃ প্রতি এক ধরনের আনুগত্য বোধ করে। ১৯৯৯ সালে হাসান বলে একজনের সাথে আমার অনলাইন আলাপ হয় এবং সে ইসলামকে রক্ষা করে আমার সাথে তর্ক বিতর্ক করে। কিছু বছর পর সেই ইসলাম ছেড়ে চলে যায়, এবং আমরা ভালো বন্ধু টে পরিণত হই। কিন্তু সে মাঝেমাঝেই বলে যে আমার নিজের গলার আওয়াজ একটু নামিয়ে কথা বলা উচিত এতটা সোচ্চার হওয়া উচিত না। কিছুদিন আগে আমি তাকে মাহমুদের অত্যাচারিত বালক বয়সের উপর লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠালে সে মোহাম্মদের প্রতি সমব্যথি হয়। একজন গণহত্যা রক এর প্রতি করুণা বোধ করে। গবেষণায় দেখা গেছে বেশিরভাগ ধর্মীয় নেতা এবং অপরাধীরা অত্যাচারী বালক বয়সে শিকার। সেটা হয়তো তাদের বিকৃত মানসিকতার ব্যাখ্যা দিতে পারে

কিন্তু তাদের অন্যায় কে কখনো ন্যায্যতা দান করতে পারে না। এদের প্রতি সমব্যথী হওয়া অবাস্তব। সেরকম হাসান ও !ওর সামনে যদি Mohammed এর নামে বাজে কিছু কেও বলে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হত। সে জানায়, " on a personal note, leaving Islam was enormously difficult" সে পূর্ব মুসলিমদের নিয়ে একটি দল বানায় এবং সেখানে ইসলামের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করতে থাকে আন্দোলন জানাতে থাকে। আমরা দুজন যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। যখন সে ইসলাম ছাড়ে , একজন মুসলিম হিসেবে তার অভিজ্ঞতার কথা সে আমাকে মুদ্রণের জন্য পাঠায়। কয়েক বছর পর হৃদয়ের পরিবর্তন হয় এবং সে আমাকে বলে ওই অভিজ্ঞতার নমুনাটি ফেলে দিতে। আমি দি না। আমি সেটি পাবলিশ করি। কারণ মানুষের জানা দরকার যে ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে আসলো সেই মগজ ধোলাই থেকে বেরোনো অত সহজ নয়। আমি কোনদিনও তার আসল পরিচয় জনসমক্ষে আনিনি।

সারা জীবন যখন মানুষ একই আছে ভিতরে মধ্যে থাকে তার মন সেই ভাবে গঠিত হয়ে যায় সেই চিন্তা শক্তির অপারগতা থেকে সে সহজে বের হতে পারে না, এবং কোনমতে শারীরিকভাবে বেরিয়ে আসলেও সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেও মনের গোপনে অবচেতন মনে সেটি বিধতে থাকে। এক রকমের আত্ম দোষ এর বোধ জন্ম নেই। আমি হাসানকে ইসলামে বন্ধন থেকে মুক্ত করলেও সে কিন্তু একবারও আমাকে ধন্যবাদ জানাই নি, এমনকি আমার প্রতি সে খুব দ্রুত গেছে এবং আমার যুক্তিপূর্ণ কথার প্রায়শই বিরোধ করেছে , সে লেখে , " anyone who understands the power of religion can have over people who are born to a faith will know that from a very early age it forms their world, the whole identity. place in the world meaning to the life and comfort zone. rejecting it is not only simply an intellectual process but one that tears your whole world apart. it means losing your identity and meaning for life it means losing family and friends and it means depression and emotional trauma not only to mention abuse intermediation and even death threats in some cases" . হাসানের এই কথার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। Seven valleys from faith প্রবন্ধ আমি নিজে আমার ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে আসার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছি। কিন্তু মোহাম্মদের প্রতি আমি অন্যরকম আনুগত্য

কোনদিনও বোধ করিনি। আমি তাকে ঘৃণা করি। যেমন টা বেশিরভাগ পূর্ব মুসলিমরাই করে ,কিন্তু জনসমক্ষে স্বীকার করতে পারে না।

যদিও হাসানের ব্যাপারটি খুব একটি দুর্লভ নয়। নিজের চিন্তা এবং স্বাধীনতা হরণকারী র প্রতি এক অব্যক্ত আনুগত্য বোধ স্টকহোম সিনড্রোম নামে পরিচিত। ১৯৭৪ সালে Patricia Hearst নামক 19 বছর বয়সেই কিশোরীকে তার ধনী পরিবার থেকে হরণ করা হয়। তার বন্দী অবস্থাতে সে তার হরণকারী দের প্রতি এমন এক ভালবাসা এবং আনুগত্য অর্জন করে, যে তাদের সাথে সে ব্যাংক ডাকাতি পর্যন্ত করতে চলে যায় এবং ধরা পড়ার পর নিজেকে তাদের একজন বলে দাবি করে।

হাসান এর গল্পের একটি শুভ সমাপ্তি আছে। 2012 সালে আমাকে একটি ইমেইল পাঠায় যেখানে সে লেখে, " I just wanted to say that I must credit you for giving me the slap in the face many years ago that I need to wake up from the religious delusion I was in as a Muslim. all the it took me several years to finally live Islam it was my exchanges with you years earlier that set the ball in motion. at the time of course it was a very painful and shocking screens but I needed that slap in the face and so I wish to thank you for that now - something I couldn't do at the time"

তার এই ইমেইল এর জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং খুশি। আমার কাছে হাসানের মূল্য অনেক এবং তার সুখ ই আমি চিরকাল চেয়ে এসেছি। সে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মনোবিদ Chris Hatcher কোলিন এবং hooker দের অভিজ্ঞতার মানসিক যাচাই করতে আসেন। তাদের সম্পর্কটিকে তিনি ধর্ষ মর্ষকামী সম্পর্ক বলে জানান, যেহেতু ডমিনেন্ট এবং সাবমিসিভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। মনোবিদ ব্যাখ্যা করেন যে হঠাৎ করে কাউকে বন্দী করা হলে তার মানসিকতা কিভাবে পরিবর্তন হতে পারে সে কি রকম ভয়ের মধ্যে থাকতে পারে এবং তাঁর যুক্তি চিন্তা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেতে পারে। বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্নতা, আলো থেকে বিচ্ছিন্নটা(তাকে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখা হতো) অসম্ভব শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার, দৈহিক কার্যের অক্ষমতা, ধীরে ধীরে কোলিন এর মানসিকতাকে সম্পূর্ণ আহত করে।তাঁর জীবনদর্শন তার পরিচয় তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়

এবং তার হরণকারী প্রতি আনুগত্য বোধ চলে আসে। এটি স্টকহোম সিনড্রোম এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে ও একইরকমভাবে অযৌক্তিক অদ্ভুত নিয়ম কারণ আছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ পালন করে চলে কোন রকম প্রশ্ন সন্দেহ ছাড়া কারণ তারা ধর্মের প্রতি আনুগত্য বোধ করে। কারণ ধর্মীয় আচার বিচার কে তারা জীবনের এক অঙ্গ বানিয়ে ফেলে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। এবং শারীরিক ভাবে বেরিয়ে আসলেও মানসিকভাবে অভ্যাস পাল্টানো এটাও অচিন্তনীয় ভাবে কঠিন। এবং নামাজ পড়ার প্রার্থনা করার মহম্মদ প্রদর্শিত অদ্ভুত অদ্ভুত সময় মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রার পথে বিঘ্ন হতে থাকে। আমাকে এক মুসলিম মহিলা জানান যে তাকে মাঝরাত্রে উঠে স্নান করে নামাজ পড়তে হয় আবার তাকে ঘুমাতে যেতে হয়, তার একটি ছোট বাচ্চা আছে তাকে সামলাতে হয় পরদিন কাজে যেতে হয় এই ধরনের নিয়মিত শারীরিক এবং মানসিক চাপ মানুষের কাজে এবং চিন্তার ভঙ্গিতে বাধা সৃষ্টি করে। মোঃ এর এরকম অদ্ভুত নিয়ম প্রবর্তনের কারণে এটি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন মানুষের নিজস্ব জীবন বলে কিছু থাকবে না তার কথামতো তিনি যখন উঠতে বসবেন তারা উঠবে যখন শুতে বসবেন তারা শোবে। এরা কিভাবে বাথরুমে যাবে ,কিভাবে খাবে, কিভাবে কোন পাশে ফিরে ঘুমাতে যাবে, সে সম্পর্কেও তিনি বিধান দিয়েছেন এবং একজন আদর্শ মুসলিম ধর্ম পালনকারী হিসেবে সমস্ত হয়েছে অক্ষর অক্ষর পালন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এসবের কোনো যুক্তি হয় না। তবুও অসংখ্য মানুষ পালন করতে থাকে করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও হইতো করবে।

ইসলামে তাদের সমস্ত পরিচয় ত্যাগ করে শূন্যতা মেনে নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। " তুমি কতবার জামা কাপড় পরিবর্তন করবে? কতক্ষণ জামা পড়ে থাকবে ? এই দেহ ত্যাগ করো সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি পাবে !!" আত্মজীবন ত্যাগ আনুগত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। " I am not bring our of newfangled doctor in among the messenger not do I know what will be done with me always with you I follow but that which is revealed to me by inspiration and I am better warner open and clear"(46:9)

এটি এমন এক ধরনের মিষ্টি কথা যে ধর্মের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এটিই সেই অত্যাচারের আরেকটি পিঠ। অপহৃত শিকার অত্যাচারিত স্ত্রী এবং নির্যাতিত জেলবন্দি স্টকহোম সিনড্রোম এর অন্যতম নিদর্শক। এরা তাদের

অত্যাচার এর ওপর মানসিক এবং শারীরিক ভাবে এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে সেটিকে ভালোবাসা বা আনুগত্য বলে ভাবতে শুরু করে দেয়। অত্যাচারীর প্রতি তাদের আকর্ষন দেখে বাইরের মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়। মুসলিমরাই ইসলামের অন্যতম এবং প্রাথমিক শিকার। কিন্তু খুব কম মুসলিম এটি অনুভব করতে পারে। তারা এটিকে ধর্মের প্রতি প্রেমভাবে এবং তাদেরকে কেউ সেই মোহ মায়া থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে চাইলে তার দিকে তেড়ে যায়।

((**ধর্মীও অর্চনা র প্রতী কে আকর্ষণ বোধ করে))**

ক্যামেরুন এর স্ত্রী যেনিস এর ব্যবহার গবেষণার যোগ্য। সে ছিল সর্ব আত্মসম্মান যুক্ত এক মহিলা যে তার ভালোবাসার মানুষকে খুশি করতে যা খুশি তাই করতে পারে, তার সাথে থাকতে গিয়ে তাকে খুশি করতে গিয়ে যদি নিজের স্থান বিসর্জন দিতে হয় তবুও রাজি। সেও কিন্তু ক্যামেরুনের ধর্ষকামী মানসিকতার শিকার। সে প্রথম যুবতীর খুনে ক্যামেরনকে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং কোলিন এর হরন এবং তারা অত্যাচারেও তারা সহযোগিতা দেখা যায়। এবং অবশেষে সেই কিন্তু অপরাধবোধে ক্যামেরনকে ধরিয়ে দেয় না ধরিয়ে দেয় তার কাহিনী সামনে আনে কারণ সে কোলিন এর প্রতি হিংসা বোধ করেছিল।

এখানে আমরা অনেকটা খাদিজার সাথে জেনিস এর মিল পাই। একই রকম নির্ভরশীলতা তাদের স্বামীদের প্রতি তাদের ছিল। যারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে তাদের মানসিকতাও ছিল এক। কিছু ছিল জেল পালানো ক্রীতদাস ধরনের যুবক কিশোর এবং বাকি ছিল প্রেম কাতর স্নেহ কাতর কিছু আত্মসম্মানহীন নারী। যারা মনোযোগের জন্য সব কিছু করতে রাজি ছিল। যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধিমান মানুষরা ইসলামের মতো ধ্বংসাত্মক ধর্মের প্রতি কখনোই আকর্ষণ বোধ করে না। তারা শান্তিকামী। কম বুদ্ধির এত জ্ঞান হীন প্রতারক মানুষ এরকম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ছেড়ে কখনো বেরোতে পারে না।

মুসলিমরা একাধারে শিকার এবং শিকারি। মোঃ অনেকদিন আগে মৃত। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত বাণী আচার-বিচার এখনো যেমন মানুষ অনুসরণ করছে তাঁর প্রবর্তিত অন্যায়ের পথে অনুসরণকারী কম নয়। সারা পৃথিবীতে জিহাদের জন্য একটি বিকৃত মানসিকতার মানুষ দায়ী। যেভাবে মুসলিমরা ইসলামের উপর নির্ভর করে থাকে একই রকমভাবে জিনিস তার স্বামীর প্রতি নির্ভরশীল ছিল। সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও নিজে অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও ছেড়ে যেতে পারেনি।মানুষ হিসেবে আমাদের গর্ব

হল আমাদের মুক্ত চিন্তা। তারা চিন্তাশক্তি বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়েছে এবং দানবীয় ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে বসে থেকেছে।

পাকিস্তান সৌদি আরব এবং মিশর এর দিকে তাকিয়ে দেখো !? সমস্ত ইসলামিক দেশের দিকে তাকিয়ে দেখো !? অকথ্য অত্যাচার এর মধ্যে দিন যাপন করে অথচ এক ফোঁটা প্রতিবাদ করেনা। অত্যাচার সেখানকার সাধারণ ব্যাপার। অথচ এটিকে কিনা মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী ইসলাম বলা হয় !? তারা সবাই এই ধরনের ধ্বংসাত্মক রোগ সম্পর্কে অবহিত পরিচিত কিন্তু তবুও এটি সুরক্ষার জন্য ব্যস্ত। এদের সামনে কোরআনের কিছু বাণী শোনানো হোক এবং এরা নাচা শুরু হয়ে যাবে।

অসংখ্য নিরীহ মানুষদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিধর্মী তার কারণে পাকিস্তানের জেনে অত্যাচার করা হয়। সামান্য কারণ, সত্যি কারণ তারা মোহাম্মদের আসলরূপের কিছু ঘটনা মানুষকে বলতে গিয়েছিল। তাদের চোখে ধর্ম নিন্দা বর্বরতা। তাদের অত্যাচার ইতিহাসকে গর্বিত ইতিহাস হিসেবে প্রকাশ করে তারা গর্ববোধ করে এবং বাকি পৃথিবীর কেউ এই হাস্যকর ঘটনা বিশ্বাস করতে বলে, যুক্তিবাদী মানুষ বিশ্বাস না করলে, রেগে গিয়ে খুনাখুনি শুরু করে দেয়।

এমন এমন দেশ যারা একসময় ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহিত্যে ঐতিহ্যে শক্তিশালী সভ্যতার অংশ ছিল, তারা এখন পাগলাগারদ এ পরিণত হয়েছে শয়তানের অর্চনা করছে এবং অলৌকিকতার পিছনে ছুটছে। ঐতিহ্য সেই পরাকাষ্ঠা এখন বর্বরতা, নৃশংসতাঃ ,নির্মমতার খনিতে পরিণত হয়েছে।

মুসলিমরা তাদের দুর্বিপাক সম্পর্কেসচেতন কিন্তু তা মানতে রাজি নয়। সবাই দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার কিন্তু বিশ্বাস করতে রাজি হচ্ছে না। এক মাদক সেবনকারী অ্যাডিক্টেড মত এদের মানসিকতা ধর্মের মোহ এরা গুলে খেয়ে বসে আছে। যতই অত্যাচারিত হচ্ছে ততই ধর্মকে আরো আঁকড়ে ধরছে। পাগলামির কোন সীমা নেই।

মুক্তি আসে জ্ঞান এর মধ্য দিয়ে, কিন্তু অজ্ঞানতার মধ্যমে কখনোই নয়। যখন তারা ইসলামের ভালো-মন্দ অত্যাচার এর ইতিহাস সম্পর্কে খোলা চোখে আলোচনা করতে পারবে, এরকম বই বিনা ভিয় এ পড়তে পারবে, সেদিনই তাদের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হবে তারা মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। ইসলাম এর বিনাশের মধ্য দিয়ে মুসলিম এবং তাদের মানবিকতা উদ্ধার হবে।

নবম অধ্যায়

((ঢেউ এবং প্রভাব))

এই বইয়ের ভূমিকাতে আমি উল্লেখ করেছি যে micheal hart দাবি করেন, মোঃ সবথেকে প্রভাবশালী মানুষের তালিকায় প্রথম। তারপরে আসে আইজাক নিউটন, যীশুখ্রীষ্ট, গৌতম বুদ্ধ ,কনফুসিয়াস ,এবং সেন্ট পল। কিন্তু এটা হার্ট উল্লেখ করেননি যে সেই প্রভাব ভালো প্রভাব নাকি মন্দ প্রভাব। অ্যাডলফ হিটলার , মাওসেতুং, জোসেফ স্ট্যালিন ,নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি কিন্তু সেই মোঃ দ্বারা প্রভাবিত লোকেদের মধ্যে পড়ে।

আমি হার্টের দাবি অস্বীকার করি না। কিন্তু এটা বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ যে তার প্রভাব কতটা ঋণাত্মক।

((নাৎসিবাদ এর উপর মোঃ এর প্রভাব))

মোঃ এর কর্তৃত্ব কামি নির্বিবাদী ধর্মীয় আধিপত্য হিটলারের চরম জাতিবাদ কে প্রভাবিত করে। আলবার্ট স্পির , হিটলারের যুদ্ধকালীন মন্ত্রী, মনে করেন যে তিনি হিটলার এর মুখে এই কথা শুনেছেন যে হিটলার এব্যাপারে আক্ষেপ প্রকাশ করেন, কারণ অষ্টম শতকে মুসলিমরা ফ্রান্সের ওপারে মূল ইউরোপে ঢুকতে পারেনি তাই,

" Had the Arabs in the battle the world would have been Mohammedan today. for theirs was the religion that believed in spreading the faith by the sword and subjugating all Nations to that faith. The Germany people would have become hairs to their religion. such a create was perfectly suited to the German temperate mint. Hitler state that the can wearing Arabs because of their racial infinity food in the long run have been unable to contend with the Harsher climate and conditions of the country, they could not have kept down the more vigorous native so that ultimately not Arabs but is my German could have stood at the head of this Mohammed an Empire.

Hitler usually concluded that historical speculation by remarking, ' you see it's been our misfortune to have the wrong religion why didn't we have the religion of the

Japanese who regard sacrifice for the fatherland as the highest good ? the Mohammedan religion to would have been much more comfortable to ask then Christianity ! Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness !

এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে হিটলার মাহমুদের দুর্ধর্ষ পথের প্রশংসক ছিলেন এবং ইসলামকে আকর্ষক বলে মনে করতেন। যেভাবেই হিংসা যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ছড়িয়েছিল সে ব্যাপারটি তার পছন্দ ছিল। হওয়ারই তো কথা !! দুজনই তো একই ধরনের উন্মাদ।

১৯৪০ সালে নাৎসি জার্মানি রা একটি চলচ্চিত্র প্রকাশ করে যার নাম" দ্য এটার্নালস জিউ", যেখানে তাদের অন্তিম পরিণতির কথা "ফাইনাল সলিউশন "হিসেবে প্রকাশ করা হয়। সেখানেই ইহুদি মানুষকে ইঁদুরের সাথে তুলনা করা হয়। ইঁদুর কেন ? কারণ হাদীসে উল্লেখ আছে মোহাম্মাদ একবার একদল ইহুদিকে দেখে ইঁদুর হলে ভুল করেছিলেন!

সেই চলচ্চিত্রে ইহুদিদের একপ্রকার যাযাবর ঐতিহ্য হীন পরজীবী বলে দেখানো হয় এবং তারা যে টাকা পয়সা দিয়ে সুখ লাভ করে এবং আনন্দবাজার দার্শনিকের মতো পাগলের জীবন যাপন করে সেই ব্যাপারে স্পষ্ট অপমানকর মন্তব্য করা হয়। এটিও কোরআনের বাণী দ্বারা উদ্ভূত। যেখানে মন্তব্য করা হয় বিরোধীরা সবথেকে অভিজাত এবং হাজার বছর বাচতে ভালোবাসে।

কার্ল জং যার 930 সালের এক সাক্ষাৎকারে জার্মানিতে নাৎসি উদ্ভাবন নিয়ে মন্তব্য করেন, " আমরা জানি না হিটলার এক নতুন ধরনের ইসলাম স্থাপন করতে চলেছে কিনা !? সে সেই পথেই চলেছে একদম মোঃ এর মতই তার হাবভাব। জার্মানির মানসিকতা ইসলামিক। যুদ্ধকামী এবং ইসলামিক। তারা দানবীয় দেবতার উপাসনা এ ব্যস্ত! এটি কিন্তু পৃথিবীর ভবিষ্যৎ পাল্টে দিতে পারে!"

হিটলারের দর্শনে ইসলামিক সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্য এবং হিংস্রতা খুঁজে পাওয়া যায়। মোঃ এর মতি তার বিশ্বাস ছিল সে সর্বজ্ঞ জ্ঞানী তার কথা কখনো ভুল হতে পারে না। সে মনে করত আর্য জাতি হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি যাদের অধিকার আছে পৃথিবীর বাকি সমস্ত জাতির জীবন-মরণ নির্ধারণ করা এবং সম্পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করা।

((কমউনিজম / সাম্যবাদ এর উপর মোহাম্মদ এর প্রভাব))

সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও কিছুটা ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিত। বার্ট্রান্ড রাসেল তার "দি প্রাক্টিস অ্যান্ড দ্য থিওরি অফ বলশেভিজম" গ্রন্থ এ লেখেন,

" balsri combines the characteristics of the French revolution with those of the rise of Islam marks has thought that communism is fatally predestined to come about; this produces a state of mind not unlike that of the early success of Muhammad, …. Religious bolshevism is to be reckoned with Mohammedanism, rather than with Christianity and Buddhism. Christianity and Buddhism are primarily personal religion with mystical doctrines and a love of contemplation. Mohammedanism and bolshevism are practica,l social, unspiritual, constant to win the emoire of this world"

জুলেস মন্নেরত সাম্যবাদ কে বিংশ শতাব্দীর ইসলাম বলে উল্লেখ করেন। যেখানে তিনি কমিউনিজমকে মানব হিংসাত্মক এক সমাজ গোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেন এবং জানান হাতিয়ার ছাড়া মানুষের মতো জিব কে সংযত রাখা সম্ভব না। কথাটি শোনা শোনা লাগছে! তাই নয় কি ?কারণ অভয় ইসলাম এবং সাম্যবাদ ধর্মকে এক আন্তর্জাতিক অবস্থাতে নিয়ে যায়; যেখানে পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করা মানুষের মধ্যে একটি ধর্ম, চিন্তা ভাবনা, ঢুকিয়ে দেওয়া সোজা হয়ে ওঠে। সাম্যবাদী বলশেভিক ব্যক্তিদের ইসলামের সাথে সাম্যবাদের তুলনা করে পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন দেখায় এরকম উক্তি সংখ্যাতিত।

Bernad Lewis তার প্রবন্ধ "কমিউনিজম এন্ড ইসলাম " এ লেখেন , " I turn now from the accidental to the essential factors. to those deriving from the very nature of Islamic society tradition and thought. The first of these is the authoritarianism perhaps we may even say the totalitarianism, of the Islamic political tradition….many atoms have been made to show that is lamb and democracy and identical atoms usually based on the misunderstanding of Islam or democracy or both. this sort of argument expresses and need of the uprooted Muslim

intellectual who is no longer satisfied with your capable of understanding traditional Islamic values and who tries to justify or rather restate his inherited faith in the term of fashionable ideology of the day. it is an example of a romantic and apologies take presentation of Islam that is a recognise faces in the reaction of Muslim thought to the impact of the west… in the point of fact except for the early caliphate when the anarchic individualism of tribal Arabia was still effective, the political history of Islam is one of the almost unrelieved autocracy…. It was authoritarianism, often arbitrary sometimes tyrannical. there are no parliament or representative assemblies of any kind, no councils, and communes, no chambers of nobility or a States ,no municipalities in the history of Islam. Nothing but sovereign power, to which the subject word complete and unwavering obedience as a religious duly imposed by the holy law. in the great days of classical Islam this duty was only ode to the lawfully appointed caliph, as god's servant on earth and the head of theocratic community. And then only for as long as he upheld the law, but with the decline of the celiphate and the growth of military dictatorship, Muslim Jurist and theologians accommodated their teachings to the changed situation and extended the religious duty of obedience to any effective authority, however impious however Barbarous. for the last thousand years the political thinking of Islam has been dominated by such maxims as "Tyrrany is better than anarchy" and "whose power is established , his obedience to him is incumbent."

……… Quite obviously, the ulama of Islam are very different from the communist party. Nevertheless, on closer examination we find certain uncomfortable resemblances. Both groups process totalitarian doctrine. with complete and final answers to all questions on heaven and Earth the answers are different in every

respect I like only in their final ET and completeness. and in the contrast they offer with the eternal questioning of Western man. both groups offer to the members and followers the agreeable sensation of belonging to a community of believers. who are always right ,as against and outer world ,of an believers, who are always wrong. Both offer and exhilarating feeling of mission, of purpose ,of being engaged in a collective adventure to accelerate the historically inevitable victory of the true faith over the infidel evil doers .
the traditional Islamic divisions of the world into the house of Islam, and the house of war, two necessarily opposite groups ,of which the first has the collective obligations of perpetual struggle against the second. Also has obvious parallel in the communist view of world affairs. Then again, the content of believe is utterly different, but the aggressive fantasism I'm of the believer is the same. The humour is who summed up the communist creed as, " there is no God ! And kark Marx is his prophet !" Was laying his finger on a real affinity. the call to a communist jihad ,a holy war, for the faith- a new faith but against the selfsame Western, Christian enemy might will strike are responsive note.

((মোঃ এর ফ্যাসিবাদ এর উপর প্রভাব))

ফ্যাসিবাদের উপরেও ইসলামের প্রভাব অনস্বীকার্য। ফ্যাসিবাদ একটি প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। ইসলামের ব্যাপারেও পাখি কথা বলা যেতে পারে। বেনিতো মুসোলিনি বলে , " fascism was not afraid to call itself reactionary does not hesitate to call it self illeberal end anti liberal." কিন্তু কিসের উপর প্রতিক্রিয়া ? আমেরিকান সাংবাদিক চিপ বেরলেট লেখেন, " 1789 সালে ফরাসি বিদ্রোহের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তার

প্রতিক্রিয়ার হিসেবে ফ্যাসিবাদ তৈরি, ফ্যাসিস্টরা ফরাসি বিদ্রোহের সমস্ত কারণ এবং তার স্লোগান কে ঘৃণা করে , যেটি ছিল "স্বাধীনতা সাম্যতা এবং সৌহার্দ্যতা" "

ইসলাম ও একইভাবে মক্কা এবং মদিনায় শান্তিকামী সুন্দর ধর্মবিশ্বাসের ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে। বহুইশ্বরবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে একেশ্বরবাদী ধর্মের সৃষ্টি করে। যেখানে মানব স্বাধীনতা এবং চিন্তার মুক্তি বলে কিছু থাকেনা। মক্কা-মদিনা বাঁশিদের শান্তির জীবন মোঃ সহ্য করতে পারেনি। সে অমীমাংসিত এবং নির্বিবাদী আধিপত্য কায়েম করতে চেয়েছিল। এখনো ইউরোপে মুসলিমরা স্লোগান দেয়, " স্বাধীনতা নরকে যাক " ," গণতন্ত্র হলো ভন্ডামি"

আমেরিকান ইরানীয় সাংবাদিক আমীর তাহেরি ব্যাখ্যা করে, " আঠারোশো 90 সাল অব্দি ইসলামে গণতন্ত্র বলে কোন শব্দ ছিল না। শুধু যে তাদের ভাষা ছিল না তাই নয় তাদের মনেও হয়তো ছিল না। স্বাধীনতা সাম্যতা এবং সৌহার্দ্য তার কোন মূল্য ইসলামে নেই। এটি অচিন্তনীয়। বিশ্বাস ঘাতি, বিধর্মী ভাবনা। কারণ ওরা যে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই চালায় সে ধর্মে এ ব্যাপারে গুলির গুরুত্ব সর্বাধিক, সেখানে স্বাধীনতা এবং সাম্যতার উপর নির্ভর করে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত!"

ইসলামে মানুষের মূল্যের ক্রমবিকাশ খানিকটা এরকম,

"একদম চুড়া তে থাকে স্বাধীন মুসলিম পুরুষ
তারপর স্থান পায় ক্রীতদাস মুসলিম পুরুষ
তারপর আসে স্বাধীন মুসলিম নারী
তারপর স্থান পায় ক্রীতদাসী মুসলিম নারী।
তারপরে আসে স্বাধীন ইহুদি এবং খ্রীষ্ট ধর্মের পুরুষ
তারপরে স্থান পায় দাস ইহুদি এবং খ্রীষ্টানের পুরুষ।
সর্বশেষ স্থান ক্রীতদাসী ইহুদি এবং খ্রীষ্টিয়ান নারীদের "

ইসলামে তাদের সৌভ্রাতৃত্ব বোধ অমুসলিমদের পর্যন্ত পৌঁছায় না। এবং এর প্রথম প্রকাশ ঘটে মোহাম্মদের দ্বারা প্রাচীন মদিনাতে। দেখি একটি সুস্থ স্বাভাবিক হাস্যকর সমাজকে বর্বরতার আঘাতে মোহাম্মদ স্বৈরাচারের পরাকাষ্ঠা তে পরিণত করে। কোরান বলে, " the believers are harsh against unbelievers but compassionate amongst each other"(48:29)

কোরআন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এক ধরনের হিংস্র রাজনৈতিক দল তৈরি হয়। এরকম প্রথম দলের নাম ছিল খারিজিজ্য। এরা দু ধরনের নীতি চালু করে। প্রথম

"সমস্ত ইসলামিক সদস্যকে অবশ্যই কোরআন মেনে চলতে হবে"। দ্বিতীয়তঃ, " স্বতন্ত্র স্বাধীনতার ওপর এ গিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্রের উদয়"। কোরআনের বিভিন্ন বাণী অনুসরণ করে তারা আল্লাহর পথ মেনে মানুষকে অত্যাচার করে নিজের সাম্রাজ্য জয় এ বেরিয়ে পড়ে। ফ্যাসিবাদ ও এভাবেই ক্ষমতায় আসে। সেখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিতন্ত্র মানব স্বাধীনতার কোন স্থান নেই, আছে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান এক অটুট সাম্রাজ্যঃ হিসাবে।

ইসলাম এবং ফ্যাসিবাদ এর মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়। দুই দলই "আমি" এবং "তুমি" নামক দুটি দল সৃষ্টি করে। এখানে" আমি" পৃথিবীতে যত কিছু ভালো তার সাথে যুক্ত এবং "তারা" বা "তুমি" পৃথিবীতে যত খারাপ অন্যায় তার সাথে যুক্ত। তাদের সাথে যত অন্যায় অবিচার হচ্ছে তাদের বিরোধিতা যারা করছে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট "তারা" দায়ী।

ইসলামের মতোই ফ্যাসিবাদের নিজের দলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে এবং বাইরের লোকেদের নিম্নমানের মাধ্যমে দল গঠিত এবং চালিত হয়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড লিখেছেন, " it is always possible to unite considerable numbers of man in love towards one another ,so long as there is still some remaining as objects of aggressive manifestation"

ইসলামের সাথে ফ্যাসিবাদের যে মিলগুলো পাওয়া যায়, তার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বারলেখ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন,

- উগ্র দেশ প্রেম এবং দেশের প্রতি অত্যাধিক ভক্তি (উম্ম)
- বুদ্ধিবৃত্ত হীন পরাক্রম এবং শাহিদত্ব
- অতিরিক্ত যুদ্ধ প্রিয়তা এবং যুদ্ধের প্রশংসা এবং প্রয়োজনের গুনো গান
- অত্যাচার এবং হুমকির মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া
- সমালোচকদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া
- কর্তৃত্ববাদী নেতাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং স্বকীয় স্বাধীনতার অনুপস্থিতি।
- মনমুগ্ধকর নেতার চারিপাশে এক ধর্মীয় নেতার ভাব

- আধুনিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে ভাবনা
- নিজের শত্রুকে নিচু এবং অপমানের চোখে দেখা, তাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চাওয়া।
- কর্তৃত্ব কামে উচ্চ আত্মপ্রতিকৃতি ভাবনা
- একটি ধর্মচিন্তা অনুসরণ করে পৃথিবী জয় করার বাসনা।

ফ্যাসিবাদ এবং ইসলাম দুটোই স্বকীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং আধিপত্যকারী দেশ বাদের পক্ষে। মুসোলিনির কথায় বলা যায়, " if classical liberalism spells individualism ,fascism spells government"

ইসলামের মতোই ফ্যাসিবাদ পৌরুষত্বের পরাক্রম, যুদ্ধ প্রিয়তা ,এবং হিংস্রতার মাধ্যমে কর্তৃত্ব ধারণা কে উৎসাহ দেয়।

মোঃ মতোই মুসোলিনির দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীদের প্রাথমিক এবং একমাত্র কাজ হলো শিশু বহন করা, যেখানে পুরুষদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল যুদ্ধে যাওয়া, তার নিজের কথায়, " what is two men is what maternity is to the woman"

ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদ মহম্মদের প্রভাব আসে, Friedrich Nietzsche এর দার্শনিক ভাবনা থেকে যা বহু রাজনৈতিক দলগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি নিজে ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং The order of assassins নামক গ্রন্থে পৃথিবীতে আধিপত্য বজায় রাখতে গেলে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাল যে আর কিছুই হতে পারে না এটি তিনি উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক দলগুলোতে এরকম ভালো এবং খারাপ "আমি" এবং "আমরা "এবং "তারা "এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা তার গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। তিনি নিজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অবিশ্বাসী ছিলেন। এবং নিজে হিটলারের মত বলতেন যে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্ম দুর্বল পুরুষের ধর্ম।

বলাই বাহুল্য মাহমুদ দাঁড়া প্রভাবিত রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দলগুলি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ধনাত্মক কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। B কেবলমাত্র আরো বেশি বেশি পরিমাণে জাতিগত বিদ্বেষ এবং মানব হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোঃ এর দৃষ্টিভঙ্গি যুগের পর যুগ ধরে এমন এমন সমাজবিরোধী সাইকোপ্যাথ আকৃষ্ট করেছে যারা একা হাতে তাদের বাগ্মিতার দ্বারা পৃথিবীর সর্বনাশ ঘটাতে বারেবারে প্রায় সক্ষম হয়ে চলেছে। এবং যদি এখনই আমরা মোহাম্মদের এই চিন্তা ধারা সম্পূর্ণ মানুষের

মন থেকে সরিয়ে দিতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

Charles Watson , GH bousquet, Bertrand Russell, Jules monnerot, czeslaw milosz , Carl Jung, Karl Barth, Saeed amir Arjomand , maxim Robinson এবং Manfred halpern এর মত মনীষীরা নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদ এবং সাম্যবাদ এর সাথে ইসলামের মিল এর কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

((ইসলাম এবং ক্লাসিক্যাল সভ্যতার ধ্বংস))

John O'Neil তার পৃথিবী তোলপাড় করে দেওয়া গ্রন্থ, " Holy worriors: Islam and the demise of classical civilization" তে আরবদের আক্রমণের ফলে ঐতিহ্যবাহী রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়ে যাওয়া, এবং খ্রিস্টান ইটের মতো এক শান্তিবাদী ধর্মের প্রসার থমকে যাওয়ার কথা বলেন।

((Copy paste from the original book, page number: 269-271))

এখন এই আধুনিক যুগে ইতিহাস কি নিজের পুনরাবৃত্তি করছে না ? মুসলিমরা আবার পশ্চিম সভ্যতা আক্রমণ করেছে। এবার অভিবাসনের ছদ্মবেশে এবং পশ্চিমের জগৎ ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। এবারের আক্রমণ আরো বেশি মারাত্মক কারণ শিকার জানে না যে, তারা আক্রান্ত হচ্ছে তারা একদমই সচেতন নয়। প্রথম আক্রমণের সময় পশ্চিমা সভ্যতা ছিল জাগ্রত এবং নিজেদেরকে এদের হাত থেকে সুরক্ষা করতে তারা পেরেছিল। তাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল, নিজস্ব ঐতিহ্য ছিল, এবং সেই ধর্ম ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে তারা শত্রুপক্ষের নিধন করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এই সময় পশ্চিমে সভ্যতার রাজনৈতিক মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে সাম্যবাদ এবং বামপন্থীর মত মারণ রোগ, নিজেদের ঐতিহ্য কেরা ভুলতে চলেছে, এবং রাজনৈতিক ন্যায্যতা বলে কোন বস্তু এই দেশগুলোতে আর নেই। মেরুদণ্ডহীন মাতাল ঘুমন্ত সাপে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের পরিচয় ভুলে গেছে এবং তাদের সভ্যতা কিসের প্রতীক সেটি ভুলে গেছে। অপরদিকে তাদের আক্রমনকারী ইসলাম কিন্তু বলেনি তাদের পরিচয় এবং তারা স্পষ্ট জানে তারা কি চায়। অ্যারিস্টোটল বলে গেছেন প্রকৃতি শুন্যস্থান রাখেনা, শূন্যস্থান ঘৃণা সহকারে পরিত্যাগ করে।"

Nature abhores vacuum". এই নীতি মুসলমানকে ভিতরে ঢুকতে এবং ভিতর থেকে পশ্চিমী ধ্রুপদ সভ্যতার চিরতরে ক্ষতি করতে সাহায্য করছে।

জীবাণু আকারে অত্যন্ত ছোট হয়, খালি চোখে দেখা পর্যন্ত যায়না, কিন্তু এক হিংস্র বন্য পশুর থেকেও তা মারাত্মক। ইসলামিক অভিবাসন এরকম ছদ্মরূপ জীবাণুর মত। যারা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে শরীর ক্ষয় করে। পরিস্থিতি এত খারাপ, যে যখন , Douglous Carswell , একজন ব্রিটিশ এমপি, যখন UKIP পরিত্যাগ করে, তার ভাষণে এসে গর্বের সাথে জানায়, " what was once dismissed as political correctness gone mad we now recognise it as just straight forward good manners" রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ কোন ভালো নৈতিক বিচার নয়। এই কথাটির উৎপত্তি স্ট্যালিন রাজনীতি থেকে পূজার সাম্যবাদ এবং সমাজবাদের মাঝখানে ঘোরে। এর মানে হলো তখন মিথ্যাচার করতে হবে যখন সত্য সাম্যবাদের বিরোধিতা করেন। এর মানে হলো মিথ্যা হল নতুন সত্যি এবং সে সত্যি সাম্যবাদী, মারক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপিত।

রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ হল পশ্চিমী সভ্যতা সাদা মানুষের অর্জিত অনাক্রমতা। পশ্চিম ইসলাম কে হারাতে পারে, কিন্তু বামপন্থী মত এক অনৈতিক রাজনীতি দিয়ে নয়।যতদিন না পশ্চিম সভ্যতা বামপন্থী সাম্যবাদ এর সমস্ত শাখা কে হারাতে সক্ষম হচ্ছে তাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত কারণ যেকোন সময় ইসলাম রাজনীতিতে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ দখল নিয়ে নিতে পারে। কারণ ইসলাম তাদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন এবং তারা এখন থেকেই তাদের জয়োল্লাশ শুরু করে দিয়েছে।

আমার কথা যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে, আমি আরও স্পষ্ট করে বলছি, যে রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণের রোগ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে অশুদ্ধ করে দেয়। তাদের মধ্যে নৈতিক বিচার বলে কোন বস্তু অবশিষ্ট নেই। এখন একমাত্র আশা হলো নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল যারা শত্রুপক্ষের খোলাখুলি সম্মুখ সমর এ যেতে ভীত সন্ত্রস্ত্র নয়। নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করতে যারা বদ্ধপরিকর। Geert Wilder এর নেদারল্যান্ডস এ স্থিত ফ্রিডম পার্টি একটি আশার আলো।

((আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামের প্রভাব))

মানুষের চিন্তা-ভাবনা বাতাসে থেকে দ্রুতগতিতে ছড়ায়। প্রথমে এক মানুষের মাথা থেকে অন্য মানুষ এবং এই করে এক সভ্যতা থেকে অপর সভ্যতায়

অতিক্রমিত হয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি হিসেবে তারা পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভাবনার মূল বিষয় একই থাকে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বহু পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামের সমালোচনা করা মারাত্মক। ডাচ রাজনৈতিক Geert Wilder ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে অভিযুক্ত হোয়েছিলেন। কারণ তিনি সমাজে কিছু পরিবর্তন আনতে চান এবং নিজের ঐতিহ্য ভুলে যে দেশ ইসলামী চিন্তা ধারার দিকে ঝুঁকছে,সে বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানান। সমস্ত ইউরোপে আস্তে আস্তে সারিয়া নীতি চালু হয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডে 32 বছর বয়সী andrew Ryan এর 70 দিন হাজতবাস হয় কোরান পোড়ানোর জন্য। মাত্র 30 বছর আগেই একটি নির্দিষ্ট ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য জেল বাস করা অচিন্তনীয় ছিল। এটা স্পষ্ট যে ইসলামের সমালোচনা প্রতি অসহিষ্ণুতা ধীরে ধীরে ইউরোপ এর রন্ধ্রে ঢুকে যাচ্ছে। নিচের ঘটনা তার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন,

২০১১ সালে terry Jones , একটি ছোট্ট ধর্মসভার যাজক যখন এক কপি কোরআন পুড়িয়ে দেয়, তখন আফগানিস্থানে মুসলিমরা আক্রমণ চালায় এবং কুড়িজন পরদেশী কে হত্যা করে, যাদের সাথে কোরআন পোড়ানোর কোনো সম্পর্কই নেই। আমেরিকার মুখস্ত রাজনীতিবিদ এবং মিডিয়া এই ব্যাপারে আফগানদের কোন বর্বরতা দেখতে পায়না, বরঞ্চ তারা সেই সামান্য যাজক জোন্সকে সামান্য কাগজে তৈরি একটি বই পুড়িয়ে দেয়ার জন্য দায়ী করে, এই হিংস্রতার কারণ হিসেবে। পশ্চিমা সভ্যতা পাল্টাচ্ছে এবং খারাপের দিকে। মানুষের সমস্ত বাকস্বাধীনতা সমালোচনার স্বাধীনতা কেরে নেওয়া হচ্ছে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায়। চার্চিলের প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই চরম আফসোস বোধ করছেন,১৮৯৯ সালে 24 বছর বয়সী চার্চিল তা লেখা গ্রন্থ The River war এ এই উপদেশ কারি বাণী লিখেন,

((Copy paste from the original book , page 272,))

(((ক্যাথলিক চার্চ ইসলামের প্রভাব))

যেমনভাবে ইসলাম ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে', হেটি মধ্যযুগীয় চার্চ সংস্কৃতির ও পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।

O'Neil তার গ্রন্থে লেখেন,

(Copy paste from the original book, page 273))

ধর্মযুদ্ধ এবং তদন্ত জারি করার জন্য বাইবেলে কোনরকম আত্মপক্ষ সমর্থন করে ন্যায্যতা দান করা নেই। এই জিনিসটি জিহাদ এবং মিনহা দ্বারা অনুপ্রাণিত। মিনহা মানে হল তদন্ত করা। ৮৩৩ CE টে Abbasid caliph, al-ma'mum এই তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন তার দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব তে।

পশ্চিমে সভ্যতা ইসলামের অনুপ্রবেশের কারণে ক্যাথলিক চার্চ গুলি আধ্যাত্মিকতা উপর সম্পূর্ণ জোর দিয়ে, বিজ্ঞান এবং যুক্তি উপর স্থগিত চিহ্ন বসিয়ে দেয়। সহস্র বছরের জ্ঞানদান প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়।

পার্থিব ক্ষমতা এবং যুক্তির উপর ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার সমর্থক যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন শুধুমাত্র এই পৃথিবী তার রাজ্য নয়, তার থেকেও বড়। তার কথার মধ্যে কোন হিংস্র মানব হত্যাকারী বার্তা ছিল না। আজকের চার্চ ও ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তার বেশি তাই জোর করে বসিয়ে দেওয়া। চার্চ নিজের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারেনি এবং সেটি ধীরে ধীরে রসাতলে যেতে দিচ্ছে।

পারস্য মিশর ভারত বর্ষ এবং অন্যান্য দেশে ইসলামের প্রভাব আরো বিধ্বংসী। এই দেশের ঐতিহ্য ইসলামিক রাজত্বকালে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হয় এবং প্রচুর মানুষ জোরপূর্বক তাদের পরিচয় এবং ভাষা পাল্টাতে বাধ্য হয়। পশ্চিমা সভ্যতা যদি এইভাবে ইসলাম এবং তার রীতিনীতিকে মাথায় চলতে থাকে তাদের দশা ও হয় এইরকম হবে।

((গোপন সম্প্রদায় গুলিতে ইসলামের প্রভাব))

গোপন সম্প্রদায় যেমন, The Shrines, The Rosicrucian, The Freemason , The Illuminati, এবং মাফিয়া দল গুলো ও ইসলাম এবং বিধ্বংসী রাজনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এবং এই ধরনের গুপ্ত সমিতির প্রথম প্রবর্তক হাসান সাবা একাদশ শতাব্দী তে, যিনি খুনি দের আলাদা দল গঠন করেছিলেন।

Illuminati হলো এমন এক গোপন সম্প্রদায় যারা roshaniya(উজ্জ্বল করা) দ্বারা প্রবর্তিত। Roshaniya ষষ্ঠদশ শতকের আফগান গুপ্ত সমিতি, যার প্রবর্তক পির রোশান (দীপ্ত সন্ত). পির রশান মানুষের আত্মার এক দেহ ছেড়ে অন্য দেশে গমন এবং তার মাধ্যমে পরম আত্মার সাথে মিলনের কথা প্রচার করেন। হাসান সাবা র দ্বারা প্রচারিত ধর্মপ্রদেশের মূল ও ছিল অনুরূপ। সববহ ইসলামের এক ভগবান এক মানুষ ,মোটকথা একেশ্বরবাদের উজ্জলতা বুঝেছিলেন ,এবং সেটি

নিজে ধর্মপ্রদেশের মাধ্যমে প্রচার করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। মোহাম্মদের মতো তাদের এক ধর্মীয় গুরু থাকতো যে ছিল ভগবানের সরাসরি প্রতিনিধি। পবিত্র মানুষ যাকে শ্রদ্ধা করা এবং মেনে চলা সবার কর্তব্য। সর্বজ্ঞ গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং সেখানে কেবলমাত্র সে এক ব্যক্তি ভালো এবং খারাপের মধ্যে বিচার করতে সক্ষম।

এই গোপনীয়তা কিন্তু সববহ এর সাথে শুরু হয়নি। জাফর, সাত পরম ইমাম এর মধ্যে একজন , জানায়, " our cause is a secret with another secret. the secret of something that remains hidden, a secret that only another secret can reveal. it is a secret, about a secret ,that is based on a secret"

এইযে গোপনীয়তা, গুপ্ত জ্ঞান ,এর উপর নির্ভর করে সমস্ত গোপন সম্প্রদায়গুলো তৈরি। The Freemason রা তাদের দলে নতুন সদস্য যোগ করে নিজেদেরকে ভগবানের সরাসরি প্রতিনিধি যার মধ্যে ভালো এবং খারাপ এর জ্ঞান সর্বাধিক এবং গুপ্তধনের সর্বাধিক সর্বজ্ঞ অধিকারী। পৃথিবীতে জন্ম মানব উদাধারক হিসেবে, মানুষের সাথে সমস্ত রকম গোপনীয়তাঃ সম্পর্ক বজায় রাখাই যার কাজ" এগুলি বলে তারা ধর্ম প্রচার করে।

এগুলো শুনে খুব মহৎ মনে হয়। কিন্তু সমধর্মী তার ছয় লাখ সদস্য এটা জানেনা এই সমস্ত গোপনীয়তার সূত্র মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম থেকে। হাসান সাবা ও তার সর্বপ্রথম গোপন খুনি সম্প্রদায় তৈরি করেন মোহাম্মদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্ষমতা অর্জন করতে কর্তিত্ব বজায় রাখতে।

গিনেস বুকের বিশ্ব রেকর্ডে অনুযায়ী, ভারতের ঠগীর সম্প্রদায় মোটামুটি দুই লাখ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তারা দাবি করে সাতটি মুসলিম আদিবাসী দল থেকে তাদের উৎপত্তি। প্রথম ঠগি দলের নেতা, যার নাম জানা যায়, তার নাম ছিল জিয়াউদ্দিন বারানী, ফিরোজ শাহের আমলে, তেরোশো ছাপান্ন সালে।

হকি দলের অন্যতম কাজ হল যাতায়াতকারী তীর্থযাত্রী, যেকোনো যাতায়াতকারী, দের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়া। এরা শক্তির দেবী কালী র পুজো করতো। কালীমাতা সময় এর প্রতিনিধিত্ব করেন। সময় জন্ম দেয় বড় করে তারপরে ধ্বংস করে। তার চরিত্র বিচার করলে দেখা যায় এটি একটি নির্মম ধ্বংসাত্মক মা। কালীর মধ্যে আল্লাহর সমস্ত চারিত্রিক গুণ বর্তমান। তাকে মৃতদেহের আহুতি দিতে হয় এবং অগণিত বলির মাধ্যমে তাঁর পূজা সম্পন্ন হয়।

1816 সালে ডক্টর রবারট সি শেরউড একটি প্রবন্ধ লেখেন মাদ্রাজ লিটারারি গেজেটে যেখানে তিনি উল্লেখ করেন, এই ধরনের খুনিদের উত্তর ভারতে বলা হয় ঠোগী, যেখানে দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষায় তারা "আরি তুলুকার" বা "মুসলমান নুসার" নামে পরিচিত।

"Thug" কথাটির উৎপত্তি সংস্কৃত মূল শব্দ" স্তাগ" থেকে, যার অর্থ হলো গোপন। অদ্ভুতভাবে আরবি শব্দ তাকিয়া, ভারতীয় ভাষায় ঠোগি বা thug শব্দের অনুরূপ। এবং যার অর্থ ও অনুরূপ, "গোপন রাখা।"। এই ঠগী র ইতিহাস মোহাম্মদের ডাকাতি-লুট এর ইতিহাসের সাথে মিলে যায়। সেও মদিনার পথে যাত্রা কারীদের মিথ্যা কথা বলে, প্রতারণা করে ,তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করে খুন করত।

Thug রা হলো গোঁড়ামি যুক্ত ধর্মান্ধ খুনি। মুসলিমদের মতোই তারাও নিজেদের সমালোচকদের কে না মারা পর্যন্ত শান্তি পায় না। মানুষ হত্যা করাকে সব থেকে পবিত্র কাজ বলে মনে করেন। এবং এসবই মোহাম্মদের চিন্তা ধারা থেকে অনুপ্রাণিত, যার মতে, জিহাদ সবথেকে প্রশংসার উপযোগী কাজ। আল্লাহর জন্য লড়াই করা এবং হত্যা করা।

ঠগ দের বিভিন্ন ভাগ আছে ক্ষমতার বৈষম্য আছে, তাদের মধ্যে আছে ,

মামলুক বা মালিক, যারা দলের সম্পত্তি, কাজের পাত্র

অস্কার বা যোদ্ধাদল, যারা অন্তত কয়েকটি খুন করেছে।

ফরিস, যারা সম্মানীয় যোদ্ধা দল।

কাহিন,বা পুরোহিত স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতা।

ঘুল বা দৈত্য , কয়েকটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের একটি অপেক্ষাকৃত বড় ক্ষমতাশালী নেতা।

খালিফ, সবথেকে উচ্চস্থানে সমস্ত সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী নেতা।
একটা জিনিস লক্ষ্য করা নামগুলি সব আরবিক। এটি আরেকটি প্রমাণ যে এই ধরনের সম্প্রদায় ইসলাম থেকে অনুপ্রাণিত।

মাফিয়া দলের কাজ কর্ম এবং অস্তিত্ব ইসলাম থেকে অনুপ্রাণিত। নবম শতাব্দীর শেষ থেকে একাদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত, সিসিলি টে মুসলিম রা রাজত্ব বজায় রাখে। পরে norman conquet এর সময় তাদের বিনাশ ঘটলে স্থানীয় ডাকাত নেতাদের দল নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে চলে আসে। তারা সুরক্ষা দানের বাদলের

জোর করে টাকা পয়সা নিতে শুরু করে, দক্ষিণ ইটালিতে মুসলিমরা এভাবেই দিন যাপন করত। এবং এখনকার দিনে তথাকথিত মাফিয়া গানের উৎপত্তি এবং তাদের রীতিনীতি মুসলিম ডাকাতদলের অনুরূপ।

পৃথিবীতে গত হাজার বছরে যত রকমের সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে যারা মানুষের ওপর আধিপত্য কায়েম করে রাজত্ব বজায় করতে চেয়েছে তাদের চিন্তা ধারণা এবং দলের উৎপত্তির কারণ ই হল ইসলামের অস্তিত্ব, প্রত্যেকটি দল যারা গোপন জ্ঞান লাভের কথা বলে ,স্বর্ণযুগের রীতিনীতির কথা বলে, ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত।

((ইসলাম এবং সহস্র বছরের পরাজয়))

ইসলামের স্বর্ণযুগে ধারণা একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও Abbasid এবং Umayyad নামক খালিফ রা ইসলামিক নাম মেয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সাম্রাজ্যে বিস্তার করেছিল তারা কিন্তু ইসলামের প্রকৃত বিশ্বাসী ছিল না। এদের পরিবারদের ইতিহাস আছে মোঃ এর সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ের। তাদের দু তিন পুরুষ আগেকার যোদ্ধাদের মৃত্যুর জন্য মহম্মদের ইসলামীও বাহিনী দায়ি। মোঃ এদের জোর পূর্বক আত্মসমর্পণ করটে বাধ্য করেন, যখন তিনি মক্কা দখল করতে যান। তারা তাদের বন্দি টে পরিণত হই এবং ইসলাম নিতে বাদ্য করা হয়।

Omayyad এবং Abbasid caliph রা ধর্মনিরপেক্ষ সম্রাট ছিল। তারা কোনরকম ভগবানের পূজা বিশ্বাস করত না। নিজেদেরকে সরাসরি ভগবান বলে ঘোষণা করেছিল। দিদির সাথে ইসলামের মতের মিল থাকলেও এরা ইসলাম অনুরাগী নয়। ইসলামের উৎপত্তির প্রথম দুই শতকে এটি একটি ডাকাত দল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আল্লহ এর নাম নিয়ে এরা লুটতরাজ চালাতে। আশেপাশের দেশের বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক রা তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় নি এবং তাদেরকে তুচ্ছ ডাকাত বলে পাশে সরিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীতে তাদের প্রতিপত্তি বাড়লে এরা তাদেরকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয় তাদের সাথে লড়াই মারামারি যুদ্ধ চালাতে থাকে। মুসলিম এর জোয় ঘটলে , এরা নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আরবীয় নাম গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে।

O'Neil তার গ্রন্থে, বিজ্ঞান এবং দর্শনে ইসলামের মিথ্যা দাবির কথা উল্লেখ করে লিখেন,

(Copy paste from the original book,page 276-277,)

একদল কিন্তু কিছুদিনের জন্য ইসলামের প্রতি আকর্ষন বোধ করলেও তাদের যুক্তি ধোপে সেটি টেকে না। নিজেদের কে তারা mutazalis বলে উল্লেখ করে। তাদের চিন্তাধারা দমন করে দেয়া হয় এবং তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। অনুরূপ ভাবে , ashariya দল এবং বাকি দল গুলিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ।

এক প্রবন্ধ Is Rumi what we think he is ? এ massoume price তাদের ধর্ম পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং প্রমাণ করে দেন তখনকার বিধ্বংসী রাজত্বকালে তারা মুসলিম ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম দার্শনিক রা আসলে ইসলামে বিশ্বাস করতেন না, নবী দের উদ্দেশ্যে, mohammod bin Zachariah al-Razi লেখেন,

" The prophets Billy goats with long beard cannot claim any intellectual or spiritual supiority. Billy goats pretend to come with a message from God all the while exhausting themselves in sprouting the lies and imposing on the masses blind obedience to the 'words of the masters' , the first was of what all the prophec se is evident in the fact that they can predict one another one of arms for the other denies and yet each claims to be the sole depositary of the truth. As for the Quran , it is but and assorted mixture of absurd and inconsistent evils which has ridiculously been judged inimitable , when in fact it's language style and it's much vaunted 'eloquence' are far from being faultless"

আবু আলী সিনা , (৯৮০-১০৩৭) ইসলামের ধর্ম তত্ত্ব কে সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে দাবি করেন। এবং নবী পুনর্জন্ম ইত্যাদি গাঁজাখুরি থে ফু দিয়ে উড়িয়ে দেন। একটি ব্যঙ্গ রচনা লেখেন, এরকম ,

" Hanif (Muslims)are stumbling Christians on Astray
Jews Wildered, Magians far on errors way
We mortals are composed of two great schools
Enlightened knaves for religious fools"

এটি সত্যি হাস্যকর। বাস্তব জীবনে ধর্মের অনুপযোগিতা দেখানোর জন্য এর থেকে ভালো ব্যঙ্গচিত্র রচনা আর সম্ভব নয়। Muhammad Zachariah razi , Al khawarimi, Khayyam, Abu ali sina , Al Farabi এবং আরো

অসংখ্য বিজ্ঞানমনস্ক এবং দার্শনিক মানুষদের সমাবেশে পারস্য একসময় যুক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইউরোপের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের 700 বছর আগেই পারস্যের বিজ্ঞান চিন্তা ছিল দেখার মতো। কিন্তু সে সব বন্ধ হয়ে যায়, হাজার হাজার পুস্তক জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ঐতিহ্য ধ্বংস করে দেওয়া হয় ইসলামের পুনরুত্থান এবং ধর্মের গোঁড়ামির বাড়াবাড়ির মাধ্যমে।

যদি সেই যুগ কে ধ্বংস না করে বাড়তে দেয়া হতো তাহলে ভেবে দেখো আজকের মানুষের বিজ্ঞান চিন্তা এবং চেতনা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে! আমরা আরো কতটা উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারতাম!

নাৎসিবাদ সাম্যবাদ ফ্যাসিবাদ সমস্তকিছুই ক্লাসিক্যাল ধ্রুপদী সভ্যতা ধ্বংসের জন্য দায়ী। যুগের পর যুগ ধরে ধর্মযুদ্ধ দেশ যায় ধর্ম্মের নামে সাম্রাজ্য বিস্তার মানুষের যুক্তি চিন্তা বাদী মেরুদণ্ডকে ধীরে ধীরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এবং এই সবকিছুর শুরু হয়েছিল মোহাম্মদকে দিয়ে j7 বিধ্বংসী ধর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের চিরন্তন অকল্যাণের জন্য দায়ী।

((ইসলাম এবং মুসলিম দের অনুন্নতী))

যদিও ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির প্রতি অভিসম্পাত, মুসলিমরা সেই অভিশাপের প্রথম শিকার। ২০০৫ সালের এক নিবন্ধে " what went wrong ?" dr ফারুক সালিম, একজন পাকিস্তানি লেখক, লিখেন,

(Copy paste from original book, page ,279--278))

অধ্যাপক পারভেজ হুড্ডয় , একজন পাকিস্তানী নিউক্লিয়ার physicist উল্লেখ করেন ইসরাইলে এত বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানমনস্ক সংস্থা ছিল যে সমস্ত 57 টি ইসলামিক দেশ এর বিজ্ঞানী কে একসাথে করলেও হবে না। পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষ ইসলাম অনুসরণ করলেও, তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী সংখ্যা সমস্ত এর 1% ও নই। এই পরিসংখ্যান চিন্তা উদ্রেককারী।

নিউ ইয়র্ক টাইম পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে যাতে নির্বাসী মুসলিম ডাক্তার তারিক আক্মেদ এক অভাবনীয় চিন্তার খবর দেন, " I am by no means an expert on the topic of Islam on Muslims, to defeat the threat of radical Islam I suggest that the answer lies among the people who are the least Muslim. it is only

the secular forces within Islam that can subdue the screams of radicalism. "

কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব ? যে ইসলাম সম্পর্কে সবথেকে কম জানে সে কি করে এর বিনাশ করতে পারবে ? Dr, আহমেদ তাহলে এই যুক্তি দেন যে যারা মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ না করে বেরিয়ে আসে তারা সব থেকে ভালো চিকিৎসা করতে পারে ? শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে গেলে তাদের সম্পর্কে তাদের থেকেও বেশি খবর রাখা জরুরি। ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ জেনে অবহিত হয়ে তার মানব অকল্যাণকর দিকগুলো বিবেচনা করে তবেই সুস্থ মাথায় এর বিনাশ সম্ভব। যে কোনো অশুভ শক্তির বিনাশ তার ভেতর থেকে পাওয়া শুভশক্তির উদ্ভাবন দ্বারা হয়। শিক্ষা এবং নৈতিক জ্ঞান লাভ ই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর একমাত্র উপায়।

যারা ইসলাম ভালো করে জানে তারা এটাও জানি হিংস্রতা এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু অশুভ চিন্তাকারী মানুষ এটিকে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লাগায়। Khomeini , বলে, " those who know nothing of Islam pretend that Islam council's against war. Those are witless. Islam says; kill all the unbelievers just as they would kill you all…. Islam says; kill them put them to the sword! ... people cannot be made obedient except with the sword !"

এটি ইসলামের আসল রূপ। নরমপন্থী মুসলিমরা কোনরকম সমাধান নয়। তারা সমস্যার একটি বড় অংশ। তারা খারাপ ভালো কোন দিক না যিনি নিজের চিন্তা বুদ্ধি মত ইসলামের একটি ভালো দিক তৈরি করে কোরান এবং মোহাম্মদ এর বিরুদ্ধে ন্যায্যতা প্রমাণ করতে যায়। সাধারণ মুসলিমদের সম্পর্কে সচেতন হওয়াটা অসম্ভব জরুরী। সংখ্যাটা এখানে কোন ব্যাপার নয়।

জার্মানের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে বেশিরভাগ সাধারণ জার্মানিদের কোন মন ছিলোনা। কিন্তু তাদের অমত লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে কিন্তু বাঁচাতে পারেনি। মুষ্টিভর মানুষ যদি ঠিক মত ক্ষমতা লাভ করে, তাহলে তারা সমস্ত পৃথিবীর বিনাশ এক লহমায় ঘটিয়ে দিতে পারে !

যদি ইসলাম ভালো হবে ,তাহলে শুধু সেটি এত কম করে কেন পালন করা হয়? শুধু ভালো দিক টির কথা কেন প্রচার করা হয় ? এবং যদি খারাপ হবে

তাহলে এত লোক অনুসরণ করেই বা কেন ? সামান্য পরিমাণ বিষ খেলে হয়তো আপনার মৃত্যু হবে না! কিন্তু আপনি খেতে যাবেন কেন ?

((স্ত্রী বিদ্বেষ এ মোঃ এর প্রভাব))

ইসলাম সমস্ত পৃথিবীর ক্ষেত্রেই একটি ঋণাত্মক অনুপ্রেরণা , কিন্তু তার স্ত্রী দ্বেষ এর থেকে ক্ষতিকর দিক খুব কমই আছে ? ইসলামের সৃষ্টির আগে নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এবং সুবিধার অধিকারী ছিল।

যখন, পারস্যের রাজার খসরু এর কন্যা পারস্যের রানী হিসেবে অভিষিক্ত হন, তখন , মোঃ সে কথা শুনে বলে , " never will succeed such a nation as make a woman their ruler" এরপর থেকে পারস্যের ইতিহাসে ইরানি ইতিহাসে কোন প্রাণীর রাজত্বের খবর পাওয়া যায়নি, কারণ ইসলাম সেটি র সম্পূর্ণ দখল নেয়।

মুসলিম রা দাবি করে যে পারস্য টে মেয়ে দের অসম্মান ছিল এত বেশি যে তারা কন্যা সন্তান জন্মালে তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত। এটি সাধারণ মানুষের এর বিচার বুদ্ধির বাইরে। ইসলাম এর আগে আরব এর নারী রা প্রচন্ড সম্মানের সাথে বাস করত। আর্থিক, বানিজ্যিক সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপত্তি ছিল অবাধ। মোঃ এর স্ত্রী খাদিজা তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি ব্যবসায়ী নারী ছিলেন। মক্কা র অন্যতম ধনী মহিলা ছিলেন। আগে উল্লেখিত মুসান এর মা খুস্মান ও সেরকম প্রতিপত্তি শালী ছিল।

একদমই মদিনা টে সিজাহ বলে এক মহিলা ধর্ম প্রবর্তক, মোঃ এর বিরুদ্ধে ৩০০০০ সেনার এক বাহিনী নিয়ে যুদ্ধেও করতে গিয়েছিলেন। আজকের দিনে আরব মহিলারা বাড়ির থেকে বাইরে বেরোতে তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে থেকে। এতটা পরাধীনতার কারণ ইসলাম।

মোঃ কাবা দখল করার আগে কাবা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী দেবদেবীর মন্দির। কাবা র প্রধান দেবী ছিল , আল লাত, তারা পবিত্র যোনি র পূজা করতো। চাঁদ এর দেবী, যুদ্ধের দেবী , প্রকৃতির দেবী র অস্তিত্ব ছিল। অনেকটা গ্রিক দেবী দের মত। Bob trubshaw বলেন , " মদিনা মক্কা এর প্রধান দেবী ছিল পুরাতন মহিমা ময়ী নারী শেবা বা শায়বা। কাল পাথর এর মূর্তি ছিল। প্রতিদিন পুজো করতে হতো।

মোঃ এর প্রতিপত্তি আগে নারী র ছিল ক্ষমতার শীর্ষে। তারা ছিল ঐতিহ্যবাহী , সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। মক্কা এবং মদিনায় ইতিহাসে অসংখ্য ব্যবসায়ী এবং বাণিজ্য করে নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের ব্যবসা র বিলুপ্তি এবং সম্মানহানির জন্য দায়ী হলো মুসলিম রা। মুসলিম ঐতিহাসিকরা অনন্যসাধারণ নারীর কথা উল্লেখ করেন। উম্ম ঐরফা এবং তার কন্যা সালমা। বানি ফরাদার নেত্রী ছিলেন উম্ম ঔরফা, অন্যতম শক্তিশালী। যখন মোঃ তার রাজত্বে ডাকাতি করতে যায়, তখন মোহাম্মদের ডাকাত বাহিনীর সাথে তালে তাল মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি। তার লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সম্মানিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জাতির অধিপত্রি। ইবন ইসা মোঃ এর বিরুদ্ধে তার যুদ্ধে বর্ণনাকরেন, যেখানে দেখ যাই যে উটের পিঠে চড়ে , যুদ্ধের বস্ত্র পরে, তার সমস্ত সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করছেন তিনি সম্মুখ সমরে দাঁড়িয়ে। নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে নিজের জনগণের সুরক্ষা করেছিলেন। যেখানে মোঃ উটের পেছনে, তার অঙ্গ রক্ষক এর দ্বারা পরিবৃত হয়ে চোরের মত লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে বলতো তাদের জীবন রক্ষা করার কথা একবারও ভাবেনি।

যুদ্ধে উম্ম জিতলেও তার কন্যা সালমা কে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে আইশা র পরিচারিকার কাজে লাগানো হয়। কিন্তু সে কখনো বস তার শিকার করোনি, রাজরক্ত তার ধমনীতে প্রখর ছিল। মোঃ মারা যাবার পর অনেক আরব ইসলাম ত্যাগ করে এবং বাকি মুসলিম দের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও ঘোষণা করে , সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন সালমা। তার মা এর উটের পিঠে দাড়িয়ে ছিলেন সালমা, চোখে এ সেরকম আগুন, তার সেনা র চরম শ্রদ্ধা ভক্তি পাত্রী।

এমনকি আয়েশা ও মোঃ মৃত্যুর পর আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ইসলামের অভ্যুত্থানের সময় মেয়েদের অবস্থা কোন অংশেই খারাপ ছিল না। তারা ছিলেন বীর্যবতী এবং বুদ্ধিমতী। মেয়েডের কে বোরখা পরিয়ে, বোকা বানিয়ে, ঘরে বন্দি করে গরু-ছাগলের সমান ব্যবহার করতে, মুসলিমদের আরো কয়েক দশক সময় লেগেছিল।

এরকম এক স্ত্রী দ্বেশী ধর্মে মেয়েদের স্বাধীনতা এবং প্রতিপত্তি কিভাবে সম্ভব ? ইসলামের জ্ঞানগত এবং বুদ্ধিগত ভাবে পিছিয়ে থাকার এটি অন্যতম একটি কারণ। মোঃ তার অনুগামীদের কে বুঝিয়েছিলেন, যে মেয়েরা বিচার করতে পারে না

,তাদের বুদ্ধি কম, সবকিছু ভুলে যায়। যদিও তার সব কয়টি স্ত্রী ছিল অতিশয় বুদ্ধিমতী। তারা মোহাম্মদ এর সমস্ত ছলনা ধরে ফেলেছিল, এবং তার বুদ্ধির সাথে টেক্কা দিয়ে চলত। আত্ম অহংকার তার উপর মেয়েদের প্রতি প্রতি সহ্য করতে না পেরে তার বিকৃত মস্তিষ্কের মেয়েদেরকে নিচে নামিয়ে ফেলে। তাদের সমস্ত অধিকার এবং বিচার ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

কোরআন এর বানি অনুযায়ী ,পুরুষ র নারীদের থেকে সবদিক টেকে মহত্তর, তার নারী র প্রাথমিক কাজ হলো পুরুষ এর খিদমত খাটা। কোরআন এ আছে , মেয়ে দের কিছু ক্ষমতা দেওয়া হতে পারে, কিন্তু সেটি কখনোই কোন পুরুষ এর ক্ষমতাকে অতিক্রক করতে পারে না।

ইসলাম এর প্রতিপত্তি বাড়ার পর আমরা কোন ইসলামিক দেশে খাদিজা উম্ম কিরফা এবং সালমা দের দেখতে পাই না।

আজকের আধুনিকতার পৃথিবীতে যখন সমস্ত জগতের বাকি মেয়েরা সমান অধিকারের লড়াই চালিয়ে পুরুষের পায়ে পা দিয়ে কাঁধে কাঁধ থেকে বিশ্ব জয় করে চলেছে, সেখানে তিরিশ মিলিয়ন মুসলিম শিশু কন্যা শিক্ষার আলো পায় না। মুসলিম দের জিবনে নারীরা অধঃপতিত। মোঃ এর মতে, " woman is like a rib, when you attempt to straighten it you would break it. And if you leave her alone he would benefit by her, and crookedness will remain in her "

মোঃ এর নারী বিদ্বেষ প্রতিটি মুসলিম এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেই। তার বিকৃতকামি মানসিকতা দিয়ে তৈরি ধর্ম পুরুষ কে অহং সর্বস্ব, মুখ্য, মতাবুধিদ ধীর পশুতে পরিণত করে যাদের বোঝার ক্ষমতা থাকেনা যে নারী প্রকৃতির আরেক রূপ। নারী মা ! তারা মেয়েদেরকে অশিক্ষিত করে রাখে, ফলে তাদের আত্মমর্যাদা এবং বুদ্ধি জ্ঞান কম হয়, অপরদিকে নারী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্মদাত্রী। মা যদি শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে থাকে তাহলে সন্তানকে সে ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয় কি করে ? আজ যে মুসলমানরা সবার থেকে চিন্তা বুদ্ধি বিদ্যা তে পিছিয়ে , তার অন্যতম বড় কারণ হল তাদের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ কে তারা বন্দি বানিয়ে রেখেছে। কিরকম সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব।

((অমুসলিম দের ক্রমাগত বাড়তে থাকা অসহিষ্ণুতা))

প্রত্যেকটি ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া আছে। তুমি যখন একজনকে বারবার আঘাতের পর আঘাত করতে থাকো এক সময় সে পাল্টা আঘাত করবে ই। মুসলিম রা অত্যাচারী , ধর্ষক, আতঙ্ক বাদী জাতি জা সারা পৃথিবীকে অশান্তির মূল কারণ। এবং তারা যদি ভেবে থাকে এরকম ভাবে সারা জীবন চলবে তাহলে তারা মূর্খ এর স্বর্গে বাস করে।

অত্যাচারিত হতে হতে ইসলামের শিকার রা আজ তাদের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। মনে রাখা দরকার যে জিহাদ হলো 400 বছর আগে ঘটে যাওয়া ধর্মযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া। ২০০২ 2 সালে ভারতের গুজরাটে যখন হিন্দুরা বিদ্রোহ করে অসংখ্য মুসলিম হত্যা করে , তাদের মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তার মূল কারণ হল মুসলিমরা প্রথমে এক ট্রেন ভর্তি হিন্দু তীর্থযাত্রী কে মেরে দেই, আশির বেশি শিশু এবং স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

আফ্রিকার সবথেকে জনবহুল দেশ হল নাইজেরিয়া। সেখানে খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের লড়াইয়ে 10 হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে, যখন এটি 1960 সালে ব্রিটিশ এর হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর। যদিও দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু এটা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে মুসলিমরা এর প্রথম যুদ্ধের আহ্বান দেয়, এবং অসংখ্য খ্রিস্টানদের মেরে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মুসলিম দেশগুলোতে একই ধর্মের অবলম্বনকারী হয়েও তারা অত্যাচারের শিকার। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে 32 বছর বয়সী এক চরমপন্থী andres Behring Breivik সরকারের একটি বিল্ডিংয়ে বোমা চালিয়ে আটটি মৃত্যুর কারণ হয় এবং 69 টি কিশোরকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

মুসলিমরা যেমন অনুমোদনকারী ছদ্মবেশে পশ্চিমা দেশগুলোতে ঢুকে সেখানে জিহাদের সৃষ্টি করছে তেমনি যে দেশগুলো তাদের নিজেদের বলে মানে ইস্লামিক দেশগুলিতেও যুদ্ধবিগ্রহের কোন সীমা পরিসীমা নেই। তারা নিজের লোক বিশ্বাসী মুসলিমদের উপরে অত্যাচার চালায়। ব্যাপারটি আর ধর্মের আওতায় নেই। এটি বিধ্বংসী স্বৈরাচারী শাসন এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার কারণ হলো ইসলাম ধৈর্যকে দুর্বলতা বলে ভাবে। যদি কেউ ধৈর্যশীল হয় তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়। যতই ধৈর্যশীল হোক না কেন অত্যাচার চিরকাল মুখ বুজে সহ্য করে নেওয়া মানুষের ধর্ম নয় সে পাল্টা আঘাত করে, তখন বিধর্মীর আঘাত হিসেবে এরা জিহাদি বিপ্লব শুরু করে দেয়। এটি

সেই শিকার এবং শিকারের খেলা। এরা নিজেরা ই শিকারি এবং পরে নিজেরা অত্যাচার এর শিকার বলে আক্রমণের দাবি রাখে।

ইসলাম এর বিরোধিতা বন্ধ করা সম্ভব নয়, কারণ এতে যুক্তিপূর্ণ। ইসলাম এর অত্যাচার কে পাশ কাটিয়ে গেলে তারা আরো পেয়ে বসবে। অত্যাচার আরো বাড়বে ,যে দেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে , তাদের জনগণ এর সাথেই খুন ধর্ষণ এর মত অন্যায় চালিয়ে যাবে। সাম্যবাদ ফ্যাসিবাদ নাৎসিবাদ এর মতই ইসলাম এখন ধর্মের পরিবর্তে একটি বিধ্বংসী রাজনৈতিক দল এ পরিণত হয়েছে। এটি একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শ।

Wafa sultan এর উক্তি টে বলা যায়, "civilizations don't clash , they compete " কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। একটি সভ্যতার সাথে আরেকটি সভ্যতা যুদ্ধ অসামাজিক এবং অসভ্যতা। ভারতীয় সংস্কৃতি চাইনিজ সংস্কৃতি আফ্রিকার সংস্কৃতি বা অন্য কোন সংস্কৃতি কি একে অপরের সাথে যুদ্ধ করছে ? না ! কিন্তু ইসলাম সমস্ত সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, কারণ এটি কোন সংস্কৃতি নয়। এটি সংস্কৃতির বৈপরীত্য ডেকে আনছে। বিধ্বংসী বিনাশকারী এক শক্তি ছাড়া এটি আর কিছুই নয়।

আমি Geert Wilder এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামকে থামানোর প্রচেষ্টাকে সম্মান এবং পূর্ণ সহযোগিতা করি। যদি ইসলাম এর বিরোধী মানুষ দের কে থামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে পৃথিবীটে একটি মস্ত ধর্ষকামী পাগলাগারদ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। কারণ, এটি দুটি ভাবাদর্শের মধ্যে লড়াই। একটি ভাবাদর্শ স্বাধীনতার বৈপরীত্যের সহ্য ক্ষমতার, সাম্যতা র এবং বহু বাদের, যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তা এবং বাক-স্বাধীনতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি ভাবাদর্শ হলো অসহিষ্ণুতা আধিপত্য বিস্তার এবং দাসত্ব কায়েমের। এবং ভালো র জয় এ আমাদের সর্বাধিক কাম্য।

দশম অধ্যায়

((আমরা কোন দিকে যাচ্ছি))

মুসলিমরা প্রতিমুহূর্তে মোহাম্মদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। মুসলিম মৌলভীরা বছরের-পর-বছর কোরআন, সূরা ,হায়াতের বাণী মুখস্ত করতে করতে কাটিয়ে দেয়। যেখানে তারাও ইসলামের হিংস্রতা এবং অত্যাচারের শিকার। সুন্নাহ

এর মাধ্যমে মুসলিম রা শেখে , কিভাবে মহম্মদ নামাজ পড়তো, নিজের মুখ ধুতে, নিজের দাঁত মাজত, নাক, কান পরিষ্কার করত, কিভাবে খেত, খাওয়ার পর কোন আঙুল চাটতো, কি ধরনের খাবার খেতে ভালোবাসতো, কোন পাশ ফিরে শুতো। তার জামাকাপড় এর আকার এবং বর্ণ কি ধরনের ছিল, তার দাড়ি কত লম্বা ছিল ! তিনি যৌন সম্পর্কে র আগে না পরে স্নান করত ! কোন পা দিয়ে তিনি টয়লেটে প্রবেশ করত ! উনি বসে না দাড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করত ! নামাজ পড়ার সময় কোন দিকে দাড়াতো। তার হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ পরিষ্কার করত ! মুসলিম দের কাছে এসব কাজ করা পবিত্র কাজ ! কোরআন বলে , " verily you have in the prophet of Allah and excellent example"(33:21)

ইবন শাদ জানিয়েছে, এক ভক্ত মোঃ এর প্রতি তার ভক্তি দেখতে গিয়ে বলে , জবে থেকে সে মোঃ কে স্কোয়াশ খেটে দেখে, তবে থেকে সেটি তার ও প্রীয় ফল।

মুসলিম রা ভাবে মোঃ এর সব কাজের নকল করাকে শ্রেষ্ঠ আনুগত্য বলে মনে করে। নিজের পরিচয়, ব্যক্তিত্ব, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তাদের নবী র ক্লোন হবার চেষ্টা করে। তাদেরকে একটি ভিন্ন জাতি বলে উল্লেখ করা ভুল হবে, তারা আসলে মোঃ এর ছোট ছোট প্রতিরূপ, যাদের কোনো চিন্তার স্বাধীনতা নেই। তাদের এই ধরনের ভক্তি প্রদর্শন, তাদের হিংস্রতা প্রদর্শনের মতোই ভয়ানক।

কিছু ভালো মানুষ ও আছে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে। তাদের কে " কাফের" বলে " আসল" মুসলিম রা অসম্মান জানায়। যেমন , সালমান তাসীর , পাঞ্জাবের রাজ্যপাল বিধর্মীর আইন ভঙ্গ করার চেষ্টা করলে, যার খুন করে দেওয়া হয়।

নরমপন্থী বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মুসলিমদের কথা চিরকালের মতো বন্ধ করে দেওয়া হয় চরমপন্থীদের দ্বারা। সেই হিসেবে দেখলে ইসলামে কোন চরমপন্থী নরমপন্থী , কোনরকম পন্থী কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ এদের অস্তিত্ব থাকে কোন বিশ্বাসে। মুসলিমদের কেবল তিন ভাগে ভাগ করা যায়, ভালো খারাপ এবং প্রতারক।

যারা ভালো মুসলিম তারা মোহাম্মদ এর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং আত্ম বলিদান এর

সুযোগ খুঁজতে থাকে। আমরা তাদেরকে আতঙ্কবাদী নামে চিনি। তারা নিজেদের কে সালাফী বলে উল্লেখ করে মোঃ এবং তার অনুগামীদের সুন্নাহর অনুসরণ কারী।

খারাপ মুসলিম হল তারা যারা ইসলামকে ঠিকঠাক অনুসরণ করে না। কিরা কিছুটা ধর্মের মধ্যে এবং কিছুটা ধর্মের বাইরে পা দিয়ে চলে। এদের ইসলামের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান সীমিত। জিহাদ এবং আত্ম বলিদান করার বাদলে এরা নিজেদের জীবন আরো ভালো করে তোলার জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। ইসলামের রীতিনীতির প্রতি নির্বিকার এবং ধর্মের খুব একটা ধার ধারে না। বেশিরভাগ সময় আত্ম দোষ এ ভোগে, এবং ভালো মুসলিম হতে পারল না বলে আক্ষেপ করে। আশা করে একদিন তারা ভালো মুসলিম হয়ে পৃথিবীর জন্য কিছু করতে। (জিহাদী!!)

তারপর আসে প্রতারক। যারা সূত্রটি জানি কিন্তু লুকিয়ে রাখে। দাবি করে কিছু ব্যক্তিগত কারণে ইসলামকে হাইজ্যাক করা হয়েছে, যারা ভালো মুসলমান নামে পরিচিত। তর্ক করে ইসলাম একটি ভালো ধর্ম হতে পারতো যদি যৌক্তিকতা থাকতো। এবং যতক্ষণ না এটি সক্রিয় ভাবে পালিত হচ্ছে। নিজেদেরকে ভক্ত মুসলমান বলে দাবি করে কিন্তু সারিয়া , যুহদি জাসীর, তারেক ফতাহ, তাওফীক হামিদ মাজিদ নওয়াজ এবং ইরশাদ মঞ্জি র মত গোলমাল কারী প্রবক্তা দের বিরোধিতা করে, যারা সমগ্র পশ্চিমে ঐস্লামিক রাজত্ব চালানোর চেষ্টা করছে। ইসলামের সমস্ত রীতিনীতি অস্বীকার করে বলেন এটি আসলে ইসলাম নয় আসলে ইসলামের বার্তা মহত্। সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইসলাম শত্রু নয়, কারণ মনে মনে যুক্তি দেয়নি যে ধর্মের বিরোধীতা করতে তারা লজ্জিত। যদিও তারা নিজেদেরকে ইসলামের সমাজ সংস্কারক বলে উল্লেখ করে, আসল মুসলিম দের চোখে তারা ঘৃণার পাত্র।

গোপন পাকিস্তান, বিবিসি টিভি দ্বারা প্রদর্শিত একটি তথ্যচিত্র দেখায় যে কিভাবে সামনাসামনি পাকিস্তান পশ্চিম সভ্যতার সহযোগিতা করলেও ভিতরে ভিতরে তালিবান আতঙ্কবাদী সহায়ক। তারা আমেরিকাকে খুশি করতে আল-কায়েদার সামান্য কিছু গুরুত্বহীন মানুষকে বন্দী করে লক্ষ লক্ষ ডলারের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে অপরদিকে তালেবানকে সুরক্ষা দেয় এবং তাদেরকে লড়াই চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। পাকিস্তানের এই দ্বিচারিতা এর ফলে সহস্রা আমেরিকান সৈন্য মৃত্যুবরণ করেছে।

একই রকমভাবে মধ্যপন্থী মুসলমানরা এরকম প্রতারণার খেলা খেলছে। সবার সামনে তারা ইসলামের অযৌক্তিক রীতিনীতির নিন্দা করলেও তারা বলছে ইসলামের আসল বার্তা এটি নই, এরা আতঙ্কবাদী থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর। কারণ ইসলামে সমাজ সংস্কার বস্তুটি একটি প্রতারণার বস্তু।

টার্কির প্রধানমন্ত্রী মধ্যবর্তী ইসলাম এ সম্পর্কে বলেন, " these descriptions are very ugly it is offensive and an insult to our religion. there is no moderate or immoderate Islam. Islam is Islam and that's it!"

মধ্যপন্থা নিয়ে এরা নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করল এই প্রতারণার মাধ্যমে এরা পশ্চিমে শুভ তাকে গ্রাস করে নিতে চায়, অন্য ধর্মের মানুষদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই। তথাকথিত মধ্যপন্থী মুসলমানরা জিহাদিদের নিশ্চুপ সহযোগী। এরা ভদ্রতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে কিন্তু সমস্ত অন্যায় কে ঠিক সমর্থন করে যায়। নিজেদের ধর্মের প্রতি এটাকে তারা নিজের কর্তব্য মনে করে।

এখানেই শেষ নয়, যেহেতু মুসলিমরা যুদ্ধ মারামারি করা ছাড়া সমালোচনার বন্ধ করার আর কোন পথ জানে না এরা ধীরে ধীরে সমস্ত জাতিকে গনহত্যার পথের দিকে এগিয়ে দেবে। এবং পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার/ পারমাণবিক অস্ত্র মুসলিমদের হাতে থাকায় আমরা ধারণা করতে পারি যে মানব জাতির ভবিষ্যৎ কী রকম হতে পারে।

এরা নিজেদের দলের মধ্যে মারামারি শুরু করবে কারণ একজন মনে করবে অন্য দলের থেকে তারা শ্রেষ্ঠতর। গাজা র ঘটনা এর একটি ভালো উদাহরণ। সেখানে ক্রিস্টানিটি নিয়ে বাক-বিতণ্ডা শুরু হলে ওরা নিজেরাই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু করে দেয়। মুসলিমরা সহস্র ছোট ছোট দলে বিভক্ত। একদল অন্য দলকে বেশি অবিশ্বাস এবং বিধর্মী মনে করে লড়াই চালায়। তাদেরকে মাত্র একটি জিনিস সম্মিলিত করতে পারে সেটি হল তাদের বিধ্বংসী ঘৃণার মুখটি অমুসলিমদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, এই ভাবেই এই নীতি প্রয়োগ করে বাকি পৃথিবীর সাথে তারা যুদ্ধ চালায়।

অনেকের মতে মুসলিমদের মধ্যে এই বিভাগগুলি পরিকল্পিত। মনে হতে পারে যে মহম্মদ নিজেই চাইতেন তার দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক। তখন তিনি নিজে মারামারি করা দুই দলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সমাধান দিবেন, " and hold fast all of you together to the rope of Allah and

be not divided"(surah 3:103) এটাই হয়তো তাঁর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তার পরিকল্পনাতে কিছুটা ফাঁক থেকে যার কারণে ইসলামের মধ্যে কার যুদ্ধ এখনো অবিরত।

ইমাম আবু দাউদ বলে আমাদের নবী বলেছেন নিজেদের মধ্যে ৭৩ বিভাগ হবে যার মধ্যে 72 টি ও কর্মের ফলে নরকে যাবে এবং মাত্র একভাগ যাবে জান্নাতে। তথ্যটি পরিষ্কার। যেহেতু মাত্র একটি দল শুদ্ধ, বাকি দলগুলো তাহলে অশুদ্ধ। সুতারাং নিজের শুদ্ধতা প্রমাণের জন্য লড়াই চালিয়ে যাও। এরকম ইসলামিক বিশ্বাসের হাজার রকম ভাগ আছে। ধরা যাক তর্কের খাতিরে, যে শয়তান এর অস্তিত্ব বর্তমান এবং তার মূল কাজ হলো মানব জাতির ধ্বংস ! এখন ইসলামের থেকে ভালো আর কোন ধর্ম হতে পারে যেখানে মানুষ একে অপরকে শয়তানের দূত ভেবে মারামারি করতে থাকে ! এখানেই তো শয়তানি অস্তিত্বের প্রমাণ হয়ে গেল! তাই না ?

ইসলামের জন্য যত প্রাণ হত্যা হয়েছে আর কোনো কারণে এত হয়নি। যদি হিটলার একাই তার উন্মাদনা দাঁড়াও 50 মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়, মোঃ উন্মাদনা হাজার হাজার মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ। হিটলার যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তা আজ ইতিহাস। কিন্তু , ইসলাম দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত থেকে গত 1400 বছর ধরে রক্ত বয়ে চলেছে।

যেটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ইসলামের প্রথম শিকার হল এটির বিশ্বাসী। তাদের মন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ তারা এক অত্যাচারিতের জীবন যাপন করে এবং তাদের মস্তিষ্ক ভয় দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তারা পৃথিবীর সবথেকে বিকৃত মনস্ক মানুষ যারা বিশ্বাস করে বাকি ধর্মের লোকেদের কাছে ইসলাম ঈর্ষার কারণ।

(Copy paste from the original book page 292-293)

উপরোক্ত কাহিনী থেকেই মুসলিমদের নৈতিকতার আক্ষরিক অভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। যেহেতু মোঃ প্রধান পেশা ছিল ডাকাতি তাই আজও খুন ডাকাতি লুটপাট করা ইসলামে জায়েজ। এবং সেটি বিশ্বাসের ধনসম্পত্তি হতে পারে অবশ্য সে সম্পর্ক হতে পারে। যতদিনে ধর্মগ্রন্থগুলোর অস্তিত্ব থাকবে ততদিনই সবথেকে মুসলিমদের বিরত রাখা অসম্ভব।

আমার একটি নিবন্ধ পড়ে এক মহিলা লিখেন, " আপনার কথা শোনার পর আমি হতাশ এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমি প্রচন্ড যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম এবং

প্রচন্ড রাগ হয়েছিল অবসাদে ভুগছিলাম। দুঃস্বপ্নের নৈরাশ্যের মধ্যে দিনরাত কাটছিল। তখন আমি সত্যের খোঁজ করতে শুরু করলাম। আমি আমার স্বামীকে ইসলামের আসল রূপ সম্পর্কে জানলাম সে বলল পড়া বন্ধ করে দিতে ?! কিভাবে দেবো !? মানুষ যে এত দানবিক হতে পারে এটি বিশ্বাস করা কঠিন "

ইসলাম মানুষকে অন্ধ করে দেয়। তাদের মানবিকতা যুক্তিবোধ নষ্ট করে দেয়। এবং একইভাবে যখন কোন মুসলিম ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে আসে তখন তারা এক পরিবর্তিত মানুষ এ পরিণত হয়। আমাকে অসংখ্য মানুষ জানিয়েছে যে ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর তাদের মন থেকে জাতিগত বিদ্বেষ চলে গেছে এবং তারা সমস্ত মানুষকে এক জাতি শুধুমাত্র মানব জাতি হিসেবে দেখতে সক্ষম হয়েছে। বিয়ে দিয়ে তাদের মন থেকে ঘৃণা মুছে গেছে, এখন তারা কোন রকম আক্ষেপ ছাড়া ভালবাসতে পারে, সবকিছুতে ভালো দেখতে পায়। কারণ তারা আলো ফিরে পেয়েছে।

সেই মহিলা আমাকে জানায় তিনি হাজারটি ছাত্রের শিক্ষিকা। যদিও তার পক্ষে খোলাখুলি সত্য জানানো অসম্ভব তবুও তিনি চেষ্টা করবেন সেই সমস্ত ছোট শিশুদের মনে আশার আলো এবং জ্ঞান এর শিখা জ্বালাতে। এই ভাবনা মহৎ, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ। প্রাণঘাতী হতে পারে। কারণ মৌলভীরা ঘৃণা আগুনের মত শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

অমুসলিম দের প্রধান দেশ হলো তারা না জানার ভান করে। তারা সত্যের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কখনই তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না কারণ পরিনতি তারা জানে। সংসারে খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে তাই মুখ খুলে কথা বলা অসম্ভব। কারণ প্রাণের ঝুঁকি বর্তমান। যেসব দেশ মুসলিমদের আশ্রয় দেয় তারা তাদের ধর্মাচারের ক্ষেত্রে কোনো রকম বাধা প্রদান করে না। কিন্তু ইসলামে এটি সম্ভব নয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে না। তারা সবকিছু দখল করে নিয়ে তাদের ঘৃণা এবং হিংস্রতা ছড়িয়ে দিতে চাই। উন্নতি কামি ভদ্র দেশের পক্ষে এটি মেনে নেওয়া কিভাবে সম্ভব।

মুসলিমরা দলে দলে পশ্চিমা দেশগুলোতে অভিবাসন করে চলেছে সেই দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য। এবার কোন রকম সন্দেহ ছাড়াই ভদ্র রাজনীতিবিদেরা তাদেরকে খোলা হাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কেউ কেউ তো বিধর্মীর আইন কে সমর্থন করে চলেছেন, এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্ত সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন।

অভিবাসনের ফেলে এবং মুসলিমদের জন্মহার অত্যন্ত বেশি হওয়াতে পশ্চিমী দেশগুলোতে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে। সমুদ্রের শব্দ একটি জাহাজ ডুবে যেতে পারে না যতক্ষণ না এক বিন্দু জল জাহাজের মধ্যে ঢুকছে। তেমনভাবেই দেশের ভিতরে ঢুকে মুসলিমরা প্রত্যেকটি দেশকে দখল করে নিতে চায় ইসলামিক দেশে পরিণত করতে চায়। যদি তারা নিজেদের দেশে সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে তারা গরিব থেকে গরিবতর হয়ে উঠবে, নিজের অর্থনীতি শেষ করে দেবে। এই কারণে উন্নত অর্থনীতি যুক্ত দেশে গিয়ে সেখানকার অর্থনীতি কব্জা করাই এদের উদ্দেশ্য।

যদি পশ্চিমা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ইসলামের এই অন্ধকার গহবর থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় মানবজাতি থাকবে না। আজ পর্যন্ত হাওয়া সবথেকে বড় বিপর্যয় হয়ে দাঁড়াবে। যদি হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জিতে যেত , তাহলে পৃথিবীর অবস্থা যেমন হতো সে রকম পৃথিবীর ভবিষ্যৎ হয়ে দাঁড়াবে। গণতন্ত্র ও মানুষের বাক-স্বাধীনতা বলে কোন বস্তু থাকবে না। মধ্যযুগীয় অন্ধকারের মধ্যে মানুষ চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে।

কিছু শিক্ষিত ভদ্র মানুষ মনে করে যে মুসলিম, ওদেরকে ভুল বোঝা হয়। কিন্তু তাদের করুণা ইসলামে কোন প্রভাব ফেলে না। তারা করুণা অনুভূতিহীন।

Wool waifa Samir নামক 21 বছর বয়সী এক প্যালেস্টাইন মহিলা ইসরাইলে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে, তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তার ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার দেড় বছর আগে নিজের বাড়িতে ওয়াফা গ্যাস এমিস্টার ফেটে যাওয়া তে আহত হয়েছিল। গাজা এর চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো না হয় সে ইজরায়েলে এসে চিকিতসা করানোর অনুমতি চাই। কিন্তু সে চিকিৎসা করতে আসছিল না। Wafa 10 কেজি বিস্ফোরক বোমার নিয়ে ইসরাইলের হসপিটালে প্রবেশ করে সেখানকার ডাক্তার নার্স রোগীর সবাইকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

যারা ইসলামের ইতিহাস জানে তারা অবগত যে মুসলিমরা নিজেদের বন্ধুদের কে মেরে গর্বিত হয়। তাদের হৃদয় ঠিক মানুষের হৃদয় নয়। এদের প্রতি করুণার এখনো সম্পূর্ণ বৃথা।

ইসলাম এ কি গণতন্ত্র এবং পশ্চিমে মৌলিকতার তৈরি করা সম্ভব ? যদি আমাদের ঘরের মাঝখানে ইসলাম বেড়ে ওঠে তাহলে আমরা কি সুরক্ষা পাব ? যে ভাবাদর্শ সমস্ত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেড়ায়, তাকে কি আমাদের দেশে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া উচিত ?

অন্য জাতি এবং সংস্কৃতির লোকেদের সাথে সবসময় আগবাড়িয়ে যুদ্ধ বাড়ানোর ইতিহাস ইসলামে আছে। কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এটি একটি সংস্কৃতি নয়। প্রথমে এটি ছিল একটি ডাকাত লুটতরাজের দল, পরবর্তীতে এটি একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে আধিপত্য বিস্তারের রাজনৈতিক স্বৈরাচারী জাতি বোধে পরিণত হয়। এবং ইসলাম নই, যদি কোন সমস্যা হতে রক্ষা করতে হয় সেটি হলো পশ্চিমে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সংস্কৃতি। যারা শান্তিকামী, সৌহার্দের দিশারী, জ্ঞানের আলোক দায়ী এবং ইসলামের অকথিত অত্যাচারে বিলুপ্ত হতে পারে।

সমস্ত সংস্কৃতি এক নয় কিন্তু সমস্ত সংস্কৃতির স্বাধীনতার অধিকার আছে। ইসলাম সংস্কৃতের বৈপরীত্যে গিয়ে কাজ করে। যেখানে তাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী দের কোন ভূমিকা নেই। তাদের জ্ঞান লাভের কোন সুযোগ নেই। ফলস্বরূপ ইসলামের ও সমৃদ্ধি এবং প্রতিপত্তির সুযোগ শূন্য। আমাদের স্বাধীনতার জন্য আধুনিক সভ্যতা দায়ী এবং সেই সভ্যতা কে সুরক্ষা দান করা আমাদের কর্তব্য।

Dr, Peter Hammond তার গ্রন্থ , " slavery terrorism and Islam the historical roots and contemporary threat" ইসলামের "ধর্মীয় অধিকার" এর জন্যে বাকিদের বলিদান দেয়ার কথা উল্লেখ করেন।

(Copy paste from the original book,page 295-296)

এই তথ্যটি আরেকটিবার উল্লেখযোগ্য, ইসলামে ডেমোগ্রাফিক বা জনতাত্ত্বিক বিস্ফোরণ পৃথিবীর কাছে হুমকি নয়। হুমকিটা হল এটা যখন তারা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গমন করে সেখানে গিয়ে সেখানকার সংস্কৃতি মেনে নিতে চায়না এবং সেটিকে ইসলামিক আধিপত্যের অধীনে আনার চেষ্টা করে। পশ্চিম সভ্যতা এবং মানবজাতির সুরক্ষার কল্যাণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসলামিক ইমিগ্রেশন বন্ধ করা দরকার, শারিয়া ট্যাগ করা দরকার এবং যারা সেখানকার আধুনিক সংস্কৃতি মেনে নিতে বিমুখ, তাদের বাবা-মা দাদু দিদা যেখানে বসবাস করত সেখানে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার।

কারণ মুসলিমরা পশ্চিমা দেশগুলোকে নিজের বলে মনে করেনা যদি তারা ওখানেই থাকে, ওখানেই জন্মগ্রহণ করে। যেমন ইংল্যান্ডে যে সমস্ত পাকিস্তানি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা কিন্তু নিজেদেরকে কখনো ব্রিটিশ বলে ভাবতে শিখে না তারা বংশের বংশ ধরে পাকিস্তানি থেকে যায়। এটি সব ক্ষেত্রে সত্যি। ভারতের

মুসলিমরা কোনরকম গন্ডগোল হলেই সবার আগে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। কোন অমুসলিম সরকার সেই দেশ চ্যানেলে মুসলিমরা সেই দেশকে নিজের বলে মেনে নেয় না। তাহলে তাদেরকে তাদের "নিজের দেশে" ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ায় সবথেকে মঙ্গল।

((সংখ্যালঘু নিয়ম কানুন))

পশ্চিমী দেশ গুলিতে মুসলিমরা এখনো সংখ্যা লঘু। কিন্তু এর দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে পারে। এটা একদমই সম্ভব যে আগামী কিছু বছরের মধ্যে ইসলাম আধিপত্য বিস্তারকারী ধর্ম এ পরিণত হয়েছে।

Rensselaer polytechnic institute বিজ্ঞানীরা বলেন যে গবেষণায় জানা গেছে সমগ্র জনসংখ্যার 10% যদি একটি অটুট বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয় তাহলে সে জনসংখ্যার অধিকাংশ সে বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে বাধ্য। পাঠক বুঝতেই পারছেন এর মাধ্যমে আমি কি বলতে চাইলাম।

বিজ্ঞানীদের মতে, " when the number of committed opinion holders is below 10% there is no visible progress in a spread of ideas. it could literally take the amount of time compare table to the age of the universe for this size group to reach the majority. Once that number grows above 10% the idea spreads like flame" জানান, বিজ্ঞানী boleslaw Szymanski।

"Socail consensus through the commited minorities' প্রবন্ধে দেখা যায় যে কিভাবে একটি সংখ্যালঘু মতবাদ কিছুটা আধিপত্য পাওয়ার সাথে সাথে দাবানলের মত সমগ্র জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছে এবং সংখ্যাগুরু মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

ইসলাম ধির্মান্ধি কে উৎসাহিত করে। এবং প্রত্যেক মুসলিম ধর্ম পরিবর্তনকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। তুমি সবথেকে স্বাধীনচেতা মুসলমানের কাছে মোহাম্মদের নামে কোন বাজে কথা বল সাথে সাথে সে তো মুন্দচ্ছদ করতে চাইবে। তাদের এই বিশ্বাস তারা অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইবে। কারণ ধর্মান্ধতা সংক্রামক।

ইসলামকে রুখতে গেলে আমাদের এমন সৈন্য দরকার যারা এর বিরোধীতা করতে ভয় পাবে না এবং যুক্তি-তর্ক দিয়ে ইসলামকে হারিয়ে দেবে তার প্রসার কে

বাধা দেবে। যদি আমি নির্বিকার থাকি এবং কোন রকম প্রতিক্রিয়া না দেখায় এক সময় আমরা ইসলাম দ্বারা পরাজিত হবো এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধকারে ডুবে যাব। সাহস অর্জন করে আমাদের ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে এবং মুসলিমদের মধ্যে এটি স্পষ্ট করতে হবে যে তারা আমাদের দেশে আসতে পারে, থাকতেই পারে, মানুষ হিসেবে ,কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ধর্মান্ধতা কোন স্থান এই দেশে নেই। তারা দুভাবেই প্রতিপত্তি লাভ করতে পারে না। একটি পারস্য মতবাদ আছে এ ব্যাপারে, " different of the Caravans and the partners of the bandits" এই দেশে ঢুকে বন্ধুরূপে সবার সাথে প্রতারণা করে এই দেশের ক্ষতি করার অনুমতি তাদের দেওয়া যাবে না।

আমার মনে হয় ইসলামকে সমূলে উৎপাটন করা যাবে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু আমাদের এমন এক সাহসী মাধ্যম দরকার যার মাধ্যমে আমরা সমস্ত জনসাধারণের কানেকানে মোহাম্মদের আসল রূপ ইসলামে বিবাহ তা পৌঁছে দিতে পারব। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছানোর এক মাধ্যম আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে। এবং ফোনের তথ্যচিত্র সে মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারবে না, ওখানে পৌঁছে চারিত্রিক বিশ্লেষণসহ একটি এপিক বায়োপিক তার জীবনের উপর যদি বানানো যায়, তাহলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং মহম্মদের ভালো মানুষের পর্দা সবার সামনে খুলে দেওয়া সম্ভব। এরকম একটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের আমি লিখেছি, এবং এমন লোকের সন্ধানে আছি যারা এটি প্রকাশ করতে সহায়ক হবেন। কারণ এই আধুনিক যুগে আমরা এমন জিনিস করতে সক্ষম যা কয়েক বছর আগে হয়তো করতে পারতাম না। যেমন অভিনেতাদের চোখ মুখ লুকিয়ে তাদেরকে একটি অচেনা পরিচিতি দেওয়া যাতে তাদের প্রাণের কোনরকম ক্ষতি না ঘটে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে চলচ্চিত্রটি ছড়িয়ে দেওয়া যাতে কোনরকম থিয়েটারে বোমা ফেলার আতঙ্ক না থাকে। এমন এক চলচ্চিত্র তৈরি হবে যা যেকোনো সময় ডাউনলোড করে দেখা যাবে এমনকি মক্কাতে ও

((রাজনৈতিকভাবে ইসলামের পরাজয়))

আমি দুটি লক্ষ্য মাথায় রেখে এই বইটি লিখেছি, হ্যাক হল সমস্ত মুসলিমদের সত্য দেখতে সাহায্য করা তাদের ইসলাম ত্যাগ করে আরো মানবতাবাদি ধর্ম খুঁজে নিতে সাহায্য করা এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে সাহায্য করা। অন্য লক্ষ্য টি হল ইসলামকে পৃথিবীর ধ্বংসের হুমকি হিসেবে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করা।

এই ধর্ম নিষিদ্ধ করা দরকার। কিন্তু একটি ধর্ম কিভাবে নিষিদ্ধ করা যায় ? গণতান্ত্রিক দেশ গুলিতে ধর্মপালনের তো সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাই না ? এটিত মানুষের অধিকার ? আমরা যদি ইসলামকে নিষিদ্ধ করে দিই তাহলে কি আমরা তাদের মধ্যে অসহিষ্ণু হয়ে পরবো না ?

ইসলাম নিজেকে ধর্ম হিসেবে প্রচার করে এবং ধার্মিক ভাবে প্রসারিত হয় কিন্তু এর মূল লক্ষ্য হলো বিশ্ব আধিপত্য কায়েম। নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদ এবং সাম্যবাদ এর আসল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব আধিপত্য বিস্তার। ইসলামের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তব এবং রাজনৈতিক। এর সাথে যেটুকু স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক বার্তা যুক্ত সেটি লোকচক্ষু টে ধুলো দেওয়ার জন্য। জিতু ইসলামের ভাবাদর্শ রাজনৈতিক তাই একটি রাজনৈতিক দল যেভাবে বিনাশ করা যায় সেভাবেই ইসলামকে বিনাশ করার চেষ্টা করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে !

ইসলাম কর্তৃত্ব স্থাপন এ বিশ্বাসী। তারা ধীরে ধীরে উঠে এসে সবকিছু দখল করে নিতে চায় সবার চোখের আড়ালে সবাইকে কব্জা করে নিতে চায়। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে মুসলিমদের কথাবার্তা শোনার জন্য। ওদের বিদ্রোহের সময় ওদের স্লোগান মন দিয়ে পড়তে হবে। ওদের দেয়াল লিখনের দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ স্বাধীনতার উপরে এর থেকে বড় আক্রমণ আর হতে পারে না !

স্বাধীনভাবে বিনামূল্যে কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না ! পশ্চিমের সভ্যতা আজ স্বাধীন কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা বিরুদ্ধে সরকারের ইসলামের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জগতের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশ গুলি স্বাধীন কারণ তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রক্তপাত করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। যদি পারোস এবং মিশর ও ইসলাম কে পরাজিত করতে পারত আজ হয়তো আমাদের এ ব্যাপারে চিন্তা করতে হত না। কিন্তু সেসব ইতিহাস। আমাদের হাতে এখন একটি অস্ত্র। রাজনৈতিকভাবে ইসলাম কে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা মানুষ স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখা।

আমাদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে। প্রথমটি হলো নির্বিকার থাকা, ওদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলা। ফলস্বরূপ ইসলামবিরোধীরা ইউরোপ এবং আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম হয়ে উঠবে এবং সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করবে। মধ্যযুগীয় বর্বর সাম্রাজ্যবাদ ফিরিয়ে আনবে। যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে মুসলিম ক্ষমতায় এলে তারা অবিশ্বাসী অমুসলিমদেরকে সাহায্য করবে আপনি মুখে

স্বর্গে বাস করেন এটি তাদের পক্ষে করা কখনও সম্ভব নয়। তারা নিজেদেরকে ই বিশ্বাস করেনা। তাদের বিকৃত মন শুধু দখলদারি ফলাতে চাই। তাদেরকে বিনা প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত কিছু দখল করে নিতে দিলে পশ্চিমা সভ্যতা এবং স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে এবং যে কথাটি আমি বারংবার বলছি মানুষ স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। আরবের নারীদের মত অবস্থা হবে আমাদের। হয় মৃত নয় বন্দি।

দ্বিতীয় পথ হল, মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হা পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং যখন ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করতে আসবে তখন নিজেকে সুরক্ষা দান করা। এই যুদ্ধে জয় সম্ভব নয়। যখন হিংস্রতার ব্যাপার আসে কেউই মুসলিমদের পরাজিত করতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষী আছে। আমরা সংস্কৃতিবান সভ্যতার মানুষ আমাদের পক্ষে শিশুহত্যা, কিশোর হত্যা, নারী হত্যা করা সম্ভব নয়।মুসলিমদের মত শিশু হত্যা করা আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

২০০৭ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারি সিবিসিটি টিভি একটি তালিকা প্রকাশ করে, যে সম্পূর্ণ ক্যানাডিয়ান মুসলিমদের 12% আতঙ্কবাদী হামলায় বিশ্বাসী। ক্যানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু এবং তাদের পার্লামেন্ট পুড়িয়ে দেওয়া তাদের ন্যায্যতা দান করা। কানাডায় মুসলিমদের সংখ্যা 7 লাখ, তার 12 পার্সেন্ট মানে 84000 মুসলিম আতঙ্কবাদী সমর্থন করে। বিবিসির আরেকটি রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকা মিলে 16 হাজার ব্যক্তির মধ্যে অন্তত 10 জন আতঙ্কবাদী সমর্থন করে, এবং আরো অনেক পরিসংখ্যান আছে যা দেখলে শিউরে উঠতে হই।যে দলীয় জাতি মানুষ হত্যা করতে সামান্য পিছুপা হয়না তার পক্ষে ভদ্র সুস্থ মানুষের লড়াই করে জেতা অসম্ভব। আমাদের নৈতিকতার কাছে আমরা দুর্বল। তাই এই যুদ্ধে জয় অচিন্তনীয়।

এবং তৃতীয় পথ হল সারিয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া। মুসলিম অনুপ্রবেশ চিরতরের মত বন্ধ করে দেওয়া। যারা সহযোগিতা করবে না এবং ইসলামিক ভাবাদর্শ নিয়ে যুদ্ধ করবে তাদেরকে জোর করে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

এটা বোঝা সহজ যে তৃতীয় বিকল্পটি সব থেকে কার্যকর। এখানে আমরা অন্ধকার অজ্ঞানতা বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। আমাদেরকে আমাদের বুদ্ধির সবটুকু কাজে লাগাতে হবে। অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমরা অন্ধকারেই তলোয়ার চালাবো না, সেখানে বুদ্ধির আলো জ্বালব। কারণ হিংস্রতার পক্ষে ওদের সাথে পেরে ওঠা অসম্ভব, কিন্তু যেহেতু ওদের ধর্মে এবং মুসলিমদের বিকৃত মনে যৌক্তিকতা এবং বুদ্ধির অভাব আমাদের বুদ্ধি দিয়ে খেলা সারতে হবে।

যদি ভাবাদর্শের যুদ্ধে ইসলামকে পরাজিত করা হয় তাহলে পূর্ব মুসলিমরা রাও ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করবে। এই বুদ্ধির যুদ্ধে আমাদের সবথেকে বড় সহযোগী হলো পূর্ব মুসলিমরা। কারণ তারা ইসলামের থেকে ইসলামের অত্যাচার সহ্য করে মানবতার খাতিরে ইসলাম ত্যাগ করেছে। তাদের থেকে আর কেউ ভালো জানে না ভুক্তভোগী শাস্তি কেমন। এরা স্বাধীনতায় অর্থ বোঝে এবং নিজের জীবনের স্বাধীনতা বজায় রাখতে তারা সহযোগিতা করবে।

এটি একটি জয়ের যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধে আমরা জিতবোই শত্রুকে আমরা বন্ধুতে পরিণত করবো এবং মুসলিমরা তাদের পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবে ধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত হবে। কোনরকম রক্তপাতে দরকার হবেনা কোন গুলি চালাচালি হবে না। আমরা ঘৃণার বদলে জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে ভেতর থেকে ইসলামিক ভাবাদর্শ কে ধ্বংস করব।

কেউ যদি আমাকে ভুল বুঝে থাকেন আমি আরও স্পষ্ট করে বলছি, আমি কিন্তু শান্তিবাদ এর কথা বলিনি। এক এক গালে চড় খেয়ে অপুরগান এগিয়ে দেওয়ার কথা বলছিনা। মুসলিমরা হিংস্র, তারা শক্তির ভাষা বোঝে। যদি তাদের বিরুদ্ধে উঠে দারিয়ে শক্ত হয়ে না দাঁড়ানো হয় তোমার গলা যখন তখন তারা কেটে দিতে পারবে। তাদেরকে শক্ত হাতে শক্ত মানসিকতা নিয়ে দমন করতে হবে, আমাদের বুদ্ধি বনাম তাদের জিহাদ।

কারণ জিহাদের মূলমন্ত্র হিসেবে মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, ততক্ষণ লড়ে যাও, যতক্ষণ না নিজে শক্তিমান হতে পারো। সবার থেকে বেশি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পার। তাদের শক্তির থেকেও বড় শক্তি হিসেবে আমাদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে এবং তাদের শক্তিকে দমে দিতে হবে। যদি আমরা ভেবে থাকি কোনো না কোনো একদিন জ্ঞানের আলোক তাদের উপর পড়বে তাদের চিন্তা এবং হৃদয়ের পরিবর্তন হবে, সেটি হবে না !! ও টি কোন পথ নয়। এটি একমাত্র পথ।

তাদের রহস্য অনুসন্ধান করলে, মধ্য থেকে আঘাত করলে ইসলাম একসাথে দাঁড়াতে পারবেনা। তাদের মিথ্যা দিয়ে তৈরি তাসের ঘর ভেঙে পড়বে। তাদের ধর্ম নিয়ে সংবেদনশিল মুসলিমরা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সমর্পনে জীবন যাপন করে। একবার যদি তাদের বিশ্বাস ভেঙে দেওয়া যায় সেটি হবে চরম জয়।

Vaknin বলেছেন, " the narcissistic bully very often gets his way. His misdeeds are overlook his misbehaviour tolerated. This is partly because narcissist are excellent

liars quote considerable thespian skills , and partly because no one wants to make around with that thug. Even if his thuggery is limited to words and gestures. "
মুসলিমদের ব্যবহারের একদম সঠিক সংজ্ঞা এটি ! তারা বিধ্বংসী ডাকাতদল ছাড়া আর কিছুই নয়।তাদের বিরুদ্ধে একবার সাহস করে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারলে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য।

((The fifth column among Us))
ইসলামের সত্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ এই দিশারী ধর্ম সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে লুকোচুরি খেলে। বাইরের দিক থেকে দেখলে এর মত সহিষ্ণু ধর্ম খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে এটি হিংস্রতার প্রতিরূপ। ১৯৯৯ সালে archbishop Giuseppe Bernardino , তার এক মুসলিম নেতার সাথে কথোপকথনের কথা মনে করে জানান, সেই নেতা গর্বের হাসি হেসে বলেছিল, " thanks to your democratic law we will invade you. And thanks to our religious law we will dominate you"

যে সমস্ত অমুসলিমরা ইসলাম ধর্ম এর পক্ষ নিয়ে কথা বলে তাদের আমি সবসময় সন্দেহের চোখে দেখি। আমার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা কঠিন যেকোন সুস্থ শিক্ষিত মানুষ কিভাবে এক হিংস্র অত্যাচারী ধর্মের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে পারে। পানিকে এইনে বই লিখেছে যে কিভাবে ক্রিস্টানিটি এবং ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা অনেকেই ভুল বোঝে এবং তার পক্ষ নিয়ে এবং তাদের সমস্ত অন্যায্য তা যাচাই করে অনেক প্রমান দিয়ে কথা বলেন।কংগ্রেস নেতা mark D siljandar দ্বারা রচিত A deadly misunderstanding গ্রন্থটি এমনই একটি গ্রন্থ। যার তথ্যের থেকে ভুলার কোন কিছু হতে পারে না।

আরেকটি অদ্ভুত উদাহরণ হল, নিউইয়র্ক এর মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ, কের ইসলামের প্রতি অদ্ভুত সমর্থন, যেখানে তিনি 13 টি বিশাল মসজিদ তৈরি করার জন্য টাকা দান করেন যার মাত্র কিছুটা দূরে ১৯ টি মুসলিম ৩০০০ আমেরিকান এর মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। কিরকম অসমব্যথী কাজ করা কিভাবে সম্ভব ? তার এই কর্মকাণ্ড এমন সন্দেহের উদ্রেক করে যে নাইন-ইলেভেনের ঘটনার পেছনে তার কোন হাত ছিল কিনা দেখার জন্য তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো হয়।

অমুসলিমদের মুসলিম সমর্থনের এরকম ঘটনা অনেক। তথ্য অনুযায়ী 71 শতাংশ আমেরিকান কোনরকম ইসলামিক মসজিদ তৈরি তে ক্ষুব্দ হয়। ব্লুমবার্গের এক সাক্ষাৎকারে সে জানায় এদেরকে সমস্ত কিছু দিয়ে খুশি রাখাটাই আতঙ্ক বাদ বন্ধ করার একমাত্র পথ। একজন আদর্শ আমেরিকান নাগরিকের কাজেই তিনি করেছেন।

এরকম কিছু মানুষ যারা ইসলামকে সুরক্ষার পথ দেখায় তারা আমাদের মধ্যে পঞ্চম স্তম্ভের মত। তারা আমাদের দুর্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী। শত্রুর কাছে তারা দেশের দরজা খুলে দিয়ে তাদের দুহাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কোনরকম লজ্জা বুদ্ধি ছাড়া। স্বাধীনচেতা মিডিয়া এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এই কারণে দেশের শত্রু। হাস্যকর ব্যাপার হলো ব্লুমবার্গ ছিল ইহুদি। কিন্তু আমি মনে করি তার আসল ধর্ম ছিল টাকা।

জনতা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। এটি অন্যতম হাস্যকর যে যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ মিডিয়া ইসলামের অন্যায়ের ন্যায্যতা দানকারী ক্ষমাপ্রার্থী কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করে ইন্টারনেটে এবং নিচের মন্তব্যে অসংখ্য মানুষ তাদের ঘৃণা বিদ্বেষ এবং সত্যের তথ্য উগরে দেয়। আর মানুষে অচেতন নেই , তারা সত্য জানতে শিখেছে বুঝতে শিখেছে। রাজনৈতিক নেতাদের ভন্ডামি সম্পর্কে তারা অবহিত, এবং নিরপেক্ষ ধর্ম বাদ চালালে কি ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কেও তারা সচেতন।

সমগ্র বই জুড়ে আমরা এটাই দেখিয়েছি যে কিভাবে ইসলাম প্রতারণার মাধ্যমে হিংসার মাধ্যমে ছড়িয়েছে। এবং পরবর্তীকালে কোন এক অলৌকিকতার কারণে শান্তিবাদী ধর্মের আকার ধারণ করেছে। এখনো কিছু নির্বোধ সেই শান্তিবাদী ধর্মের বার্তা বিশ্বাস করে চোখ-কান বুজে থাকে। তারা নিজেদেরকে বিদ্বান বলে ইসলামের সুরক্ষার পথে এগিয়ে আসে "সহিষ্ণুতার" বাণী প্রচার করে এবং "সোহার্দী তার" কথা শোনায়। এরা মুসলিমদের থেকেও বেশি প্রতারক.।

শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবেই নয় ইসলামকে পরাজিত করতে গেলে আমাদের জনতার সচেতনতা দরকার। কারণ রাজনীতিবিদ পাল্টাবে সরকার পাল্টাবে রাজনৈতিক দল পাল্টাবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশের জনতা সরকার চালায় জনতা যদি সচেতন না হয় তারা যদি এখন থেকে একটি ধ্বংসাত্মক ধর্মের প্রচারের ফলে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে না বোঝে তাহলে আমরা নিজেদের স্বাধীনতা হারাবো। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা দায়ভুক্ত। তাদের জন্য আমরা আরও সুন্দর এবং শান্তিময় পৃথিবী তৈরি করে যেতে চাই। ইসলামে বিনাশ ছাড়া সেটি সম্ভব

নয়। Orwell লেখেন "in the time of universal deceit telling the truth becomes a revolutionary act". আমাদের বিপ্লবীর দরকার।

((ইসলামকে আইনত ভাবে কিভাবে অবৈধ করা সম্ভব))

আমাকে প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হয়, আমরা কিভাবে ইসলামের এই যে বাড়তে থাকা হুমকি, তার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করব। ২০০১ ছেলে আমি বলেছিলাম ইসলাম নিজেরাই নিজের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তার বদলে শেয়ারও প্রভাব ছড়িয়েছে প্রসারিত হয়েছে। পশ্চিমের সমস্ত দেশগুলিতে মসজিদ তৈরি হচ্ছে এবং জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে এমনকি হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। যে আমেরিকান এখনো জানেনা যে প্রতারণাপূর্ণ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক হোসেন ওবামা একজন মুসলিম সমব্যথী তার মাথা পরীক্ষা করা দরকার !

ইসলামের এই প্রসার প্রত্যাশিত। কারণ মুসলমানরা পশ্চিমা সভ্যতার উপর আধিপত্য কায়েম করার পরিকল্পনা গত কয়েক দশক ধরে করে চলেছে। যে কোন অমুসলিম অবশ্য এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনাবৃত এবং যখন এটি ঘটে তখন তারা অবাক হয়। যারা বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী তারা এখনও এটি স্বীকার করতে অস্বীকার করে। নাইন ইলেভেনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে আরো দশ বছর সময় লেগে গেল মানুষের সচেতন হতে। যারা এখনো সচেতন নয় তারা ভুগবে, কারণ সচেতনতা দরকার স্বাধীনতা যদি প্রিয় , তবে হয় সচেতনতা দরকার।

তবে একটি সমস্যা আছে। ইসলাম মানুষের মনে এখনো ধর্ম হিসেবে বিরাজ করে। গণতান্ত্রিক দেশে একটি ধর্মের উপর নিষিদ্ধতা জারি করা মানুষের অধিকারের বাইরে পড়ে। সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু একটি উপায় ও আছে। ইসলাম একটি বহু আয়তন যুক্ত ধর্ম। বহু দিশা তার। অন্যান্য ধর্মের দিশা ডাইমেনশন একটি। ধরা যাক গিয়ে সোজা লাইনটি মানুষকে ভগবানের সাথে এক করে সেটি একটি ভার্টিক্যাল লাইন, উলম্ব রেখা। সেই রেখার ঘনত্ব এবং গভীরতা ইসলামে সম্পূর্ন পার্থিব। সেটি তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

সারিয়া নীতি দ্বারা ইসলামের সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তির সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এই নীতি জীবনের সমস্ত জায়গায় হস্তক্ষেপ করে যেমন স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক। সারিয়া নীতি অনুযায়ী এক স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে তার স্ত্রীকে শারীরিকভাবে আঘাত করার। সে তাকে যখন খুশি তখন তালাক দিতে পারে এবং

সেটি সম্পূর্ণ বৈধ। সেই স্ত্রী দ্বারা কার যতগুলি সন্তান সব গুলির উপর সম্পূর্ণ অধিকার সেই স্বামীর। সে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য এই ধরনের নীতি মানব ধর্মের বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র মুসলিমদের উপরেই সারিয়া তার ছড়ি ঘোরায় না। অমুসলিম দের জীবন এর উপরসে আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যস্ত। যেমন অমুসলিম দেশগুলিতে, তাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য মুসলমানকে ট্যাক্স দিতে হবে। যাতে তারা কোনরকম হাঙ্গামা না তৈরি করে। আবার নিজেদের মধ্যে যদি কোনো নারী (ধর্ষিত) চারবার সন্ত জন্ম দেওয়ার পরেও , একবার ও পুত্র সন্তান জন্ম দিতে না পারে , তাহলে কোরআন এর ২৪:২৩ বানি অনুযায়ী সে মিথ্যাবাদী। তাকে আসিবার বেত্রাঘাত করা যায়। এরকম অমানবিক রীতি নীতির সংখ্যা সংখ্যাতিত। এগুলি সব সামাজিক ইসলামের মধ্যে পড়ে।

রাজনৈতিক ইসলামের ভিত্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্ব থাকে না। কারণ পৃথিবীর অক্ষর করে তারপর আধিপত্য কায়েম করতে রাজনৈতিক শক্তি দরকার হয় এবং সেটি আল্লাহর কাজ। এই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে জিহাদ এর মাধ্যমে। সবাইকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা এর মূল লক্ষ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো সবাইকে সারিয়া নীতির আধিপত্যের নিচে নিয়ে আসা। এমনকি যে সমস্ত ইসলামিক দেশ শারিয়া নীতির সম্পূর্ণ মানে না তারা জিহাদিদের আক্রমণের লক্ষ্য।

এই ধরনের নেটের আধিপত্যে বলাই বাহুল্য স্বকীয়তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। জীবনের প্রত্যেকটি দিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। যে কারণে মুসলিমরা বাকিদের বলে ইসলাম একটি ধর্ম নয় এটি একটি জীবন। কারন জীবনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় করে। ধর্ম জীবনের অঙ্গ হিসেবে নয়, জীবন ধর্মের অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়।

চাইনিজ সন্ন্যাসী sun zi বলেছেন নিজের শত্রুকে জানো এবং তুমি কখনো পরাজিত হবে না। মুসলিমরা আমাদের সমাজের রীতি-নীতি জানে এবং আমাদের শান্তিকামী সমাজকে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জায়গা বলে তারা মনে করতে চাই, ভেতর থেকে তার বিনাশ করতে চাই। আমাদের মধ্যে তাদের সহযোগী আছে, যাদেরকে আমি পঞ্চম স্তম্ভ এবং ব্যবহৃত নির্বোধ বলে উল্লেখ করি।

মুসলিমরা জানে কিভাবে আমাদের গণতন্ত্র এবং মৌলিক নৈতিকতাকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। তারা শত্রুপক্ষের সমস্ত খবর রাখে। অপরদিকে

পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামের কোনো খবর রাখেনা এইজন্যেই সামাজিক-রাজনৈতিক যুদ্ধে কারা পরাজিত হচ্ছে।

ইসলামিক ত্রয়ী কে আমরা যদি একবার বুঝে ফেলতে পারি তাহলে তাকে পরাজিত করার সহজ হবে। কারণ ধর্ম হিসেবে আমরা ইসলামকে নিষিদ্ধ করতে পারব না অন্তত আইনত তো নয়। কিন্তু এক রাজনৈতিক প্রণালি হিসেবে এটিকে নিষিদ্ধ করা সম্ভব। কারণ গণতন্ত্র এবং নৈতিক নিয়মাবলী সাথে ইসলাম রাজনীতির দল হিসবে খাপ খায় না। একটি নিদর্শন হল, ইসলাম মানুষের স্বাধীনতা নীতির উপরে এটা বিশ্বাস করে না। সাম্যতা এবং বৈধতায় বিশ্বাস করে না। সমস্ত লিঙ্গের সমান অধিকার বিশ্বাস করে না। একটি মুসলিমের ধর্ম ছেড়ে যাওয়ার স্বাধীনতা এই রাজনীতিক দল দেয় না। এবং এটি জীবনযাপনের পথে বাধা। এই মুসলিমদের এর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে এক রাজনৈতিক দল হিসেবে আইনত নিষিদ্ধ করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব।

সারিয়া নীতি সম্পর্কে আমাদের একটি অবহিত হাওয়া দরকার ,

(Copy paste from the original book page ,305-306)

সমস্ত ইসলামিক দেশ শিয়া-সুন্নি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নীতি গুলি ইউনিভার্সাল হিসেবে প্রচলিত। শারিয়া নীতির উদ্ভব কোরআন এবং হাদিস থেকে। এবং এই ধরনের নীতি ইসলাম পশ্চিমী জগতে নিয়ে আসতে চায়।

মারাত্মক বিষ সাইনাইড দেখতে বড় দানার চিনির মতো। এদিকে দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে রকম চিনির মতো দেখতে একটি জিনিস তিন সেকেন্ডের মধ্যে মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সেরকম ভাবেই ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে তুলনা করে তাকে গ্রহণযোগ্য ভাবা মারাত্মক। কারণের রীতিনীতি মারাত্মক। রাজনৈতিকভাবে এর উত্থান মানবকল্যাণের পক্ষে মারাত্মক। রাজনীতি এবং ধর্ম আলাদা আলাদা স্থানে সম্পূর্ণ কল্যাণকর একটি সমাজের কল্যাণের জন্য একটি আত্মার কল্যাণের জন্য। কিন্তু যখন ধর্ম ও রাজনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা মানব বিদ্বেষী হয়ে দাঁড়ায়। সায়ানাইড বিশ্বের মধ্যে যদি কার্বন এবং নাইট্রোজেনের বন্ধনী ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে এটির অস্তিত্ব মুছে যায়। আমরা যদি রাজনৈতিক ইসলামের নিষিদ্ধ তা ঘোষণা করতে পারে ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সমস্ত ও ইসলামিক সংগঠন যেমন মসজিদ এবং ইমামবাড়া সমস্ত কিছুর ওপর নির্দেশ জারী করে দেয়া উচিত যাতে তারা সারিয়া নীতির কোনরকম প্রসার ঘটাতে পারে। আধুনিক সমাজের রীতি-নীতি লংঘন না করতে পারে।

সমস্ত মাদ্রাসা গুলিকে বন্ধ করে দাও জিৎ এবং মুসলিম শিশুদেরকে ,সাধারণ শিশুদের মত সাধারন স্কুলে পড়াশোনা শেখানো উচিত। আমরা শিশুদের মধ্যে জাতিভেদ কি করে দুর করতে পারি যদি তাদের শিক্ষা আলাদা আলাদা হয় এবং মুসলিম বাচ্চা দের ঘৃণার মন্ত্র শেখানো হয়। ধর্মযাজক এবং মৌলভীদের অবসান ঘটানো উচিত, প্রত্যেকটি মসজিদে আতঙ্কবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ক্যামেরার ব্যবস্থাপনা রাখা উচিত। যদি এক বিশ্বাস হিসেবে ইসলামের নিষিদ্ধ তা জারি না করা যায় তাহলে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসেবে এটি কে ত্যাগ করা উচিত।

খ্রিস্টান ধর্ম এ এবং রাজনীতির মধ্যে স্পষ্ট দাগ টানা আছে। যীশু খ্রীষ্ট কখনো নিজেকে রাজনৈতিক নেতা বলে দাবি করেননি এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাননি। যেহেতু রাজনীতি এবং ইসলামে ধর্ম বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্য, এবং মোঃ এর কথা অনুযায়ী , Al islamo deenun wa dawlah (ইসলাম একাধারে ধর্ম এবং সরকার) , ইসলামে দুর্বলতা লুকিয়ে আছে। একজন দাসের দুজন মালিক থাকতে পারে না। মুসলিমদের ঠিক করতে হবে তারা কি চায় একটি ধর্ম নাকি বাস করার জন্য একটি দেশ !

বেশির ভাগ মুসলিম সারিয়া নীতি সম্পর্কে সবকিছু জানে না।১৯৭৯ সালে Khomeini কে সমর্থন করে ইরানি ওরা এক বড় দাম চুকিয়েছে, কারণ তারা ইসলামের হুমকি উপেক্ষা করেছিল। আমরা মুসলিমদের জীবনের সবথেকে বড় উপকার টি করব তাদের ধর্ম থেকে মুক্ত করে।

মুসলিমদের তাদের ধর্ম সম্পর্কে এক রোমাঞ্চকর ভাবনা আছে যার কোন বাস্তবতা নেই। শারিয়া নিতের হিংস্রতা এবং অমানবিকতা র প্রকাশ তাদের চোখ খুলে দেবে। গত কয়েক বছরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সত্য জানতে পেরে অসংখ্য মুসলিম তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। এটা আমাদের মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে মুসলিম মানুষ শত্রু নয়। ইসলাম শত্রু।অথচ, ইসলামিক একটি ভাবাদর্শ। ভাব আদর্শ মানুষকে আঘাত করতে পারে না, যারা সে ভাবাদর্শের অনুসরণ করে তারা পারে। এবং মারাত্মক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে নিভৃত বাস এ রাখাই শ্রেয়।

আপনি যদি এই গ্রন্থটি পড়ে থাকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন মানবজাতির জন্য ইসলাম এত বড় এক হুমকি কেন ! অনেক মুসলিম এবং

অমুসলিম সাধারণ মানুষ তাদের অসচেতনতার কারণে এ ব্যাপারটি উপেক্ষা করে চলেছে এবং ইসলামের শান্তির বাণী ছড়াচ্ছে। তারাও প্রতারিত। সত্য আমাদেরকে মুক্তি দেবে। মূল সমস্যা হলো যে সত্য রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণের কব্জায় পড়ে আর বেরোতে পারছি না এবং ঘৃণিত প্রতারিত মিথ্যা হয়ে থেকে যাচ্ছে। ইসলামের এত ফর্সার উপেক্ষার কারণে। যতক্ষণ না আমরা সোচ্চার হচ্ছি, অজ্ঞতা কিন্তু বজায় থাকবে। কারণ নিস্তব্ধতা মারাত্মক।